সারস্বত গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ৪

তান্ত্রিক গুরু

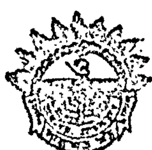
বা

তন্ত্র ও সাধন-পদ্ধতি

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে সদা॥
—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী

পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস
শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী
প্রণীত

সপ্তম সংস্করণ—১৩৫৮



[মূল্য ২৷৷০

প্রকাশক
শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী
সারস্বত মঠ
পোঃ কোকিলামুখ (যোরহাট) আসাম

মুদ্রাকর
শ্রীপুলিনবিহারী টাট
এইচ, এস্, প্রেস
বরাহনগর

সূচীপত্র

প্রথম অংশ—যুক্তিকল্প

দ্বিতীয় অংশ—সাধনকল্প

পরিশিষ্ট

ওঁ তৎসৎ

উৎসর্গ পত্র

গরবিনী মা আমার! পরলোক প্রয়াণকালে তুমি আমাকে জগজ্জননীর ক্রোড়ে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিলে; তিনি আমাকে তাঁহার মঙ্গলময় ক্রোড়ে কিরূপে জড়াইয়া রাখিয়াছেন, তাহার নিদর্শনস্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তোমার রাঙ্গা পা দু'খানির উদ্দেশ্যে নিবেদন করিলাম।

জননি! জগজ্জননীর কোলে বসিয়া জানিয়াছি, তোমাদের ত্রিমূর্ত্তি তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ মাত্র; মূলে তোমরা অভিন্না। তাই ডাকি মা, শিশুর ভার নিতে ভয় পেতে হবে না, এবার আমি তোর ভার নিব, তোরে বুকে রেখে চো'খে পাহারা দিব। এস গৌরি, মনোময়ী দেবী আমার! প্রকাশিত হও—একবার প্রত্যক্ষ করি। সাধনার সাধ পূরাও গো! আমার অন্তরে অন্তরে প্রকাশিত হও, আমি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করি। প্রেমময়ি! আমার মনোময়ী মেয়েটীর বেশে হৃদয়াসনে এসে—নিত্য নৃত্য কর; আমি আত্মহারা—পাগলপারা হইয়া তোমায় দেখি। এ আব্দার ভিন্ন ব্রহ্মপদও যে আমার নিকট ধেনুদণ্ডের ন্যায় হেয়। তাই মা! তোমায় ডাকি—

"তিলেক লাগিয়া—হৃদয়ে বসিয়া হাসিয়া কথাটী কও।"

আসিয়া আমার উপহার গ্রহণ কর।

তোমার আদুরে ছেলে

নলিনীকান্ত

গ্রন্থকারের বক্তব্য

স্বষ্ট্বাঽখিলং জগদিদং সদসৎস্বরূপং
শক্ত্যা স্বয়া ত্রিগুণয়া পরিপাতি বিশ্বম্।
সংহৃত্য কল্পসময়ে রমতে তথৈকা
তাং সর্ব্ববিশ্বজননীং মনসা স্মরামি॥

যাঁহা হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে এবং কল্পান্তে যাঁহাতে উপসংহৃত হইবে, সেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবারাধ্যা বিন্ধ্যাদ্রিনিলয়া মহামায়ার কৃপায় তদীয় কৃপালব্ধ "তান্ত্রিক গুরু" অদ্য সাধারণের করে পরমাদরে অর্পণ করিলাম।

বঙ্গদেশে তন্ত্রশাস্ত্রের বড়ই প্রভাব। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সাকারোপাসকগণ তন্ত্রশাস্ত্র মতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। জপ, পূজা, যাগাদির অধিকাংশ তন্ত্রোক্ত মতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তন্ত্রোক্ত উপাসনাই কলিকালে প্রশস্ত ও আশুফলপ্রদ। যথা—

কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ॥

সত্যযুগে বেদোক্ত, ত্রেতাযুগে স্মৃত্যুক্ত, দ্বাপরে পুরাণোক্ত এবং কলিযুগে তন্ত্রোক্ত বিধি-অনুসারে ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। অতএব কলিযুগে তন্ত্রমার্গ ব্যতীত অন্যান্য মার্গ প্রশস্ত নহে। এই সকল শাস্ত্রবচন অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় তন্ত্রশাস্ত্র এতদ্দেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং তন্ত্রশাস্ত্রমতে সন্ধ্যাহ্নিক, তর্পণ, জপ, পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে তন্ত্রশাস্ত্র প্রাধান্য লাভ করিলেও বর্ত্তমানে তন্ত্রজ্ঞ গুরু অতি বিরল। কেননা, পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির জোরে কাহারও তন্ত্র বুঝিবার বা বুঝাইবার ক্ষমতা হয় না। বাস্তবিক গুরুমুখে উপদেশ প্রাপ্ত না হইলে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থবোধ ও মর্ম্ম গ্রহণ করিবার শক্তি কাহারও নাই। সুতরাং এরূপ প্রত্যক্ষফলপ্রদ শাস্ত্র-প্রদর্শিত

পশ্চাৎ দীক্ষা গ্রহণ ও ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠান করিয়াও কেহ ফললাভে সক্ষম হয় না। কারণ তত্ত্বজ্ঞ গুরুর অভাবে ক্রিয়া-কলাপ যথারীতি সম্পন্ন হইতে পারে না। এই সকল কারণে অনেকে শাস্ত্র-গ্রন্থ অবিশ্বাস করিয়া থাকে। দেশের এই দুরবস্থা দর্শনে আমার পরিচিত সাধন-পিপাসু কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি আমার লিখিত "জ্ঞানীগুরু" ও "যোগীগুরু"র ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক প্রকাশ করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদিগের উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী হইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সুধী সাধকগণের বিবেচ্য।

এতদ্দেশে অনেকগুলি তন্ত্র-শাস্ত্র প্রচলিত আছে। আমি কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থের অনুসরণ করি নাই। মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায়স্বরূপ যে সকল ক্রিয়া-কলাপ প্রয়োজন, গুরুমুখে আমি যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহারই কিয়দংশ অর্থাৎ সাধারণ্যে প্রকাশ্য এবং সকলের করণীয় ও সহজসাধ্য বিষয়গুলি যুক্তির সহিত এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রগুলি আর্য্য-ঋষিগণের অলৌকিক সৃষ্টি। তন্ত্রগুলি সমাহিতচিত্তে পাঠ করিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। জ্ঞানী বা অজ্ঞানীর যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই তন্ত্রমধ্যে দৃষ্ট হইবে। তন্ত্রগুলি সাধন-শাস্ত্র, ইহাকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—প্রবৃত্তি-সাধন ও নিবৃত্তি-সাধন। প্রবৃত্তিমার্গে রোগারোগ্য, গ্রহশান্তি, বাজীকরণ, রসায়ন, দ্রব্যগুণ, ষট্‌কর্ম্ম (মারণ, স্তম্ভন, মোহন, উচ্চাটন, বশীকরণ ও আকর্ষণ) এবং দেব, দানব, ভূত, প্রেত, পিশাচাদির সাধন-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। অসংযতচিত্ত অবিদ্যাবিমোহিত মানব-সমাজে অবিদ্যার সাধন ব্যক্ত করিয়া সাধকের বিরক্তি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করি না। নিবৃত্তিমার্গের সাধনপ্রণালীই আমার প্রতিপাদ্য বিষয়। নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াবান্ সাধকই নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী। আজিও সমাজে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াদি প্রচলিত আছে। সুতরাং তাহা লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। কেবল সাধন-পদ্ধতি মাত্র আমি প্রকাশ করিব। আশা আছে এই গ্রন্থোক্ত সাধন-প্রণালীসম্মত সাধন করিলে সাধকগণ ক্রমশঃ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মানবজীবনের পূর্ণত্বসাধন করিতে পারিবেন।

সাধারণের অবগতির জন্য গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রবৃত্তি-মার্গের দুই চারিটী সাধন-প্রণালী পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল। সাধনা করিয়া শাস্ত্র-বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিবেন।

এই পুস্তকখানিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম ভাগে তন্ত্র ও তন্ত্রোক্ত সাধনাদির যুক্তি, দ্বিতীয় ভাগে সাধন-প্রণালী এবং পরিশিষ্টে সাধারণ মানবের সুখ ও স্বাস্থ্যের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। আমার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণের জন্য তন্ত্র-পুরাণাদি শাস্ত্রের যুক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যথাসাধ্য সহজ ও সরল ভাবে চলিত ভাষায় বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা গুণগ্রাহী সাধকবর্গের বিবেচ্য।

পরিশেষে বক্তব্য—আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বিধিমত চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক। ভগবানের কৃপা ব্যতীত সাধন-তত্ত্ব বুঝিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। এক্ষণে সাধনপিপাসু ব্যক্তিগণ বর্ণাশুদ্ধি, ভাষাদোষ প্রভৃতি শিশুশিক্ষা বিষয় আলোচনা না করিয়া, স্বকার্য্যে ব্রতী হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। সাধকগণ কোন বিষয় বুঝিতে না পারিয়া আমার নিকট আসিলে সাদরে ও সযত্নে বুঝাইতে বা সাধনতত্ত্ব শিক্ষা দিতে ত্রুটী করিব না।* কিমধিকবিস্তারেণ।

ঢাকা, শান্তি-আশ্রম
২৫শে শ্রাবণ, ঝুলন (রাখী) পূর্ণিমা
১৩১৮ বঙ্গাব্দ

ভক্তপদারবিন্দভিক্ষু
দীন—নিগমানন্দ

* পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বিগত ১৩৪২ সালে মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন।—প্রকাশক

পঞ্চম সংস্করণের বক্তব্য

অল্পদিনের মধ্যেই তান্ত্রিকগুরুর চতুর্থ সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় পঞ্চম সংস্করণ মুদ্রিত হইল। ব্যভিচারিজনগণ কর্তৃক তন্ত্রশাস্ত্রের সাধন বিকৃতভাবে অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত হওয়ায় এক শ্রেণীর লোক তন্ত্রের নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠেন। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত রহস্যজ্ঞ বিজ্ঞ পাঠক এবং সাধকও যে বিরল নহে, তাহা আমরা "তান্ত্রিক গুরু" প্রকাশেই বুঝিতে পারিয়াছি। কিমধিকমিতি।

সারস্বত মঠ
১৬ই আষাঢ়, রথযাত্রা
১৩৩৩ বঙ্গাব্দ

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
দীন—চিদানন্দ
প্রকাশক

সপ্তম সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

তান্ত্রিক গুরুর সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহা ষষ্ঠ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ হইলেও যথাসম্ভব ইহাকে নির্ভুল করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কাগজ এবং মুদ্রণব্যয়ের কল্পনাতীত পরিবর্দ্ধন সময়ে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হওয়ায় এই সংস্করণের মূল্য ২।০ স্থলে ২৸০ (পৌনে তিন টাকা) করিতে বাধ্য হইলাম। নিবেদনমিতি—

সারস্বত মঠ
অক্ষয় তৃতীয়া—১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
দীন—আত্মানন্দ
প্রকাশক



শ্রীমদাচার্য্য স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব

তান্ত্রিক গুরু

প্রথম অংশ—যুক্তি-কল্প

তন্ত্র-শাস্ত্র

আজকাল নব্য-শিক্ষিত অনেকেই তন্ত্রশাস্ত্রকে গুরু-ব্যবসায়ীদিগের কৃত অর্থ উপার্জ্জনের উপায়স্বরূপ কল্পিত শাস্ত্র বলিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা করে না। ফলতঃ ঐ শাস্ত্রকে কালক্রমে তদ্রূপ ব্যবসায়োপযোগী করার জন্য যে মূলতন্ত্রে বহুবিধ প্রক্ষিপ্ত, রূপক ও অর্থবাদাদি যোগের চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা উক্ত শাস্ত্রের আধুনিক মুদ্রিত গ্রন্থাদি দেখিলে অতি সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। বেদের বহু পর তন্ত্র-শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সৃষ্ট পদার্থ দর্শনে স্রষ্টা অর্থাৎ ঈশ্বর প্রতিপাদন ও তাঁহার উপাসনাই বেদের বিষয়। যখন কালক্রমে হিন্দুজাতির বুদ্ধির প্রখরতার উৎকর্ষ সাধন হইতে লাগিল, তখন পরমার্থ বিষয়ে মন অগ্রসর হওয়ায় বুদ্ধির সাহায্যে কালক্রমে উপনিষদ, দর্শন ও তন্ত্র-শাস্ত্র সমুদয় প্রকাশিত হইয়াছে। তন্ত্র কোন স্বতন্ত্র শাস্ত্র নহে, উহা বেদেরই রূপান্তর—বিশেষতঃ সাংখ্য-দর্শন ও উপনিষদের সার। উহাতে মুক্তির সহজ উপায় নির্দ্ধারিত ও বিচারিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বাক্-সর্ব্বস্বতা ও ক্রিয়া-শূন্যতা দোষে ভারতসমাজে তন্ত্রশাস্ত্রের যেরূপ ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তন্ত্রের নাম শুনিলেও অনেকে উপহাস করিবে, বিচিত্র কি? ফলতঃ যেরূপ যথেচ্ছভাবে প্রবৃত্তি-প্রলোভিনী কল্পিতব্যবস্থা তন্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট করার

চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতে অল্পজ্ঞগণের উপহাস করাও নিতান্ত অসঙ্গত বলা যায় না। মুসলমান-রাজত্বসময়ে হিন্দুদিগের কোন গ্রন্থই অক্ষতাবস্থায় ছিল না; ঐ সময়েই তন্ত্রশাস্ত্রেরও দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। একদিকে মুসলমানদিগের অত্যাচার, অন্যদিকে হিন্দুসমাজে সদ্‌গুরুর বিরলতাবশতঃ শিক্ষা-বিভ্রাট-সম্ভূত স্বেচ্ছাচারিতায় প্রক্ষিপ্ত বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ হইয়া প্রকৃত তন্ত্র-শাস্ত্র অনেকস্থলে এরূপভাবে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা হইতে অবিকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করা অল্পাধিকারীর পক্ষে অসম্ভব। বেদ ও সদাচারবিরুদ্ধ কত তন্ত্রগ্রন্থ নূতন রচিতও হইয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য সাধারণ লোকে ভ্রমে পড়িলেও তন্ত্র-তত্ত্বজ্ঞের তাহা চিনিতে বাকী থাকে না। আধুনিক অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে, প্রবৃত্তিমার্গে মন একবার ধাবিত হইলে তাহা হইতে সহসা নিবৃত্তিমার্গে তাহাকে ফিরান সুকঠিন। হঠাৎ কোনমতে নিবৃত্তি সাধন করিলেও সে অপরিপক্ক সিদ্ধি স্থির থাকে না; তজ্জন্য সুকৌশলে সকামতার মধ্য দিয়াই সৎপথে মন ধাবিত করার জন্য নানারূপ আপাত বেদবিরুদ্ধ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাঁহাদের এরূপ ব্যাখ্যাও প্রায় মূল্যহীন বোধ হয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ত্রিগুণ ভেদে উপাসনার অধিকার ও প্রকারভেদ বেদেও ব্যবস্থিত; সুতরাং মহাযোগ-লীলাবতার মহাদেব-প্রণীত মূল তন্ত্রশাস্ত্র অবশ্য সে তত্ত্ব ছাড়া নহে। শুধু শাস্ত্রপণ্ডিত তাহা না বুঝুন, সাধন-পণ্ডিতের তাহা অবিদিত থাকে না; না বুঝিয়া তজ্জন্য যে শাস্ত্রনিন্দা, তাহা অর্ব্বাচীনতা মাত্র। তবে কি না আধুনিক কতিপয় তন্ত্রের অনেকস্থলেই মহাদেব ও পার্ব্বতীর কথোপকথন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া অনেক বিকট, বিকৃত ও অকিঞ্চিৎকর বিধি-বিধান ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত করার চেষ্টা করা হইয়াছে বোধ হয়। আবার অবিকৃত প্রকৃত শিববাক্য-তন্ত্রেও হয়ত

আপাত-দৃষ্টিতে এমন অনেক অস্বাভাবিক, অদ্ভুত ও বীভৎস বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, উহার মর্ম্ম-রহস্য-মূঢ়, 'রুচি'-রোগগ্রস্ত, স্থূলনীতি-সর্ব্বস্ব অনেক স্থূলাধিকারীর মতে মহাদেব ও পার্ব্বতীর নামেও তাহার কিছুমাত্র পবিত্রতা সম্পাদন করিতে পারে নাই। ফল কথা, সফল-সাধন-ক্রিয়ান্বিত সদ্‌গুরুর কৃপানুকূল্যের অভাবে অনেকেই আজকাল তন্ত্রমথিত নবনীত না চিনিয়া কেবল ঘোল খাইয়া গোল করিতেছেন।

শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধানি আগমাদীনি যানি চ।
করাল ভৈরবঞ্চাপি যামলঞ্চাপি যৎ কৃতম্।
এবং বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি বৈ॥

—কূর্ম্মপুরাণ

লোকসকলকে মোহাভিভূত করার জন্য শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র মহাদেবের বলিবার কি কারণ ছিল? তান্ত্রিক-রহস্যের মর্ম্মগ্রন্থি এইখানেই ভেদ করিতে হইবে। তবে এখানে মাত্র তন্ত্রশাস্ত্রের মূলভিত্তি আলোচনা দ্বারা ইহার প্রয়োজন প্রতিপাদন করাই গ্রন্থকারের লক্ষ্য।

প্রকৃত তন্ত্রশাস্ত্র মধ্যে বেদবিরুদ্ধ ব্যবস্থা অতি স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্॥
সর্ব্বকামপ্রদং পুণ্যং তন্ত্রং বৈ বেদসম্মতম্॥

তন্ত্র-শাস্ত্রসমুদয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, উহার মূল ভিত্তি সাংখ্য ও উপনিষদের উপরে স্থাপিত। হিন্দুসমাজে কালধর্ম্মে পবিত্র তন্ত্রশাস্ত্রের সাত্ত্বিক সাধন তিরোহিত হইয়া কেবল রাজসিক ও তামসিক সাধনের প্রক্রিয়া-প্রণালীই প্রায়শঃ

প্রচলিত রহিয়াছে; তাহাই অধিকার-তত্ত্ববোধাভাবে তন্ত্রশাস্ত্রের অনাদরের কারণ। বস্তুতঃ তন্ত্রকে যোগধর্ম্মের কল্পভাণ্ডার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে মানসিক ও বাহ্যিক পূজার এবং প্রাণায়াম প্রভৃতির ব্যবস্থা অতি সুন্দররূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বেদ যেমন জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড, এই দুই ভাগে বিভক্ত, যোগশাস্ত্রও তদ্রূপ দুই ভাগে বিভক্ত। তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপই ইহার কর্ম্মকাণ্ড। তন্ত্রের উপাসনার প্রণালী অতি পবিত্র, ইহাতে প্রাণায়াম এবং সাধন-পদ অতি উৎকৃষ্টরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

যোগ ও তন্ত্রোক্ত উপাসনা-প্রণালীর উদ্ভব এক উপকরণ হইতেই হইয়াছে; ঐ সকল বিষয় পুরাণে অতি সহজে বুঝান হইয়াছে। তন্ত্র-প্রতিপাদ্য সাধনার অন্যতম মূলভিত্তি মহাত্মা কপিলকৃত সাংখ্য। এ কথা সত্য যে, কপিলদেব বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় মূর্ত্তি-উপাসনার প্রণালী উদ্ভাবন করেন নাই; কিন্তু তিনি সাংখ্যে যে প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তন্ত্রেও তন্মূলাশ্রয়ে দেবদেবীর উপাসনার প্রণালী বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কপিল মুনির পুরুষই পরিশেষে হিন্দু-উপাসনাতে নানারূপে বিকশিত হইয়া, রুচি ও অধিকার অনুসারে নানা মূর্ত্তিতে উপাস্য হইয়াছেন। প্রকৃতিই ভগবতী দেবীর প্রথম আবির্ভাব— তিনিই কালীদেবী।

তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥

—মার্কণ্ডেয় পুরাণ

প্রকৃতির সত্ত্বাধিক্যে পুরুষের সান্নিধ্যে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়, বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার এবং এই অহঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন বিকার

হইতে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়, উভয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরুষই চৈতন্যশক্তি, সুখ-দুঃখাদি শূন্য ; ইনি অকর্ত্তা, কোন কার্য্যই করেন না, সমুদয় বিশ্ব-ব্যাপারই প্রকৃতির কার্য্য। ঐ প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সাপেক্ষ। লৌহ যেমন চুম্বক-সমীপস্থ হইলে সেইদিকে গমন করে, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষ-সন্নিধানপ্রযুক্ত বিশ্ব-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। প্রকৃতিরই সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব, ইহাই সাংখ্যদর্শনের মত, তজ্জন্য পুরুষ দেবীর ক্রিয়াধাররূপে পদতলে এবং সেই অভিনয়েই কালীদেবীর মূর্ত্তি মহাদেবের উপর সংস্থাপিত।

কপিল-প্রকাশিত প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব পরিষ্কাররূপে সর্ব্বাধিকারি-নির্ব্বিশেষে বুঝাইবার জন্যই পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছে। প্রকৃতি-পুরুষের সাকাররূপ তন্ত্রে-পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র বেদ হইতে যেরূপ সন্ধ্যোপাসনা ও অন্যান্য বৈদিক কর্ম্মের পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তদ্রূপ সাংখ্যদর্শন অবলম্বন করিয়া তন্ত্রোক্ত উপাসনার প্রণালী ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র যোগের সর্ব্বসম্পৎসম্পন্ন অতি বিশুদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র। কপিল ও পতঞ্জলি মুনি যোগানুষ্ঠানের ভাবতত্ত্ব যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহারই কর্মজ্ঞানানুষ্ঠানে পূর্ণ তন্ত্র-শাস্ত্র। উপনিষদে উপাসনার যে সকল মত ও রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, সামান্য ইতর-বিশেষ থাকিলেও তন্ত্রেও প্রায় তদ্রূপ ব্যবস্থা বধিবদ্ধ হইয়াছে। বীজমন্ত্র এবং যন্ত্র, উপনিষৎ ও তন্ত্র, উভয় শাস্ত্রেই আছে ; সুতরাং তন্ত্র যে কোন আধুনিক কল্পিতশাস্ত্র, এরূপ সিদ্ধান্ত করার কোন কারণ নাই।

বেদ ও তন্ত্রোক্ত উপাসনা-প্রণালীর উপর দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, সময়ের পরিবর্ত্তনে মনুষ্যের চিন্তাশীলতা এবং বুদ্ধি-বৃত্তির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের রুচি ও অধিকারের

পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে এবং মুনিঋষিগণও সময়ে সময়ে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। বেদোক্ত কর্ম্ম অতি কষ্ট-সাধ্য। কোন সময়ে মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা আরম্ভ হইলে, পারত্রিক সুখ অপেক্ষা ইহ-সংসারের সুখ অধিক প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল; তখন ক্রমেই বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত কার্য্য সকল শিথিল হইতে লাগিল; তৎকালে সহজ উপায়ে ঈশ্বর-আরাধনার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যবস্থার প্রতি লোকের অধিকতর অনুরাগ হইল। যিনি বেদ ও তন্ত্রোক্ত প্রাণায়াম অবগত আছেন, তিনিই এই উভয় মতে আপাত পার্থক্য অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে, তন্ত্র বেদের ন্যায় মহাজন ও ঋষিগণ দ্বারা সমর্থিত কি না? রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব এতৎ প্রদেশে সাধারণ্যে প্রচলিত এবং তদীয় মীমাংসা বেদবাক্যের ন্যায় গৃহীত হইয়া থাকে। সেই গ্রন্থে প্রমাণস্থলে ভূরি ভূরি তন্ত্রের বচন ব্যবহৃত হইয়াছে। এমন কি স্থল-বিশেষে তন্ত্রের বচন দ্বারাই শেষ কর্ত্তব্য অবধারিত হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার কৃত আনন্দ-লহরী স্তোত্রে তন্ত্রের প্রতি বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং শাক্তামোদ প্রভৃতি কয়েকখানি সংগ্রহ-তন্ত্রও সঙ্কলন করিয়াছেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনের ভাষ্যকার আনন্দতীর্থও তাঁহার ভাষ্যে তন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, আনন্দতীর্থ প্রভৃতি যে শাস্ত্রকে প্রামাণিকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন, জিগীষাপরবশ ও নানা প্রকার স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কেহ কি সেই সদাশিবোক্ত তন্ত্রশাস্ত্রকে অপ্রামাণিক বলিয়া উপহাসাস্পদ হইতে সাহসী হইবেন?

ঋষিগণ দ্বারাও এই তন্ত্রশাস্ত্র সমর্থিত ও সমাদৃত, অতএব প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত। ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

গুরু-তন্ত্রং দেবতাঞ্চ ভেদয়ন্ নরকং ব্রজেৎ।
গঙ্গা-দুর্গা-হরীশানং ভেদকৃন্নারকী যথা॥

—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ

গঙ্গা ও দুর্গা এবং হরি ও ঈশানে ভেদজ্ঞানকারী যেমন নিরয়গামী হইয়া থাকে, সেইরূপ গুরু, তন্ত্র ও দেবতাতে ভেদ জ্ঞান করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। বৈষ্ণবদিগের প্রধান শাস্ত্র শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

বৈদিকী তান্ত্রিকী মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ॥

—১১শ স্কন্ধ

—বৈদিক, তান্ত্রিক এবং বৈদিক-তান্ত্রিক মিশ্র, এই তিন প্রকার বিধি দ্বারা যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি তদ্রূপেই আমার আরাধনা করিবেন।

সকল পুরাণ হইতে এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এই সকল পুরাণের ঋষিবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা বিরুদ্ধ মত স্থাপনের চেষ্টা করে, তাহাদিগকে অসম্বদ্ধপ্রলাপী ও নাস্তিক ভিন্ন আর কি বলিব? বস্তুতঃ পুরাণকে অবহেলা করিলে অধিকাংশ হিন্দুকেই, বিশেষতঃ প্রায় বঙ্গদেশীয় হিন্দুকেই ধর্ম্মবিষয়ে অবলম্বনশূন্য হইতে হইবে। অতএব তন্ত্রশাস্ত্রকে অপ্রামাণিক বলিলে, স্বর্ণকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বস্ত্রপ্রান্তে শূন্যগ্রন্থি দেওয়া হয়।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে—ভগবতী শিবকে কহিলেন, "আপনি

আগমকর্ত্তা এবং স্বয়ং বিষ্ণু বেদকর্ত্তা। প্রথমে আপনি আগমকর্ত্তৃত্বে বিনিযুক্ত হন ও পরে বেদকর্ত্তৃত্বে হরি নিয়োজিত হইয়াছেন। আগম ও বেদ এই দুইটীই আমার প্রধান বাহু। এই দুই বাহু দ্বারা ভূর্ভুবাদি ত্রিলোক ধৃত হইয়াছে।" এই সকল বচন দ্বারা বেদের ন্যায় তন্ত্রেরও অপৌরুষেয়ত্ব প্রমাণিত হইল। তন্ত্রে মদ্য-মাংস প্রভৃতির ব্যবহার আছে বলিয়া অনেকেরই ধারণা তন্ত্র বেদবিরুদ্ধ। এই ধারণাও নিতান্ত ভ্রমাত্মক। যজুর্ব্বেদের একোনবিংশতি অধ্যায়ে সুরার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা—

ব্রহ্মক্ষত্রং পবতে তেজ ইন্দ্রিয়ং সুরয়া সোম সুত আসুতো মদীয় শুক্রেণ দেব দেবতাঃ পিপৃগ্ধি রসেনান্নং যজমানায় ধেহি।

—হে দেব সোম! তুমি সুরা দ্বারা তীব্রীকৃত ও সামর্থ্যযুক্ত হইয়া নিজ শুদ্ধবীর্য্য দ্বারা দেবতা পরিতুষ্ট কর এবং রস সহিত অন্ন যজমানকে প্রদান কর ও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়কে তেজঃসম্পন্ন কর।

অতএব মদ্যমাংসাদি সেবন বৈদিক বা পৌরাণিক মতেরও বিরুদ্ধ নয়। বেদ ও পুরাণ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদয় উদ্ধৃত করিলাম না। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ খড়দহে ত্রিপুরা-যন্ত্র স্থাপন করিয়া ইহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

যদিও কোন শাস্ত্রমধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই না, তাহা না হইলেও তন্ত্রকে অপ্রাচীন বলিতে পারা যায় না। কারণ তন্ত্রশাস্ত্র অতীব গোপনীয় শাস্ত্র। শাস্ত্রকারগণ কুলবধূর ন্যায় সাধন-শাস্ত্রকে গুপ্ত রাখিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তন্ত্র শব্দের

অর্থ "শ্রুতিশাখাবিশেষ" বলিয়া মেদিনী-অভিধানে লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বতন আর্য্য-ঋষিগণ অতি প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা যেরূপ সুকৌশলে উপাসনার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎপ্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও মনোনিবেশ করিলে, তাহার প্রকৃতভাব কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করা যাইতে পারে এবং তাহাতে মনে অতি পবিত্র আনন্দ-ভাবের আবির্ভাব হয়; সেই পবিত্র আনন্দ অন্যকে বুঝাইবার উপায় নাই; যিনি সেই সাত্ত্বিকানন্দ অনুভব করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কাহারও তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকই ঐ সকল বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ না করায় তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই; তজ্জন্যই তাহারা তন্ত্রশাস্ত্রকে বেদ-বিরুদ্ধ কার্য্যের অভিপ্রায়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ইচ্ছানুসারে প্রস্তুত বলিয়া উপেক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

নিগম বেদ, আগম তন্ত্র। "কলাবাগমসম্মতা"—কলিকালে আগমসম্মতা উপাসনাই ফলপ্রদা; কারণ ইহাতে কলির দুর্ব্বলাধিকারী মানবের উপযুক্ত সুকর সাধন-বিধানই সন্নিবিষ্ট, সুতরাং তন্ত্রই কলির বেদ। অতএব—

আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।

আরও এক কথা। তন্ত্র আধুনিকই হউক আর যাহাই হউক, আমরা যখন দেখিতে পাইতেছি, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, জগন্মোহন, রাজা রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, সর্ব্বানন্দ ও কমলাকান্ত প্রভৃতি বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ তন্ত্রোক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তখন তন্ত্রশাস্ত্র আমাদিগের নিকট অনাদৃত বা উপেক্ষিত হইবে কেন? একজন স্ত্রীলোক অপর একটি স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিল,—"ভগ্নি! তোমার না-কি ছেলেটি মারা গেছে?" দ্বিতীয়া রমণী বলিল,—"সে কি—আমি

এইমাত্র যে তাহাকে খাওয়াইয়া আসিলাম!" প্রথমা রমণী কিঞ্চিৎ চিন্তাযুক্ত হইয়া বলিল,—"তাইত, দাদাঠাকুর তো মিথ্যা কথা বলেন না!" যাহার ছেলে সে বলিতেছে, ছেলে জীবিত আছে, কিন্তু দাদাঠাকুর মিথ্যাবাদী নহে বলিয়া অপরে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। নব্য শিক্ষিত ব্যক্তি তদ্রূপ "তন্ত্র আধুনিক" বলিয়া উপেক্ষা করিতেছে, অথচ চক্ষের উপর কত ব্যক্তি তন্ত্রোক্ত সাধনায় আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধার্ম্মিক সমাজে পূজিত হইতেছেন। এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়িয়া অনুমানে নির্ভর করা মূর্খতা মাত্র। এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও যাহারা তন্ত্রশাস্ত্রকে উপেক্ষা করে, তাহারা বায়স কর্ত্তৃক শ্রবণাপহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণে সেই বায়সকে লক্ষ্য করিয়া অনুসরণ করিতে করিতে পথিমধ্যস্থিত কূপমধ্যে পতিত মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় ভ্রমান্ধকূপেই নিপতিত হইবে।

তন্ত্রোক্ত সাধনা

এতদ্দেশে অধিকাংশস্থলেই তন্ত্রের মতে দেবতাগণের আরাধনা হইয়া থাকে এবং তান্ত্রিক মতেই দেবতা-আরাধনায় অতি শীঘ্র ফল লাভ হইয়া থাকে। তান্ত্রিকগণ এরূপ সহজ ও সরল পন্থাসকল আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাতে মানব যোগের পথে সহজে অগ্রসর হইতে পারে। তন্ত্র-শাস্ত্র শিববিরচিত; যাহা যোগের অত্যুত্তম রত্নোজ্জ্বল পন্থা, তাহা

কেবল পার্থিব ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা চিন্তা করাও মহাপাপ। যে তন্ত্রশাস্ত্রে মদ্য মাংস প্রভৃতি বিষয়োপভোগের কথা লিখিত আছে, সেই তন্ত্র-শাস্ত্র কি ব্রহ্মজ্ঞানে অদূরদর্শী ছিলেন ?

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে কথিত আছে, পরম যোগী মহাদেবকে আদ্যাশক্তি ভগবতী বলিলেন, "হে দেবদেব মহাদেব ! আপনি দেবগণের গুরুর গুরু, আপনি যে পরমেশ পরব্রহ্মের কথা বলিলেন এবং যাঁহার উপাসনায় মানবগণ ভোগ ও মোক্ষলাভ করিতে পারে, হে ভগবন্ ! কি উপায়ে সেই পরমাত্মা প্রসন্ন হইয়া থাকেন ? হে দেব ! তাঁহার সাধন বা মন্ত্র কিরূপ ? সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের ধ্যানই বা কি এবং বিধিই বা কিরূপ ? হে প্রভো ! আমি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব শুনিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছি, অতএব কৃপা করিয়া আমাকে তাহা বলুন।"

সদাশিব কহিলেন, "হে প্রাণবল্লভে ! তুমি আমার নিকটে গুহ্য হইতে গুহ্য ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ কর। আমি এই রহস্য কুত্রাপি প্রকাশ করি নাই। গুহ্য বিষয় আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পদার্থ, তোমার প্রতি স্নেহ আছে বলিয়া আমি বলিতেছি। সেই সচ্চিৎশিবাত্মা পরব্রহ্মকে কি প্রকারে জানা যাইতে পারে ? হে মহেশ্বরি ! যিনি সত্যাসত্যনির্ব্বিশেষ এবং বাক্য ও মনের অগোচর, তাঁহাকে যথাযথ স্বরূপ বা লক্ষণ দ্বারা কিরূপে জানা যাইতে পারে ? যিনি অনিত্য জগন্মণ্ডলে সৎরূপে প্রতিভাত আছেন, যিনি ব্রহ্মস্বরূপ, সর্ব্বত্র সমদৃষ্ট, সমাধি-সাহায্যে যাঁহাকে জানিতে পারা যায়, যিনি দ্বন্দ্বাতীত, নির্ব্বিকল্প ও শরীর-আত্মজ্ঞানপরিশূন্য, যাঁহা হইতে বিশ্ব-সংসার সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং যাঁহাতে সমুদ্ভূত হইয়া নিখিল বিশ্ব অবস্থিতি করিতেছে, যাঁহাতে সকল বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্ম এই তটস্থ লক্ষণদ্বারা জ্ঞেয় হন।

স্বরূপ-বুদ্ধ্যা যদেজ্ঞং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে।
লক্ষণৈরাপ্তুমিচ্ছূনাং বিহিতং তত্র সাধনম্ ॥
তৎসাধনং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতা প্রিয়ে।

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৩য় উঃ

—হে শিবে! স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন, তটস্থ লক্ষণ দ্বারা তিনিই জ্ঞেয় হইয়া থাকেন। স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা জানিতে হইলে সাধনের অপেক্ষা নাই; তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির ইচ্ছা করিলে, সাধন বিহিত আছে। হে প্রিয়ে! সেই সাধন, অর্থাৎ তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মের সাধন বলিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।”

ইহা দ্বারা কি বুঝিতে পারা যায় না যে, স্বরূপ লক্ষণায় ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইলেও তাহা সাধারণের অধিগম্য নহে, সুতরাং তটস্থ লক্ষণে আরাধনা করিলে শীঘ্র তাঁহাকে লাভ করা যাইবে বলিয়াই তন্ত্রের সাধনা শিব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অতঃপর কি আবারও বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, তন্ত্রোক্ত সাধনা অতি পবিত্র এবং তাহা মোক্ষপ্রাপ্তির সহজ উপায়? তন্ত্রশাস্ত্র যে কি বিজ্ঞান, কি রসায়ন, কি যোগ এবং ভাব-সাগর, তাহা ভাবিয়া স্থির করিবার অধিকার কাহারও নাই। তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা করিলে মুগ্ধ ও বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। মনে হয়, যাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতদূর উন্নত সীমায় অধিরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি মানুষ না দেবতা ছিলেন? তন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া, তন্ত্রের বিজ্ঞান ও তন্ত্রের অভাবনীয় অলৌকিক ব্যাপার সকল দর্শন করিয়া নিশ্চয় বিশ্বাস হয় যে, উহা মানুষ দ্বারা আবিষ্কৃত হয় নাই—বাস্তবিকই দেবদেব পরম যোগী শিব কর্ত্তৃক উহার প্রচার হইয়াছিল। তন্ত্রে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহার

পরীক্ষা করিতে অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না, তন্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালীতে শীঘ্রই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া রাখিতে পারিলে এক রাত্রিতে শবসাধনায় সিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করা যাইতে পারে। তন্ত্রের যুক্তি এই যে, কলির মানুষ অল্পায়ু ও অল্পচিত্ত হইবে, তাহাদের দ্বারা কঠোর সাধনা সম্ভব হইবে না; তাই সেই অল্পায়ু, অল্প-চিত্ত, অল্প-মেধা জীবের নিস্তারের জন্য মহাদেব এই মতের প্রচার করিয়াছেন। অতএব তন্ত্র কেবল অজ্ঞানীর অন্ধকার-হৃদয়ের কতকগুলি কুক্রিয়ার পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ নহে। ইহা ভোগাসক্ত জীবের ভোগের পথ দিয়া নিবৃত্তির পথে সহজে যাইবার অতি উৎকৃষ্ট পদ্ধতিসকলে পরিপূর্ণ। এক্ষণে তান্ত্রিক সাধনতত্ত্ব কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করা যাউক।

বেদে প্রণব মন্ত্রে পরব্রহ্মের উপাসনা হইয়া থাকে। কেন না—

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।

—পাতঞ্জল-দর্শন

অ-উ-ম বর্ণের যোগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রতিপাদন করে। ক্লীং শব্দে "শ্রীকৃষ্ণায় ভগবতে গোপীজনবল্লভায় নমঃ" প্রতিপাদন করে। ফলে সাধারণতঃ ওম্ শব্দে সগুণ ব্রহ্মের সর্ব্বরূপই প্রতিপাদন করে। প্রণবচিন্তায় ত্রিগুণের ত্রিমূর্ত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব একবারে চিন্তা করা সহজ ব্যাপার নয়; তাহা অধিকাংশস্থলেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই জন্য তন্ত্রে অধিকারিভেদে দেব ও দেবীর এক একটী মূর্ত্তি চিন্তার ব্যবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে। বৈদিক মন্ত্র "ওঁ" শব্দ সহজে উচ্চারণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তন্ত্রোক্ত মন্ত্র (দীর্ঘ প্রণব ও অন্যান্য বীজমন্ত্র প্রভৃতি) অতি সহজেই উচ্চারিত হয় সর্ব্বসাধারণের জন্য তন্ত্র-শাস্ত্র ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহা অশিক্ষিত

লোকেও সহজে (স্বাধিকার প্রয়োজনানুরূপ) সেবা করিতে পারে। অধিকারি-ভেদে উপাসনার প্রণালীও পৃথক্ পৃথক্ রূপে হিন্দুশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্ত্রী-শূদ্র প্রভৃতিকে বেদের অধিকার প্রদান করা হয় নাই—তাহাদিগের জন্যও তন্ত্রোক্ত সহজ উপাসনা প্রস্তুত রহিয়াছে। যাঁহারা বেদাধিকারী ছিলেন, তাঁহারা কালক্রমে বেদপথ অতিক্রম করিয়া তন্ত্রোক্ত সাধনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন ; তজ্জন্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও তন্ত্রশাস্ত্রের সমধিক আদর হইয়াছে।

প্রকৃতির পরিণাম অর্থাৎ বিকার দ্বারা সমুদয় বিশ্ব-ব্যাপার উৎপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ আদি কারণের নামই সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব বেদ-সম্মত। প্রকৃতির উপাসনাও সত্যযুগাবধি প্রচলিত আছে। সত্যযুগে মার্কণ্ডেয় মুনির প্রণীত চণ্ডী ; তাহাতেও প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।

—সেই মহাবিদ্যা নিত্যা, জন্ম-মৃত্যু-রহিত-স্বভাবা, জগতের আদি কারণ ; এই ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মূর্ত্তি, তাঁহা হইতেই এই সংসার বিস্তারিত হইয়াছে।

ত্রেতাযুগে যে রাম-সীতা, তাহা উপনিষদেও বর্ণিত আছে। সেই উপনিষদের ছায়া অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় মহাত্মা বাল্মীকি মহাকাব্য রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। রাম-সীতাও উপনিষদে প্রকৃতি-পুরুষরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

শ্রীরাম-সান্নিধ্যবশাজ্জগদানন্দদায়িনী।
উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারিণী সর্বদেহিনাং ॥

সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূল-প্রকৃতি-সংজ্ঞিতা।
প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥

—রামতাপনী

—শ্রীরামের সান্নিধ্যবশতঃ জগতের আনন্দ-প্রদায়িনী এবং সর্ব্ব প্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণীভূতা সীতাকে মূল-প্রকৃতিরূপে জানিবে। যখন সীতা প্রণবের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হয়েন, তখন ব্রহ্মবাদীরা তাঁহাকে প্রকৃতি বলেন। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ এবং যোগমায়া, ভাগবতপ্রণেতা তাহা রাসলীলায় পরিষ্কাররূপে বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল-মল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥

সেই শারোদোৎফুল্ল মল্লিকাশোভিত রাত্রি দেখিয়া ভগবান্ যোগমায়াকে আশ্রয়করতঃ ক্রীড়া করিতে মনন করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥

—হে কৌন্তেয়! আমার অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই সচরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন এবং আমার অধিষ্ঠান জন্যই এই জগৎ-নানারূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উপরোক্ত গীতা-বাক্যে প্রকৃতিই জগৎ প্রসব করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। সেই প্রকৃতিদেবীই তন্ত্রের প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহা উপনিষদ এবং পুরাণাদির অনুমোদিত। তন্ত্রে দেব এবং দেবী উভয়ের উপাসনাই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসক দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে এক সম্প্রদায়ের লোক কেবল

প্রকৃতিদেবীর উপাসক, তাঁহারাও তন্ত্রোক্ত সাধনার ব্যবস্থানুসারে পরিচালিত। যেরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে যোগশাস্ত্রকে কর্ম্মের কৌশল বলিয়াছেন, যথা—

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম্॥

তদ্রূপ তন্ত্রশাস্ত্রেও অতি সুকৌশলে দেব-দেবীর উপাসনা-প্রণালী যোগ-শাস্ত্রের বিধানানুসারে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র দেশভেদে নানা প্রকার আচার ও নানা প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন—কোন কোন তন্ত্রে গুপ্ত সাধনার কথাও প্রকাশিত হইয়াছে। যে মনুষ্য যেরূপ আচার ও ভাব এবং যে সাধনার অধিকারী, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলে ফলভোগী হইয়া থাকে এবং সাধনায় নিষ্পাপ হইয়া সংসার-সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হয়। জন্ম-জন্মার্জ্জিত পুণ্যপ্রভাবে কুলাচারে যাঁহাদের বাসনা হয়, তাঁহারা কুলাচার অবলম্বনে আত্মাকে পবিত্র করিয়া সাক্ষাৎ শিবময় হইয়া থাকেন। যেখানে ভোগবাহুল্যের বিস্তৃতি, সেখানে যোগের সম্ভাবনা কি? যেখানে যোগ, সেখানেই ভোগের অভাব—কিন্তু কুলাচারে প্রবৃত্ত হইলে ভোগ ও যোগ উভয়ই লাভ করিতে পারা যায়।

ম-কার তত্ত্ব

তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ ম-কারে সাধনার উল্লেখ আছে। পঞ্চ ম-কার অর্থাৎ পাঁচটী দ্রব্যের আদ্য অক্ষর "ম"। যথা মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পাঁচটীকে পঞ্চ ম-কার কহে। পঞ্চ ম-কারের সাধনফলও অসীম। যথা—

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
ম-কারপঞ্চকং কৃত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

পঞ্চ-মকার-সাধকের পুনর্জ্জন্ম হয় না। সাধারণে ইহার মূলতত্ত্ব ও উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া এতৎ সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া থাকে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত লোকে মদ্যপানের ব্যবস্থা, মাংসভোজন-প্রথা, মৈথুনের প্রবর্ত্তন ও মুদ্রার ব্যবহার দেখিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি অতিশয় অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে; কেবল ইহা নহে, তান্ত্রিক লোকের নাম শুনিলেই যেন শিহরিয়া উঠে। বাস্তবিক অনেক স্থলে দেখা যায়, লোকে মদ্যাদি সেবন আরম্ভ করিয়া আর কিছুতেই নিবৃত্তির পথে যাইতে পারে না। মদ্যাদি সেবন করিয়া যে, ভোগের তৃপ্তি সাধন করিয়া পুনরায় ধর্ম্মপথে আসিতে সক্ষম হইতে পারে, এ বিশ্বাস কিছুতেই করিতে পারা যায় না। যে মদ্যপানে আসক্ত, ধর্ম্মপথ ত দূরের কথা, সে নৈতিক পথেও বিচরণ করিতে সক্ষম হয় না। মদ্যপানে মানবের আসক্তি অসৎ পথেই প্রধাবিত হয়। তবে তন্ত্রশাস্ত্রে মদ্য-মাংসের ব্যবহার দৃষ্ট হয় কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণভেদে উপাসনার অধিকার

ও প্রকারভেদ হইয়া থাকে। সুতরাং পঞ্চ ম-কারও স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে অধিকারানুযায়ী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অগ্রে পঞ্চ-মকারের সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনা করা যাউক। শিব বলিতেছেন—

সোম-ধারা ক্ষরেদ্ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥

হে বরাননে! ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে অমৃত-ধারা ক্ষরিত হয়, তাহা পান করিলে লোকে আনন্দময় হইয়া থাকে, ইহারই নাম **মদ্য-সাধন**।*

মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া, তদংশান্ রসনা-প্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥

—হে রসনা-প্রিয়ে! মা রসনা শব্দের নামান্তর, বাক্য তদংশ-সম্ভূত, যে ব্যক্তি সতত উহা ভক্ষণ করে, তাহাকেই **মাংস-সাধক** বলা যায়। মাংস-সাধক ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে বাক্যসংযমী—মৌনাবলম্বী যোগী।

গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥

—গঙ্গা যমুনার মধ্যে দুইটি মৎস্য সতত চরিতেছে। যে ব্যক্তি এই

---

* মতান্তরে—

যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনং।
তস্মিন্ প্রমদন-জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥

—নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পরব্রহ্মেতে যোগ সাধন দ্বারা যে প্রমদন-জ্ঞান, তাহার নাম মদ্য।

এবং মাং সনোতি হি যৎকর্ম্ম তন্মাংসং পরিকীর্ত্তিতম্।
ন চ কায়-প্রতীকন্তু যোগিভির্ম্মাংসমুচ্যতে॥

—যে সব সৎকৃত কর্ম্ম নিষ্কল পরব্রহ্মে সমর্পণ করে, সেই কর্ম্ম সমর্পণের নাম মাংস।

দুইটি মৎস্য ভোজন করে, তাহার নাম **মৎস্য-সাধক**। ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীকে গঙ্গা ও যমুনা বলে। শ্বাস-প্রশ্বাসই দুইটি মৎস্য, যিনি প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করিয়া কুম্ভকের পুষ্টিসাধন করেন, তাঁহাকেই মৎস্য-সাধক বলা যায়।

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকামুদ্রিতাচরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলঃ পারদোপমঃ॥
সূর্য্য-কোটি-প্রতীকাশশ্চন্দ্র-কোটি-সুশীতলঃ।
অতীব-কমনীয়শ্চ মহাকুণ্ডলিনী-যুতঃ।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রা-সাধক উচ্যতে॥

—হে দেবেশি! শিরস্থিত সহস্রদল-পদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকাভ্যন্তরে শুদ্ধ পারদতুল্য আত্মার অবস্থিতি। যদিও তাঁহার তেজঃ কোটি সূর্য্যের ন্যায়, কিন্তু স্নিগ্ধতায় কোটি চন্দ্র তুল্য। এই পরম পদার্থ অতিশয় মনোহর এবং কুণ্ডলিনীশক্তিসমন্বিত—যাঁহার এরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তিনিই প্রকৃত **মুদ্রা-সাধক**।

মৎস্যমানং সর্ব্বভূতে সুখ-দুঃখমিদং প্রিয়ে।
ইতি যৎ সাত্ত্বিকং জ্ঞানং তন্মৎস্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

—সর্ব্বভূতে আমার ন্যায় সুখ দুঃখে সমজ্ঞান এই যে সাত্ত্বিক জ্ঞান তাহার নাম মৎস্য।

সৎসঙ্গেন ভবেন্মুক্তিরসৎসঙ্গেষু বন্ধনম্।
অসৎসঙ্গ-মুদ্রণং যৎ তন্মুদ্রা পরিকীর্ত্তিতা॥

সৎসঙ্গে মুক্তি আর অসৎসঙ্গে বন্ধন—ইহা জানিয়া অসৎসঙ্গ পরিত্যাগের নাম মুদ্রা।

কুল-কুণ্ডলিনী-শক্তির্দ্দেহিনাং দেহ-ধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্ত্তিতম্॥

—মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী-শক্তিকে যোগ-সাধন দ্বারা ষট্‌চক্রভেদ পূর্ব্বক শিরঃস্থিত সহস্রদল-কমল-কর্ণিকান্তর্গত বিন্দুরূপ পরম শিবের সহিত সংযোগ করার নাম মৈথুন।

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্ত-কারণম্।
মৈথুনাৎ জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্ল্লভম্॥

—মৈথুন-ব্যাপার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, ইহা পরমতত্ত্ব বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। মৈথুন-ক্রিয়াতে সিদ্ধিলাভ ঘটে এবং তাহা হইতে সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সে মৈথুন কিরূপ?

রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ড-মধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে॥
অকার-হংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ।
তদা জাতো মহানন্দো ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্ল্লভম্॥

—রেফ কুঙ্কুমবর্ণ কুণ্ড-মধ্যে অবস্থিতি করে, মকার বিন্দুরূপে মহাযোনিতে অবস্থিত। অকাররূপী হংসের আশ্রয়ে যখন ঐ উভয়ের একতা ঘটে, তখন সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐরূপে মিলন করিতে পারেন, তিনিই **মৈথুন-সাধক**। যেরূপ মৈথুন-কার্য্যে আলিঙ্গন, চুম্বন, শীৎকার, অনুলেপ, রমণ ও রেতোৎসর্গ, এই ছয়টি অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত, সেইরূপ আধ্যাত্মিক মৈথুন-ব্যাপারেও এই প্রকার ছয়টি অঙ্গ দেখা যায়। যথা—

ইহাই পঞ্চ-মকার। ইহার নাম লয়যোগ। এ জন্য পঞ্চ-মকার যোগের কার্য্য। মৎপ্রচিত "জ্ঞানী গুরু" গ্রন্থের সাধনকাণ্ডে প্রকৃতি-পুরুষযোগের সাধন-প্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে। "যোগী গুরু" ও "জ্ঞানী গুরু" গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, এ গ্রন্থে তাহা লিখিত হইবে না। প্রয়োজন বোধ করিলে উক্ত পুস্তক দুইখানি দেখিয়া লইবে। ষট্চক্র, কুণ্ডলিনীশক্তি এবং যোগের সূক্ষ্ম ক্রিয়াদি উক্ত পুস্তক দুইখানিতে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে।

আলিঙ্গনাৎ ভবেন্ন্যাসশ্চুম্বনং ধ্যানমীরিতম্।
আবাহনাৎ শীৎকারঃ স্যাৎ নৈবেদ্যমনুলেপনম্ ॥
জপনং রমণং প্রোক্তং রেতঃপাতঞ্চ দক্ষিণা।
সর্ব্বথৈব ত্বয়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকে প্রিয়ে ॥

—যোগক্রিয়ার তত্ত্বাদিন্যাসের নাম আলিঙ্গন, ধ্যানের নাম চুম্বন, আবাহনের নাম শীৎকার, নৈবেদ্যের নাম অনুলেপন, জপের নাম রমণ ও দক্ষিণান্তের নাম রেতঃপাতন। ফলকথা, ষড়ঙ্গ যোগে এইরূপ ষড়ঙ্গ সাধন করার নামই মৈথুন-সাধন।

পঞ্চমে পঞ্চমাকারঃ পঞ্চাননসমো ভবেৎ।

পঞ্চ-মকারের সাধনায় সাধক শিবতুল্য হন। সুতরাং পঞ্চ ম-কারের প্রকৃত কার্য্য যোগের ক্রিয়া তাহাতে সন্দেহ নাই। তন্ত্র ও যোগ উভয় শাস্ত্রই সদাশিব-কথিত। সূক্ষ্ম পঞ্চ-মকারের সাধনা যোগ-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; তন্ত্রের স্থূল সাধনা, সুতরাং সূক্ষ্ম পঞ্চ-মকার তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। তবে তন্ত্রমধ্যেও সূক্ষ্মের আভাস আছে। রূপকাদি বিশ্লেষণ করিলে যোগের সূক্ষ্ম সাধন বাহির করা যায়। কিন্তু তন্ত্র-শাস্ত্রের তাহা উদ্দেশ্য নহে। একই ব্যক্তির একই কথার জন্য দ্বিবিধ শাস্ত্র প্রণয়নের কারণ কি ?

জগতে দুইটি পথ আছে। একটীর নাম নিবৃত্তি আর অপরটীর নাম প্রবৃত্তি। নিবৃত্তি যোগ—আর প্রবৃত্তি ভোগ। আগমসারোক্ত পঞ্চ-মকার নিবৃত্তির পথে, আর মহানির্ব্বাণ তন্ত্র প্রভৃতির বর্ণিত স্থূল পঞ্চ-মকার প্রবৃত্তির পথে, এতদুভয়ে এই পার্থক্য। যাঁহাদের ভোগ-বাসনা নিবৃত্ত হইয়া বিষয়-বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, তাঁহাদের জন্য নিবৃত্তিপথের যোগপথ সূক্ষ্ম পঞ্চ-মকারের সাধনা। আর যাহাদের ভোগ-বাসনা শতবাহু

সৃজন করিয়া সারা সংসারটাকে জড়াইয়া ধরিতে চাহে, তাহাদের উপায় কি? তাহাদের প্রতি দয়া করিয়াই সদাশিব স্থূল পঞ্চ-মকারের সাধনা প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, ভোগের মধ্য দিয়া যোগপথে উন্নীত করা, প্রবৃত্তির পথ দিয়া নিবৃত্তিতে আনয়ন করা।

বঙ্গের একমাত্র গৌরব ভক্তাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব হরিদাসকে হরিনাম প্রচারের জন্য আদেশ করেন। কিন্তু হরিদাস তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, "প্রভো! ভোগাসক্ত জীব ভোগ পরিত্যাগ করিয়া হরিনাম লইতে ইচ্ছা করিল না।" তখন চৈতন্যদেব স্বয়ং হরিনাম প্রচার আরম্ভ করিলেন। তিনি সাধারণকে বলিলেন, "তোমরা মাছ মাংস খাইয়া রমণীর কোলে বসিয়া হরিনাম কর।" তখন দলে দলে লোক আসিয়া হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে লাগিল। হরিদাস বলিলেন, "প্রভো! আমাদের জন্য কঠোর সংযম-বিধান, আর সাধারণের জন্য এরূপ ব্যবস্থার কারণ কি?" চৈতন্যদেব হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা বিষয়বিরাগী, ঈশ্বরানুরাগী ভক্ত, কাজেই তোমাদের জন্য সাত্ত্বিক পথ ব্যবস্থা করিয়াছি; কিন্তু সাধারণ ভোগাসক্ত জীব, ভোগ ছাড়িয়া জীবিত থাকিতে তাহারা ইচ্ছুক নহে। ভগবান্ অপেক্ষা তাহারা ভোগকে প্রিয় জ্ঞান করে। তাহাদের বাসনানুযায়ী চলিতে না পাইলে হরিনাম লইবে কেন? তাই তাহাদের ভোগের মধ্যেই হরিনামের ব্যবস্থা করিলাম। কিছুদিন পরে হরিনামের গুণে আপনা আপনিই সব ত্যাগ করিবে।" যাঁহারা চৈতন্যদেবের এই উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা সহজেই তন্ত্রশাস্ত্রের মদ্য-মাংসাদির ব্যবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

অতএব মদ্য-মাংসাদির ব্যবস্থা দ্বারা তন্ত্রশাস্ত্রের নিকৃষ্টত্ব প্রতিপন্ন না হইয়া বরং সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণত্বই সাধিত হইয়াছে। কারণ শাস্ত্র সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর অধিকার্য্য বিষয়ের উপদেষ্টা। সুতরাং কুৎসিত অভিপ্রায়-চরিতার্থকামীর পক্ষেও শাস্ত্র উপদেশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন কেন? যাহাদের অন্তর্বৃত্তি দূষিত, তাহারা শাস্ত্রোপদেশ না পাইলেও যদৃচ্ছাক্রমে তত্তদ্বৃত্তি চরিতার্থ না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। ব্যাঘ্র শাস্ত্রোপদেশ-নিরপেক্ষ হইয়াই হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে। সুতরাং যাহার যে বৃত্তি, সে তাহার অনুশীলন না করিয়া থাকিতে পারে না। বরং এই শাস্ত্রোপদেশ অনুসারে তত্তৎ কুৎসিৎ বৃত্তি নিষ্পাদন করিতে সচেষ্ট হইলে, কালে কখনও ঐ সকল বৃত্তির হ্রাস হইয়া সদ্বৃত্তির উন্মেষ হইতে পারে। কুৎসিৎ বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রবিধির অনুবর্ত্তন করিলে এমন কতকগুলি অনুষ্ঠান করিতে হয় যে, তদ্দ্বারা অসদ্বৃত্তির হ্রাস করিয়া দেয়। সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্র তত্তৎস্থলে ভাবী মঙ্গলের দ্বারই করিয়া রাখিয়াছেন।

একটী আখ্যায়িকা আছে যে, একদা কোন দুর্দ্দান্ত তস্কর কোন এক স্থানে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে একটী সাধুর পবিত্র আশ্রম দর্শন করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সেই স্থানে সাধুকে বহু শিষ্যমণ্ডলী-পরিবৃত দর্শন করিয়া এবং তাহাদের বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ ও ভাব-ভক্তি দেখিয়া ঐ তস্করেরও শিষ্য হইতে বড় সাধ হইল। সে তখনই সাধুর নিকট প্রস্তাব করিল। তিনি চোরের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অশেষ পাপ সঞ্চয় করিতেছ, আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কি হইবে? যাহা হউক তুমি যদি আমার একটী আদেশ সর্ব্বদা রক্ষা করিতে পার, তবে আমি তোমাকে দীক্ষিত করিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ

করিতে পারি।" চোর তখন অতীব আনন্দ সহকারে সাধুর আজ্ঞা পালনে অঙ্গীকার করিল। সাধু বলিলেন, "যদৃচ্ছাক্রমে তস্করবৃত্তি চরিতার্থ কর, তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তুমি কখনই মিথ্যা বাক্য বলিতে পারিবে না, এই বিষয়ে অঙ্গীকার করিতে হইবে।" সাধুর বাক্য শ্রবণমাত্র তস্কর পরিণাম চিন্তা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালনে সম্মতি প্রদান করিল। সাধু তাহাকে দীক্ষিত করিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। ক্রমে তস্কর সত্যবাক্যের বলে বিশ্বাসভাজন হইয়া নিজ ব্যবসায়ে অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে লাগিল। সে তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "হায়! আমি কি করিতেছি, আমি যে সত্যের বলে অসদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলাম, না জানি সদ্বিষয় অবলম্বন করিলে ইহার ফলে কি অপূর্ব্ব সুখই ভোগ করিতে পারিতাম! অতএব আজ হইতে আর কুৎসিৎ বৃত্তির সেবা করিব না।" এই প্রকারে তস্করের কুবৃত্তি বিদূরিত হইয়া সদ্‌বৃত্তির স্ফুরণ হইতে লাগিল এবং সে ক্রমে সাধুনামে বিশ্রুত হইল।

তাই বলিতেছি, স্বভাবতঃই কুবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য তাহার প্রবৃত্ত্যনুমোদিত আপাতরমণীয় তাদৃশ বিষয় সকল তন্ত্রশাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহার অন্তরালে এমন উপায় নিহিত রাখিয়াছেন যে তদ্দ্বারা কল্যাণই সাধিত হইবে। অন্যথা নিজ প্রবৃত্তির সর্ব্বথা অননুমোদিত বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। অতএব পঞ্চ-মকার যে রূপক নহে ও সূক্ষ্ম ভাবও যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে এবং পঞ্চ-মকারের সাধন যে মদ খাইয়া রমণীসঙ্গে রঙ্গ করা নহে, তাহা ক্রমশঃ আলোচনা করা যাউক। তবে ইহা নিশ্চয় যে, যথার্থ পরমার্থান্বেষী বিষয়-বিরাগী সাধকের জন্য তন্ত্রের স্থূল সাধনার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

—

প্রথম তত্ত্ব

পঞ্চ ম-কারকেই পঞ্চতত্ত্ব বলে ; মদ্যই প্রথম তত্ত্ব। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র মদ্যের এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা—

গৌড়ী পৈষ্টী তথা মাধ্বী ত্রিবিধা চোত্তমা সুরা।
সৈব নানাবিধা প্রোক্তা তাল-খর্জ্জুর সম্ভবা॥
তথা দেশবিভেদেন নানা-দ্রব্য-বিভেদতঃ।
বহুধেয়ং সমাখ্যাতা প্রশস্তা দেবতার্চ্চনে॥
যেন কেন সমুৎপন্না যেন কেনাহৃতাপি বা।
নাত্র জাতিবিভেদোঽস্তি শোধিতা সর্ব্বসিদ্ধিদা॥

—গৌড়ী (গুড়ের দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়), পৈষ্টী (পিষ্টক দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়) ও মাধ্বী (মধু দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়)—এই ত্রিবিধ সুরাই উত্তম বলিয়া গণ্য ; এই সকল সুরা তাল, খর্জ্জুর ও অন্যান্য দ্রব্যরসে সম্ভূত হইয়া থাকে ; দেশ ও দ্রব্যভেদে নানাপ্রকার সুরার সৃষ্টি হইয়া থাকে ; দেবার্চ্চনা পক্ষে সকল সুরাই প্রশস্ত। এই সকল সুরা যেরূপে উদ্ভূত ও যেরূপে যে কোন লোক দ্বারা আনীত হউক না কেন, শোধিত হইলেই কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে জাতিবিচার নাই।

মহৌষধং যজ্জীবানাং দুঃখ-বিস্মারকং মহৎ।
আনন্দ-জনকং যচ্চ তদাদ্য-তত্ত্বলক্ষণম্॥
অসংস্কৃতঞ্চ যত্তত্ত্বং মোহদং ভ্রমকারণম্।
বিবাদ-রোগজননন্ত্যাজ্যং কৌলৈঃ সদা প্রিয়ে॥

আগ্য তত্ত্বের লক্ষণ এই—ইহা মহৌষধি-স্বরূপ, ইহার আশ্রয়ে জীবগণ নিখিল দুঃখ-ভোগ বিস্মৃত হয়, ইহা অতিশয় আনন্দ বিধান করিয়া থাকে। যদি আদ্যতত্ত্ব সংস্কৃত না হয়, তাহা হইলে উহা হইতে মোহ ও ভ্রমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হে প্রিয়ে! কুলসাধকগণের পক্ষে অসংস্কৃত তত্ত্ব পরিত্যাগ করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

মদ্যাদি সেবনের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম নহে, পরন্তু ধর্ম্মের উদ্দেশ্যেই পঞ্চতত্ত্বানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা। বস্তুতঃ মদ্যপান কালে হৃদয়ে যে ভাব পোষণ করা যায়, তাহাই উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে এবং একাগ্রতায় দৃঢ় হইয়া উত্তরোত্তর সাধনার পথে অগ্রসর হয়। সাধকের পানের জন্য সাধনা নয়, সাধনার জন্যই পান। যথা—

মন্ত্রজ্ঞান-স্ফুরণায় ব্রহ্মজ্ঞান-স্থিরায় চ।
অলিপানং প্রকর্ত্তব্যং লোলুপো নরকং ব্রজেৎ ॥

—দেবতার ধ্যান পরিস্ফুট রাখিবার জন্য ও আপনার সহিত দেবতার অভেদ জ্ঞান স্থির রাখিবার নিমিত্ত জপাদির পূর্ব্বে মদ্য পান করিবে। আনন্দের জন্য লুব্ধ হইয়া পান করিলে নিরয়গামী হইতে হয়।

এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, মদ্যপানে বিচলিত ব্যক্তির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান কিরূপে থাকিবে? বস্তুতঃ এই আশঙ্কাতেই মহাদেব আদেশ করিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত পান করিলে দৃষ্টি ও মন বিচলিত না হয়, সেই পরিমাণ পান করিবে। এতদতিরিক্ত পানকে পশুপান বলে। যথা—

শতাভিষিক্ত-কৌলশ্চেৎ অতিপানাৎ কুলেশ্বরি।
পশুরেব স মন্তব্যঃ কুলধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥

—কুলেশ্বরি! শত শত বার অভিষিক্ত কৌল ব্যক্তিও অতি-পানদোষে দূষিত হইলে কুলধর্ম্ম-চ্যুত হইবেন এবং তাঁহাকে পশু মধ্যে (ভ্রষ্ট) গণনা করিতে হইবে।

অতএব মদ্য পান করিয়া মাতাল হওয়া তন্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। উহা মন্ত্রপূত ও সংস্কৃত হইলে তেজোধর্ম্মী হয়, তখন উহা সাধনানুযায়ী কুণ্ডলিনী শক্তির মুখে আপতিত হইয়া তাঁহাকে উদ্বোধিতা করে, এই জন্যই সাধকের মদ্যপান। নতুবা একই তন্ত্রশাস্ত্র মদ্যপানের শত শত দোষ দর্শাইয়া তাহা আবার সাধকের পক্ষে ব্যবস্থা করিবেন কেন?

সংসারে পরমার্থতঃ হিতকর ও অহিতকর বস্তু কি আছে? শ্রুতি বলিয়াছেন—কোন বস্তু বস্তুতঃ অহিতকর বা বিষ নহে, প্রকৃতির পরিচ্ছিন্নতা নিবন্ধন কোন বস্তু হিতকর, বিশিষ্ট প্রকৃতির অনুকূল বা সংবাদী এবং কোন বস্তু অহিতকর, বিশিষ্ট প্রকৃতির প্রতিকূল, বাধাপ্রদ বা বিসংবাদী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিষয়-বৈষম্যই বিষ; নতুবা বিষ বস্তুতঃ বিষ নহে। চরক সংহিতা বলেন, "যে অন্ন প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ., অযুক্তিপূর্ব্বক ভক্ষিত হইলে সেই অন্নও জীবন সংহার করিয়া থাকে, আবার বিষ প্রাণ-হর হইলেও যদি যত্নপূর্ব্বক ব্যবহার হয়, তবে রসায়ন—প্রাণপ্রদ হয়।" সংসারে কোন দ্রব্যই একান্ত হিতকর বা একান্ত অহিতকর নহে। প্রয়োজন ও কার্য্যসাধন জন্য যথোচিত ব্যবহারই শুভকর। তেজঃপদার্থের প্রয়োগ ব্যতিরেকে যাহার কুণ্ডলিনী জাগিবে না, তাহার জন্য যথাবিধি মদ্য প্রয়োগে দোষ কি? আর যাহার কুণ্ডলিনী জাগিয়াছে, যাহার সুষুম্নামার্গ পরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সে কাজে প্রয়োজন কি? শাস্ত্র তাই তাহাদিগকে মদ্যপানে একান্ত নিষেধ করিয়াছেন।

এখন বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না যে, তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে যে লোক মাতাল হইয়া আনন্দ লাভ করুক। মদ্যপায়ী যে মনুষ্যত্বের বাহিরে চলিয়া যায়, মদ্যপায়ী যে পশুর অধম হইয়া পড়ে, মদ্যপায়ীর যে সম্পূর্ণ হিতাহিতজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞানী মহাযোগবলশালী মহাদেব অবগত ছিলেন। কিন্তু ঐ তেজঃপ্রদান দ্বারা কুণ্ডলিনীর জাগরণ জন্য উহা দ্বারা তন্ত্রের সাধনা প্রচারিত হইয়াছে। যেমন "বিষস্য বিষমৌষধম্" অর্থাৎ বিষ-প্রয়োগে বিষের চিকিৎসা, তেমনি সুরাসেবন ব্যবস্থা; কিন্তু উপযুক্ত গুরু না হইলে মন্ত্রার্থ ও দেবতাস্ফূর্ত্তির পরিবর্ত্তে নেশার স্ফূর্ত্তি ও জীবনটাই মাটী। উপযুক্ত গুরুর উপদেশানুসারে, সময়বিশেষে, রকমারিভাবে সুরা প্রয়োগ করিলে নিশ্চয়ই কুণ্ডলিনী-চৈতন্য হইবে, অতএব মদ খাইয়া মত্ততা এবং তজ্জনিত পাশব আনন্দ অনুভব করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। কুণ্ডলিনী শক্তি আমাদের দেহস্থ শক্তিসমূহের শক্তিকেন্দ্র। সেই শক্তি-কেন্দ্রকে উদ্বোধিত করিবার জন্যই তাঁহার মুখে মদ্য প্রদান করা। ইহার উদ্দেশ্য অতি শুভকর। পাশ্চাত্যদেশে আজকাল যাঁহারা মেসমেরিজম্ ও হিপ্‌নটিক বিদ্যার প্রচলন করিয়াছেন, তাঁহারাও স্বীকার করেন, কোন কোন ঔষধের দ্বারা এই অবস্থা আসিতে পারে, কিন্তু কেন যে পারে, কি প্রকারে পারে, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞাত, তাই সে সকল তথ্য জানেন না। তান্ত্রিক-সাধক তাহা জানিয়াছিলেন, তাই মহাশক্তির আরাধনায় শক্তিকেন্দ্র জাগাইবার জন্য সুরা-পানের আয়োজন হইয়াছিল।

তন্ত্রশাস্ত্রে সুরাপানের এইরূপ ব্যবস্থা আছে। মহাশক্তির পূজাদি করিয়া কুলসাধক হৃষ্টমনে পরমামৃতপূর্ণ সংস্কৃত ও নিবেদিত স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ করিয়া মূলাধার হইতে জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত কুল-কুণ্ডলিনীর

চিন্তা করতঃ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীগুরুর আজ্ঞা গ্রহণান্তে কুণ্ডলিনীমুখে পরমামৃত প্রদান করিবে। কুণ্ডলিনী জাগরণ জন্য সুষুম্না-পথে ঐ মদ্য ঢালিয়া দিতে হয়। যোনিমুদ্রা* অবলম্বন করিয়াই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। এই তত্ত্ব শিক্ষার জন্য সদ্গুরুর প্রয়োজন হইয়া থাকে।

অন্যান্য তত্ত্ব

দ্বিতীয় তত্ত্ব **মাংস**; তাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রের এইরূপ বিধান আছে। যথা—

মাংসন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং জল-ভূচর-খেচরম্।
যস্মাৎ কস্মাৎ সমানীতং যেন তেন বিঘাতিতম্॥
তৎসর্ব্বং দেবতাপ্রীত্যৈ ভবেদেব ন সংশয়ঃ।
সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বস্তুনি দৈবতে॥
যদ্ যদাত্মপ্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিষ্টায় কল্পয়েৎ।
বলিদানবিধৌ দেবি বিহিতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
স্ত্রীপশুর্ন চ হন্তব্যস্তত্র শাম্ভবশাসনাৎ॥

—মাংস ত্রিবিধ,—জলচর, ভূচর ও খেচর। ইহা যে কোন লোক দ্বারা ঘাতিত বা যে কোন স্থান হইতে আনীত হউক, নিঃসন্দেহে

---

* যোনিমুদ্রার সাধন মৎপ্রণীত "জ্ঞানী গুরু" গ্রন্থে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

তাহাতে দেবগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে। দেবতাকে কোন্ মাংস বা কোন্ বস্তু দেয়, তাহা সাধকের ইচ্ছানুগত। যে মাংস, যে বস্তু নিজের তৃপ্তিকর, ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে তাহাই প্রদান করা কর্ত্তব্য। দেবি! পুং-পশুই বলিদান জন্য বিহিত হইয়াছে; স্ত্রী-পশু বলি দেওয়া শিবের আজ্ঞার বিরুদ্ধ, সুতরাং তাহা দিতে নাই।

অতএব জান্তব মাংস দ্বারা সাধন ভিন্ন, উহার অর্থ বাক্য সংযত করা বা মৌনী হওয়া, ইহা তন্ত্রের উদ্দেশ্য নহে।

বুদ্ধি-তেজো-বলকরং দ্বিতীয়ং তত্ত্ব-লক্ষণম্।

—দ্বিতীয় তত্ত্ব পুষ্টিকর, বুদ্ধি, বল ও তেজোবিধায়ক।

তৃতীয় তত্ত্ব **মৎস্য**।

উত্তমাস্ত্রিবিধা মৎস্যাঃ শাল-পাঠীন-রোহিতাঃ॥
মধ্যমাঃ কণ্টকৈর্হীনা অধমা বহুকণ্টকাঃ।
তেঽপি দেব্যৈ প্রদাতব্যা যদি সুষ্ঠু বিভর্জ্জিতাঃ॥

—মৎস্যের মধ্যে শাল, বোয়াল ও রোহিত, এই তিন জাতি উত্তম। কণ্টকহীন অন্যান্য মৎস্য মধ্যম এবং বহুকণ্টকশালী মৎস্য অধম; যদি শেষোক্ত মৎস্য সুন্দররূপে ভর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে দেবীকে নিবেদন করা যাইতে পারে।

জলোদ্ভবা যৎ কল্যাণি কমনীয়ং সুখপ্রদম্।
প্রজাবৃদ্ধি-করঞ্চাপি তৃতীয় তত্ত্বলক্ষণম্॥

—কল্যাণি! তৃতীয় তত্ত্ব প্রজাবৃদ্ধিকর, জীবের জীবনস্বরূপ, জলজাত এবং সুখপ্রদ।

এখনও কি বলিতে হইবে যে, তন্ত্রের মৎস্য রূপক নহে, তাহা আমাদের নিত্য-খাদ্য শাল বোয়াল রুই প্রভৃতি মৎস্য ?

এক্ষণে চতুর্থ তত্ত্ব মুদ্রা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

মুদ্রাপি ত্রিবিধা প্রোক্তা উত্তমাদিপ্রভেদতঃ।
চন্দ্রবিম্বনিভা শুভ্রা শালিতণ্ডুল-সম্ভবা।
যবগোধূমজা বাপি ঘৃতপক্কা মনোহরা॥
মুদ্রেয়মুত্তমা মধ্যা ভৃষ্ট-ধান্যাদি-সম্ভবা।
ভর্জ্জিতান্যন্যবীজান্যধমা পরিকীর্ত্তিতা॥

—মুদ্রাও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ হইয়া থাকে। যাহা চন্দ্রবৎ শুভ্র, শালি-তণ্ডুল বা যব-গোধূম-প্রস্তুত, যাহা ঘৃতপক্ক ও মনোহর, তাহাই উত্তম বলিয়া গণ্য হয়। যাহা ভৃষ্ট-ধান্য অর্থাৎ খৈ-মুড়্কীতে প্রস্তুত, তাহা মধ্যম এবং যাহা অন্য শস্য ভর্জ্জিত, তাহাই অধম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

সুলভং ভূমিজাতঞ্চ জীবানাং জীবনঞ্চ যৎ।
আয়ুর্ম্মূলং ত্রিজগতাং চতুর্থ-তত্ত্বলক্ষণম্॥

—চতুর্থ তত্ত্ব সুলভ, ভূমিজাত এবং জীবের জীবনস্বরূপ ও ত্রিজগতের জীবের আয়ুর মূলস্বরূপ।

মাংস-মৎস্যাদি ব্যবহারের কারণও সুরাপানের ন্যায় বুঝিতে হইবে। মনুতে আছে—"আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।" অর্থাৎ আচারহীন বিপ্র বেদোক্ত ফলপ্রাপ্ত হয়েন না। এই সকল শাস্ত্র-মধ্যে শয্যাত্যাগ হইতে পুনর্নিদ্রা পর্য্যন্ত পদে পদে কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ রহিয়াছে; অধিকাংশ ব্যক্তি সেই আচার রক্ষণে অসমর্থ। ভোগাসক্তি ত্যাগ করিয়া কয়জন লোকে বৈদিক আচার পালনে অগ্রসর হইবে? তাহাদের জন্য তন্ত্রের পঞ্চ-মকার। পঞ্চ-মকারের সাধনায় ভোগ ক্রমশঃ ভগবন্মুখী হইয়া সাধককে পরম জ্ঞানে

উপনীত করিবে। তন্ত্রে ইচ্ছামত মৎস্য-মাংসাহারের বিধি নাই। যথা—

মন্ত্রার্থ-স্ফুরণায় ব্রহ্মজ্ঞানোদ্ভবায় চ।
সেব্যতে মধু-মাংসাদি তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী॥

—মন্ত্রার্থ ও দেবতাস্ফূর্ত্তির নিমিত্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞান-উদ্ভবের নিমিত্ত মদ্য-মাংস প্রভৃতি যথানিয়মে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে লোভবশতঃ মাংসাদি ভোজন করিবে, সেই পাতকী মধ্যে গণ্য হইবে।

বঙ্গদেশের প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি মৎস্য-মাংস ভোজন করিয়া থাকে। সাত্ত্বিক বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও কলির প্রবল প্রতাপে অধিকাংশ ব্যক্তি মৎস্যের লোভ বর্জ্জন করিতে পারে না। যাহার আচার প্রতিপালন করা অসম্ভব, তৎপথাবলম্বনে তদুক্ত ফলের প্রত্যাশাও অসম্ভব। তাই ত্রিকালদর্শী মহাদেব কলির ভোগাসক্ত জীবের জন্য মৎস্য-মাংসাদি দ্বারা সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মনুও বলিয়াছেন—

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

—মনুষ্যদিগের পক্ষে মদ্যপানে, মাংসভক্ষণে ও মৈথুনে দোষ নাই, কারণ ইহা প্রবৃত্ত কর্ম্ম। পরে নিবৃত্তিকালে মহাফল লাভ হইবে।

———

পঞ্চম তত্ত্ব

পঞ্চম তত্ত্ব সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করিতে হইবে।

শেষতত্ত্বং মহেশানি নির্বীর্য্যং প্রবলে কলৌ।
স্বকীয়া কেবলা জ্ঞেয়া সর্ব্ব-দোষ-বিবর্জ্জিতা ॥

—মহেশানি! প্রবল কলিকালে মানবগণ নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িবে; সুতরাং শেষ তত্ত্ব (মৈথুন) সর্ব্বদোষবর্জ্জিত আপন পত্নীতেই সম্পন্ন করিতে হইবে; তাহাতে আর কোন দোষ ঘটিবার আশঙ্কা থাকিবে না।

মৈথুন বিষয়েও শিবের এইরূপ গূঢ় আদেশ আছে যে, কুলজ্ঞানহীন মৈথুনাসক্ত ও সবিকল্প ব্যক্তির পক্ষে যথাবিধি তদাদেশ পালন করা অসম্ভব। সেই জন্য সদাশিব বলিয়াছেন,—

বিনা পরিণীতাং বীরঃ শক্তি-সেবাং সমাচরন্।
পরস্ত্রীগামিনাং পাপং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র

—বিবাহিতা পত্নী ব্যতীত সাধক অন্য শক্তি গ্রহণ করিলে পরস্ত্রীগমনের পাপ হইবে, সন্দেহ নাই।

এই স্বকীয়া পত্নীতেও শিব সাধনাঙ্গ নিয়ম বিবিধদ্ধ করিয়া "পতনং বিধিবর্জ্জনাৎ"—বিধিলঙ্ঘনেই পতন অনিবার্য্য বলিয়াছেন। সুতরাং বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদি অপেক্ষা মৈথুন বিষয়ে তন্ত্রে কঠিন বিধিই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তবে যাহারা তন্ত্রের দোহাই দিয়া সুরাপান ও পরকীয়া রমণীর সঙ্গে রঙ্গে ব্যভিচার করে, তাহাদের কথা ধর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক, তন্ত্রের মৈথুন যে সহস্রারে জীবাত্মার রমণ নহে, তাহা বোধ হয় উপরোক্ত বচন দুইটীতেই প্রমাণিত হইল।

মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাং সৃষ্টিকারণম্।
অনাদ্যন্ত-জগন্মূলং শেষতত্ত্বস্য লক্ষণম্ ॥

—পঞ্চম তত্ত্ব মহা আনন্দজনক, প্রাণিসৃষ্টি-কারক এবং আদ্যন্তরহিত জগতের মূল।

শেষ তত্ত্বের আকাঙ্ক্ষা, যাহা জাতজীব মাত্রেরই হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে, যাহার আকর্ষণে জীব নরকের রথে উঠিয়া বসে—তাহা কি মনে করিলেই ত্যাগ করা যায়? যে ব্যক্তি রমণীর হাত এড়াইয়াছে, সে প্রকৃতির বাহুবন্ধন বা আকর্ষণ-অনল এড়াইতে পারিয়াছে। তাই অন্যান্য শাস্ত্র বলেন, "কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ কর"; কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র বলেন, "পরিত্যাগের উপায় কি? জোর করিয়া কয়দিন ত্যাগ করিবে? সে জোর অধিক দিন থাকিবার নহে। এই বিশ্বপ্রসারিত প্রকৃতির অনল-বাহুর হাত এড়ান বা রমণীর আসঙ্গস্পৃহা পরিত্যাগ করা সহজ নহে বা পারিবার শক্তি কাহারও নাই। রমণীত্বকে জননীত্বে পরিণত কর, তাহা হইলে তোমার প্রাকৃতিক পিপাসা মিটিয়া যাইবে।" তাই তন্ত্রে পঞ্চম তত্ত্বের সাধনা, তাই রমণীকে সঙ্গে লইয়া উচ্চস্তরে অধিরোহণ করা। পঞ্চম তত্ত্বের সাধনায় প্রকৃতি বশীভূত হয়, আত্মজয় হয় এবং বিন্দু-সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে। কেননা প্রকৃতি-মূর্ত্তি রমণী বা মাতৃশক্তিতে সর্ব্বদা আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং বাঁধিয়া রাখে; যদি সেই শক্তির সাধনাদ্বারা তাহাতে আত্ম-সংমিশ্রণ করিয়া লওয়া যায়, তবে আর তাহার আকাঙ্ক্ষা থাকিবে কেন? কাজেই তাহাকে বশীভূত করা হইল।* তখন সাধক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নরনারীর মধ্যে আর স্বতন্ত্র সত্তা দেখিতে পান না, সকল শক্তির সমাবেশ সেই একস্থলেই হয়। তাহা তখন আর

* মৎপ্রণীত "জ্ঞানী গুরু" গ্রন্থের নাদবিন্দু-যোগ শীর্ষক প্রবন্ধে এই তত্ত্ব বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে।

রূপজ মোহ নহে—প্রাণের বাঁধন। আত্মায়-আত্মায় মিশামিশি, বিদ্যুতে-বিদ্যুতে জড়াজড়ি করিয়া যেমন মিশিয়া যায়, ইহাও সেইপ্রকার মিশামিশি। ইহাতে আর বিচ্ছেদ হয় না। দুই শক্তি এক হইয়া আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ করে। ইহাতে প্রকৃতির প্রধান আসক্তির আগুন নিবিয়া যায়—জীব যাহার আকাঙ্ক্ষায় ছুটাছুটি করে, তাহার জ্বালা কমিয়া যায়—তখন জীব জীবন্মুক্ত হয়।

তন্ত্রোক্ত সাধনায় ক্রমে নর নারীর চিন্তায় মহাযোগী হয়; ধারণা, ধ্যান ও সমাধিতে মগ্ন হয়; তখন নারী তাহার সংযমের আশ্রয় হয়। তাই আধ্যাত্মিক যোগী—তাই তান্ত্রিক সাধক পর্ব্বতের শিরোদেশে বসিয়া জ্ঞানের প্রদীপ্ত আগুন জ্বালিয়া এ তত্ত্ব-রহস্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এ তত্ত্ব-রহস্য জগতের অতি অপূর্ব্ব কঠোর বিজ্ঞান, ইহা কবির কল্পনাপ্রসূত কাহিনী নহে। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তত্ত্বদর্শী গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে এই সমুদয় কার্য্য কখনই সম্পাদন করিবে না। কেননা, পঞ্চতত্ত্বের এক এক তত্ত্বের আকর্ষণে মানুষকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে,—সাধারণভাবে উহার এক একটী পদার্থের সংমিলনে বা ব্যবহারে মানুষের পশুত্ব প্রাপ্তি হয়, জড়ের মানুষ আরও জড়ের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে; আর পাঁচ পাঁচটা লইয়া মত্ত হইলে যে একেবারে অধঃপাতে যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? পঞ্চতত্ত্বের সাধন করা আর কালভুজঙ্গ লইয়া ক্রীড়া করা উভয়ই সমান। কুলাচারসম্পন্ন হইতে না পারিলে, মানুষ এই পঞ্চতত্ত্ব সাধনার অধিকারী হয় না। ইহার অপব্যবহার হইলে মানুষের কি ইহকাল, কি পরকাল উভয়ই বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

হর গৌরীর ছবি দেখিয়া আমরা এই কঠোর সত্যে উপনীত হইতে পারি। মহাকাল, মহামৃত্যু বৃষভারোহণে—তাঁহার কোলে বিশ্বজননী

প্রতিষ্ঠিতা। পুরাণাদির রূপক ভাষায় চতুষ্পাদ ধর্ম্মের আখ্যা বৃষ। পূর্ণ চতুষ্পাদ ধর্ম্মের উপরে মহাকাল প্রতিষ্ঠিত—আর তাঁহার কোলে তাঁহার শক্তি বা প্রকৃতি অধিষ্ঠিত। এই ছবির মর্ম্মার্থ—জীবন, মরণের কোলে অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ মরণের রাজ্যেই জীবনের নেপথ্য বিধান হইয়া থাকে—মরণের ভিতর দিয়াই জীবনের পথ। এ তত্ত্ব বৃষরূপী অটল বিশ্বজনীন সত্যে প্রতিষ্ঠিত। মহাযোগী শঙ্করের কোলে যেমন শঙ্করী অবস্থিত—সেইরূপ তান্ত্রিক সাধকের কোলে পঞ্চমতত্ত্ব। কিন্তু পূর্ণ চতুষ্পাদ ধর্ম্মরূপী বৃষভের উপরে অধিষ্ঠিত চাই। তাই কৌল ভিন্ন অন্যের এ সাধনায় অধিকার নাই। মানুষ যখন কৌলাচারে অধিষ্ঠিত, তখন সে সম্পূর্ণ ধর্ম্মজ্ঞ, তাই তখন তাহার কোলে পঞ্চমতত্ত্ব অধিষ্ঠিত। সে তখন রমণীর আবিষ্ট শক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট।

মানুষ চিরদিনই আত্মবিস্মৃত ; সে রজোগুণের প্রাবল্যে, আপনাকে আপনি সহজে সমুন্নত বলিয়া মনে করিয়া থাকে। যদি মানুষ আপনার অবস্থা আপনি বুঝিতে না পারিয়া, আপনাকে উচ্চাধিকারী, কুলাচার-সম্পন্ন জ্ঞান করিয়া, এই কঠিন হইতে কঠিনতর সাধনায় নামিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার পতন অনিবার্য্য। সেইজন্যই গুরুর প্রয়োজন। শাস্ত্রবিৎ চিকিৎসক যেমন ব্যাধি নির্ণয় করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, আধ্যাত্মিক-জ্ঞানসম্পন্ন গুরুও তদ্রূপ শিষ্যের অধিকার বুঝিয়া সাধন-পদ্ধতির পথ স্থির করিয়া দেন। সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থা লইয়াই সাধনার পথ নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই অবস্থাকে তন্ত্রশাস্ত্র সাতভাগে বিভক্ত করিয়া সপ্ত আচার নাম দিয়াছেন।

——*——

সপ্ত আচার

আচার বলিতে শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠেয় কতকগুলি কার্য্য বুঝিতে পারা যায় অর্থাৎ শাস্ত্রে যে কার্য্যগুলি বিধেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যাহার অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাই আচার বলিয়া বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রবিধি-বিগর্হিত কার্য্যকেও আচার বলে, কিন্তু তাহা কদাচার। অতএব আচার বলিতে শাস্ত্র-বিধি-বিহিত অনুষ্ঠেয় কার্য্যসমষ্টিকেই বুঝাইয়া থাকে। আচার সপ্তবিধ। যথা—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার।

এক্ষণে কোন্ আচার কিরূপ—তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

বেদাচার—সাধক ব্রাহ্মমূহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গুরুদেবের নামান্তে আনন্দনাথ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে। সহস্রদল পদ্মে ধ্যান করিয়া পঞ্চ উপচারে পূজা করিবে এবং বাগ্‌ভব বীজ (ঐঁ) মন্ত্র দশ বা ততোধিকবার জপ করিয়া, পরম-কলা কুল কুণ্ডলিনী শক্তিকে ধ্যানানন্তর যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া, জপ সমাপনান্তে বহির্গমন করিয়া নিত্যকর্ম্ম-বিধানানুসারে ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও সমস্ত কর্ম্ম করিবে। রাত্রিতে দেবপূজা করিবে না। পর্ব্বদিনে মৎস্য, মাংস পরিত্যাগ করিবে এবং ঋতুকাল ভিন্ন স্ত্রীগমন করিবে না। যথাবিহিত অন্যান্য বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

বৈষ্ণবাচার—বেদাচারের ব্যবস্থানুসারে সর্ব্বদা নিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে তৎপর থাকিবে। কদাচ মৈথুন ও তৎসংক্রান্ত কথার জল্পনাও করিবে না। হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা, মাংস ভোজন, রাত্রিতে

মালা জপ ও পূজা-কার্য্য বর্জ্জন করিবে। শ্রীবিষ্ণুদেবের পূজা করিবে এবং সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময় চিন্তা করিবে।

শৈবাচার—বেদাচারের নিয়মানুসারে শৈবাচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরন্তু শৈবের বিশেষ এই যে, পশুঘাত নিষিদ্ধ। সর্ব্বকর্ম্মে শিব নাম স্মরণ করিবে এবং ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দ দ্বারা গালবাদ্য করিবে।

দক্ষিণাচার—বেদাচারক্রমে ভগবতীর পূজা করিবে এবং রাত্রিযোগে বিজয়া (সিদ্ধি) গ্রহণ করিয়া গদ্‌গদ্ চিত্তে মন্ত্রজপ করিবে। চতুষ্পথে, শ্মশানে, শূন্যাগারে, নদীতীরে, মৃত্তিকাতলে, পর্ব্বতগুহায়, দীর্ঘিকাতটে, শক্তি-ক্ষেত্রে, পীঠস্থলে, শিবালয়ে, আমলকী বৃক্ষতলে, অশ্বত্থ বা বিল্বমূলে বসিয়া মহাশঙ্খমালা (নরাস্থিমালা) দ্বারা জপকর্ম্ম করিবে।

বামাচার—দিবসে ব্রহ্মচর্য্য এবং রাত্রিতে পঞ্চতত্ত্ব (মদ্য মাংসাদি) দ্বারা দেবীর আরাধনা করিবে। চক্রানুষ্ঠান করিয়া মন্ত্রাদি জপ করিবে। এই বামাচার ক্রিয়া সর্ব্বদা মাতৃজারবৎ গোপনীয় পঞ্চতত্ত্ব ও খ, পুষ্প * দ্বারা কুল-স্ত্রীর পূজা করিবে, তাহা হইলে বামাচার হইবে। বামাস্বরূপা হইয়া পরমা প্রকৃতির পূজা করিবে।

সিদ্ধান্তাচার—যাহা হইতে ব্রহ্মানন্দ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, এরূপ বেদ-শাস্ত্র-পুরাণাদিতে গূঢ় জ্ঞান হইবে। মন্ত্র দ্বারা শোধন করিয়া দেবীর প্রীতিকর যে পঞ্চতত্ত্ব তাহা পশু-শঙ্কা বর্জ্জন পূর্ব্বক প্রসাদ-স্বরূপ সেবন করিবে। এই আচারের সাধন জন্য পশুহত্যা দ্বারা (যজ্ঞাদির ন্যায়) কোন হিংসাদোষ হইবে না। সর্ব্বদা রুদ্রাক্ষ বা অস্থিমালা ও কপালপাত্র (মড়ার মাথার পাত্র) ধারণ করিবে এবং ভৈরব-বেশ ধারণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে প্রকাশ্য স্থানে বিচরণ করিবে।

* খ,পুষ্প, অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ, কুণ্ড, গোলক ও বজ্র পুষ্প। এসকল গুপ্ততত্ত্ব এইখানে গুপ্ত রাখাই সমীচীন বোধ করিলাম।

কৌলাচার—কৌলাচারী ব্যক্তির মহামন্ত্র সাধনে দিক ও কালের কোন নিয়ম নাই। কোন স্থানে শিষ্ট, কোন স্থানে বা ভ্রষ্ট, কোথাও বা ভূত ও পিশাচতুল্য হইয়া নানা বেশ ধারণ পূর্ব্বক কৌল ব্যক্তি ভূমণ্ডলে বিচরণ করেন। কৌলাচারী ব্যক্তির কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই; স্থানাস্থান, কালাকাল ও কর্ম্মাকর্ম্ম ইত্যাদির কিছুমাত্র বিচার নাই। কর্দ্দম-চন্দনে সমজ্ঞান, শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞান, শ্মশানে-গৃহে সমজ্ঞান, কাঞ্চন-তৃণে সমজ্ঞান ইত্যাদি।—অর্থাৎ কৌলাচারী ব্যক্তি প্রকৃত জিতেন্দ্রিয় (তাই শেষ তত্ত্ব সাধনার অধিকারী), নিঃস্পৃহ, উদাসীন ও পরম যোগী পুরুষ এবং অবধূত শব্দ বাচ্য।

> অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।
> নানাবেশধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে ॥
>
> —শ্যামা-রহস্য

অন্তরে শাক্ত, বাহিরে শৈব, সভামধ্যে বৈষ্ণব, এইরূপ নানা বেশধারী কৌল সমস্ত পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন।

সাধারণ আচার অপেক্ষা বেদাচার, বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার, বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার, শৈবাচার হইতে দক্ষিণাচার, দক্ষিণাচার হইতে বামাচার, বামাচার হইতে সিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধান্তাচার হইতে কৌলাচার শ্রেষ্ঠ;—কৌলাচারই আচারের শেষ সীমা, ইহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ আচার নাই। সাধককে বেদাচার হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে হয়, একেবারেই কেহ কৌলাচারে আগমন করিতে পারে না।

তন্ত্রোক্ত এই সপ্ত আচারের প্রতি একবার মনোনিবেশ করিলে তন্ত্রশাস্ত্রনিন্দাকারিগণ আপন ভ্রম বুঝিতে পারিবে। ইহা মদ, মাংস

লইয়া ভোগাদিবিলাস পূর্ণ করা নয়, সংযমের পূর্ণ সাধনা। সাধক বেদাদি-আচারক্রমে সংযম অভ্যাস ও ভগবদ্ভক্তি লাভ করতঃ সিদ্ধান্তাচারে উপনীত হইবে। ইহার পর সাধক যতই উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিবে, ততই কর্ম্মাদি নিবৃত্তি হইয়া যাইবে; ক্রমশঃই জ্ঞানের বিকাশ হইবে। এই প্রকারে ক্রমে উচ্চ জ্ঞানভূমিতে অধিরোহণ করিলেই আর জপ-পূজাদি থাকিবে না, তখন এক চিন্ময়ী মহাশক্তিই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবে—সে অবস্থায় সাধনও নাই, সাধ্যও নাই, দ্রষ্টাও নাই, দৃশ্যও নাই, জ্ঞানও নাই, জ্ঞেয়ও নাই, ধ্যানও নাই, ধ্যেয়ও নাই—"একমেবাদ্বিতীয়ং" —এক মহাশক্তিই তখন অবশিষ্ট থাকিবেন। * আমার আমিত্ব বিলুপ্ত হইবে—মনের অস্তিত্ব বিনষ্ট হইবে—ইন্দ্রিয়-প্রাণাদি নিরুদ্ধ হইবে। সাধক এতাদৃশ অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারিলে কৃত-কৃতার্থ হয়েন; আর কর্ম্ম থাকে না—কর্ম্ম-বন্ধনও থাকে না এবং দেহপাতের পর কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়েন,—**ন স পুনরাবর্ত্ততে**—তাঁহার আর এ সংসারে পুনরাবৃত্ত হইতে হয় না। ইহাকেই নির্বাণমুক্তি বলে। ইহাই কৌলাচারের চরম অবস্থা।

যোগমার্গং কৌলমার্গমেকাচারক্রমং প্রভো।
যোগী ভূত্বা কুলং ধ্যাত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥

—রুদ্র যামল

—হে প্রভো! যোগসাধন ও কৌল-সাধন একই প্রকার, কারণ কৌল ব্যক্তি যোগী হইয়া কুল অর্থাৎ কুল-কুণ্ডলিনীর ধ্যান পূর্ব্বক সমুদয় সিদ্ধি লাভ করেন।

---

* তাই শ্রুতি বলিতেছেন—যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, যত্র বান্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ অন্যোঽন্যদ্ বিজানীয়াৎ। যত্র তস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, কেন কিং পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।

ভাবত্রয়

ভাব শব্দে জ্ঞানেরই অবস্থাবিশেষ বুঝিতে হইবে। দিব্য, বীর ও পশু ক্রমে ভাব তিন প্রকার।

দিব্যভাব—দিব্যভাব দেবতুল্য, সর্ব্বদা বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইতে হয়, সুখদুঃখ, শীতগ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব সহ্য করিতে হয়। দিব্যভাবাবলম্বী ব্যক্তি রাগদ্বেষ-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতে সমদর্শী এবং ক্ষমাশীল হইয়া থাকেন।

বীরভাব—যিনি সকল প্রকার হিংসাকার্য্যে বিরত, যিনি সকল জীবের হিতসাধনে রত, যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন, যিনি মহাবলশালী, বীর্য্যবান্ এবং সাহসিক পুরুষ, যাঁহার সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান, এরূপ সাধক ব্যক্তিকে বীর বলা যায়।

পশুভাব—পশুভাবে নিরামিষভোজী হইয়া পূজা করিবে। মন্ত্রপরায়ণ ব্যক্তি ঋতুকাল বিনা আপনার স্ত্রীকেও স্পর্শ করিবে না। রাত্রিকালে মালা জপ করিবে না এবং সুরা স্পর্শ করিবে না।

পূর্ব্বোক্ত আচার সপ্তককে দিব্য, বীর ও পশু ভাবত্রয় মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। অর্থাৎ এক এক ভাবের অন্তর্গত কয়েকটি করিয়া আচার নিয়োজিত করা হইয়াছে।

বৈদিকং বৈষ্ণবং শৈবং দক্ষিণং পাশবং স্মৃতম্।
সিদ্ধান্ত বামে বীরে তু দিব্যং সৎ কৌলমুচ্যতে॥

—বিশ্বসারতন্ত্র।

—বৈদিক আচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার এবং দক্ষিণাচার পশুভাবের অন্তর্গত। সিদ্ধান্তাচার ও বামাচার বীরভাবের অন্তর্গত। আর কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তর্গত বলিয়া জানিবে।

এক্ষণে সংশয় উঠিতে পারে যে, ত্রিবিধ ভাব এবং সপ্তবিধ আচার হইবার কারণ কি? একটী ভাব এবং একাচার হইলেই বা ক্ষতি কি ছিল? তাহার মীমাংসা এই যে, মানব-জীব সকলেই একরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট নহে, গুণভেদে সকলেরই প্রকৃতি স্বতন্ত্র হইয়াছে। এজন্য ভাব ত্রিবিধ এবং আচার সপ্তবিধ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে যাহার যাহা উপযোগী, তিনি তদ্রূপ ভাব এবং আচার গ্রহণ করিলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, সেই গুণভেদ কি প্রকার।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে সাধন তিন প্রকার। হেতু এই যে, উত্তম, মধ্যম এবং অধম—এই তিন প্রকার ভাবে উহা সংগঠিত হইয়াছে। যথা,—

শরীরং ত্রিবিধং প্রোক্তমুত্তমাধমমধ্যমম্।
তত্রৈব ত্রিবিধং প্রোক্তমুত্তমাধমমধ্যমম্॥

—রুদ্র যামল

অতএব যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি তাঁহার পক্ষে তদ্রূপ সাধনই উপযোগী। তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি কখনই উত্তম অর্থাৎ সাত্ত্বিক সাধনের উপযুক্ত পাত্র হইতে পারে না। কারণ, এরূপস্থলে গুণব্যত্যয় হেতু তাহার বিরক্তি বই আনন্দোদ্ভব হইবে না। মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত না হইলে কোন কার্য্যেই সিদ্ধি লাভ করা যায় না, সুতরাং যাহাতে মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, তাহাই তাহার পক্ষে বিহিত। এজন্য তমোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে তামসিক সাধনই

প্রশস্ত। ঐরূপ রজোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে রাজসিক এবং সত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সাত্বিক সাধনই মঙ্গলকর হইয়া থাকে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, যে শক্তি অনুসারে যাহার শরীরে যেরূপ ভাব কার্য্যক্ষম হইবে, তাহার পক্ষে তদ্রূপ ভাবেরই সাধনপ্রণালী শ্রেয়স্কর। এজন্য সাধন-প্রণালীকে শাস্ত্রমধ্যে সাত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকার ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা,—

শক্তি-প্রাধান্যাৎ ভাবানাং ত্রয়াণাং সাধকস্য চ।
দিব্য-বীর-পশূনাঞ্চ ভাবত্রয়মুদাহৃতং ॥

—রুদ্রযামল

—সাধকের ক্ষমতানুসারে দিব্য, পশু, বীরক্রমে ভাব তিনপ্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে। ভাব শব্দে মানসিক ধর্ম্মকে বুঝায়। যথা—

ভাবো হি মানসো ধর্ম্মো মনসৈব সদাভ্যসেৎ।

—বামকেশ্বর তন্ত্র

—মানসিক ধর্ম্মের নাম ভাব, উহা মনের দ্বারাই অভ্যাস করিতে হয়।

এক্ষণে কথা এই যে, মনোভাব তো আপনা আপনিই মনোমধ্যে উত্থিত হয়। অর্থাৎ তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তির মনোভাব তামসিক, রজোগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তির মনোভাব রাজসিক এবং সত্বগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তির মনোভাব সাত্বিক তো আপনাআপনিই হইয়া থাকে। তখন মন দ্বারা আর কি অভ্যাস করিবে?—তাহার যুক্তি এই যে, মুক্তিপ্রার্থনাই সাধনের উদ্দেশ্য। সাত্বিক সাধন ব্যতীত যখন অন্যান্য সাধন-কার্য্যের দ্বারা মুক্তিলাভ অসম্ভব, তখন স্বয়মুদ্ভূত তামসিক মনোভাবযুক্ত ব্যক্তির উপায় কি? কাজেই সাত্বিক ভাব অবলম্বন করিতে হইলে অভ্যাস করিতে হইবে। এজন্য শাস্ত্রের উপদেশ এই যে—

আদৌ ভাবং পশোঃ কৃত্বা পশ্চাৎ কুর্য্যাদাবশ্যকম্।
বীরভাবং মহাভাবং সর্ব্বভাবোত্তমোত্তমম্।
তৎপশ্চাদতিসৌন্দর্য্যং দিব্যভাবং মহাফলম্॥

—রুদ্রযামল

ক্রমশঃ অভ্যাস করিবার জন্য প্রথমে পশুভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য সমাধা করিয়া উত্তম বীরভাব ধারণ করিতে হয়, তৎপরে বীরভাবের কার্য্য সমাপন করিয়া অতি সুন্দর দিব্যভাব অবলম্বন করিতে হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, তমোগুণাত্মক প্রণালীকে পশুভাব, রজোগুণাত্মক প্রণালীকে বীরভাব এবং সত্ত্বগুণাত্মক প্রণালীকে দিব্যভাব কহা যায়। সুতরাং প্রথমাবস্থায় পশুভাব, মধ্যমাবস্থায় বীরভাব এবং শেষাবস্থায় দিব্যভাব আচরণীয়।

অতএব শাস্ত্রের যুক্তি অনুসারে প্রথমেই পশুভাব। ইহার হেতু এই যে, পশু অর্থে অজ্ঞান; অর্থাৎ যিনি পাশবদ্ধ অজ্ঞানাবস্থাপন্ন, তিনিই পশু। সুতরাং অজ্ঞান ব্যক্তির নাম পশু। সাধারণতঃ মানব-জীবকে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমাবধি অজ্ঞানাবস্থায় কাটাইতে হয়। এই ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত মনোবৃত্তিকে পশুভাব বলে। সপ্তদশ বর্ষাবধি পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত জ্ঞানাবস্থার নাম বীরভাব এবং একপঞ্চাশৎ বর্ষ হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত পরিপক্ক জ্ঞানাবস্থার নাম দিব্যভাব। যে পর্য্যন্ত না জীবের জ্ঞানোদয় হয়, তাবৎকাল বাস্তবিকই পশুতুল্য থাকিতে হয়। সুতরাং তৎকালের মনোবৃত্তিকে পশুভাব বলিবার কিছুই বাধা দেখা যায় না। তৎপরে যখন জ্ঞানের উদ্রেক হয়, তখন মনোবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইতে থাকে, সুতরাং তৎকালীন ভাবকে বীরভাব বলা যায়। পরিশেষে জ্ঞান পরিপক্ক হইলে মনোবৃত্তি

যখন শীতলতা প্রাপ্ত হয়, আর কোনরূপ ভোগস্পৃহা থাকে না, তখন মনও নির্ম্মল হইয়া শীতলতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তৎকালীন মনোবৃত্তিকে দিব্যভাব কথিত হইয়া থাকে। যথা—

সর্ব্বে চ পশবঃ সন্তি তলবদ্ ভূতলে নরাঃ।
তেষাং জ্ঞান-প্রকাশায় বীরভাবঃ প্রকাশিতঃ।
বীরভাবং সদা প্রাপ্য ক্রমেণ দেবতা ভবেৎ ॥

—রুদ্রযামল

এই পৃথিবীতে সমস্ত লোকেই পশুতুল্য, যৎকালীন তাহাদিগের জ্ঞানোদয় হয়, তৎকালে তাহাদিগকে বীরপুরুষ বলা যায়। ক্রমে বীরভাব হইতে দেবতুল্য গতি লাভ হইয়া থাকে।

এই কারণবশতঃ তন্ত্রশাস্ত্রে দিব্য, বীর ও পশুক্রমে ত্রিবিধ ভাবের সংস্থাপনা করা হইয়াছে।*

---

* পাঠকগণ! অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণী" গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন। ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে তন্ত্রোক্ত ভাবত্রয়ের আশ্রয়ে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। প্রফুল্লের তৃতীয় বর্ষ পর্য্যন্ত যে সংযমের ব্যবস্থা ছিল, তাহা তান্ত্রিক পশুভাব। পরে চতুর্থ বৎসরে তাহার প্রতি বীরভাবের আদেশ হইল। অর্থাৎ প্রফুল্লকে প্রথমে পশুর ন্যায় ভয়ে ভয়ে খাদ্যাদি সম্বন্ধে সতর্কতা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে প্রফুল্লের আর সে সতর্কতা গ্রহণের আবশ্যকতা রহিল না। তখন বীরভাবে তাহাকে নানা প্রকার সাত্ত্বিকভাব-বিরোধী খাদ্যাদির সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। উদ্দেশ্য এই যে, এই সকল খাদ্যাদি গ্রহণজনিত মন্দ ফলের সহিত তাহার পূর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধীকৃত সাত্ত্বিকভাবের সংঘর্ষণ উপস্থিত হউক,—সে বীরভাবে সেই মন্দ ফল পরাজয় করুক। পঞ্চম বৎসরে তাহার প্রতি যদৃচ্ছা ভোজনের উপদেশ হইল, সে কিন্তু বীরভাবের বিকাশ করিয়া দিব্যভাব গ্রহণ করিল। তন্ত্রোক্ত ভাবত্রয়ের আশ্রয়ে কিরূপ শিক্ষা লাভ হয়, প্রফুল্ল তাহার দৃষ্টান্ত। কবির তন্ত্র-শাস্ত্রে আস্থা না থাকিলেও অজ্ঞাতসারে তন্ত্রের আচার ও ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে তন্ত্র কিরূপ উন্নত শাস্ত্র তাহা সহজেই অনুমেয়। এমন কোন নূতন কথা বাহির করা বড় সহজ নহে, যাহা এই বিশাল হিন্দুধর্ম্মের কোন না কোন শাস্ত্রকার বলিয়া যান নাই।

ভাবত্রয়গতান্ দেবি সপ্তাচারাংস্তু বেত্তি যঃ।
স ধর্ম্মং সকলং বেত্তি জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥

—বিশ্বসারতন্ত্র.

—হে দেবি! যিনি ভাবত্রয় সন্নিবিষ্ট সপ্ত-আচার জ্ঞাত আছেন, তিনি সকল ধর্ম্মই জানেন এবং সেই ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত পুরুষ।

এতাবতা যতদূর আলোচিত হইল, তাহাতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তান্ত্রিক সাধনা অধিকারীভেদে নির্ণীত হইয়াছে এবং তাহা সাধকের হৃদয়ের অবস্থা লইয়া। সুতরাং মদ্য-মাংসাদি লইয়া যে সাধনা, তাহা আধ্যাত্মিক উন্নত-হৃদয় সাধকের জন্য। অতএব ভাবের বা জ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়াই আচার বা অনুষ্ঠেয় বিষয়ের অবলম্বন করিতে হইবে। সাধক যে সময় যেরূপ জ্ঞানসম্পন্ন থাকেন, সেই সময় সেই জ্ঞানানুগত অর্থাৎ সেই জ্ঞানের সহিত মাখান যে আচার, তাহারই আশ্রয় লইতে হইবে। ইহার ব্যত্যয় করিলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে না —প্রত্যুত প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

তন্ত্রের ব্রহ্মবাদ.

প্রকৃতি ও পুরুষের একাত্মভাবের নাম ব্রহ্ম। যথা—

শিবঃ প্রধানঃ পুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা।
শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

—ভগবতী-গীতা

—শিবই পরম পুরুষ এবং শক্তিই পরমা প্রকৃতি, তত্ত্বদর্শী যোগিগণ প্রকৃতি-পুরুষের একতাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবেন।

বাহ্য জগতের মর্ম্মে যে মহতী শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহারই নাম প্রকৃতি এবং ঐ বাহ্য জগতে যে চৈতন্য-স্ফূর্ত্তি স্বপ্রকাশ রহিয়াছে, তাহারই নাম শিব। এই চৈতন্য এবং মহতী শক্তিকে যখন সমষ্টি করিয়া একাসনে উভয়কে একত্র জড়িত বলিয়া অনুভব হইবে, অর্থাৎ দুইয়ের একটীকে স্বতন্ত্র করিতে গেলে যখন দুইটিই অদৃশ্য হইবে বলিয়া বোধগম্য হইবে, তখনই ব্রহ্মকে চিনিতে পারিবে। এক ব্রহ্মই চণকবৎ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পুরুষ-প্রকৃতিরূপে পরিদৃশ্যমান হইতেছেন। যথা—

ত্বমেকো দ্বিত্বমাপন্নঃ শিবশক্তি-প্রভেদতঃ।

—কাশীখণ্ড

সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাই শিব ও শক্তিভেদে দ্বিত্বভাবাপন্ন হইয়াছেন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ কেবল সৎমাত্র ছিল, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি আলোচনা করিলেন, আমি প্রজারূপে বহু হইব।

সত্যলোকে নিরাকারা মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী।
মায়য়াচ্ছাদিতাত্মনী চণকাকাররূপিণী॥
মায়া-বল্কলং সংত্যজ্য দ্বিধা ভিন্না যদোন্মুখী।
শিব-শক্তি বিভাগেন জায়তে সৃষ্টি-কল্পনা॥

—নির্ব্বাণতন্ত্র

সত্যলোকে আকাররহিত মহাজ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম মহাজ্যোতিঃ-স্বরূপা নিজমায়া দ্বারা নিজে আবৃত হইয়া চণকতুল্য ভাবে বিরাজিত আছেন। চণকে (বুট) যেমন একটী আবরণ (খোসা) মধ্যে অঙ্কুর সহ দুইখানি দল (দাইল) একত্র আবদ্ধ থাকে, প্রকৃতি ও পুরুষ

সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্য সহ মায়ারূপ আচ্ছাদনে আবৃত থাকেন। সেই মায়ারূপ বন্ধন (খোসা) ভেদ করিয়া তিনি শিব-শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রকৃতি-পুরুষকে "ব্রহ্মচৈতন্য সহ" বলিবার প্রয়োজন এই যে, প্রকৃতিপুরুষাত্মক জীবদেহ ব্রহ্মচৈতন্য দ্বারাই সচেতন হয়। ব্রহ্মচৈতন্য পরিত্যক্ত হইলে জীব-শরীরের কেবল জড়মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

ব্রহ্ম যখন নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, তখনই তিনি ব্রহ্ম, আর সগুণ বা প্রকট হইলেই ঈশ্বর বা পুরুষ। আর সেই ইচ্ছা বা বাসনা-শক্তিই প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি মহামায়া। সেই পুরুষ ও প্রকৃতি সর্ব্বত্রগামী ও সর্ব্ব বস্তুতেই অবস্থিতি করিতেছেন। ইহ-সংসারে এতদুভয় বিহীন হইয়া কোন বস্তুই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। পরমাত্মা নির্গুণ, তিনি কদাচই দৃশ্য হয়েন না। পরম-প্রকৃতিরূপিণী মহামায়া সৃজনাদির সময়ে সগুণা আর সমাধি সময়ে নির্গুণা হইয়া থাকেন। প্রকৃতি অনাদি, অতএব তিনি সততই এই সংসারের কারণরূপে বিদ্যমান আছেন, কখনই কার্য্যরূপ হয়েন না। তিনি যখন কারণরূপিণী হয়েন, তখনই সগুণা, আর যখন পুরুষ-সন্নিধানে পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করেন, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হেতু গুণোদ্ভবের অভাবে তখনই প্রকৃতি নির্গুণা হইয়া থাকেন।

অতএব "আমি বহু হইব" ব্রহ্মের এইরূপ বাসনা সঞ্জাত হইলে তাঁহাকে প্রকটচৈতন্য ও সেই বাসনাকে মূলাতীত মূল প্রকৃতি বলে।

যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গং বামাঙ্গং প্রকৃতিঃ স্মৃতা॥
সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ মায়া নিত্যা সনাতনী।
যথাত্মা চ তথা শক্তি র্যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ

—পরমাত্মস্বরূপ ভগবান্ সৃষ্টিকার্য্যের জন্য যোগাবলম্বন করিয়া আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। ঐ ভাগদ্বয়ের মধ্যে দক্ষিণ অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ ও বামার্দ্ধাঙ্গ প্রকৃতি। সেই প্রকৃিত ব্রহ্মস্বরূপিণী, মায়াময়ী, নিত্যা ও সনাতনী। যেরূপ অগ্নি থাকিলেই তাহার দাহিকা-শক্তি থাকে, সেইরূপ যে স্থানেই আত্মা, সেই স্থানেই শক্তি এবং যে স্থানে পুরুষ, সেই স্থানেই প্রকৃতি বিরাজিতা আছেন। কারণ—

শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন।

শক্তিমান্ হইতে শক্তি কখনও বিভিন্ন হইতে পারে না। যথা—

যথা শিবস্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ।
নানয়োরন্তরং বিদ্যাচ্চন্দ্র-চন্দ্রিকয়োর্যথা ॥

—বায়ুপুরাণ

—চন্দ্র হইতে চন্দ্রকিরণের যেরূপ পৃথক্ সত্তা নাই, শিব এবং শক্তির সেইরূপ পৃথক সত্তা নাই। এই জন্য যেখানে শিব, সেইখানেই শক্তি এবং যেখানে শক্তি, সেইখানেই শিব। সাঙ্খ্য বলেন,—

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ।

—সাংখ্যকারিকা

—প্রকৃতি অচেতন, সুতরাং অন্ধস্থানীয়; পুরুষ অকর্ত্তা, সুতরাং পঙ্গুস্থানীয়; উভয়ে সংযুক্ত হইয়া একে অন্যের অভাব পূরণ করেন।

যেমন অন্ধ দেখিতে পায় না এবং পঙ্গু চলিতে পারে না, কিন্তু অন্ধের স্কন্ধে পঙ্গু উঠিলে পঙ্গু পথ দেখায়, অন্ধ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষ সংযুক্ত হইয়া একের অভাব অন্যে পূরণ করেন; তাঁহাদের সংযোগের ফলে সৃষ্টি সাধিত হয়।

এই প্রকৃতিপুরুষ-উভয়াত্মক ব্রহ্মই তন্ত্রের শিব-শক্তি। কিন্তু বেদান্ত-মতে মায়া মিথ্যা, কেবল অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মেই মায়া কল্পিত হইয়া থাকে। কাজেই অধিষ্ঠানের সত্তা ব্যতীত মায়ার পৃথক্ সত্তার প্রতীতি হয় না। তবে এখন শক্তিতেই অধিষ্ঠানভূত সত্তারূপ ব্রহ্মেরই উপাসনা সম্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ এই আকারে শক্তির স্বরূপত্ব প্রতিপাদন হইলেও কোন বিরোধ সংঘটিত হইতে পারে না। কেননা ব্রহ্ম-উপাসনা স্থলে কেবল ব্রহ্মের গ্রহণ না করিয়া যেমন শক্তির ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তার অভাবপ্রযুক্ত শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের গ্রহণ করিতে হইবে, সেইরূপ শক্তির আরাধনা করিলেও পরব্রহ্মসত্তাবিশিষ্ট শক্তির উপাসনা বুঝিতে হইবে। ফলকথা এই যে, যেমন নিরুপাধিক বিশুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা সম্ভবে না, সেইরূপ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কেবল মহাশক্তির উপাসনাও সম্ভবে না। অধিকন্তু শক্তির আশ্রয় নাই, তিনি ব্রহ্মেরই আশ্রিতা। তাই তান্ত্রিকের মহাশক্তি—

শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতা।

শবরূপ মহাদেবই নিষ্ক্রিয় পরব্রহ্ম। তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মশক্তি ক্রিয়াশীলা, তাই মহাকালী শিবের উপর অবস্থিতি করিয়াই বিশেষ সৃষ্টিস্থিতিলয়কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। যথা—

সদাশিবত্বং যৎ প্রাপ্তঃ শিবঃ সাক্ষাদুপাধিনা।
সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ॥

—সূতসংহিতা

—শিব নির্গুণ, শক্তি দ্বারা উপাধিবিশিষ্ট হইয়া সগুণ হয়েন, অতএব শক্তিহীন শিব নিরর্থক অর্থাৎ সান্ত জীবের পক্ষে সেই অনন্ত অবশ্যই নিরর্থক।

ব্রহ্মের গুণই শিব, কিন্তু যদি শক্তি কর্ত্তৃক উপাধিযুক্ত না হয়েন, তবে গুণের অবলম্বন কোথায়? অবলম্বনহীনতায় কাজেই তিনি আবার নির্গুণ। নির্গুণ হইলেই কাজেই নিষ্ক্রিয়, তাহা হইলে শিবের শিবত্ব নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্।

—শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন, তবেই তাঁহার প্রভাব, নতুবা তিনি নিষ্ক্রিয়।

যন্মনা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতং।
তদেব ব্রহ্ম তদ্বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

—শ্রুতি

ব্রহ্ম নির্গুণ; নির্গুণের উপাসনা সম্ভবে না, অতএব শক্তিসহযোগে তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। তান্ত্রিকের শক্তি-উপাসনা—সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা মাত্র। এক কথায়, আদ্যাশক্তি মহামায়াই সগুণ ব্রহ্ম, শবরূপ শিব অবলম্বন মাত্র।

চিতিস্তৎপদলক্ষ্যার্থা চিদেকরসরূপিণী।

—চিতি এই পদ 'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থবোধক, অতএব তিনি একমাত্র চিদানন্দস্বরূপা।

অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্।
আরাধয়েৎ পরাং শক্তিং প্রপঞ্চোল্লাসবর্জ্জিতাম্॥

—সূতসংহিতা

—অতএব সংসারনাশের নিমিত্ত সেই সাক্ষিমাত্র, সমস্ত প্রপঞ্চ ও উল্লাসাদি পরিবর্জ্জিত আত্মস্বরূপা পরাশক্তির আরাধনা করিবে।

এই মহাশক্তি ভগবতীদেবীর আরাধনায় ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়।

এই ভগবতীদেবীই যে পরমতত্ত্ব পরব্রহ্ম, তাহা ভগবান্ বেদব্যাসের প্রতি ঋগাদি বেদচতুষ্টয়ের উক্তি হইতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত হইবে।

ঋগ্বেদের উক্তি

যদন্তঃস্থানি ভূতানি যতঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
যদাহুস্তৎ পরং তত্ত্বং সৈকা ভগবতী স্বয়ং॥

—স্থূল সূক্ষ্ম এই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ যাঁহাতে সূক্ষ্মরূপে বিলীন থাকে, অবার যাঁহার ইচ্ছানুসারে সচরাচর জগৎ হইয়া প্রকাশমান হয়, যিনি স্বয়ং ভগবতীশব্দে কীর্ত্তিতা হন, তিনিই পরমতত্ত্ব।

যজুর্ব্বেদের উক্তি

যা যজ্ঞৈরখিলৈরীশা যোগেন চ সমীড্যতে।
যতঃ প্রমাণং হি বয়ং সৈকা ভগবতী স্বয়ং॥

—নিখিল যজ্ঞ এবং যোগ দ্বারা যিনি স্তূয়মান হন এবং যাঁহা হইতে আমরা ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ হইয়াছি, সেই অদ্বিতীয়া স্বয়ং ভগবতীই পরম তত্ত্ব।

সামবেদের উক্তি

যদেয়ং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভির্যা বিচিন্ত্যতে।
যদ্ভাসা ভাসতে বিশ্বং সৈকা দুর্গা জগন্ময়ী॥

—যাঁহার দ্বারা এই বিশ্বসংসার ভ্রম-বিলসিত হইতেছে, যিনি যোগিগণের চিন্তনীয়া, যাঁহার তেজঃপ্রভাবেই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, সেই জগন্ময়ী দুর্গাই পরম তত্ত্ব।

অথর্ব্ববেদের উক্তি

যাং প্রপশ্যন্তি দেবেশীং ভক্তানুগ্রাহিণো জনাঃ।
তামাহুঃ পরমং ব্রহ্ম দুর্গাং ভগবতীং মুনে॥

—যাঁহার অনুগ্রহাশ্রিত লোকেরাই ভক্তি দ্বারা যাঁহাকে বিশ্বেশ্বরী-স্বরূপে দেখিতে পায়, যাঁহাকে ভগবতী দুর্গা বলে, তিনিই ব্রহ্মতত্ত্ব।

বেদচতুষ্টয়ের উক্তি দ্বারা অবিসংবাদিরূপে মীমাংসিত হইল যে এই দেবীই ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ কর্তৃক পরিনিশ্চিত হইয়া বেদ ও বেদান্ত মধ্যে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছেন। তাই তান্ত্রিক সাধক সচ্চিদানন্দময়ী পরাশক্তি দেবীকে পরব্রহ্মরূপিণী জ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকেন। তবে শক্তির অবলম্বনের জন্য শবরূপ মহাদেবকে সংযুক্ত করিয়া লইয়াছেন। অতএব তন্ত্রশাস্ত্রমতে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক শিবশক্তিই পরব্রহ্ম এবং তাঁহাদের উপাসনাই ব্রহ্ম-উপাসনা।

শক্তি-উপাসনা

শক্তি-উপাসনা আধুনিক নহে। আর্য্যজাতির প্রবল জ্ঞানোন্নতির সময়ে তাঁহারা মহাশক্তির অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।* সত্যযুগে সুরথ, ত্রেতায় রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র এই মহাশক্তির পূজা

* প্রয়াগ নগরীর লাট প্রস্তরলিপি পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে গুপ্তবংশীয় নরপতিদিগের মধ্যে কেহ কেহ শক্তি উপাসক ছিলেন। কান্যকুব্জ-পতি মহেন্দ্রপাল দেব ও তৎপুত্র বিনায়কপাল প্রদত্ত তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শকাব্দের অষ্টম শতাব্দীতে কান্যকুব্জপতিগণ প্রায় সকলেই শাক্ত ছিলেন। গৌড়েশ্বর

করিয়াছিলেন। সেই মহাশক্তি নিত্যা, জন্ম-মৃত্যু-রহিত-স্বভাবা, জগতের আদিকারণ। এই ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মূর্ত্তি, তাঁহা হইতে এই সংসার বিস্তারিত হইয়াছে। যে অনাদি মূলশক্তি হইতে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, বিজ্ঞানও তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারে না। এই নিখিল জগতের মূলে যে অনির্ব্বচনীয়, অচিন্ত্য, অনন্ত, অজ্ঞেয় এক মহাশক্তি বিরাজিত রহিয়াছে, ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বিজ্ঞানের বন্ধুর পথে অহর্নিশ ভ্রমণ করিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই মহাশক্তির অস্তিত্ব মাত্র অবগত হইয়াছেন।* যে সময় হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পূর্ব্বপুরুষগণ উলঙ্গ হইয়া বৃক্ষকোটরে বাস ও বনজাত ফলমূলে ক্ষুন্নিবারণ করিতেছিলেন, সেই সময় আর্য্যগণ জ্ঞান ও ভক্তির সরলমার্গে গমন করিয়া সেই মহাশক্তির দর্শন পাইয়াছিলেন।

উপনিষদের সময় আর্য্যগণ বুঝিতে পারিলেন, যে শক্তিতে দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করিতে পারেন, যে শক্তিতে অগ্নি বিশ্বদাহন করিতে পারেন, যে শক্তিতে পবন বিশ্ব বিলোড়ন করিতে পারেন—সেই সেই শক্তি তাঁহাদের নিজশক্তি নহে; অন্য এক মহাশক্তি হইতে তাঁহারা

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনের শীর্ষদেশে দেবী দাক্ষায়ণীর প্রতিমূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহা দ্বারা সহজেই অনুমিত হয় যে, শক্তি সেনরাজগণের কুলদেবতা। প্রায় আট শতাব্দী পূর্ব্বে তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রবল উন্নতি হইয়াছিল। এই সময় আমাদের বাঙ্গালা ভাষার জন্ম। শক্তি-উপাসক ব্রাহ্মণই বাঙ্গালা অক্ষর ও বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা। শক্তি-উপাসক দ্বারাই বাঙ্গালাভাষায় সর্ব্ব প্রথম (কবি-কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কৃত চণ্ডীকাব) মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল।

* হারবার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন,—"There is an Infinite and Eternal Energy from which everything proceeds."

স্পেন্সার এই মহাশক্তির স্বরূপ অপরিজ্ঞেয় বলিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর মিল্ ইহাকে জড়শক্তি বিবেচনা করেন। ভক্তির অভাবই তাঁহার এরূপ বিবেচনার কারণ।

স্ব স্ব শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তৎকালে সেই মহাশক্তি আর্য্যদিগকে ভগবতীরূপে দর্শন দান করিয়াছিলেন।

অদ্বৈতবাদী এই মহাশক্তিকে জ্ঞানযোগে বিলোড়ন করিয়া উপরিভাগে এক অপূর্ব্ব অদ্বিতীয় চিন্ময় পদার্থকে দ্রষ্টৃ রূপে সংস্থাপন করিয়াছেন ও তন্নিম্নে তাঁহারই আশ্রয়ে দৃশ্যরূপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত শক্তির কেন্দ্রীভূত পদার্থকে রক্ষা করিয়া বিশ্বলীলার সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। সাংখ্যকারও এই উপরিতন পদার্থকে পুরুষ ও অধস্তন পদার্থকে প্রকৃতি বলিয়াছেন। সুতরাং তান্ত্রিকের আরাধ্যা মহাশক্তি এতদুভয়ের বিশাল সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইতেছেন। জড়-অজড়, চর-অচর সমস্তই ইঁহার অনন্ত সত্তার অন্তর্গত হইতেছে। সুতরাং ইনিই নির্গুণ সময়ে তুরীয়া, সগুণ অবস্থায় সত্ত্বরজস্তমোময়ী। তখন রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি ও তমোগুণে বিনাশ সাধিত হয়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া এ সম্বন্ধে কিছু বর্ণিত হউক।

মহাদেব কহিলেন,—"হে দেবি! লোকে তোমার সাধনায় ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে, এ জন্য আমি তোমারই উপাসনার কথা বলিতেছি। হে শিবে! তুমিই পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রকৃতি, তোমা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি জগতের জননী। হে ভদ্রে! মহত্তত্ত্ব হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত এবং সমস্ত চরাচর সহিত এই জগৎ তোমা হইতে উৎপাদিত হইয়াছে, এই নিখিল জগৎ তোমার অধীনতায় আবদ্ধ। তুমিই সমুদয় বিদ্যার আদিভূত এবং আমাদের জন্মভূমি। তুমি সমুদয় জগৎকে অবগত আছ, কিন্তু তোমাকে কেহই জানিতে পারে না। তুমি সর্বদেবময়ী ও সর্বশক্তিস্বরূপিণী। তুমিই স্থূল, তুমিই সূক্ষ্ম, তুমিই ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপিণী, তুমি নিরাকার হইয়াও সাকার, তোমার প্রকৃত তত্ত্ব কেহই অবগত নহে। তুমি সর্বস্বরূপিণী এবং

সকলের প্রধানা জননী; তুমি তুষ্ট হইলে সকলেই তুষ্ট হইয়া থাকে। তুমি সৃষ্টির আদিতে তমোরূপে অদৃশ্যভাবে বিরাজিত ছিলে, তুমিই পরব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার বাসনা,—তোমা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। মহৎতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভূত পর্য্যন্ত নিখিল জগৎ তোমারই সৃষ্টি। সর্বকারণের কারণ পরব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত মাত্র। ব্রহ্ম সৎস্বরূপ এবং সর্ব্বব্যাপী, তিনি সমুদয় জগৎকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন,—তিনি সর্ব্বদা একভাবে অবস্থিত, তিনি চিন্ময় এবং সর্ব বস্তুতে নির্লিপ্ত। তিনি কিছুই করেন না,—সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ, আদ্যন্ত-বর্জ্জিত এবং বাক্যমনের অগোচর। তুমি পরাৎপরা মহাযোগিনী, তুমি সেই ব্রহ্মের ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিয়া এই চরাচর জগৎ সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাক।"*

এই মহাশক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে মুক্তি ও বন্ধনের হেতু হইয়া থাকেন। যদি কেহ বলেন, একই প্রকৃতি বন্ধন ও মুক্তির কারণ হইলেন কি প্রকারে? তাহার উত্তর এই যে, একই সুন্দরী রমণী যেমন প্রিয়জনের সুখের, সপত্নীর দুঃখের এবং নিরাশ প্রেমিকের মোহের হেতু হইয়া থাকে,—তেমনি মহাশক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে মুক্তি ও বন্ধনের কারণ হইয়া থাকেন। মহামতি মেধস বলিয়াছেন,—

---

* শৃণু দেবি মহাভাগে তবারাধান-কারণম্।
তব সাধনতো যেন ব্রহ্ম-সাযুজ্যমশ্নুতে॥
ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে!
মহদাদ্যণুপর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়েবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ॥
ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন॥ —ইত্যাদি
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৪র্থ উল্লাস

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।
সৈব প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসার-বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

—শ্রীচণ্ডী

—সেই মূল প্রকৃতি মহাশক্তি নিত্যা, তিনি জগন্মূর্ত্তি—এবং তিনি সমস্ত জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি প্রসন্না হইলে, মনুষ্যদিগকে মুক্তির জন্য বরদান করিয়া থাকেন। তিনি, বিদ্যা, সনাতনী ও সকলের ঈশ্বরী এবং মুক্তি ও বন্ধনের হেতুভূতা।

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া-প্রভাবেণ সংসার-স্থিতিকারিণঃ॥
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥

—শ্রীচণ্ডী

—জগতের স্থিতি সম্পাদনের জন্য, সেই মহামায়া-প্রভাবেই জীবগণ মমতা-আবর্ত্ত-পরিপূরিত মোহগর্ত্তে নিপতিত হয়। অন্যের কথা কি বলিব, যিনি জগৎপতি হরি, তিনিও এই মহামায়ার দ্বারা বশীকৃত রহিয়াছেন। ইনি সর্ব্বেন্দ্রিয়শক্তির নিয়ন্ত্রী, ইঁহার ঐশ্বর্য্য অচিন্ত্য;

ইনি জ্ঞানিগণের চিত্তও বলপূর্ব্বক সংমুগ্ধ করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারাই চরাচর সমস্ত জগৎ প্রসূত হয়, ইনি প্রসন্না হইলেই লোকের মুক্তিদাত্রী হয়েন।

তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি॥
ব্যাপ্তন্তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারী-স্বরূপয়া॥
সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী॥
ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীবৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে॥
স্তুতা সংপূজিতা পুষ্পৈর্ধূপগন্ধাদিভিস্তথা।
দদাতি বিত্তপুত্রাংশ্চ মতিং ধর্ম্মে তথা শুভাম্॥

—শ্রীচণ্ডী

—এই দেবী দ্বারাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মুগ্ধ হইতেছে, ইনিই এ বিশ্ব সৃষ্টি করেন, ইহার নিকট প্রার্থনা করিলে ইনি তুষ্টা হইয়া জ্ঞান ও সম্পদ্ প্রদান করেন। এই মহাকালী কর্ত্তৃক অনন্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত আছে; ইনি মহা প্রলয়কালে ব্রহ্মাদিকেও আত্মসাৎ করেন এবং খণ্ডপ্রলয়ে ইনিই সমস্ত প্রাণিগণকে বিনাশ করিয়া ফেলেন। সৃষ্টিসময়ে সমস্ত বিষয় সৃষ্টি করেন, আবার স্থিতিকালে প্রাণীদিগকে পালন করেন, কিন্তু ইহার কখনই উৎপত্তি হয় না। ইনি নিত্যা, লোকের অভ্যুদয়কালে ইনি বৃদ্ধিপ্রদা লক্ষ্মী, আবার অভাবের সময়ে অলক্ষ্মীরূপে বিনাশ করিয়া

থাকেন। ইঁহাকে স্তব করিয়া পুষ্প, গন্ধ, ধূপাদি দ্বারা পূজা করিলে বিত্তপুত্রাদি দান ও ধর্ম্মে শুভবুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন।

আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা।

—শ্রীচণ্ডী

এই মহাশক্তির শরণাপন্ন হইয়া ইঁহাকে আরাধনা করিতে পারিলে ভোগ, স্বর্গ ও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। *

একমাত্র মহামায়ার আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে যে মুক্তির হেতুভূত তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমাদের জ্ঞানকে সেই বিষয়রূপিণী মহামায়া সংসার-স্থিতি কারণে বিধ্বংস করিয়া মমতাবর্ত্তপূর্ণ মোহগর্ত্তে নিপাতিত করেন। সে জ্ঞান সেই জ্ঞানাতীতা মহামায়া বল দ্বারা আকর্ষণ ও হরণ করিয়া জীবকে সংমুগ্ধ করিয়া রাখেন। এইরূপ করিয়াই তিনি এ জগৎ স্থির রাখিয়াছেন। নতুবা কে কাহার—কাহার জন্য কি? যদি মায়াবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়, যদি মোহের চসমা খুলিয়া পড়ে—তখন কে কাহার পুত্র, কে কাহার কন্যা, কে কাহার স্ত্রী? সেই মহামায়া রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের হাট বসাইয়া জীবগণকে প্রলুব্ধ করিয়া এই ভবের হাটে খেলা করিতেছেন। এই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের প্রলোভনে জীব ছুটিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—ইহার আকর্ষণে জীবসমুদয় উন্মত্ত। জীবের সাধ্য নাই যে এ নেশা—এ আকুল তৃষা নিবারণ করিতে পারে। তবে যদি সেই বিষয়াধিষ্ঠাত্রী দেবী—সেই পরমাবিদ্যা মুক্তির হেতুভূতা সনাতনী প্রসন্না হয়েন, তবেই জীব এই বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। তাই পরমতত্ত্বজ্ঞ মহেশ্বর বলিয়াছেন—

---

* মহামায়ার আরাধনার কারণ ও তৎসাধনোপায় মৎপ্রণীত "জ্ঞানী গুরু" পুস্তকের মায়াবাদ শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত লেখা হইয়াছে।

শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি মুক্তির্হাস্যায় কল্পতে।

অর্থাৎ শক্তি উপাসনা ভিন্ন মুক্তির আশা হাস্যজনক ও বৃথা। শক্তি-উপাসনা সেই ব্রহ্মরূপিণী মহামায়ার সাধনা। তাঁহার সাধনা করিয়া সাধক প্রকৃতির যে সুখলালসা, তাহাই উপভোগ করে এবং মোহাবর্ত্ত বিনষ্ট করে। প্রকৃতির রস উপভোগ করিয়া, মায়ার বাঁধন—আকর্ষণের আকুলতা বিনষ্ট করিয়া, শক্তিসাধনায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সাধক ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে।

প্রথমতঃ সদ্‌গুরুর নিকট হইতে দেবীর মন্ত্রগ্রহণ করতঃ কায়মনোবাক্য দ্বারা তাঁহাকে আশ্রয় করিবে, সর্ব্বদা তাঁহাতে মনোবিধানের চেষ্টা করিবে এবং তদ্গতপ্রাণ হইবে। সর্ব্বদা তাঁহার প্রসঙ্গ, তাঁহার গুণগান ও তাঁহার নামজপে সমুৎসুক হইবে। যে সাধকোত্তম মুক্তি ইচ্ছা করিবে, সে তদ্ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার পূজাদিপ্রসঙ্গে প্রীতিযুক্তমানস হইবে। স্বীয় স্বীয় বর্ণাশ্রমাদি ও বেদবিহিত এবং স্মৃত্যনুমোদিত পূজা-যজ্ঞাদি দ্বারা তাঁহারই অর্চ্চনা করিবে অর্থাৎ কামনা-বিরহিত হইয়া ঐ সমস্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান দেবীর প্রীত্যর্থই করিবে। কেননা—

জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তির্ভক্তির্জ্ঞানস্য কারণম্।
ধর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তির্ধর্ম্মো যজ্ঞাদিকো মতঃ॥

—ভগবতী গীতা

—যজ্ঞাদিদ্বারা ধর্ম্মলাভ, ধর্ম্ম হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

অতএব ধর্ম্মার্থ মুমুক্ষু ব্যক্তিসকল যজ্ঞ, তপস্যা ও দান দ্বারা দেবীর উপাসনা করিবে; তাহার দ্বারা ক্রমশঃ যখন ভক্তি দৃঢ়তরা হইবে, তদনন্তরই তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইবে; সেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হইবে। এই প্রকার

শাস্ত্র-বিধি-বিহিত কর্ম্ম করিয়া যখন অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইবে, তখন আত্মজ্ঞান উদ্দীপ্ত হইয়া সর্ব্বদা ইচ্ছা হইবে যে, কতদিনে পরমধন লাভ করিব। তখন যাবতীয় জগতের আর সকলেরই (স্ত্রীপুত্রাদির) প্রতি ঘৃণা হইয়া, যদ্দ্বারা দেবীর সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ নিত্যবিগ্রহে মনোনিবেশ হয়, তদুপযোগী বেদান্তাদি শাস্ত্রে মনোনিবেশ হয়। গুরূপদেশ সহকারে ঐ সকল অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার নিত্য কলেবর সেই অপার আনন্দসাগর কোনও সময়ে অত্যল্পকালের জন্যও অন্তঃকরণে স্পর্শ হয়, তাহাতেই জগতের যাবতীয় পদার্থকে অত্যল্প জঘন্য সুখের কারণ বোধ হয়, তজ্জন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ থাকে না ; সুতরাং কামনা পরিত্যাগ হইয়া যায়। সমুদয় জীব-পদার্থে দেবীর সত্তা নিশ্চয় হইয়া সকল জীবের প্রতিই পরম যত্ন উপস্থিত হয় ; সুতরাং হিংসাও পরিত্যাগ হয়। এবম্প্রকার ভাবাপন্ন হইলেই তত্ত্ব-বিদ্যা আবির্ভূতা হ'ন, ইহাতে সংশয় নাই। তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলেই তাঁহার নিত্যানন্দবিগ্রহ যে পরমাত্মভাব, তাহাই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়। তাহাতেই সাধকের জীবন্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

নির্গুণা সগুণা চেতি দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ।
সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নির্গুণা তু বিরাগিভিঃ ॥

—দেবী ভাগবত

—সেই পরমব্রহ্মস্বরূপিণী সচ্চিদানন্দময়ী পরাশক্তিদেবীকে ব্রহ্মবাদী মনীষিগণ সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুই প্রকার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ; তাহার মধ্যে সংসারাসক্ত সকাম-সাধকগণ তাঁহার সগুণ ভাব, আর বাসনা-বর্জ্জিত জ্ঞান-বৈরাগ্যপূর্ণ নির্ম্মলচেতা যোগিগণ নির্গুণ ভাব সমাশ্রয়পূর্ব্বক উপাসনা করিয়া থাকেন। তাহার কারণ দেবীবাক্যেই মীমাংসিত হইবে। গিরিরাজের প্রশ্নে পার্ব্বতী বলিয়াছিলেন,—

"হে পিতঃ ! সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ আমাতে ভক্তিযুক্ত হয় ; সহস্র সহস্র ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে কেহ আমার তত্ত্বজ্ঞ হয়। আমার যে রূপ পরম সূক্ষ্ম, সুনির্ম্মল, নিগুর্ণ, নিরাকার, জ্যোতিঃস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী অথচ নিরংশ, বাক্যাতীত, সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় কারণস্বরূপ, সমস্ত জগতের আধার, নিরালম্ব, নির্ব্বিকল্প, নিত্যচৈতন্য, নিত্যানন্দময়, আমার সেই রূপকে মুমুক্ষু ব্যক্তিরা দেহবন্ধবিমুক্তির নিমিত্ত অবলম্বন করে। হে রাজন্‌! মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিরা সর্ব্বগত অদ্বৈতস্বরূপ আমার অব্যয়রূপকে জানিতে পারে না ; কিন্তু যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, তাহারাই আমার পরমরূপ অবগত হইয়া মায়াজাল হইতে উত্তীর্ণ হয়। হে ভূধর ! সূক্ষ্মরূপের ন্যায় স্থূলরূপেও আমি এই সমস্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি ; সুতরাং সমস্ত রূপই আমার স্থূলরূপের মধ্যে গণ্য। তথাপি আমার দৈবী মূর্ত্তির আরাধনা করিতে হইবে, কারণ উহাই শীঘ্র মুক্তিদানে সমর্থ। যথা—

মহাকালী তথা তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী বগলা ছিন্নমস্তা মহাত্রিপুরসুন্দরী॥
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নৃণামাশু বিমুক্তিদা।
—ভগবতী গীতা

"এই কয়েক মূর্ত্তির মধ্যে কোনও মূর্ত্তিকে দৃঢ় ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিলে শীঘ্রই মুক্তিলাভ হয়। প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগ দ্বারা উপাসনা করিতে করিতে যখন গাঢ়তর ভক্তির উদয় হয়, তখন পরমাত্মস্বরূপ আমার সূক্ষ্ম রূপে দৃঢ় বিশ্বাস হেতু কখন কখন অবলোকন হইয়া জগতের কোনও রমণীয় বস্তুকে তদপেক্ষা রমণীয় বলিয়া বোধ হয় না, জগতের কোনও লাভকে তল্লাভ হইতে অধিক জ্ঞান হয় না। তাহাতে ক্রমশঃ আমাকে

প্রাপ্ত হইয়া সেই সাধকেরা দুঃখালয় অনিত্য পুনর্জ্জন্ম আর ভোগ করে না। অনন্যমনা হইয়া যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করে, আমি তাহাকে এই দুস্তর সংসার-সাগর হইতে অবশ্যই উদ্ধার করি। অনন্যচেতা হইয়া আমার যে-রূপের ভজনা করুক, তাহাতেই মুক্তিলাভ হইবে। কিন্তু সত্বর মুক্তিলাভ করিবার জন্য শক্তিময় রূপকেই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। অতএব পিতঃ, আপনি আমার যে কোন শক্তিময় রূপকে আশ্রয় পূর্বক তাহাতেই ভক্তি স্থাপন করিয়া সর্বদা আমাতেই অন্তঃকরণ অভিনিবেশ করুন, তাহা হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবেন।"

ফল কথা এই যে, স্থূলরূপের চিন্তা না করিয়া সূক্ষ্মরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিতে কেহই সক্ষম হয় না। যে সূক্ষ্মরূপ দর্শন মাত্রেই মনুষ্যগণ মোক্ষ-ধামের অধিকারী হয়, যে পর্য্যন্ত স্থূলরূপে চিন্তা-নৈপুণ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই সূক্ষ্মরূপে অন্তঃকরণ গমন করিতে পারে না। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ স্থূলরূপ অবলম্বন করিয়া ক্রিয়াযোগ এবং ধ্যানযোগ দ্বারা সেই রূপের বিধিবিধানে অর্চ্চনা করতঃ ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মরূপ অবলোকন করেন।

এ পর্য্যন্ত যতদূর আলোচিত হইল, তাহার মর্ম্মকথা এই যে, উপাসনা না করিলে মানুষ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু নিগুর্ণ ব্রহ্ম শরীর-রহিত ; সুতরাং কিরূপে তাঁহার উপাসনা হইতে পারে ? তাই চিৎস্বরূপ, অদ্বিতীয়, মায়াপরিশূন্য এবং অশরীরী ব্রহ্ম উপাসকদিগের উপাসনা-সৌকর্য্যার্থ কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি স্ত্রীরূপ ও শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি পুরুষরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। স্ত্রী-মূর্ত্তির অর্থাৎ দেবীর অন্তঃকরণ অতীব কোমল, সুতরাং সাধকের দুর্গতি দেখিলে সহজেই দয়াপ্রবণ হয় ; কিন্তু পুরুষ-বিগ্রহ অতি কঠোর তপস্যা করিলে দয়া করিয়া থাকেন। অন্য দেবতার উপাসকেরা কেহ বা মুক্তিলাভ করে, কেহ বা অতুল ভোগসুখ

প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দেবীর উপাসকের ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই করস্থিত। অতএব সকলেরই মহাশক্তিদেবীর আরাধনা করা কর্ত্তব্য, কেননা তাহাতে শীঘ্রই ফললাভ হইয়া থাকে। এই মহাশক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যা রূপে দ্বিবিধ। বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইটীই মায়াকল্পিত ; যিনি বন্ধের কারণ, তিনি অবিদ্যা, আর যিনি মুক্তির কারণ, তিনি বিদ্যা নামে কীর্ত্তিতা। বিদ্যাকেই সর্বদা সেবা করিবে, কদাপি অবিদ্যাসেবী হইবে না, কারণ অবিদ্যা কর্ম্মের দ্বারা বন্ধন করতঃ জ্ঞানকে বিনষ্ট করে। জ্ঞান নষ্ট হইলেই হানি হয়, হানি হইলেই সংহার, সংহার হইলেই ঘোর এবং ঘোর হইতেই নরক হইয়া থাকে। অতএব কখনই অবিদ্যার সেবা করিবে না। যিনি বিদ্যা, তিনিই মহামায়া, তাঁহাকে পণ্ডিতগণ সর্ব্বদাই সেবা করিবেন। ইহার মধ্যে স্ব স্ব অধিকারানুসারে দেবীর সচ্চিদানন্দরূপিণী নিষ্কল ব্রহ্মরূপের অথবা দৈবী স্থূলমূর্ত্তির উপাসনা করিবে। দেবীর উৎকৃষ্ট সেই সূক্ষ্মরূপ কেহই ধ্যানধারণার বিষয়ীভূত করিতে পারে না ; কেবল নির্ম্মলচেতা যোগিগণ নির্ব্বিকল্প সামধিযোগে তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। যথা—

একং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।
যোগিনস্তৎ প্রপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্॥
পরাৎ পরতরং তত্ত্বং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্।
অনন্তপ্রকৃতৌ লীনং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্॥
শুভ্রং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নির্গুণং দৈন্য-বর্জ্জিতম্।
আত্মোপলব্ধিবিষয়ং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্॥

—কূর্ম্মপুরাণ

—তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়, সর্বত্রগামী, নিত্য কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ, কেবল যোগিগণই তাঁহার সেই নিরুপাধিক স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ।

প্রকৃতি-পরিলীন, অনন্ত-মঙ্গল-স্বরূপ, দেবীর সেই পরাৎপর তত্ত্ব ও পরমপদ যোগিগণই নিজ হৃদয়-কমলমধ্যে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। দেবীর সেই অতীব নির্ম্মল, সতত বিশুদ্ধ, সর্ব্বদীনতাদি-দোষ-বর্জ্জিত, নির্গুণ, নিরঞ্জন, কেবল আত্মোপলব্ধির বিষয় পরমধাম একমাত্র বিমল-চেতা যোগেশ্বর পুরুষেরাই দর্শন করিয়া থাকেন।*

অতএব সাধারণের জন্য কাল্যাদি স্থূল রূপের উপাসনা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আমিও এই গ্রন্থে তদ্বিষয়ই বিবৃত করিব।

দেবমূৰ্ত্তির তত্ত্ব

ভক্তদিগকে মোক্ষপ্রদানার্থ, উপাসনার সৌকর্য্যের নিমিত্ত ভক্তবৎসল নিরাকার পরব্রহ্ম আকার.পরিগ্রহ করিয়াছেন। যথা—

সর্ব্বেষামেব মর্ত্ত্যানাং বিভোর্দ্দিব্যবপুঃ শুভং।
সকলং ভাবনাযোগ্যং যোগিনামপি নিষ্কলম্॥

—লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র

অর্থাৎ ব্রহ্মের কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগশালী মনুষ্যের ভাবনাযোগ্য সুন্দর শরীর আছে। সুতরাং আবাসযোগ্য রমণীয় পুরীও আছে। সেই পুরী পরম রম্য ও সুগুপ্ত। অর্থাৎ জনসকলের জাগ্রত অবস্থা অপেক্ষা স্বপ্নাবস্থা যেমন অধিকতর গুপ্ত এবং অধিকতর আশ্চর্য্যভূমি, সুষুপ্তি অবস্থা আবার তদপেক্ষা গুপ্ততম এবং অত্যাশ্চর্য্য

*দেবীর যোগোক্ত সাধনোপায় মৎপ্রণীত "জ্ঞানী গুরু" পুস্তকের সাধন-কাণ্ডে দ্রষ্টব্য।

দর্শনীয়, আদ্যাশক্তির পুরীও তেমনি গুপ্ততম অত্যাশ্চর্য্যদর্শনীয়। সেই পুরী চতুর্দ্বারযুক্ত ; রত্নময় তোরণ-প্রাকার সকল রত্নলাঞ্ছিত ; চতুর্দ্দিক মুক্তামালা-পরিশোভিত ; বিচিত্র ধ্বজপতাকা সকল অত্যন্ত অলঙ্কৃত। আরক্তনেত্র সহস্র সহস্র ভৈরব খট্টাঙ্গ ধারণ করিয়া দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে। দেবীর আজ্ঞা ব্যতিরেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরও সে দ্বার সমুল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না। পুরীমধ্যে কল্প-পাদপসকল ফলপুষ্পভারে নতশাখ হইয়া ভক্তগণকে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি ফল প্রদান করিতেছে। সেই সুবিস্তীর্ণ পুরীর উত্তরপ্রদেশে অতি বৃহৎ পারিজাত উদ্যান, সেই উদ্যান সর্ব্বদাই প্রফুল্ল কুসুমে সমাকীর্ণ ; বিচিত্র ভ্রমরমালা পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড্ডীন হইয়া বসিতেছে ; বসন্ত ঋতু সর্ব্বদা বিরাজমান ও মন্দ মন্দ বায়ু সর্ব্বদা বহমান ; ব্রহ্মাদি দেবতাগণ নানাবিধ পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া মধুর শব্দে কালীগুণ-গানে কালযাপন করিতেছেন। পূর্ব্বদিকে চারুতর এক সরোবর—তাহার চতুষ্পার্শ্বে স্বর্ণময় কমল-কহ্লার-কুমুদরাজি বিরাজিত ; উহারা বিচিত্র মধুপশ্রেণীযুক্ত হইয়া বায়ুসঞ্চালনে মন্দ মন্দ সঞ্চালিত। পুলিনদেশ বিবিধ পুষ্পে মনোহর-শোভান্বিত ; চতুর্দ্দিক মণিময় সোপানযুক্ত তীর্থচতুষ্টয়ে সুশোভিত। পুরীর সমমধ্যস্থলে সুরম্য বাসগৃহ নানারত্নে বিনির্ম্মিত ও সুবর্ণবেষ্টিত মণিময় একশত স্তম্ভযুক্ত ; সেই মণিমন্দিরের অভ্যন্তরে এক সুবিস্তীর্ণ রত্ন-সিংহাসন অযুত সিংহের মস্তকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সেই সিংহাসনের উপরি একটী সুদীর্ঘ শব শয়ান রহিয়াছেন ; সেই শবোপরি পরমেশ্বরী মহাকালী সমবস্থিতা আছেন। সেই ব্রহ্মরূপিণী স্বেচ্ছাক্রমে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সম্পাদন করেন। বিজয়া প্রভৃতি চতুঃষষ্টি যোগিনী তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। এই দেবীর দক্ষিণ ভাগে সদাশিব মহাকাল রহিয়াছেন, মহাকালের সহিত মহাকালী

হৃষ্টচিত্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণই যদৃচ্ছা বিহার করেন। শাস্ত্রে দেবীর এইরূপ ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসদ্‌রক্তারবিন্দস্থিতাম্।
নৃত্যন্তং পুরতো নিপীয় মধুরং মাধ্বীকমদ্যং মহা-
কালং বীক্ষ্য প্রকাশিতাননবরামাদ্যাং ভজে কালিকাম্॥

—যাঁহার বর্ণ মেঘতুল্য, ললাটে চন্দ্রলেখা জাজ্বল্যমান, যাঁহার তিন চক্ষু, পরিধানে রক্তবস্ত্র, দুই হস্তে বর ও অভয়, যিনি বিকশিত রক্তপদ্মে উপবিষ্টা, যাঁহার সম্মুখে পুষ্পজাত সুমধুর মাধ্বক-মদ্যপান করিয়া মহাকাল নৃত্য করিতেছেন, যিনি মহাকালের এরূপ অবস্থা দর্শনে হাস্য করিতেছেন,—সেই আদ্যাকালীকে ভজনা করি।

পাঠক! এখন দেবীর এই রূপকে জ্ঞানের সহিত বিশ্লেষণ করিলে পরব্রহ্মের পরাশক্তিরই পরিচয় পাইবে। সুতরাং এই রূপ যে কতরূপ জ্ঞানবিজ্ঞানের আভাস দিতেছে, ভাবিলে বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া হিন্দু-ঋষিগণকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিবে। শ্বেত, পীত প্রভৃতি বর্ণ সমুদয় যেমন কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইরূপ সর্বভূতই প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই হেতু সেই নির্গুণা নিরাকারা যোগিগণের হিতকারিণী পরাশক্তি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন।* নিত্যা, কালরূপা, অব্যয়া ও কল্যাণরূপা সেই কালীর অমৃতত্বপ্রযুক্ত ললাটে চন্দ্রকলা চিহ্ন

* পরাশক্তি অরূপা সুতরাং বর্ণহীনা। যেখানে সর্ব্ববর্ণের অভাব, তাহাই নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ এ কথা বিজ্ঞানসম্মত। বিজ্ঞান আরও বলে, যে জ্যোতিঃ আমাদের চক্ষু ধারণা করিতে পারে না, তাহাই নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। তাই মহাজ্যোতিঃ কালী কৃষ্ণবর্ণা। কিন্তু জ্ঞাননেত্রে মহাজ্যোতিঃরূপে দৃশ্যা হন।

কল্পিত হইয়াছে। যেহেতু তিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ নেত্র দ্বারা কালসম্ভূত নিখিল জগৎ সন্দর্শন করেন, সেই হেতু তাঁহার নয়নত্রয় কল্পিত হইয়াছে। তিনি সমুদয় প্রাণীকে গ্রাস করেন ও কালদন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করেন বলিয়া সর্ব্ব প্রাণীর রুধির সমূহ সেই মহেশ্বরীর রক্ত-বসন রূপে কথিত হইয়াছে। বিপদ্ হইতে জীবকে রক্ষা এবং নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করাই তাঁহার বর ও অভয়রূপে নিরূপিত হইয়াছে। তিনি রজোগুণজনিত বিশ্বে অধিষ্ঠান করিতেছেন, এই কারণে তিনি রক্তকমল-সংস্থিতা। জ্ঞানস্বরূপা, সর্ব্বজনের সাক্ষি-স্বরূপিণী সেই দেবী মোহময়ী সুরা পান করিয়া কালোচিত ক্রীড়াকারী কালকে দেখিতেছেন। অল্পবুদ্ধি ভক্তবৃন্দের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত পরাশক্তি দেবীর বহুবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে। যথা—

গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্।

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র

—উপাসকদিগের কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত গুণ ও ক্রিয়ানুসারে দেবীর রূপ কল্পিত হইয়াছে।

সেই সকল মূর্ত্তির মধ্যে যাহার যে মূর্ত্তি অভিলষিত বা প্রীতিপ্রদ, সে তাঁহারই উপাসনা করিবে। তবে উপাসনা অভিন্ন জ্ঞানে করিতে হইবে। ইহাদিগের মধ্যে কেহ উৎকৃষ্ট এবং কেহ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট, যে এইরূপ জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তি রৌরব নামক ঘোর নরকে গমন করে। দেবতাদিগের মধ্যে একের প্রশংসা করিলে সকলেরই প্রশংসা করা হয় এবং একের নিন্দা করিলে সকলরই নিন্দা করা হয়। দেবতারা প্রশংসায়ও সুখ অনুভব করেন না এবং নিন্দায়ও দুঃখিত হয়েন না; কিন্তু নিন্দাকারী দেবনিন্দাজনিত পাপে নরকে গমন

করে। অতএব সাধক রুচিভেদে ধ্যানযোগে পৃথক্ পৃথক্ আকৃতির উপাসনা করিবে বটে, কিন্তু ঐ সমস্ত আকৃতিই যে প্রকৃত পক্ষে অভিন্ন, এই জ্ঞান দৃঢ় রাখিবে। এক মহামায়াই লোকের মোহের নিমিত্ত স্ত্রী-পুং মূর্ত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ অবলম্বন করিয়াছেন; প্রকৃত পক্ষে ইহারা ভিন্ন নহেন।

এতক্ষণ যে আদ্যাশক্তি মহামায়ার বিষয় আলোচনা করিলাম, সেই দেবী সূক্ষ্মভাবে জীবের আধার-কমলে কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।* সেই কুণ্ডলিনী নির্ব্বাণকারিণী আদ্যাশক্তি মহাকালী। কুলকুণ্ডলিনী যোগিগণের হৃদয়ে তত্ত্বরূপিণী এবং সর্ব্বজীবের মূলাধারে বিদ্যুদাকারে বিরাজিতা। যথা—

যোগিনাং হৃদয়াম্বুজে নৃত্যন্তী নৃত্যমঞ্জসা।
আধারে সর্ব্বভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতিঃ॥

সাধনার ক্রম

এই মহাশক্তির উপাসকদিগকে শাক্ত কহে। তন্ত্রশাস্ত্রে সেই মহাশক্তির উপাসনা-প্রণালী সবিস্তার লিখিত আছে। সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রই শাক্তদিগের প্রধান গ্রন্থ। ইহার অন্যতম নাম আগম-শাস্ত্র। আগম কাহাকে বলে? যথা—

* মূলাধারপদ্ম ও কুলকুণ্ডলিনীর বিবরণ মৎপ্রণীত "যোগী গুরু" গ্রন্থে বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে।

আগতং শিব-বক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে ॥

—রুদ্রযামল

—যাহা শিবমুখ হইতে নির্গত হইয়া পার্ব্বতীমুখে অবস্থিতি করে এবং যাহা বাসুদেবসম্মত, তাহাই আগম বলিয়া কথিত হয়।

আগমশাস্ত্র যখন বাসুদেব-সম্মত, তখন ইহার সহিত বেদের কোন অসামঞ্জস্য নাই, ইহা নিশ্চিত হইল। কিন্তু আগম বলিতে সৎ আগমই বুঝিতে হইবে। পরমজ্ঞানী সদাশিব অসদাগমের নিন্দা করিয়াছেন। যথা—

আবাভ্যাং পিশিতং রক্তং সুরাঞ্চৈব সুরেশ্বরি।
বর্ণাশ্রমোচিতং ধর্ম্মমবিচার্য্যার্পয়ন্তি যে।
ভূতপ্রেতপিশাচাস্তে ভবন্তি ব্রহ্ম-রাক্ষসাঃ ॥

—আগমসংহিতা

ভাবার্থ এই যে, যাহারা বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মবিচার না করিয়া মহাশক্তি-দেবীকে মাংস, রক্ত ও মদ্য অর্পণ করিবে, তাহারা ভূত, প্রেত, পিশাচ-স্বরূপ ব্রহ্মরাক্ষস। এই হেতু শাক্তদিগের মধ্যেও সম্প্রদায়-বিভাগ আছে। শক্তি-উপাসকগণ (উপাস্য-ভেদে) কালী, তারা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি শক্তি-মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকে।

প্রথমতঃ সদ্‌গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে। দীক্ষা ব্যতীত মনুষ্য পশুমধ্যে পরিগণিত, অতএব অদীক্ষিতের সমস্ত কার্য্যই বৃথা। যথা—

উপচার-সহস্রৈস্তু অর্চ্চিতং ভক্তি-সংযুতম্।
অদীক্ষিতার্চ্চনং দেবা ন গৃহ্ণন্তি কদাচন ॥

—অদীক্ষিত ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক সহস্র উপচার দ্বারা অর্চ্চনা করিলেও দেবগণ সেই অদীক্ষিতের অর্চ্চনা কদাপি গ্রহণ করেন না।

সেই কারণে যত্নপূর্ব্বক গুরুগ্রহণ করতঃ মন্ত্রগ্রহণ করিবে। শক্তি-মন্ত্রের উপাসকগণের দীক্ষার সঙ্গে শাক্তাভিষেক হওয়া কর্ত্তব্য। যথা—

অভিষেকং বিনা দেবি কুলকর্ম্ম করোতি যঃ।
তস্য পূজাদিকং কর্ম্ম অভিচারায় কল্পতে॥
অভিষেকম্বিনা দেবি সিদ্ধ-বিদ্যাং দদাতি যঃ।
তাবৎ কালং বসেদ্ ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

—বামকেশ্বর তন্ত্র

—অভিষিক্ত না হইয়া যে ব্যক্তি তান্ত্রিক মতে উপাসনা করে, তাহার জপ-পূজাদি অভিচারস্বরূপ হয়। আর যে ব্যক্তি অভিষেক ব্যতীত দশ-বিদ্যার কোন মন্ত্রদীক্ষা দেয়, সে ব্যক্তি যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, তাবৎ কাল ঘোর নরকে বাস করিবে।

অতএব শাক্তগণের প্রথমে দীক্ষার সহিত শাক্তাভিষেক, তৎপর পূর্ণাভিষেক, তদনন্তর ক্রমদীক্ষা হওয়া কর্ত্তব্য। মহাদেব বলিয়াছেন—

ক্রমদীক্ষাবিহীনস্য কলৌ ন স্যাৎ কদাচন।

—কামাখ্যা তন্ত্র

কলিযুগে ক্রমদীক্ষা ব্যতীত কখনই সিদ্ধি হইবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন—

যদি ভাগ্যবশাদ্দেবি ক্রমদীক্ষা চ জায়তে।
তদা সিদ্ধির্ভবেত্তস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
ক্রমদীক্ষাবিহীনস্য কথং সিদ্ধিঃ কলৌ ভবেৎ।
ক্রমং বিনা মহেশানি সর্ব্বং তেষাং বৃথা ভবেৎ॥

—কামাখ্যা তন্ত্র

—কাহারও ভাগ্যবশে যদি ক্রমদীক্ষা হয়, তবে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইবে, সন্দেহ নাই। ক্রমদীক্ষা বিনা কলিযুগে কোন মন্ত্রই সিদ্ধি হইবে না এবং জপ-পূজাদি সমস্তই বৃথা হইবে।

এক্ষণে কিরূপ পদ্ধতি অনুসারে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ভাব ও সপ্ত আচারের ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহাই আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতিপূর্ব্বক সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া পশুভাবানুসারে বেদাচার দ্বারা বৈদিক কর্ম্ম, বৈষ্ণবাচার দ্বারা পৌরাণিক কর্ম্ম এবং শৈবাচার দ্বারা স্মার্ত্ত কর্ম্ম করিবে। পরে শাক্তাভিষিক্ত হইয়া দক্ষিণাচার দ্বারা সাধনা করিবে। তৎপরে পূর্ণাভিষেকান্তে গৃহাবধূত হইয়া বীরভাবানুসারে বামাচার দ্বারা যথাবিধি সাধনার উন্নতি করিবে। তৎপরে সাম্রাজ্যদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া বীরভাবানুসারে সিদ্ধান্তাচার সাধনার কার্য্য সম্পন্ন করিবে। পরে মহাসাম্রাজ্য দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া দিব্যভাবানুসারে কুলাচার দ্বারা সাধন করিবে। তৎপরে পূর্ণ দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া দিব্যভাবানুসারে সাধনার চরমোন্নতি সম্পন্ন করিবে। এইরূপ সাধন-কার্য্যদ্বারা দিব্যভাব পরিপক্ক হইলে নিষ্ক্রিয় হইয়া কাল যাপন করিবে। নিম্নে সংস্কারভেদে সাধনাধিকারের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

মন্ত্রদীক্ষা—মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিত্য কর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, কাম্য কর্ম্ম এবং পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ করিবে, অর্থাৎ ইষ্টদেবতার যত সংখ্যা মন্ত্র জপ, তদ্দশাংশ হোম, তদ্দশাংশ তর্পণ, তদ্দশাংশ অভিষেক এবং তদ্দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন ও গ্রহণ পুরশ্চরণ করিবে।

শাক্তাভিষেক—শাক্তাভিষেক লইয়া বার, তিথি, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর পুরশ্চরণ করিবে। নক্ষত্র পুরশ্চরণ, গ্রহ পুরশ্চরণ, করণ পুরশ্চরণ, যোগ পুরশ্চরণ, সংক্রান্তি পুরশ্চরণ ইত্যাদি করিবে।

পূর্ণাভিষেক—পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া ষট্ কর্ম্ম অর্থাৎ শান্তিকর্ম্ম, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ কর্ম্ম; ব্রহ্মমন্ত্র জপ, পাদুকা মন্ত্র জপ, রহস্য পুরশ্চরণ, বীর পুরশ্চরণ ও দশার্ণ মন্ত্র শ্রবণ; বীর-সাধন, চিতা-সাধন, শব-সাধন, যোগিনী-সাধন, মধুমতী-সাধন, সুন্দরী-সাধন, শিবা-বলি, লতা-সাধন, শ্মশান-সাধন এবং চক্রসাধন ইত্যাদি করিবে।

ক্রমদীক্ষা—ক্রমদীক্ষা লইয়া ককার কূট স্তোত্র অর্থাৎ মেধাসাম্রাজ্য স্তোত্রপাঠ ও তিন দেবতার (কালী, তারা ও ত্রিপুরাদেবীর) রহস্য পুরশ্চরণ করিবে।

সাম্রাজ্য দীক্ষা—সাম্রাজ্য দীক্ষা লইয়া উর্দ্ধাম্নায়ে অধিকার, পরাপ্রসাদ মন্ত্র অর্থাৎ অর্দ্ধ-নারীশ্বর মন্ত্র-সাধন এবং মহাষোঢ়া মন্ত্র জপ করিবে।

মহাসাম্রাজ্য দীক্ষা—মহাসাম্রাজ্য দীক্ষা লইয়া যোগ ও নির্গুণ ব্রহ্ম সাধন করিবে।

পূর্ণ দীক্ষা—পূর্ণ দীক্ষা হইলে সহজ জ্ঞান প্রাপ্তি ও সর্ব্বসাধন ত্যাগ, সহজ ভাবাবলম্বন। সোঽহং, অহং ব্রহ্মাস্মি, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি অদ্বৈত ভাব অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্মই সত্য এবং সেই ব্রহ্মই আমি ইত্যাকার জ্ঞান করিবে।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি পঞ্চ উপাসকেরই (শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য) পক্ষে করণীয়। সংস্কার-ভেদে সাধনাধিকার লাভ করিয়া ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে, নতুবা ফলের আশা সুদূরপরাহত, বরং প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে; সাধকমাত্রেই এ কথা স্মরণ রাখিবে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রে সাধন-পন্থা অসংখ্য প্রকার বর্ণিত হইয়াছে; তন্মধ্যে যে সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করিবে, সে গুরূপদিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিবে। তদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। কারণ, শাস্ত্রে ব্যক্ত আছে যে—

পন্থানো বহবঃ প্রোক্তা মন্ত্র-শাস্ত্র-মনীষিভিঃ।
স্বগুরোর্মতমাশ্রিত্য শুভং কার্য্যং ন চান্যথা ॥

—শৈবাগম

—মুনিগণ কর্ত্তৃক বহুবিধ শাস্ত্র, মন্ত্র ও পন্থা অর্থাৎ সাধন-প্রণালী উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্বীয় গুরূপদিষ্ট সাধন-কার্য্যের দ্বারাই কেবল শুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্যপ্রকারে হয় না।

এই গ্রন্থের পশ্চাদুক্ত সাধন-কল্পে আমরা যে সমস্ত পন্থা প্রকটিত করিব, তাহা গুরূপদিষ্ট এবং শাস্ত্রসম্মত; অতএব অবলম্বনস্বরূপ উহা গ্রহণ করিয়া আপন আপন গুরূপদিষ্ট পন্থার সহিত ঐক্য করিয়া সাধন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইবে। পরাশক্তি দেবী ভগবতীগীতায় স্বয়ং বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি দুরাচার হইয়াও অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করে, সে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।" যথা—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সোঽপি পাপবিনির্ম্মুক্তো মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥

ওঁ শান্তিঃ ওম্

———

তান্ত্রিক গুরু

দ্বিতীয় অংশ—সাধন-কল্প

গুরুকরণ ও দীক্ষাপদ্ধতি

আপন আপন বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম পালন (ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত-আচার) এবং সাধুসঙ্গ দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে সদ্‌গুরু অন্বেষণ-পূর্ব্বক দীক্ষা-গ্রহণ করিবে। ক্ষুধা না হইলে যেমন আহার্য্যগ্রহণে অরুচি হয়, তদ্রূপ প্রয়োজন না বুঝিয়া কাহারও অনুরোধে মন্ত্রগ্রহণ করিলেও সাধনবিষয়ে অরুচি জন্মিয়া থাকে। আজকাল দীক্ষাগ্রহণ হিন্দুসমাজে দশকর্ম্মের একটি অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অগ্রজ দীক্ষা না লইলে কনিষ্ঠ মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে না; বড়ই ভ্রমাত্মক ধারণা। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতিফলে ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। জ্যেষ্ঠের যদি এ জীবনে সে সুকৃতির উন্মেষ না হয়, তজ্জন্য কি ভাগ্যবান্ কনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অগ্রজের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে? সামাজিক বা কৌলিক আচারে এ নিয়ম প্রচলিত থাকিলেও আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে না। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে যখন যে ব্যক্তি আপন আপন কর্ত্তব্য বুঝিবে তখনই সে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারিবে—কাহারও মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকা উচিত নহে। অতএব মানব-জীবনের সার্থকতা বা ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা জন্মিলেই শ্রীগুরুর মুখ হইতে মন্ত্রাদি অবগত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করতঃ অনায়াসে ঘোর সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবে। আর অন্য সাত্ত্বিক আচারাদি সহ ধর্ম্মবেত্তা ব্যক্তিগণের সহিত দীক্ষার কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে

আলোচনা করিবে। দীক্ষা ব্যতীত প্রাণীর মুক্তি হইতে পারে না, ইহা শিবোক্ত তন্ত্রের অনুশাসন। যোগ ব্যতীত মন্ত্র ও মন্ত্র ব্যতীত যোগসিদ্ধি হয় না। এই দুইয়ের অভ্যাসবশতঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে আলোকের সাহায্যবশতঃ ঘট লক্ষিত হয়, তেমনি মায়াপরিবৃত আত্মাও মন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত হয়েন। অতএব কলিকালে প্রত্যেক ব্যক্তিই আগমোক্ত বিধানে দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপক্ষয়ং ততঃ।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা সর্ব্ব-তন্ত্রস্য সম্মতা॥

—বিশ্বসারতন্ত্র, ৬ষ্ঠ পঃ

—যাহা দিব্যজ্ঞান প্রদান এবং পাপ নষ্ট করে, তাহাকে তন্ত্রবিদ্‌গণ দীক্ষা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

অদীক্ষিত ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক সহস্র উপচার দ্বারা অর্চ্চনা করিলেও দেবগণ তাহার পূজা গ্রহণ করেন না। যেহেতু অদীক্ষিতের সমস্ত কার্য্যই বৃথা হয়, অতএব অদীক্ষিত ব্যক্তি পশু বলিয়া পরিগণিত। যে ব্যক্তি শাস্ত্রে মন্ত্র দেখিয়া গুরুকে অনাদরপূর্ব্বক তাহা জপ করে, তাহার ফল ত দূরের কথা, প্রত্যুত তাহার সমস্ত নাশ হয়। অতএব পাপনাশিনী মহাবিদ্যা গুরুর নিকট যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করতঃ তাহার সাধন করিবে।

কুলগুরুর* নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু গুরুর বংশে উপযুক্ত কেহ না থাকিলে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট লক্ষণ দেখিয়া গুরু গ্রহণ করিবে। তন্ত্রশাস্ত্র অতীব দুর্গম বিষয়, সুতরাং সমোপযুক্ত গুরুর আবশ্যক। আবার

*কুলগুরু অর্থে আপন আপন বংশের গুরু নহে, কুলাচারসম্পন্ন সৎকৌলই কুলগুরু। অকূল ভবসাগরে সকলেই ভাসিয়া বেড়াইতেছি, ইহার মধ্যে যিনি কূল পাইয়াছেন, তিনিই কুলগুরু। শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেন, যাঁহার কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়াছেন, তিনিই কুলগুরু। সুতরাং এরূপ গুরু পাইয়াও যাহারা পরিত্যাগ করে, তাহাদের মত হতভাগ্য কে আর আছে?

কেবল গুরু উপযুক্ত হইলেই হইবে না, শিষ্যেরও বিশেষ উপযুক্ততা আবশ্যক। মন্ত্রের গতি ও কম্পনের সহিত গুরুর আধ্যাত্মিক শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত হয়। যিনি গুরু, তাঁহার এই শক্তিসঞ্চারণের ক্ষমতা থাকা চাই, আবার শিষ্যেরও এই শক্তিসঞ্চরণ গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা চাই। বীজ সতেজ ও ভূমি সুন্দররূপে কর্ষিত না হইলে সুন্দর বৃক্ষোৎপত্তির আশা নাই। দর্শন-বিজ্ঞান-চর্চ্চা বা গ্রন্থ পাঠ দ্বারা এই শক্তি সঞ্চার হইতে পারে না। শিষ্যের প্রতি সমবেদনাবশে গুরুর আধ্যাত্মিক শক্তি কম্পনবিশিষ্ট হইয়া শিষ্যে সঞ্চারিত হয়। তাই তন্ত্র বলিয়াছেন—

একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্‌দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা চানৃণী ভবেৎ ॥

—জ্ঞান-সঙ্কলিনীতন্ত্র

—যে গুরু শিষ্যকে একাক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন, পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা তাঁহাকে দান করিলে, তাঁহার নিকটে ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করে, মন্ত্রকে অক্ষরাবলী মনে করে এবং প্রস্তরময়ী দেবমূর্ত্তিকে শিলাজ্ঞানে উপেক্ষা করে, সেই ব্যক্তি নরকগামী হয়। গুরুকে পিতা, মাতা, স্বামী, দেবতা ও আশ্রয় জ্ঞানে পূজা করিবে; কারণ, শিব পরিরুষ্ট হইলেও গুরু রক্ষা করিতে সমর্থ, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে আর কেহই রক্ষক নাই। অতএব বাক্য, মন, শরীর ও কর্ম্ম দ্বারা গুরুর সেবা করিবে। গুরুর অহিতাচরণ করিলে বিষ্ঠামধ্যে কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। পিতা এই শরীর দান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু যখন জ্ঞান ব্যতীত এই শরীর ধারণ নিরর্থক, তখন জ্ঞানপ্রদাতা

গুরু হইতে দুঃখসমাকুল এই সংসারে অধিকতর গুরু নাই। মন্ত্রত্যাগীর মৃত্যু, গুরুত্যাগীর দরিদ্রতা এবং গুরু ও মন্ত্র উভয় ত্যাগীর রৌরব নামক নরকে গতি হইয়া থাকে। গুরুদেব নিকটে উপস্থিত থাকিলে যে ব্যক্তি অন্য দেবতার পূজা করে, সেই ব্যক্তি ঘোরতর নরকে গমন করে এবং তৎকৃত পূজা নিষ্ফল হয়। মন্ত্রদাতা গুরু অসৎপথবর্ত্তী হইলেও তাঁহাকে সাক্ষাৎ শিব জ্ঞান করিবে, কারণ তদ্ভিন্ন গতি নাই। বৈষ্ণবেরা বলেন,—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

যে গুরু কর্ত্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হয়, কি বিদ্যা, কি তীর্থ, কি দেবতা, কিছুই সেই গুরুর তুল্য নহে। যে গুরু কর্ত্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই গুরুর তুল্য মিত্র কেহই নাই এবং পুত্র, পিতা, বান্ধব, স্বামী প্রভৃতি কেহই তাঁহার তুল্য হইতে পারে না। গুরুর এতাদৃশী পূজ্যভাব কেন হইল?—বাস্তবিক যে গুরু কর্ত্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, যিনি অজ্ঞানতিমিরাবৃত চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা উন্মীলিত করিয়া দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তাঁহার অপেক্ষা জগতে আর কে গরীয়ান্, মহীয়ান্ ও আত্মীয় আছেন? আমরা তাঁহাকে ভক্তি প্রীতি প্রদান করিব না, তবে কাহাকে করিব?*

* আজকাল অনেকে বুদ্ধির মালিন্যে, শিক্ষার দোষে এবং সংসর্গের গুণে গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। তাহাদের বিশ্বাস, গুরুকরণ হিন্দুদের একটা কুসংস্কার মাত্র। কিন্তু তাহাদের বুঝা উচিত, এই কুসংস্কার মানিয়া হিন্দুসম্প্রদায়ে যত লোক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, কোন সুসংস্কৃত সম্প্রদায়ে তত শ্রেষ্ঠ লোক দৃষ্ট হয় কি? তবে গায়ের জোরে গুরুগ্রহণ প্রথাকে কুসংস্কার বলিয়া ধৃষ্টতা ও মূঢ়তা প্রকাশ কর কেন? ব্যবহারিক যে কোন বিদ্যায় যখন শিক্ষক ব্যতীত সাফল্য লাভ করিতে পার না, তখন কোন্ সাহসে গুরু ব্যতীত পরা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে অগ্রসর হও? মুক্তিটা তোমাদের এত সোজা! ফলও তদ্রূপ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান যুগে গুরুগিরি একটা ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। তাহারা মানবের আত্মা লইয়া—পবিত্র ধর্ম্ম লইয়া, বালকের ক্রীড়া করিয়া থাকে। ধর্ম্ম-চক্রের বাহিরে থাকিয়া কেবল ক্রীড়া করিতেছে, আর এই সকল গুরুর ক্রীড়াপুতুল হইয়া হিন্দুগণ আধ্যাত্মিক শক্তিহারা হইয়া পড়িতেছে। আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান্ না হইলে শিষ্যের আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। কেবল গুরু-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই বা শব্দরাশি মন্থন করিয়া বড় বড় কথার আবিষ্কার করিতে পারিলেই তিনি গুরু নহেন—গুরু আধ্যাত্মিক জগতের লোক। আবার যিনি আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ হইয়াও শিষ্যে আপন উন্নত শক্তি সঞ্চার করিতে না শিখিয়াছেন, তিনি গুরু হইতে পারেন না। সেইরূপ গুরু হইতে শিষ্যের কোনই কাজ হইবে না, কেবল অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ানাই সার হইবে। সময় থাকিতে সতর্ক হওয়া যেমন সকল কাজেই প্রয়োজন, ইহাতেও তাহাই। অতএব শিষ্যের কর্ত্তব্য, আধ্যাত্মিক শক্তি-সঞ্চারণক্ষম গুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করা। যাহা মুক্তির একমাত্র উপায়—যাহা আত্মোন্নতির একমাত্র কারণ, তাহা লইয়া খেলা করা সাজে না।

এখন কথা এই যে, সদ্‌গুরু কোথায় পাওয়া যায়? সদ্‌গুরু কি প্রকারে চিনা যায়? আমরা জানি, প্রয়োজন হইলে এরূপ গুরু অনেক সময় আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হন। সদ্‌গুরু লাভ করিতে হইলে নিজকে সৎ হইতে হয়। আর সূর্য্যকে দেখিবার জন্য যেমন মশাল প্রজ্জ্বলিত করিবার প্রয়োজন হয় না, তেমনি গুরু চিনিবার জন্যও বিশেষ কোন উপদেশের আবশ্যক করে না। যাঁহাতে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, তাঁহাকে দেখিলেই জানিতে পারা যায়। এ শক্তি

মানুষমাত্রেরই আছে। তবে সে শক্তি বিকাশের জন্য চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত গুরু নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শাস্ত্রেও ব্যবস্থা আছে। যথা—

শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্র-মন্ত্র-বিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

—তন্ত্রসার

—যিনি শান্ত (শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনরূপ বিষয়াতিরিক্ত সাংসারিক যাবতীয় বিষয় হইতে মনের নিগ্রহবান্), দান্ত (শ্রবণাদি বিষয়াতিরিক্ত বিষয় হইতে বাহ্য দশ ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহবান্), কুলীন (আচার-বিনয় প্রভৃতি নববিধ গুণসম্পন্ন), বিনীত, শুদ্ধ-বেশ-সম্পন্ন, বিশুদ্ধাচার, সুপ্রতিষ্ঠ, (সৎকার্য্যাদি দ্বারা যশস্বী), পবিত্র-স্বভাব, ক্রিয়া-নিপুণ সুবুদ্ধি-সম্পন্ন, আশ্রমী, ঈশ্বরধ্যানপরায়ণ, তন্ত্রমন্ত্র বিষয়ে সাধনপণ্ডিত এবং যিনি শিষ্যের প্রতি শাসন ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ, তাদৃশ ব্রাহ্মণই গুরুপদের যোগ্য। এই সকল লক্ষণ যে ব্যক্তির দৃষ্ট হইবে, তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিবে।

গুরুত্যাগ সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে সংস্কার প্রচলিত আছে, তাহা মন্ত্রদাতা গুরু সম্বন্ধে,—পিতা বা পিতামহের গুরু—পৈত্রিক গুরু সম্বন্ধে নহে। মন্ত্র গ্রহণ করিয়া যদি জানিতে পারা যায় যে, তিনি অসন্মার্গগামী বা অবিদ্বান্, তথাপি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে নাই। কিন্তু মন্ত্রগ্রহণের পূর্ব্বে জানিলে কখনই সেই গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। মন্ত্রগ্রহণ আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ, সমাজে বাহবা

পাইবার জন্য নহে।* অতএব সদ্‌গুরু নির্ব্বাচন করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

যাহারা পূর্ব্বেই পৈত্রিক গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের জন্য জগদ্‌গুরু সদাশিব উপযুক্ত অন্য গুরু করিবার বিধি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা :—

মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধ স্তথা শিষ্য র্গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥

—তন্ত্রসার

—মধুলোভে ভ্রমর যেমন এক ফুল হইতে অন্যান্য ফুলে গমন করে, তদ্রূপ জ্ঞানলুব্ধ শিষ্য অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। অতএব দীক্ষিত ব্যক্তি অন্য গুরু করিয়া উপদেশ লইবে এবং সাধন-প্রণালী শিক্ষা করিবে।

যে ব্যক্তি আত্মশক্তি সঞ্চারণ করিতে পারেন, তিনিই গুরু, আর যাহার আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাকে শিষ্য বলে। সুতরাং শিষ্যের শক্তি-আকর্ষিকা ও সংগ্রাহিকা ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। এই হেতু শাস্ত্রে উপযুক্ত শিষ্যকেই দীক্ষাদানের বিধি আছে। উপযুক্ত শিষ্যের লক্ষণ যথা ;—

---

* সমাজের ভয়ে কিংবা বংশনাশের আশঙ্কায় জানিয়া শুনিয়া অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বণ্ডতুল্য গণ্ডমূর্খকে গুরু করিয়া থাকে। ইহাতে কি পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না? এই জন্যই দিন দিন পৈত্রিক গুরুপুরোহিতকুলের অবনতি হইয়াছে। উপযুক্তের অনুসরণ করিলে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকেও উপযুক্ততা লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা দক্ষিণহস্তের ব্যাপার বন্ধ হইবে। বংশপরম্পরা শিষ্যরূপ মৌরসি সম্পত্তিভোগে ব্যাঘাত হইলেই আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিবে না, উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে তাহাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, নতুবা গুরুগিরি ছাড়িতে হইবে। গুরুকুলের অধোন্নতির জন্য শিষ্যগণই অধিকতর দায়ী। পাপের প্রশ্রয় দিলে কে তাহা হইতে বিরত হয়?

শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা॥

—তন্ত্রসার

—অর্থাৎ শমাদিগুণযুক্ত, বিনয়ী, বিশুদ্ধস্বভাব, শ্রদ্ধাবান্, ধৈর্য্যশীল, সর্ব্বকর্ম্ম-সমর্থ, সদ্বংশজাত, অভিজ্ঞ, সচ্চরিত্র এবং যত্যাচারযুক্ত ব্যক্তি প্রকৃত শিষ্যশব্দবাচ্য, ইহার বিপরীত ব্যক্তিকে শিষ্য করিবে না।

গুরুতা শিষ্যতা বাপি তয়োর্ব্বৎসরবাসতঃ।

অর্থাৎ একবৎসর কাল গুরু ও শিষ্য একত্রে বাস করিয়া উভয়ের স্বভাবাদি নির্ণয় করিয়া স্ব স্ব অভিমত হইলে গুরু বা শিষ্য করিবে।

প্রবল জ্ঞানপিপাসা, পবিত্রতা, গুরুভক্তি বা অধ্যবসায় না থাকিলে শিষ্যজীবন লাভ করিতে পারা যায় না। ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে, ধর্ম্মের উপরই চিত্তসংস্থাপন করিতে হয়; কিন্তু কেবল পুস্তক পাঠ ও ধর্ম্মের বক্তৃতা শ্রবণ করিলেই সে কার্য্য সাধন হয় না। তাহার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা চাই, গুরু-শক্তি সংগ্রহ করা চাই। শিষ্যজীবনে গুরুর বশ্যতা স্বীকার করিয়া ইষ্ট-নিষ্ঠা সহকারে ধর্ম্মচর্চ্চা করাই সিদ্ধিপথে যাইবার উপায়। একটা সামাজিক দায় এড়ান মনে করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলে, ফল পাইবে কিরূপে? ভূমি উত্তমরূপে কর্ষিত না হইলে বীজবপন যেমন নিরর্থক, তদ্রূপ অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিকে দীক্ষা দান করিলেও কোন ফল লাভের আশা করা যায় না। সুতরাং যাহাদের ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য প্রকৃত ব্যাকুলতা জন্মে নাই, তাহারা চিত্তশুদ্ধির জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন ও সাধুসঙ্গ করিবে। তৎপরে সদ্গুরু নির্ব্বাচনপূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

যাহার যে দেবতার প্রতি ভক্তির আধিক্য দেখিবে, তাহাকে সেই দেবতার মন্ত্রই প্রদান করা কর্ত্তব্য। নতুবা চক্রবিচার করিয়া মন্ত্র নির্ব্বাচন করিবে। সিদ্ধগুরু শিষ্যের জন্মজন্মান্তরের সাধ্য মন্ত্রও নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারেন। বিদ্যা ও মন্ত্র মৃত ব্যক্তির অনুগামী হয় এবং পূর্ব্বজন্মীয় কর্ম্মের প্রতিপাদন করে। কিরূপে পূর্ব্বজন্মীয় বিদ্যা সমুদ্ধার করিতে হয়, নিম্নে তাহা লিখিত হইল। যথা—

বটপত্রে শক্তিমন্ত্র, অশ্বত্থপত্রে বিষ্ণুমন্ত্র এবং বকুলপত্রে শিবমন্ত্র লিখিবে। এই প্রত্যেক মন্ত্রই উল্লিখিত সপ্ত সপ্ত পত্রে লিখিতে হইবে। রক্তচন্দন অথবা কুঙ্কুম দ্বারা শক্তিমন্ত্র, শ্বেতচন্দন দ্বারা বিষ্ণুমন্ত্র এবং ভস্ম দ্বারা শিবমন্ত্র লিখিবে। তৎপরে তত্তৎ দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর শিষ্য ঐ অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ করতঃ—

ওঁ ভো দেব পৃথিবীপাল সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত।
মমার্ঘ্যঞ্চ গৃহাণ ত্বং পূর্ব্ববিদ্যাং প্রকাশয় ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যকে অর্ঘ্য দান করিবে। **অর্ঘ্য** যথা,—জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, ঘৃত, মধু, দধি, রক্তকরবী ও রক্তচন্দন। ইহাকে অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য বলে। এই প্রকারে অর্ঘ্য দান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করিবে।

অনন্তর শিষ্য—

সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ বৈ।
এতে শুভাশুভস্যেহ কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ ॥
সর্ব্বে দেবাঃ শরীরস্থা মম মন্ত্রস্য সাক্ষিণঃ।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতাঃ বিদ্যাঃ মম হস্তে প্রদাপয় ॥

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মন্ত্রলিখিত একটি পত্র উত্তোলন করিয়া "গুরুদেব, আমাকে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যা প্রদান করুন" ইহা বলিয়া গুরুর হস্তে

প্রদান করিবে। এই পত্রলিখিত মন্ত্রই শিষ্যের পূর্বজন্মীয় বিদ্যা। এই মন্ত্র যথারীতি শিষ্যকে প্রদান করিবে।

মন্ত্র-গ্রহণাভিলাষী শিষ্য পূর্ব্বদিন হবিষ্যাদি করিয়া পরদিন নিত্যক্রিয়াদি সমাধানান্তে ব্রাহ্মণ হইলে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাতক ক্ষয় কামনায় একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিবে। তদনন্তর আচমন করতঃ নারায়ণ প্রভৃতি দেবতাগণকে গন্ধ-পুষ্প দান করিয়া সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্প যথা—অদ্যেতাদি অমুক-মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রাপ্তিকামঃ অমুক-দেবতায়া ইয়দক্ষরি-মন্ত্র-গ্রহণমহং করিষ্যে।

পরে সঙ্কল্প-সূক্তাদি পাঠ করিয়া গুরুবরণ করিবে। যথা—হাত-জোড় করিয়া গুরুকে বলিবে,—**সাধু ভবানাস্তাং**। গুরু—**সাধ্বহমাসে**। শিষ্য—**অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং**। গুরু—**ওমর্চ্চয়**। গন্ধ-পুষ্প ও দূর্ব্বাক্ষত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ জানু ধরিয়া শিষ্য পাঠ করিবেন—অদ্যেত্যাদি—(দেবশর্ম্মা পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ) **মৎসঙ্কল্পিত-অমুক দেবতায়া ইয়দক্ষরি-মন্ত্র গ্রহণকর্ম্মণি গুরু-কর্ম্ম-করণায় অমুক-গোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণং এভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্য গুরুত্বেন ভবন্তমহং বৃণে**। গুরু—**ওঁ বৃতোঽস্মি**, শিষ্য—**যথাবিহিতং গুরুকর্ম্ম কুরু**। গুরু—**ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি**।

তদনন্তর গুরুস্থাপিত ঘটে, শালগ্রামে, বাণলিঙ্গে কিম্বা চন্দনাদি দ্বারা তাম্রপাত্রে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া নিজ নিজ পদ্ধতিক্রমে যথাশক্তি দেবতার পূজা করিবে এবং তান্ত্রিক বিধানে হোম করিয়া যে মন্ত্র দেওয়া হইবে সেই মন্ত্র স্বাহান্ত করিয়া অষ্টোত্তর শতবার পূজিত দেবতার হোম করিবে।

তৎপরে শিষ্যকে উত্তরাভিমুখে উপবেশন করাইয়া স্থাপিত ঘটের

জলে একশত আটবার প্রদেয় মন্ত্র জপ করিয়া ঐ জল শিষ্যের মস্তকে কলসমুদ্রা দ্বারা প্রদান করিয়া অভিষেক করিবে। তৎপরে—**ওঁ সহস্রসারে হুঁ ফট্** মন্ত্রে শিষ্যের শিখাবন্ধন করিয়া দিয়া মস্তকের উপর দেয় মন্ত্র একশত আটবার জপ করিবে। তৎপরে, শিষ্যের হাতে এক অঞ্জলি জল দান করিয়া গুরু বলিবেন,—**অমুকং মন্ত্রং তে দদামি, আবয়োস্তুল্যফলদো ভবতু।** শিষ্য বলিবে, **দদস্ব।** গুরু পূর্ব্বমুখে বসিয়া প্রদেয় মন্ত্র প্রণবপুটিত করতঃ সাতবার জপ করিবেন, তৎপরে কেবল মন্ত্রটী একশত আটবার জপ করিবেন। আবার ঐ মন্ত্র প্রণবপুটিত করিয়া সাতবার জপ করিবেন। তদনন্তর গুরু শিষ্যের দেহে ঋষ্যাদি ন্যাস করিলে, শিষ্য মস্তক আচ্ছাদন করিয়া পশ্চিমমুখ হইয়া বসিয়া, দুই হাতে গুরুর দুই পদ ধারণ করিবে। তখন গুরু শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে ঋষিচ্ছন্দাদি-যুক্ত বীজমন্ত্র স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া তিনবার ও একবার বাম কর্ণে বলিয়া দিবেন। স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে এই নিয়মের বিপরীতাচরণ করিবে। গৃহীত-মন্ত্র শিষ্য তখন ভূলুণ্ঠিত হইয়া গুরুর চরণে প্রণাম করিয়া বলিবে—

নমস্তে নাথ ভগবন্ শিবায় গুরুরূপিণে।
বিদ্যাবতার-সংসিদ্ধৌ স্বীকৃতানেক-বিগ্রহ ॥
নারায়ণস্বরূপায় পরমাত্মৈক-মূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বাজ্ঞানতমোভেদ ভাবেন চিদ্ঘনায় তে ॥
স্বতন্ত্রায় দয়াক্লপ্তবিগ্রহায় শিবাত্মনে।
পরতন্ত্রায় ভক্তানাং ভব্যানাং ভব্যরূপিণে ॥
বিবেকানাং বিবেকায় বিমর্শায় বিমর্শিণাং।
প্রকাশানাং প্রকাশায় জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপিণে ॥
ত্বৎ-প্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোহস্মি সর্ব্বতঃ।
মায়া-মৃত্যুমহাপাশাৎ বিমুক্তোহস্মি শিবোহস্মি চ ॥

তখন গুরু শিষ্যের হস্ত ধারণ করিয়া উত্তোলন করিতে করিতে মঙ্গল কামনা পূর্ব্বক পাঠ করিবেন—

উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব।
কীর্ত্তিশ্রীকান্তিপুত্রায়ুর্ব্বলারোগ্যং সদাস্তু তে ॥

তদনন্তর শিষ্য গুরুদক্ষিণা দান এবং নিজকে কৃতকৃতার্থজ্ঞান করিয়া প্রাপ্ত মন্ত্র একশত আটবার জপ করিবে এবং গুরুসঞ্চারিণী শক্তিলাভার্থ গুরুর নিকট তিন দিন বাস করিবে। গুরুও আত্মশক্তি রক্ষার্থ একশত আটবার মন্ত্র জপ করিবেন।

দীক্ষাদানের আরও নানাবিধ পদ্ধতি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। স্থান, কাল, পাত্রেরও বিচার আছে। কিন্তু বাহুল্য বিবেচনায় তৎসমুদায় উদ্ধৃত করিলাম না। ভাগ্যবশে যদি কেহ সিদ্ধগুরু বা সিদ্ধমন্ত্র প্রাপ্ত হয়, তবে কিছুই বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, তদ্দণ্ডেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

অনেকে সৌভাগ্যবশতঃ স্বপ্নে মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্বপ্নে মন্ত্র লাভ হইলেও ঐ মন্ত্র সদ্গুরুর নিকট হইতে পুনরায় গ্রহণ করিবে, কেননা আত্মার শক্তি-সঞ্চালক আর একটী আত্মার নিতান্ত প্রয়োজন। যদি সদ্গুরু লাভ না হয়, তবে নিজেও তাহা গ্রহণ করা যায়। যথা—

স্বপ্নলব্ধে চ কলসে গুরোঃ প্রাণান্ নিবেশয়েৎ।
বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিত্বা গ্রহণং শুভম্।
ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি চান্যথা বিফলং ভবেৎ ॥

—যোগিনী-তন্ত্র

—জলপূর্ণ কলসে গুরুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, বটপত্রে কুঙ্কুম দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া উক্ত কলসে ঐ মন্ত্র নিক্ষেপ করিবে। পরে ঐ বটপত্র সহিত মন্ত্র উত্তোলন করিয়া স্বয়ং সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। নতুবা ফল পাইবে না।

গুরুর একান্ত অভাব হইলেই এইরূপে নিজে নিজে মন্ত্র গ্রহণ করিবে, কিন্তু গুরুর প্রাপ্তি-সম্ভাবনায় কদাচ ঐরূপ করিবে না। স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রে সবিশেষ বিচারাদি করিবার প্রয়োজন নাই।

যাহারা সম্যগ্ ভাবে দীক্ষা গ্রহণে অসমর্থ, তাহারা চন্দ্র কিম্বা সূর্য্য-গ্রহণ কালে, তীর্থস্থানে, সিদ্ধক্ষেত্রে, মহাপীঠে অথবা শিবালয়ে গুরুর নিকট মন্ত্র শুনিয়া উপদেশ গ্রহণ করিলেও প্রত্যবায় হয় না।

শাক্তাভিষেক

শক্তিমন্ত্রের উপাসকগণের দীক্ষার সঙ্গে শাক্তাভিষেক হওয়া কর্ত্তব্য। বামকেশ্বর তন্ত্র ও নিরুত্তর তন্ত্রাদিতে উক্ত আছে যে, "যে ব্যক্তি অভিষেক ব্যতীত দশ বিদ্যার মধ্যে কোন বিদ্যার মন্ত্র দীক্ষা দেয়, সে ব্যক্তি যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে তাবৎকাল নরকে বাস করিবে।" অতএব শাক্ত মাত্রেরই শাক্তাভিষেক হওয়া কর্ত্তব্য। শাক্তাভিষেকের ক্রম যথা—

স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে,—অদ্যেত্যাদি অমুক-দেবতা-প্রীতিকামঃ অমুকস্য শাক্তাভিষেকমহং করিষ্যে।

প্রথমে কেবল জল দ্বারা,—"ওঁ সহস্রশীর্ষ" মন্ত্রে স্নান করাইয়া পরে,—**ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যামৃতমসি ধামনামসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনং দেব-যজনমসি** এই মন্ত্রে ঘৃত লেপন করিবে।

পরে ময়ূরচূর্ণ লইয়া—**ওঁ অতো দেবা অবন্তু নো যন্তে বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ** এই মন্ত্রে শিষ্যের মস্তকে দিবে এবং **"ওঁ দ্রুপদাদিব"** এই বৈদিক মন্ত্রে উষ্ণোদক ও চন্দন লেপন করিবে। তৎপরে চন্দন, অগুরু, তিল ও আমলকী গন্ধদ্রব্য পেষণ দ্বারা সংমিশ্রণ করিয়া উহা অঙ্গে বিলেপন করিতে করিতে—

ওঁ উদ্বর্ত্তয়ামি দেব ত্বাং যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ।
উদ্বর্ত্তন-প্রসাদনে প্রাপ্নুয়াৎ ভক্তিমুক্তমাম্ ॥

—এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

উদ্বর্ত্তনান্তর **অগ্নিমীলে** ইত্যাদি চারিটি বৈদিক মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইবে। পরে রত্নসংস্পৃষ্ট জল লইয়া ঋগ্বেদোক্ত পবমান সূক্ত পাঠ করিয়া স্নান করাইবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম-বিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ ॥
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে।
আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋ´তস্তথা ॥
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ।
ব্রহ্মণা সহিতাঃ শেষা দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা ॥
কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃকান্তিঃ শান্তিঃ পুষ্টিশ্চ মাতরঃ ॥
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপত্ন্যঃ সমাগতাঃ
আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমা বুধজীবসিতার্কজাঃ ॥
গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতঃ।
দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস পন্নগাঃ ॥
ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ।
দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ ॥

অস্ত্রাণি সর্ব্বশাস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ।
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে॥
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥

পূর্ণাভিষেক

শাক্তাদি পঞ্চমন্ত্রের উপাসকগণেরই পূর্ণাভিষেক হওয়া কর্ত্তব্য। পূর্ণাভিষেক ব্যতীত কুলকর্ম্মের অধিকার হয় না। অভিষেক বিনা কেবল মদ্যপান করিলেই কৌল হয় না। যাঁহার পূর্ণাভিষেক হইয়াছে, তিনি কৌলকুলার্চ্চক। পূর্ণাভিষিক্ত না হইয়া যে ব্যক্তি কুলকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহার সমস্ত বিফল হয়। যথা—

অভিষেকং বিনা দেবি কুলকর্ম্ম করোতি যঃ।
তস্য পূজাদিকং কর্ম্ম অভিচারায় কল্প্যতে॥

—বামকেশ্বর তন্ত্র

—অভিষিক্ত (পূর্ণাভিষিক্ত) না হইয়া যে ব্যক্তি কুলকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার জপ-পূজাদি অভিচারস্বরূপ হয়।

অতএব তান্ত্রিক সাধকমাত্রেই উপযুক্ত গুরুর নিকট পূর্ণাভিষিক্ত হইবে। পূর্ণাভিষেকের উপযুক্ত গুরু যথা—

পরমহংসো গুরূণাং পূর্ণাভিষেকং সমাচরেৎ।

—কৌলার্চ্চনচন্দ্রিকা

—যে সাধক সাধনায় পরমহংসত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত সৎ-কৌল পদবাচ্য হইয়াছেন, তিনিই পূর্ণাভিষেক করিবার উপযুক্ত গুরু।

আর পূর্ণাভিষিক্ত গুরু দীক্ষা ও শাক্তাভিষেকের অধিকারী। অতএব সিদ্ধিকামী তান্ত্রিক সাধক সাক্ষাৎ শিবতুল্য কৌলের নিকট পূর্ণাভিষিক্ত হইবেন। পূর্ণাভিষেকের ক্রম নিম্নে বিবৃত হইল। যথা—

অভিষেকের পূর্ব্বদিন গুরু সর্ব্ববিঘ্ন শান্তির জন্য যথাবিধি পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা বিঘ্নরাজের পূজা করিয়া অধিবাস করিবেন এবং ব্রহ্মজ্ঞ কুলসাধকদিগকে ভোজন করাইবেন।

পরদিবস শিষ্য প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক স্নান ও নিত্যক্রিয়াদি শেষ করিয়া জন্মাবধিকৃত পাপরাশিক্ষয়ের জন্য তিল-কাঞ্চন উৎসর্গ করিবে। তৎপরে কৌলদিগের তৃপ্তির জন্য একটী ভোজ্য উৎসর্গ করা আবশ্যক। পরে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নবগ্রহ ও মাতৃগণের পূজা করিয়া বসুধারা দিবে। তৎপরে কর্ম্মের অভ্যুদয় কামনায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে।

তদনন্তর গুরুর নিকট গমনপূর্ব্বক প্রণাম ও অনুমতি গ্রহণান্তে সকল উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত এবং আয়ুঃ, লক্ষ্মী, বল ও আরোগ্যপ্রাপ্তির জন্য যথাবিহিত সঙ্কল্প করিয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ ও শুদ্ধির সহিত কারণ দ্বারা গুরুর অর্চ্চনা করিয়া বরণ করিবে।

অনন্তর গুরু ধূপ, দীপ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য দ্বারা সুসজ্জিত মনোহর গৃহে চারি অঙ্গুলী উচ্চ, অর্দ্ধ হস্ত করিয়া দীর্ঘ-প্রস্থ পরিমিত মৃত্তিকার বেদী রচনা করিবেন। তৎপরে ঐ গৃহে পীত, রক্ত, কৃষ্ণ, শ্বেত ও শ্যামল বর্ণ অক্ষত চূর্ণ দ্বারা সুমনোহর সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল রচনা করিবেন। পরে স্ব স্ব কল্পোক্ত বিধি-অনুসারে মানস পূজা অবধি কার্য্যকলাপ সমাপন করিয়া যথারীতি পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিবেন।

পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিয়া "ফট্" এই মন্ত্রে প্রক্ষালন ও দধি এবং অক্ষত দ্বারা লিপ্ত স্বর্ণ-রজত, তাম্র কিম্বা মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট "ওঁ" এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলের উপরে স্থাপন করিবেন। তৎপরে "স্ত্রীং" এই বীজমন্ত্র পাঠ করিয়া সিন্দুর দ্বারা ঐ ঘট অঙ্কিত করিবেন। অনন্তর অনুস্বার পুটিত করিয়া "ক্ষ" অবধি অকারান্ত পঞ্চাশৎ বর্ণের সহিত মূলমন্ত্র তিন বার জপ করিয়া মদিরা, তীর্থজল কিম্বা বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা ঘট পূর্ণ করিবেন। তৎপরে নবরত্ন (অভাবে স্বর্ণ) ঐ ঘটমধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে। অনন্তর গুরু "ঐঁ" এই বীজমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঘটমুখে কাঁঠাল, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, বকুল ও আম্র বৃক্ষের পল্লব স্থাপন করিবেন। পরে "শ্রীঁ হ্রীঁ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ফল ও আতপ তণ্ডুল সমন্বিত স্বর্ণময়, রজতময়, তাম্রময় ও মৃন্ময় শরাব পল্লবোপরি রাখিবেন। তৎপরে বস্ত্রযুগ্ম দ্বারা ঐ ঘটের গ্রীবা বন্ধন করিবেন। শক্তিমন্ত্রে রক্ত এবং শিব ও বিষ্ণুমন্ত্রে শ্বেতবস্ত্র ব্যবহার্য্য। পরে "স্থাং স্থীং হ্রীঁ শ্রীঁ স্থিরীভব" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘট স্থাপন করিবেন।

তদনন্তর অন্য একটি ঘটে পঞ্চতত্ত্ব স্থাপনপূর্ব্বক নয়টী পাত্র বিন্যাস করিবেন। রজত দ্বারা শক্তিপাত্র, স্বর্ণ দ্বারা গুরুপাত্র, মহাশঙ্খ (নরকপাল) দ্বারা শ্রীপাত্র এবং তাম্র দ্বারা অন্য পাত্র সকল নির্ম্মাণ করিবে। মহাদেবীর পূজাতে পাষাণ, কাষ্ঠ ও লৌহনির্ম্মিত পাত্র ব্যবহার করিতে নাই। উপরিলিখিত পাত্র প্রস্তুত করিতে অসমর্থ হইলে নিষিদ্ধ পাত্র ব্যতীত অন্য পদার্থদ্বারা পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া লইবে। পরে পাত্র সংস্থাপন করিয়া গুরুগণের, ভগবতীর ও আনন্দভৈরবাদির তর্পণান্তর অমৃতপূর্ণ ঘটের অর্চ্চনা করিবে। পরে ধূপ দীপ প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বভূতকে বলি প্রদান করিবে। তাহার পর পীঠদেবতাদিগের পূজা

পূর্ব্বক ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। তদনন্তর প্রাণায়াম করিয়া মহেশ্বরীর ধ্যান ও আবাহন পূর্ব্বক যথাসাধ্য উপচারে ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। পূজাকালীন অবস্থানুসারে আয়োজন করিতে কদাচ কৃপণতা করিতে নাই।* সদ্‌গুরু হোম পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপনান্তে পুষ্প, চন্দন ও বস্ত্রদ্বারা কুমারী, কৌল ও কুলরমণীর অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট শিষ্যের অভিষেক জন্য অনুজ্ঞা লইবেন। অনন্তর গুরু শিষ্য দ্বারা দেবীর পূজা করাইবেন। তৎপরে পূর্ব্বস্থাপিত ঘটোপরি "হ্রীং স্ত্রীং শ্রীং"—এই মন্ত্র জপ করিয়া—

উত্তিষ্ঠ ব্রহ্ম-কলস দেবতাত্মক-সিদ্ধিদ।
ত্বত্তোয়পল্লবৈঃ সিক্তঃ শিষ্যো ব্রহ্মতরোঽস্তু মে॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘট চালনা করিবেন। অতঃপর শিষ্য উত্তরাভিমুখে উপবিষ্ট হইলে পূর্ব্বোক্ত ঘটমুখে সংস্থাপিত পঞ্চ-পল্লব দ্বারা কলস হইতে জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে শিষ্যের মস্তকে ও অঙ্গে সিঞ্চন করিবেন। মন্ত্র যথা—

"ওঁ সদাশিব ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, আদ্যা দেবতা, ওঁ বীজং, শুভপূর্ণাভিষেকে বিনিয়োগঃ।—

গুরবস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
দুর্গা-লক্ষ্মী-ভবান্যস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মাতরঃ॥
ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা মহিষমর্দ্দিনী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্র-পূতেন বারিণা॥

* অনেক গৃহস্থের মহামায়ার পূজায় আটহাতি মাঠার বন্দোবস্ত, কিন্তু বরণকালে বাবুর গৃহিণী বেনারসী সাড়ীতে বরবপু ঢাকিয়া বাহির হন। কোন গৃহস্থ বাড়ীর বিধবাদের জন্য আতপ তণ্ডুল আনিলে চাউলগুলি অত্যধিক ভাঙ্গা থাকায় মেয়েরা পছন্দ করিল না, তখন বাবু পূর্ব্বপুরুষদের স্থাপিত দেবসেবার নিত্য নৈবেদ্যের জন্য উক্ত চাউল পাঠাইয়া দিলেন। হায়! যাহা মানুষের অব্যবহার্য্য তাহাই দেবতার জন্য ব্যবস্থা হইল। সেইজন্য দেবতার কৃপাও আমরা প্রচুর পরিমাণে ভোগ করি। মূর্খে বুঝে না যে কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিলে নিজেরই অস্ত্রে ধার হয় না।

জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী চ সরস্বতী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বগলা বরদা শিবা ॥
নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী।
ইন্দ্রাণী বারুণী রৌদ্রী ত্বামভিষিঞ্চন্তু শক্তয়ঃ ॥
ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিরুমা ক্ষমা।
শ্রদ্ধাকান্তির্দয়া শান্তিরভিষিঞ্চন্তু তে সদা ॥
মহাকালী মহালক্ষ্মীর্ম্মহানীলসরস্বতী।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা ॥
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো ভার্গবরামস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা ॥
অসিতাঙ্গোরুরুশ্চান্তঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ।
কপালী ভীষণশ্চ ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা ॥
কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী।
বিপ্রচিত্তা মহোগ্রা ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা ॥
ইন্দ্রোঽগ্নিঃ শমনো রক্ষো বরুণঃ পবনস্তথা।
ধনদশ্চ মহেশানঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং দিগীশ্বরাঃ ॥
রবি সোমো মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ সিতঃ শনিঃ।
রাহুঃ কেতুঃ সনক্ষত্রা অভিষিঞ্চন্তু তে গ্রহাঃ ॥
নক্ষত্রকরণং যোগো বারাঃ পক্ষৌ দিনানি চ।
ঋতুর্ম্মাসোঽয়নস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা ॥
লবণেক্ষু-সুরা-সর্পি-দধি-দুগ্ধ জলান্তকাঃ।
সমুদ্রাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥
গঙ্গা সূর্য্যসুতা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী।
সরযূর্গণ্ডকী কুন্তী শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী।

এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্র-পূতেন বারিণা ॥
অনন্তাদ্যা মহানাগাঃ সুপর্ণাদ্যাঃ পতত্রিণঃ।
তরবঃ কল্পবৃক্ষাদ্যাঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং মহীধরাঃ ॥
পাতাল-ভূতল-ব্যোমচারিণঃ ক্ষেমকারিণঃ।
পূর্ণাভিষেক-সন্তুষ্টাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু পাথসা ॥
দুর্ভাগ্যং দুর্যশো রোগো দৌর্ম্মনস্যং তথা শুচঃ।
বিনশ্যন্ত্বভিষেকেন পরব্রহ্ম স্বতেজসা ॥
অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ ডাকিন্যো যোগিনীগণাঃ।
বিনশ্যন্ত্বভিষেকেন কালীবীজেন তাড়িতাঃ ॥
তাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা যেঽরিষ্টকারকাঃ।
বিদ্রুতাস্তে বিনশ্যন্তু রমাবীজেন তাড়িতাঃ ॥
অভিচার-কৃতা দোষা বৈরিমন্ত্রোদ্ভবাশ্চ যে।
মনো-বাক্কায়জা দোষা বিনশ্যন্ত্বভিষেচনাৎ ॥
নশ্যন্তু বিপদঃ সর্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ।
অভিষেকেন পূর্ণেন পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ ॥

এই মন্ত্রে অভিষেক করিয়া, সাধক যদি পূর্ব্বে পশ্বাচারীর কাছে দীক্ষিত হইয়া থাকেন, তবে কৌল গুরু পুনর্ব্বার তাঁহাকে সেই দীক্ষিত মন্ত্র এই সময় একবার শুনাইয়া দিবেন। অনন্তর গুরু, শিষ্যকে আনন্দনাথান্ত নাম প্রদান করিয়া একবার সেই নামে ডাকিবেন এবং উপস্থিত কৌলগণকে শুনাইয়া দিবেন। যথা—একজনের পূর্ব্বে নাম ছিল দ্বারকাচরণ; পূর্ণাভিষেকের পর গুরু নাম রাখিলেন, “দুর্গানন্দ নাথ”।

অতঃপর শিষ্য যন্ত্রে নিজ দেবতার পূজা করিয়া, পঞ্চতত্ত্বোপচারে গুরুর পূজা করিবে। উপস্থিত কৌলগণকেও পূজা করা কর্ত্তব্য ॥

পরে গুরুদেবকে যথাশক্তি রত্নাদি দ্বারা দক্ষিণান্ত করিয়া চরণ স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। যথা—

শ্রীনাথ জগতাং নাথ মন্নাথ করুণানিধে।
পরামৃত-প্রদানেন পুরয়াস্মন্মনোরথান্॥

অনন্তর গুরু কৌলদিগের অনুমতি লইয়া স্বদ্ধি-সম্পন্ন পরমামৃত-পূর্ণ পান-পাত্র শিষ্যের হস্তে সমর্পণ করিবেন। তৎপরে দেবীকে স্বহৃদয়ে ধ্যান করিয়া স্রুক্-সংলগ্ন ভস্ম দ্বারা শিষ্যের ভ্রূমধ্যে তিলক প্রদান করিবেন। তদনন্তর চক্রানুষ্ঠানের বিধানানুসারে পান ও ভোজন করিবেন।

এতৎ-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যই অর্থাৎ সঙ্কল্প, পূজা, হোমাদি আপন আপন কল্পোক্ত বধানানুসারে সম্পাদন করিবে। পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তি তন্ত্রোক্ত সমস্ত সাধনারই অধিকারী হইয়া থাকে। পূর্ণাভিষেক না হইলে কোনরূপ কাম্য-কর্ম্মের ফলভোগী হওয়া যায় না। বিশেষতঃ কলিকালেই এই অনুশাসন সবিশেষ কার্য্যকরী। অতএব শিবোক্ত তন্ত্রের অনুশাসন অনুসারে পূর্ণাভিষিক্ত না হইয়া অনধিকারী তন্ত্রোক্ত কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিফলমনোরথ হইলে, শাস্ত্রের স্কন্ধে দোষের বোঝা চাপাইও না; কিম্বা "শাস্ত্র মিথ্যা" বলিয়া মুন্সিয়ানা চালে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিও না। এরূপ মুরুব্বিয়ানা দেখিলে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তোমাকে বিজ্ঞ বলিবেন না, বরং অজ্ঞ ভাবিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিবেন।

ব্রাহ্মণেতর যে কোন জাতি যথাবিধি পূর্ণাভিষিক্ত হইলে প্রণব ও সমস্ত বৈদিক কার্য্যে ব্রাহ্মণের ন্যায় অধিকার প্রাপ্ত হয়।

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম

আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা এতদ্রূপ অহঙ্কার-রূপ যে বন্ধনের কারণ, জন্ম এবং মৃত্যুর যে কারণ এবং নিত্য-নৈমিত্তিক যাগ, ব্রত, তপস্যা ও দান ইত্যাদি কার্য্যের যে ফলের অনুসন্ধান, তাহারই নাম কর্ম্ম। কর্ম্মকাণ্ড বলিলে যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সকল প্রকার কর্ম্মকে বুঝাইবে তাহা নহে, কেবল ইষ্টদায়ক অর্থাৎ মঙ্গলকর কর্ম্মকেই বুঝাইবে। যে সকল কার্য্যের দ্বারা ইহলোকের হিতসাধন হয়, তাহারই নাম কর্ম্মকাণ্ড। সোজা কথায় কৃ+মন্ অর্থাৎ কায় ও মন দ্বারা যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, সে কর্ম্ম কি কি এবং কিরূপেই বা তাহার নির্বাচন করা হইয়াছে। শাস্ত্রকারগণ বলেন—

বেদাদি-বিহিতং কর্ম্ম লোকানামিষ্টদায়কম্।
তদ্বিরুদ্ধং ভবেত্তেষাং সর্ব্বদানিষ্টদায়কম্॥

—বেদ, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট যে সকল কর্ম্ম, তাহাই মানবদিগের পক্ষে ইষ্টদায়ক এবং তাহার বিপরীত যে সকল কর্ম্ম, তাহাই অনিষ্টদায়ক।

বেদাদি শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম ত্রিবিধ,—নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং কাম্য-কর্ম্ম।

যস্যাকরণজন্যং স্যাদ্দুরিতং নিত্যমেব তৎ।
প্রাতঃকৃত্যাদিকং তাত-শ্রাদ্ধাদি পিতৃতর্পণং॥

—তত্ত্ববিচার

যে কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় জন্মে, তাহাকেই নিত্য-কর্ম্ম বলা যায়, যথা—প্রাতঃকৃত্য, প্রাতঃসন্ধ্যা, পিতৃশ্রাদ্ধ এবং পিতৃতর্পণ ইত্যাদি। পঞ্চযজ্ঞাশ্রিত (ব্রহ্ম-যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, দেব-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ ও নৃ-যজ্ঞ) কর্ম্মকে নিত্য-কর্ম্ম বলা যায়। অর্থাৎ যাহা প্রত্যহই করিতে হইবে, তাহাই নিত্য-কর্ম্ম। প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত সংসারী ব্যক্তিকে পদ্ধতিক্রমে যে ঐহিক এবং পারমার্থিক বিষয়ের কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহার নাম নিত্য-কর্ম্ম।

নিত্যকর্ম্মগুলি প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য সাময়িক নিয়মে আবদ্ধ করা হইয়াছে অর্থাৎ কোন্ সময়ে কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চারি প্রহর অথবা বার ঘণ্টাকাল ধৃত হইয়া থাকে। ঐ চারি প্রহর সময়কে অষ্টাংশে বিভক্ত করিলে প্রতি অংশ অর্দ্ধ প্রহর অথবা দেড় ঘণ্টাকাল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ দেড় ঘণ্টা কালকে অর্দ্ধ যাম বলে। সমস্ত দিবসের মধ্যে অষ্ট অর্দ্ধযাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ কারণ যাবতীয় নিত্যকর্ম্মগুলিকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগকে এক এক যামার্দ্ধের অন্তর্ভুক্ত করতঃ তাহার পদ্ধতি সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাহ্ণে নিরূপিত সময় মধ্যে যে সকল কর্ম্ম করিতে হয়, তাহার নাম প্রাতঃকৃত্য বা ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত-কৃত্য। প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তর প্রতি যামার্দ্ধের নিত্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়।

মাসাদ্য-বীজং যৎ কিঞ্চিদ্বীজং নৈমিত্তিকং মতম্।
বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধাদি জাতেষ্টি-যাগ-কর্ম্মাদিকন্তথা॥

—স্মৃতি

—যে কর্ম্মের জন্য মাস পক্ষাদি নির্দ্দিষ্ট নাই, কিন্তু যাহা নিমিত্তাধীন, তাহাই **নৈমিত্তিক কর্ম্ম**। যথা—বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, জাতেষ্টি যাগ এবং গ্রহণজন্য দানাদি। নিমিত্ত জন্য যে কর্ম্ম, তাহাই নৈমিত্তিক কর্ম্ম।

যৎকিঞ্চিৎ ফলমুদ্দিশ্য যজ্ঞদান-জপাদিকম্।
ক্রিয়তে কায়িকং যচ্চ তৎ কাম্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥
—স্মৃতি

—কামনাপূর্ব্বক অর্থাৎ কোনরূপ ফলের আশা করিয়া যে যজ্ঞ, দান এবং জপাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করা হয়, তাহার নাম **কাম্য-কর্ম্ম**। যাগযজ্ঞ, মহাদান, দেবতাদি-প্রতিষ্ঠা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষাদি-প্রতিষ্ঠা এবং ব্রতাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করাকে কাম্য-কর্ম্ম বলে।

নিত্য-কর্ম্ম প্রতিদিন করণীয়, নৈমিত্তিক কর্ম্ম নিমিত্তাধীন, সুতরাং উহা সময়বিশেষে কর্ত্তব্য; কাম্য-কর্ম্ম ইচ্ছাধীন এবং এজন্য উহা ইচ্ছানুসারে কর্ত্তব্য। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ কর্ম্ম মধ্যে নিত্য-কর্ম্মই সকলের পক্ষে জ্ঞাতব্য। যেহেতু নিত্যকর্ম্ম জ্ঞাত না থাকিলে কেবল পশ্বাদির ন্যায় আহার-বিহার করা হয় মাত্র, এজন্য নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান উত্তমরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। নিত্যকর্ম্ম যথাবিধি সম্পন্ন করিতে পারিলে ইহ-সংসারে যথাবিধি সুখী হইয়া অন্তে মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়। যথা—

বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
তদ্ধি কুর্ব্বন্ যথাশক্তিঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥
—মনু-সংহিতা, ৪ অধ্যায়

—আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতিদিন বেদোক্ত আপন আপন আশ্রম-বিহিত সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। যেহেতু শক্তি-অনুসারে এই সমুদয় কর্ম্ম করিলে পরমাগতি লাভ হইয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সম্যক্‌রূপে নিত্যকর্ম্ম-বিধি জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। নিত্যকর্ম্মী ব্যক্তিই সাধনকার্য্যে যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, তদ্ব্যতীত অন্যের পক্ষে সাধন-কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কেবল বন্ধ্যা স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদনের চেষ্টা করার ন্যায় বিফল হয়।

দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আত্মোন্নতির জন্য প্রতিদিন যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাই নিত্যকর্ম্ম। এই নিত্য-কর্ম্মকেই বৈধকর্ম্ম বলা যায়। স্নান, পূজা, সন্ধ্যা-গায়ত্রী, স্তব-কবচ পাঠ, হোম প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মকেই বৈধকর্ম্ম বলা যাইতে পারে। মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির এই সকল বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে যোগাভ্যাস, চিত্তজয় ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হইয়া থাকে। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সৌর সকল সাধকেরই তান্ত্রিকমতে বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ব্রাহ্মণগণ বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। অনেকের ধারণা, শ্রীকৃষ্ণাদিদেবতা-সাধকের কর্ম্ম তান্ত্রিক নহে—তাহাদের ইহা ভুল। সমস্ত দেবতার দীক্ষাই তন্ত্রোক্ত, তবে কেবল রাগমার্গের ভজন তন্ত্রাতীত। যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ মন্ত্রাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার ভজন করেন, তাঁহাদের সকলকেই তন্ত্রমতে তাহা সম্পাদন করিতে হয়।

অতএব প্রত্যেক দীক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যহ বিধানানুযায়ী স্নান, পূজা, সন্ধ্যাহ্নিক প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মগুলি যথারীতি সম্পাদন করিবে। নিত্য-কর্ম্মের বিধান হিন্দুমাত্রেই জ্ঞাত আছে। তবে কোন আনুষ্ঠানিক, নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর নিকট জানিয়া লইলে ভাল হয়। সে বিস্তৃত বিষয় প্রকাশ করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। আপন আপন গুরুই শিষ্যকে

তাহা শিক্ষা দিয়া থাকেন। তবে সেগুলি যথারীতি সম্পাদন করা চাই। নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াশীল না হইলে কাম্যকর্ম্মে ফললাভ করা যায় না। বিশেষসাধনও তাহার দ্বারা সম্ভবে না। অতএব সাধনাভিলাষী সাধক-মাত্রেই নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করিতে ভুলিবে না। নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্যাদি কর্ম্মসকল প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিয়া আসিলে তবে কোনরূপ বিশেষ সাধনকার্য্যে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা জন্মে। তখন যাহার মনে যেরূপ অভিলাষ, সে তদ্রূপ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যাহার যাহা ইষ্ট, তাহার তদ্বিষয়েই সাধন করা কর্ত্তব্য। সাধনান্তে ইষ্টসিদ্ধি হইলে সাধক তখন সকল প্রকার সাধনকার্য্যই হস্তগত করিতে পারে।

বিশেষ সাধনপদ্ধতি বিবৃত করাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ও শাক্তাভিষিক্ত হইয়া প্রথমে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার যথাবিধি নিত্য অনুষ্ঠান অর্থাৎ নিত্য পূজা, হোম, তর্পণ, সন্ধ্যাহ্নিক, নানারূপ পুরশ্চরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিবে। ক্রমে যখন সাধনকার্য্যে বিশেষরূপ দৃঢ়তা জন্মিবে, তখন পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া বিশেষ সাধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। এই সকল কার্য্যে মনোযোগ না করিয়া যাহারা স্বেচ্ছামত কাম্য কর্ম্ম বা বিশেষ সাধনার অনুষ্ঠান করে, তাহাদের পণ্ডশ্রম মাত্র হয়। সকলেই সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যতীত অন্য কেহ তন্ত্রোক্ত সাধনায় সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না।

———

অন্তর্যাগ বা মানস পূজা

দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রতিদিন ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হয়। ইহাতে ইষ্টনিষ্ঠা ও ভক্তি বৃদ্ধি হইয়া ভগবানে তন্ময়তা জন্মে। কিন্তু এই পূজাপদ্ধতি, মন্ত্র ও দেবতাভেদে ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার দেবতার বাহ্য পূজাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা এই সামান্য গ্রন্থে সাধ্যায়ত্ত নহে। আপন আপন কল্পোক্ত বিধানে সকলেই বাহ্য পূজা সম্পাদন করিবে। অস্মদ্দেশে পটলগুরু শিষ্যকে বাহ্য পূজার পদ্ধতি প্রদান করেন। তদ্ভিন্ন পদ্ধতিগ্রন্থাদিতেও পূজা-প্রণালী লিখিত আছে। অতএব আমরা বাহ্য পূজা সম্বন্ধে কিছু লিখিলাম না।

সর্ব্ববিধ বাহ্য পূজাতেই অন্তঃপূজার বিধান আছে অর্থাৎ বাহ্য পূজা করিতে হইলেই অন্তঃপূজাও করিতে হইবে। মানস পূজাই সর্ব্বপ্রকার পূজা হইতে শ্রেষ্ঠ; একমাত্র মানস পূজাতেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইতে পারে। তবে সকলেই মানস পূজার অধিকারী নহে; কাজেই অগ্রে বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান করিবে, বাহ্যপূজার সঙ্গেও মানস পূজা করিতে হয়। এইরূপে কিছুদিন বাহ্যপূজার অনুষ্ঠানে যখন অন্তঃপূজা সুন্দররূপে অভ্যস্ত হইবে, তখন আর বাহ্যপূজার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; কেবল মানস পূজা করিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে। যথা—

অন্তঃপূজা মহেশানি বাহ্য-কোটিফলং লভেৎ।
সর্ব্ব-পূজাফলং দেবি প্রাপ্নোতি সাধকঃ প্রিয়ে॥

—ভূতশুদ্ধি মন্ত্র

অর্থাৎ একবার কৃত অন্তঃপূজা কোটী বাহ্যপূজার ফল প্রদান করে। একমাত্র অন্তঃপূজাতেই সাধক সকল পূজার ফললাভ করিতে পারিবে।

যেহেতু উপচারের প্রাচুর্য্য ব্যতীত বাহ্যপূজা নিষ্ফলা হয়, সুতরাং অন্তঃপূজাধিকারীর পক্ষে বাহ্যপূজা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই জগদ্‌গুরু যোগীশ্বর বলিয়াছেন,—

মনসাপি মহাদেব্যৈ নৈবেদ্যং দীয়তে যদি।
যো নরো ভক্তি-সংযুক্তো দীর্ঘায়ুঃ সঃ সুখী ভবেৎ॥
মাল্যং পদ্ম-সহস্রস্য মনসা যঃ প্রযচ্ছতি।
কল্পকোটি সহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
স্থিতো দেবীপুরে শ্রীমান্ সার্ব্বভৌমো ভবেৎ ক্ষিতৌ॥
মনসাপি মহাদেব্যৈ যস্তু কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং।
স দক্ষিণে যমগৃহে নরকাণি ন পশ্যতি॥
মনসাপি মহাদেব্যৈ যো ভক্ত্যা কুরুতে নতিম্।
সোঽপি লোকান্ বিনির্জ্জিত্য দেবীলোকে মহীয়তে॥

—গন্ধর্ব্বতন্ত্র

—যে মনুষ্য ভক্তিযুত হইয়া মহাদেবীকে মনঃকল্পিত নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করে, সে দীর্ঘায়ু এবং সুখী হয়। যে ব্যক্তি মনঃকল্পিত সহস্র পদ্মের মাল্য দেবীকে প্রদান করে, সে শত-সহস্র কোটী কল্পকাল দেবীপুরে বাস করিয়া পৃথিবীর সার্ব্বভৌমত্ব প্রাপ্ত হয়। যে দেবীকে মানস-প্রদক্ষিণ করে, সে যমগৃহে নরক দর্শন করে না। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত দেবীকে মানস-নমস্কার করে, সে সকল লোক জয় করিয়া দেবীলোকে গমন করে।

পাঠক! মানস-পূজার শ্রেষ্ঠতা ও উপকারিতা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ? তান্ত্রিক-সাধক প্রতিদিন যথাবিধি একমাত্র অন্তর্যাগ বা মানসপূজার অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। মানস-পূজার ক্রম যথা—

শুভ আসনে পূর্ব্বাস্য কিম্বা উত্তরাস্য হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক স্ব-হৃদয়ে সুধাসমুদ্রের ধ্যান করিবে এবং তন্মধ্যে সুবর্ণ-বালুকাময়, বিকশিত-কুসুমান্বিত, মন্দার ও পারিজাতাদি পুষ্পবৃক্ষপরিশোভিত, সর্ব্বদাই যে বৃক্ষের পুষ্প ও ফল জন্মে এবম্বিধ বৃক্ষযুক্ত রত্নদ্বীপ—যাহার চতুর্দ্দিক নানাবিধ কুসুমগন্ধে আমোদিত, যে স্থানে ভ্রমরকুল বিকশিতকুসুমামোদে প্রহৃষ্ট, যে স্থান সুমধুর কোকিল-গানে প্রতিধ্বনিত, বিকশিত স্বর্গীয় সুবর্ণ পঙ্কজ সকল যাহার শোভা-বর্দ্ধন করিতেছে এবং যে স্থান মনোহর বস্ত্র, মৌক্তিকমালা ও কুসুমমালালঙ্কৃত তোরণ-পরিশোভিত, এতাদৃশ রত্নদ্বীপের ধ্যান করিবে।

তৎপরে সেই রত্নদ্বীপাভ্যন্তরে চতুর্ব্বেদরূপ চতুঃশাখা-বিশিষ্ট সত্ত্বাদি-গুণত্রয় সমন্বিত, পীত, কৃষ্ণ, শ্বেত, রক্ত, হরিত এবং বিচিত্র বর্ণের পুষ্প বিরাজিত, কোকিল-ভ্রমরাদি-পক্ষিগণ-বিমণ্ডিত কল্পপাদপের ধ্যান করিবে। ঈদৃশ কল্পদ্রুমের ধ্যান করিয়া তদধোভাগে রত্নবেদিকার ধ্যান করিবে।

তদনন্তর তদুপরিভাগে বালারুণের ন্যায় রক্তবর্ণ রত্ননির্ম্মিত সোপানাবলীযুক্ত ধ্বজযুক্ত চতুর্দ্বারান্বিত নানা রত্নালঙ্কৃত রত্ননির্ম্মিত প্রাকারবেষ্টিত স্ব স্ব স্থানস্থিত লোকপালগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, ক্রীড়াশীল সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহোরগ, কিন্নর ও অপ্সরোগণ পরিব্যাপ্ত নৃত্য এবং গীতবাদ্যনিরত, সুরসুন্দরীগণযুক্ত, কিঙ্কিণীজালযুক্ত, পতাকালঙ্কৃত, মহামাণিক্য, বৈদূর্য্য ও রত্নময় চামর-ভূষিত, লম্বমান স্থূল-মুক্তাফলালঙ্কৃত,

চন্দন, অগুরু ও কস্তুরী দ্বারা বিলিপ্ত সুমহৎ রক্তমণ্ডপের ধ্যান করিয়া তন্মধ্যে মহামাণিক্য বেদিকার ধ্যান করিবে এবং এতদ্বেদিকার অভ্যন্তরে প্রাতঃসূর্য্যকিরণারুণপ্রভ চতুষ্কোণশোভিত ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক সিংহাসনের ধ্যান করিবে। অনন্তর উক্ত সিংহাসনে প্রসূনতুলিকান্যাস করিবে।

তৎপরে সঙ্কল্পোক্তক্রমে পীঠপূজা করিয়া প্রেত-পদ্মাসনে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে। অনন্তর ইষ্টদেবতাকে রত্ন-পাদুকা প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্নানমন্দিরে আনয়ন করিবে এবং কর্পূর, অগুরু, কস্তুরী, মৃগমদ, গোরোচনা ও কুঙ্কুমাদি নানা গন্ধদ্রব্য-সুবাসিত জলদ্বারা ইষ্টদেবীর সর্ব্বশরীরোদ্বর্ত্তন করিয়া তাহাতে সুগন্ধ তৈল লেপন করিবে। তৎপরে সহস্র কুম্ভ জলদ্বারা দেবীকে স্নান করাইয়া বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক বস্ত্রযুগল পরিধান করাইবে। পরে চিরুণী দ্বারা কেশ সংস্কার করিয়া ললাটে তিলক, কেশমধ্যে সিন্দুর, হস্তে হস্তিদন্ত-বিনির্ম্মিত শঙ্খ, কেয়ূর, কঙ্কণ ও বলয়, পাদপদ্মে নানারত্নবিনির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক ও নূপুর, নাসিকার অগ্রভাগে গজমুক্তা, কর্ণে রত্ননির্ম্মিত দুল, কণ্ঠে রত্নহার ও সুগন্ধ পুষ্পমালা প্রদান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে চন্দন ও সিহ্লক (গন্ধদ্রব্যবিশেষ) লেপন করিবে। উরঃস্থলে নানাকারুকার্য্যান্বিত সুবর্ণখচিত কঞ্চুলি পরিধান করাইবে এবং নিতম্বে রত্নমেখলা প্রদান করিবে। *

অনন্তর সমাহিত চিত্তে দেবীর চিন্তা করতঃ ভূতশুদ্ধি ও নানাবিধ ন্যাস করিয়া ষোড়শ উপচারে হৃদয়স্থিতা দেবীর অর্চ্চনা করিবে।

* পঞ্চ উপাসকের মধ্যে প্রত্যেকেই আপন ইষ্টদেবতার ধ্যানানুযায়ী আসন-বাহনাদি কল্পনা করিয়া লইবেন। আমরা এই গ্রন্থে দেবীমূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়াই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিব।

উপবেশনার্থ রত্নসিংহাসন প্রদান করিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিবে। পাদপদ্মে পাদ্য অর্পণ করিবে, মস্তকে অর্ঘ্যার্পণ এবং পরামৃতরূপ আচমনীয় মুখসরোরুহে প্রদান করিবে। মধুপর্ক ও ত্রিধা আচমনীয় মুখে দান করিবে। সুবর্ণ-পাত্রস্থ পরিষ্কৃত পরমান্ন, কপিলা গোর ঘৃতযুক্ত সব্যঞ্জনান্ন, সাগরতুল্য অমেয় মদ্য, পর্ব্বতপ্রমাণ মাংস, রাশিকৃত মৎস্য, নানাবিধ ফল, সুবাসিত জল এবং কর্পূরাদি মসল্লাসংযুক্ত তাম্বূল প্রভৃতি চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ মানস উপচার দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর আবরণদেবতার পূজা করিয়া জপ করিতে হয়।

প্রোক্ত মানস পূজা গুরূপদিষ্ট বিধান, তদ্ব্যতীত শাস্ত্রেও মানসযাগের বিধান আছে। যথা—

হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥
তেনামৃতেনাচমনীয়ং স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতম্।
আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধঃ স্যাৎ গন্ধতত্ত্বকম্ ॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ ॥
অনাহতধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্।
সহস্রারং ভবেৎ ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকম্ ॥
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা।
সুমেখলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা ॥
অমায়াদ্যৈর্ভাবপুষ্পৈরর্চ্চয়েদ্ভাবগোচরাম্।
অমায়ম্ অনহঙ্কারম্ আরাগম্ অমদং তথা ॥
অমোহকম্ অদম্ভঞ্চাদ্বেষাক্ষোভকৌ তথা।
অমাৎসর্য্যম্ অলোভঞ্চ দশপুষ্পং বিদুর্বুধাঃ ॥

অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পম্ ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমম্॥
ইতি পঞ্চদশৈর্ভাবপুষ্পৈঃ সম্পূজয়েৎ শিবাম্।
সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং মৎস্যশৈলং তথৈব চ॥
মুদ্রারাশিং সুভক্ষ্যঞ্চ ঘৃতাক্তং পরমান্নকম্।
কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পঞ্চ তৎক্ষালনোদকং॥
কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দত্ত্বা প্রপূজয়েৎ।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গগনে চ জলান্তরে॥
যদ্ যৎ প্রমেয়ং তৎসর্ব্বং নৈবেদ্যার্থং নিবেদয়েৎ।
পাতাল-ভূতল-ব্যোমচারিণো বিঘ্নকারিণঃ।
তাংস্তানপি বলিং দত্ত্বা নির্দ্বন্দ্বো জপমারভেৎ।

সাধক আপনার হৃৎপদ্মকে আসনরূপে কল্পনা করিয়া তাহাতে অভীষ্ট দেবতাকে বসাইবে। তৎপরে সহস্রার-বিগলিত-অমৃতকে পাদ্যরূপে কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা ইষ্টদেবতার চরণ বিধৌত করিবে। মনকে অর্ঘ্যরূপে প্রদান করিবে। পূর্ব্বোক্ত সহস্রারামৃতকে আচমনীয় ও স্নানীয়, দেহস্থ আকাশ-তত্ত্বকে বস্ত্র, পৃথিবী-তত্ত্বকে গন্ধ, চিত্তকে পুষ্প, ঘ্রাণকে ধূপ, তেজকে দীপ, সুধাসাগরকে নৈবেদ্য, অনাহত-ধ্বনিকে ঘণ্টাশব্দ, শব্দতত্ত্বকে গীত, ইন্দ্রিয়চাপল্যকে নৃত্য, বায়ুতত্ত্বকে চামর, সহস্রারপদ্মকে ছত্র, হংসকে মন্ত্র অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসকে পাদুকা এবং পদ্মাকার নাড়ীচক্রকে পদ্মমালা কল্পনা করিয়া অমায়া, অহঙ্কার, অরাগ, অমদ, অমোহ, অদম্ভ, অদ্বেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য্য এবং অলোভ এই ভাবময় দশ পুষ্প ও অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, জ্ঞান, দয়া এবং ক্ষমা এই পঞ্চপুষ্প দেবীকে প্রদান করিবে। তৎপরে সাগরতুল্য সুধা (মদ্য), পর্ব্বততুল্য মৎস্য ও মাংস, নানাবিধ সুভক্ষ্য মুদ্রা এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, গগন ও

জলে যে যে স্থানে যে যে প্রমেয় বিদ্যমান, সে সমুদয়কে নৈবেদ্য এবং কামকে ছাগ, ক্রোধকে মহিষরূপে কল্পনা করিয়া বিঘ্নগণকে পৃথক্ পৃথক্ বলি প্রদান করিবে। অনন্তর জপ আরম্ভ করিবে।

এই দ্বিবিধ অন্তর্যাগের মধ্যে মন পরিষ্কার রাখিয়া এক চিত্তে যে কোন এক প্রকার করিলেই হয়। জপের প্রণালী যথা—

মানস-জপের মালা পঞ্চাশৎ বর্ণ। ইহার গাঁথিবার সূত্র শিব-শক্তি আর গ্রন্থি কুণ্ডলিনী-শক্তি এবং মেরু নাদ-বিন্দু। বর্ণময়ী এই মালা জপ করিবার প্রণালী এই যে—প্রত্যেক বর্ণগুলিকে মন্ত্র ও বিন্দুযুক্ত করিয়া লইবে যথা—কং বীজমন্ত্র কং। অকারাদি হকারান্ত বর্ণে অনুলোম ও হকারাদি অকারন্ত বর্ণে বিলোম—উভয়ের মিলনে একশত হয়। অ হইতে সমুদয় স্বরবর্ণ এবং ক হইতে সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রে পঞ্চাশটী; একবার অ হইতে হ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ, আবার হ হইতে অ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ—এই একশত। ক্ষ বর্ণ মেরু অর্থাৎ মালা পরিবর্ত্তনের বা জপারম্ভের কিম্বা জপ সমাপ্তির সীমা বা সাক্ষী। তাহাতে মন্ত্র যোগ করিবে না। ঐরূপ শত জপ ও অষ্ট বর্গের আদি অং, কং, চং, টং, তং, পং, যং, শং, এই অষ্টবর্ণে আট জপ— এই সমুদয়ে একশত আটবার জপ হয়। সাধক ইচ্ছা করিলে এক হাজার আটবারও জপ করিতে পারে। এই প্রকারে মানস পূজা ও জপ করিয়া পরে জপ সমর্পণান্তে প্রণাম করিবে—

সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বাত্মজ্যোতিঃস্বরূপিণি।
গৃহাণান্তর্জপং মাতরাদ্যে কালি নমোঽস্তু তে॥

তদনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব এই পঞ্চ দেবতা দেবীর পর্য্যঙ্ক; উক্ত পর্য্যঙ্কে নানাপুষ্পবিনির্ম্মিত দুগ্ধফেননিভ শয্যা রচনা করিয়া তাহাতে দেবীকে সুখ-শয়ানা চিন্তাপূর্ব্বক দেবীর পাদসেবন এবং চামর

ব্যজন করিবে। তৎপরে নৃত্য, গীত এবং বাদ্যদ্বারা দেবীকে পরিতুষ্ট করিয়া পূজার সার্থকতার নিমিত্ত হোম করিবে।

অন্তর্হোম সদ্যসিদ্ধিপ্রদ—ইহার অনুষ্ঠানে মনুষ্য চিন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। আধারপদ্মে চিদগ্নিতে হোম করিবে। অন্তরাত্মা, পরমাত্মা, জ্ঞানাত্মা, এতদাত্মত্রিতয়াত্মক, চতুষ্কোণ আনন্দরূপ মেখলা ও বিন্দুরূপ ত্রিবলয়যুক্তা নাদবিন্দুরূপ যোনিযুক্ত চিৎকুণ্ডের চিন্তা করিবে। এতৎকুণ্ডের দক্ষিণে পিঙ্গলা, বামভাগে ইড়া এবং মধ্যে সুষুম্না নাড়ীর ধ্যান করিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম রূপ কল্পিত ঘৃত দ্বারা যথাবিধি হোম করিবে।

প্রথমে মূল-মন্ত্র, তৎপরে—

নাভৌ চৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষা মনসা স্রুচা।
জ্ঞান-প্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃত্তির্জ্জুহোম্যহন্॥

এই মন্ত্র পরে চতুর্থ্যান্ত দেবতার নাম, অনন্তর স্বাহা এই মন্ত্রে প্রথমাহুতি দান করিবে।

এইরূপে প্রথমে মূলমন্ত্র, পরে—

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ হবির্দীপ্তং আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা।
সুষুম্নবর্ত্মনা নিত্যং ব্রহ্মবৃত্তির্জ্জুহোম্যহম্॥"

এই মন্ত্র, তৎপর চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম, তৎপর স্বাহা, এই মন্ত্রে দ্বিতীয়াহুতি প্রদান করিবে।

তৎপরে প্রথমে মূলমন্ত্র, পরে—

প্রকাশাকাশহস্তাভ্যাং অবলম্ব্যাত্মনা স্রুচা।
ধর্ম্মাধর্ম্মকলাস্নেহপূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহম্॥

এই মন্ত্র, পরে চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম, তৎপরে স্বাহা, এই মন্ত্রে তৃতীয়াহুতি দান করিবে।

অনন্তর মূলমন্ত্রের পর—"অন্তর্নিরন্তর-নিরিন্ধনমেধমানে মায়ান্ধকারপরিপন্থিনি সম্বিদগ্নৌ, কস্মিংশ্চিদদ্ভুতমরীচি-বিকাশভূমৌ বিশ্বং জুহোমি বসুধাদি শিবাবসানম্" এই মন্ত্র পরে চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম, তৎপরে স্বাহা, এই মন্ত্রে চতুর্থাহুতি প্রদান করিবে।

তদনন্তর "ইদন্তু পাত্র-ভরিতং মহত্তাপ-পরামৃতং পূর্ণাহুতিময়ে বহ্নৌ পূর্ণহোমং জুহোম্যহং" এই মন্ত্রপরে চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম, তৎপরে স্বাহা, এই মন্ত্রে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। *

এই প্রকারে অন্তর্যাগ অর্থাৎ মানস-পূজা, জপ ও হোম করিলে দেহী ব্রহ্মময় হয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত প্রকৃত জ্ঞান লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত বাহ্য পূজাও করিতে হইবে। যথা—

বাহ্য পূজা প্রকর্ত্তব্যা গুরুবাক্যানুসারতঃ।
বহিঃপূজা বিধাতব্যা যাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে॥

—বামকেশ্বর তন্ত্র

যতদিন প্রকৃত জ্ঞান না হয়, ততদিন গুরুর আজ্ঞানুরূপ বাহ্য পূজা করা কর্ত্তব্য। যোগিগণ এবং মুনিগণ কেবল মানসপূজাই করিয়া থাকেন,

---

* মন্ত্রগুলি কিরূপ ভাবপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী! পাঠকের অবগতির জন্য হোমমন্ত্র কয়টীর বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। ১ম মন্ত্র—আমার নাভিস্থিত চৈতন্যরূপ হুতাশন এখন জ্ঞান দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছে। মনোময় স্রুক্ দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ঘৃতের সহিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদয় আহুতি দিলাম। ২য় মন্ত্র—ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ঘৃত দ্বারা সমুদ্দীপ্ত আত্মরূপ অগ্নিতে সুষুম্না পথ দ্বারা মনোময় স্রুক্ সহকারে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদায় আহুতি প্রদান করিলাম। ৩য় মন্ত্র—আমি প্রকাশ ও আকাশরূপ হস্তদ্বয় দ্বারা উন্মনীরূপ স্রুক সহকারে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও স্নেহ-বিকাশরূপ ঘৃত আহুতি দান করিলাম। ৪র্থ মন্ত্র—যাঁহা হইতে অদ্ভুত দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে, যিনি মায়ান্ধকার দূর করিয়া আমার অন্তরে নিরন্তর প্রজ্বলিত ও প্রদীপ্ত রহিয়াছেন, সেই অব্যক্ত সম্বিৎরূপ অগ্নিতে আমি বসুমতী হইতে শিব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ ও সমুদয় মায়াপ্রপঞ্চ আহুতি দিলাম। পূর্ণাহুতি মন্ত্র—আমার মনোময় পাত্র আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তাপত্রয়রূপ ঘৃতে পরিপূরিত করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক হোম শেষ করিলাম।

বাহ্য পূজা করেন না, কিন্তু গৃহী সাধক কেবল মানস-পূজা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। এই হেতু তাহাদিগের বাহ্য ও মানস, এই উভয়বিধ পূজা করা আবশ্যক।

এইখানে সাধকের আর একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, পূজা কালে নিজ ক্রোড়ে বাম হস্তোপরি দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া কার্য্য করিবে। স্ত্রী-দেবতার ধ্যানকালে ইহার বিপরীত নিয়ম আচরণীয়। মানসিক জপের নিয়মটা কোন অভিজ্ঞ সাধকের নিকট একবার দেখিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। শাক্ত-বৈষ্ণবাদি পঞ্চ উপাসকগণ মানস পূজাকালে পঞ্চদশবিধ ভাবপুষ্প দ্বারা ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিবে। এই পর্য্যন্ত সাধারণের অধিকার। কেবল পূর্ণাভিষিক্ত শাক্ত ইহার পরের লিখিত উপচার দ্বারা পূজা করিতে পারিবে। আর মানস-পূজা ও জপের পর হোম করা একান্ত কর্ত্তব্য। জপ ব্যতীত পূজা যেমন বিফলা, তেমনি হোম না করিলেও সেই পূজায় কোন ফল প্রদান করে না। যথা—

নাজপ্তঃ সিধ্যতি মন্ত্রো নাহুতশ্চ ফলপ্রদঃ।
বিভূতিঞ্চাগ্নিকার্য্যেণ সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি॥

হোম না করিলে মন্ত্র কোন ফল প্রদান করে না। হোম করিলে সর্ব্ববিধ সম্পত্তি লাভ ও সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়। সাধকগণ যথারীতি অন্তর্যাগের অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। অতএব অন্তর্যাগাত্মিকা পূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য এবং অন্তর্যাগ সর্ব্ব-পূজোত্তমোত্তমা। যথা—

"অন্তর্যাগাত্মিকাপূজা সর্ব্বপূজোত্তমোত্তমা।"

মালা নির্ণয় ও জপের কৌশল

জপ করিতে রুদ্রাক্ষাদি মালা কিম্বা করমালা ব্যবহৃত হয়। পুং দেবতার জপের জন্য কর-মালাতে তর্জ্জনী, অনামা ও কনিষ্ঠার তিন তিন পর্ব্ব এবং মধ্যমাঙ্গুলির এক পর্ব্ব গ্রহণ করিবে ও মধ্যমার অপর দুই পর্ব্ব মেরুরূপে কল্পনা করিবে। অনামিকার মধ্যপর্ব্ব হইতে জপ আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদি ক্রমে তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত যে দশ পর্ব্ব আছে, ইহাতে জপ করিবে। যখন অষ্টোত্তর শতাদি জপ করিবে, তখন পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শতাদি সংখ্যক জপ পূর্ণ হইলে, অনামিকার মূল পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে তর্জ্জনীর মধ্য পর্ব্ব পর্য্যন্ত অষ্ট পর্ব্বে অষ্টবার জপ করিবে।

শক্তিমন্ত্র জপের কর-মালাতে অনামিকার তিন পর্ব্ব, কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব, মধ্যমার তিন পর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর মূল পর্ব্ব গ্রহণ করিবে। শক্তি-মন্ত্র জপের নিয়ম এই যে, অনামিকার মধ্যপর্ব্ব হইতে জপ আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদি ক্রমে মধ্যমার তিন পর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব, এই দশপর্ব্বে জপ করিবে। অষ্টোত্তরশতাদি সংখ্যক শক্তিমন্ত্র জপ করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শতাদি সংখ্যক জপ করতঃ অনামিকার মূলপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে মধ্যমার মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত আটবার জপ করিবে। তর্জ্জনীর উপরিস্থ পর্ব্বদ্বয়কে মেরু বলিয়া জানিবে। যথা—

তর্জ্জন্যগ্রে তথা মধ্যে যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ।

—নারদ বচন

যে ব্যক্তি তর্জ্জনীর অগ্র এবং মধ্যপর্ব্বে শক্তিমন্ত্র জপ করে, সেই ব্যক্তি পাপকারী হয়। ইহাকেই সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্র শক্তিমালা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীবিদ্যাদির বিশেষ বিশেব জপে বিশেষ বিশেব অঙ্গুলিপর্ব্ব গ্রহণ করিয়া কর-মালার ব্যবস্থা আছে। বাহুল্য বিবেচনায় তাহা বিবৃত হইল না।

কর-মালা জপের নিয়ম এই যে, জপকালে করাঙ্গুলী সকল ঈষৎ বক্র ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিবে এবং হস্তদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিবে। জপকালে অঙ্গুলীসকল বিয়োজিত করিবে না—অঙ্গুলী বিয়োজিত করিলে ছিদ্রপথে জপ নিঃসৃত হয় অর্থাৎ জপ নিষ্ফল হয়। অঙ্গুলীর অগ্রভাগে, পর্ব্বসন্ধিতে এবং মেরু লঙ্ঘনপূর্ব্বক যে জপ করা হয়, তাহা নিষ্ফল জানিবে। করতল কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত ও অঙ্গুলী সকল তির্য্যক্ করিয়া তাদৃশ দক্ষিণ হস্ত হৃদয়োপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ জপ করিতে হয়।

সংখ্যা রাখিয়া জপ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রবিধিবিহিত সংখ্যা না রাখিয়া যদৃচ্ছা জপ করিলে তাহা নিষ্ফল হয়। দক্ষিণ হস্তে জপ করিতে হয় এবং বাম হস্তে জপের সংখ্যা রাখিতে হয়। প্রাত্যহিক জপ কর-মালাতেই প্রশস্ত।

নিত্যং জপং করে কুর্য্যাৎ ন তু কাম্যমবোধনাৎ।
কাম্যমপি করে কুর্য্যাৎ মালাভাবেঽপি সুন্দরি॥

—নিত্য জপ করমালাতে সম্পন্ন করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু কাম্যজপ করমালায় না করিয়া অন্য মালায় জপ প্রশস্ত। তবে যদি কাম্যজপে মালার অভাব হয়, অগত্যা করেও নির্ব্বাহ হইতে পারে। মালা সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান এই যে—

সাধারণতঃ কাম্য জপে রুদ্রাক্ষ, স্ফটিক, রক্তচন্দন, তুলসী, প্রবাল, শঙ্খ, পদ্মবীজ, মৌক্তিক ও কুশগ্রন্থির দ্বারা নির্ম্মিত মালা ব্যবহৃত হয়। শান্তিকর্ম্ম প্রভৃতি কার্য্যে ও দেবতাভেদে মালার বিশেষ নিয়ম আছে, তবে সাধারণ জপে উল্লিখিত নানাবিধ মালার মধ্যে যেটী জপ করিতে সাধকের রুচি হয় এবং যেটী সুলভ, সেই মালাই জপ করিবে। করমালায় জপ অপেক্ষা শঙ্খমালায় শতগুণ অধিক, প্রবালমালায় সহস্র গুণ অধিক, স্ফটিকমালায় দশ সহস্র গুণ অধিক, মৌক্তিক মালায় লক্ষ গুণ অধিক, পদ্মবীজ মালায় দশ লক্ষ গুণ অধিক, স্বর্ণমালায় কোটি গুণ অধিক, কুশগ্রন্থি ও রুদ্রাক্ষ মালায় অনন্ত গুণ অধিক এবং শ্বেতপদ্ম বীজ নির্ম্মিত মালায় অমিত ফল লাভ হয়।

পরস্পর সমান, অনতিস্থূল, অনতিকৃশ, কীটাদ্যুবেধরহিত এবং অজীর্ণ অর্থাৎ নূতন মালা সকল বিধিপূর্ব্বক জল দ্বারা প্রক্ষালিত করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা অভিষিঞ্চন করিবে। তদনন্তর ব্রাহ্মণকন্যা দ্বারা বিনির্ম্মিত কার্পাসসূত্র অথবা পট্টসূত্র পুনঃ ত্রিগুণিত করিয়া মালাসকল গ্রন্থন করিবে। মূল মন্ত্র ও স্বাহা উচ্চারণ করিয়া এক একটী মালা গ্রহণ করতঃ তাহাতে সূত্র যোজনা করিবে। মালা এরূপভাবে গাঁথিতে হইবে যেন পরস্পরের মুখের সহিত পরস্পরের মুখ এবং পুচ্ছের সহিত পুচ্ছ সংযোজিত থাকে।* সজাতীয় একটী মালা দ্বারা মেরু অর্থাৎ মধ্য বা সাক্ষী বন্ধন করিবে। অষ্টোত্তর শত অর্থাৎ একশত আটটী মণি দ্বারা মালা গ্রন্থন করা প্রশস্ত। অনন্তর এক একটী মালা গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে ওঁ এই মন্ত্র স্মরণ করতঃ তাহাতে গ্রন্থি প্রদান করিবে। স্বয়ং গ্রন্থন করিলে ইষ্টমন্ত্র, কিন্তু অন্য ব্যক্তি গ্রন্থন করিলে প্রণব স্মরণ

* রুদ্রাক্ষের উপরিভাগ মুখ ও নিম্নভাগ পুচ্ছ, অন্যান্য মালার যে ভাগ স্থূল, সেই ভাগ মুখ এবং যে ভাগ সূক্ষ্ম, তাহা পুচ্ছ।

করিবে। সার্দ্ধদ্বয় আবর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মগ্রন্থি অথবা নাগপাশ গ্রন্থি প্রদান করিবে। এরূপভাবে মণিগুলি বিন্যাস করিবে যাহাতে মালা সর্পাকৃতি অথবা গোপুচ্ছ সদৃশী হয়। গ্রন্থিহীন মালা দ্বারা কদাচ জপ করিবে না। কিন্তু মেরুতে গ্রন্থি প্রদান করিতে নাই। এই প্রকারে মালা গ্রথিত করিয়া তদনন্তর তাহার শোধন করিবে। যথা—

অপ্রতিষ্ঠিতমালাভির্ম্মন্ত্রং জপতি যো নরঃ।
সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং বিদ্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি দেবতা॥

যে ব্যক্তি অপ্রতিষ্ঠিত মালা দ্বারা জপ করে, তাহার প্রতি দেবতা ক্রুদ্ধ হয়েন এবং তৎকৃত জপ নিষ্ফল হয়, সুতরাং যে মালা দ্বারা জপ করা হয়, তাহার সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইতে হয়।

শুভ তিথি, শুভ বার, শুভ নক্ষত্র ও লগ্নে গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া গুরু দ্বারা অথবা স্বয়ং মালা সংস্কার করিবে। সাধক নিত্য-ক্রিয়া সমাপনান্তে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া হৌঁ এই মন্ত্রে পঞ্চগব্য মধ্যে মালা নিক্ষেপ করিয়া, তৎপরে শীতল জল দ্বারা স্নান করাইয়া,

সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।
ভবেঽনাদি ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় বৈ নমঃ॥

এই মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা মার্জ্জন করিবে। তদনন্তর **ওঁ নমো জ্যেষ্ঠায়, নমো রুদ্রায়, নমঃ কালায়, নমঃ কালবিকরণায়, নমো বলপ্রমথনায়, নমঃ সর্ব্বভূতদমনায়, নমো স্মরায়** এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চন্দন, অগুরু ও কর্পূর দ্বারা উক্ত মালা লেপন করিবে। অনন্তর সধূপ-বহ্নিসন্তাপে **"ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোর-তরতমেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ"** এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মালা ধূপিত করিবে। তৎপরে **"ওঁ তৎপুরুষায়**

বিদ্মহে, মহাদেবায় ধীমহি, তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ” এই তৎপুরুষ-মন্ত্রে জল সেচন করিয়া মালা গ্রহণ করিবে।

অনন্তর নয়টী অশ্বত্থ পত্র দ্বারা পদ্ম রচনা করিয়া তন্মধ্যে মাতৃকা ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মালা স্থাপন কবিবে। তৎপরে মালাতে দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিবারগণের সহিত ইষ্টদেবতার পূজা এবং মাতৃকাবর্ণ দ্বারা অনুলোম বিলোমে মালা অভিমন্ত্রিত করিবে। তদনন্তর হ্সৌঃ এই মন্ত্রে মেরু অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহাকে দেবতাস্বরূপ চিন্তা করিবে। তৎপর অগ্নির সংস্কার করিয়া অষ্টোত্তর শত হোম করিবে এবং হুতশেষ দ্বারা দেবতার উদ্দেশে প্রত্যাহুতি প্রদান করিবে। হোমকার্য্যে অশক্ত হইলে দ্বিগুণ জপ করিবে। অনন্তর ওঁ অক্ষমালাধিপতে সুসিদ্ধিং দেহি দেহি মে সর্ব্বার্থসাধিনি সাধয় সাধয় সর্ব্বসিদ্ধিং পরিকল্পয় পরিকল্পয় মে স্বাহা এই প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিবে। এই প্রকারে সুসংস্কৃত মালা দ্বারা জপ করিলে সাধকের সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি হয়। তদনন্তর গুরুর পূজা করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে মালা গ্রহণ করিবে।

জপ করার পূর্ব্বে মালাতে জলাভ্যুক্ষণ করিয়া “ঐঁ হ্রীঁ অক্ষ-মালিকায়ৈ নমঃ” এই মন্ত্রে মালার পূজা করিবে। তৎপর দক্ষিণ হস্তে মালা গ্রহণপূর্ব্বক হৃদয়সমীপে আনয়ন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যভাগে সমাহিত চিত্তে স্থাপন করিবে। মালার উপরিভাগে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী স্থাপন করিবে এবং মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা জপান্তর ক্রমে তাহা চালিত করিবে। যদি অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মালা চালন করা হয় তাহা হইলে জপ নিষ্ফল হয়। বাম কর দ্বারা অথবা তর্জ্জনী দ্বারা কিম্বা অশুচি অবস্থায় মালা স্পর্শ করিবে না। ভক্তি, মুক্তি ও পুষ্টি কামনায় মধ্যমাঙ্গুলীতে জপ করিবে। এক একবার জপ করিয়া একটী মালা চালন করিবে

এবং জপের সংখ্যা রাখিবে। সংখ্যা রাখিবার জন্য যে যে দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। যথা—

লাক্ষা কুশীদঃ সিন্দূরং গোময়ঞ্চ করীষকম্।
এভির্নির্ম্মায় বটিকাং জপসংখ্যান্তু কারয়েৎ॥

—লাক্ষা, কুশীদ, সিন্দূর, গোময় ও শুষ্ক গোময় এই কয়েক দ্রব্যের যে কোন এক দ্রব্যের দ্বারা গুটিকা প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা জপসংখ্যা রক্ষা করিবে।

বস্ত্র দ্বারা হস্তদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে সর্ব্বদা জপ করিবে। গুরুদেবকেও মালা প্রদর্শন করিবে না। মালার যে অংশের মণি স্থূল, সেই অংশের প্রথম মণিতে জপ আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মাংশের শেষ মণিতে জপ সমাপ্ত করিবে। এই প্রকারে সূক্ষ্মাবধি স্থূলান্ত জপ সংহার নামে অভিহিত হয়। স্বয়ং বামহস্তে জপমালা স্পর্শ করিবে না। জপাবসানে পবিত্র স্থানে মালা স্থাপন করিবে। সূত্র জীর্ণ হইলে পুনর্ব্বার নূতন সূত্রে গ্রন্থন করিয়া শতবার জপ করিবে। অদীক্ষিত ব্রাহ্মণও যদি মালা স্পর্শ করে, তাহা হইলেও মালার পুনঃ শোধন করিবে। কর, কণ্ঠ কিম্বা মস্তকে জপমালা ধারণ করিবে না। যদি উরু, চরণ কিম্বা অধরে সংলগ্ন হয় অথবা বাম হস্ত দ্বারা কিম্বা অগুপ্ত-ভাবে পরিচালিতা হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার সংস্কার করিবে।

অকারাদি হ পর্য্যন্ত মাতৃকাবর্ণ সকলকে বর্ণমালা বলা যায়। ক্ষ ইহার মেরু। শিব-শক্ত্যাত্মিকা কুণ্ডলীসূত্রে ইহা গ্রথিতা। ব্রহ্মনাড়ী-মধ্যবর্ত্তিনী, মৃণালসূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম ও শুভ্রবর্ণ চিত্রাণী নাড়ী এই মালার গ্রন্থিস্বরূপা। ইহার আরোহণ, অবরোহণ শত সংখ্যা এবং অষ্টবর্গে অষ্টসংখ্যা হয় বলিয়া ইহা অষ্টোত্তর-শতময়ী। এই মালাতে একবার

মন্ত্র দ্বারা বর্ণ অন্তরিত করিয়া অর্থাৎ মন্ত্রের পরে সানুস্বার এক একটি বর্ণোচ্চারণ পূর্ব্বক বর্ণ দ্বারা মন্ত্র অন্তরিত করিয়া অর্থাৎ সানুস্বার এক একটি বর্ণের পরে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অনুলোম বিলোমে জপ করিবে। মেরুরূপ চরম বর্ণ (ক্ষ) কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। সবিন্দু বর্ণ উচ্চারণ করিয়া পরে মন্ত্র জপ করিবে। জপ অষ্টোত্তর শতবার করিবে। পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী মালায় বারদ্বয়ে শতবার এবং অষ্টবর্গে অষ্টবার জপ করিলেই অষ্টোত্তর শতবার হইবে। অ, ক, চ, ট, ত, প, য, শ, এই অষ্ট বর্ণকেই অষ্ট বর্গ কহে।

করমালা, জপমালা বা বর্ণমালার যে কোন একটীতে বিধানানুযায়ী জপ করিলেই সাধকের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

স্থান নির্ণয় ও জপের নিয়ম

বর্ত্তমান যুগে মর্ত্ত্যধামের সুসভ্য জীবগণও স্থানমাহাত্ম্য স্বীকার করিয়া থাকে। স্থানভেদে কৃতকর্ম্মের ফলাফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাই তন্ত্র-শাস্ত্রকার বিশেষ বিশেষ কার্য্যে বিশেষ বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বারাণসীতে জপ করিলে সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়, তাহার দ্বিগুণ পুরুষোত্তমে, তাহার দ্বিগুণ দ্বারাবতীতে; বিন্ধ্য, প্রয়াগ ও পুষ্করে একশতগুণ; ইহাদের অপেক্ষা করতোয়া নদীর জলে চারিগুণ, নন্দীকুণ্ডে তাহারও চতুর্গুণ, তাহার চারি গুণ জল্লিশের নিকটে ও তাহার দ্বিগুণ সিদ্ধেশ্বরী যোনিতে। সিদ্ধেশ্বরী-যোনির চতুর্গুণ ব্রহ্মপুত্র

নদে, কামরূপের জলে-স্থলে ব্রহ্মপুত্র-নদের সমান, কামরূপের একশত গুণ নীলাচল পর্ব্বতের মস্তকে এবং তাহার দ্বিগুণ লিঙ্গশ্রেষ্ঠ হেরুকে।

ততোঽপি দ্বিগুণং প্রোক্তং শৈল-পুত্র্যাদি-যোনিষু।
ততঃ শতগুণং প্রোক্তং কামাখ্যাযোনি-মণ্ডলে ॥
কামাখ্যায়াং মহাযোনৌ পূজাং যঃ কৃতবান্ সকৃৎ।
স চেহ লভতে কামান্ পরত্রে শিবরূপ-ধৃক্ ॥

—কুলার্ণব

—হেরুকের দ্বিগুণ শৈল-পুত্র্যাদিতে, তাহার এক শতগুণ কামাখ্যা-যোনিমণ্ডলে। যে ব্যক্তি কামাখ্যা-যোনিমণ্ডলে একবার মাত্র জপ পূজাদি করে, সে ইহলোকে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিয়া পরজন্মে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়।

অতএব কামাখ্যাপীঠাপেক্ষা মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ স্থান আর নাই। অস্মদ্দেশীয় অনেক তন্ত্রোক্ত সাধক কামাখ্যা-পীঠে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কাহারও তথায় সাধনার সুবিধা না হইলে যে কোন মহাপীঠ, উপপীঠ অথবা সিদ্ধপীঠে সাধনার অনুষ্ঠান করিবে। পীঠস্থান সমূহে কত কত সিদ্ধ-মহাত্মার তপঃপ্রভাব পুঞ্জীকৃত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং সে স্থানে সাধনারম্ভ মাত্রেই মন সংযত এবং শক্তিকেন্দ্র জাগ্রত হইয়া উঠে। সাধক স্বল্পকালেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। কাহারও পক্ষে পীঠস্থানে সাধন অসম্ভব হইলে তন্ত্রশাস্ত্র তাহারও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। যথা—

গোশালায়াং গুরোর্গেহে দেবাগারে চ কাননে।
পুণ্যক্ষেত্রে তথোদ্যানে নদীতীরে চ মন্ত্রবিৎ ॥

ধাত্রী-বিল্ব-সমীপে চ পর্ব্বতাগ্রে গুহাসু চ।
গঙ্গায়াস্তু তটে বাপি কোটীকোটীগুণং ভবেৎ ॥

—তন্ত্রসার

গোশালা, গুরুর ভবন, দেবালয়, কানন, পুণ্যক্ষেত্র, উদ্যান, নদীতীর, আমলকী ও বিল্ববৃক্ষের সমীপ, পর্ব্বতাগ্র, পর্ব্বত-গুহা এবং গঙ্গাতট এই সকল স্থানে জপ করিলে কোটীগুণ ফল লাভ হয়। এতদ্ভিন্ন শ্মশান, ভগ্নগৃহ, চত্বর ও ত্রি-মস্তক রাস্তা প্রভৃতিতেও জপ করিবার বিধি তন্ত্রশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত সাধকগণ শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে পঞ্চমুণ্ডী আসন স্থাপন করিয়া তদুপরি বসিয়া এবং পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠা করিয়া তন্মধ্যে বসিয়া মন্ত্র সাধন করেন। বঙ্গদেশের অধিকাংশ তান্ত্রিক সাধক এই দ্বিবিধ উপায়ে মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

বিধানানুযায়ী দুইটী চণ্ডালের মুণ্ড, একটী শৃগালের মুণ্ড, একটী বানরের মুণ্ড এবং একটী সর্পের মুণ্ড, এই পঞ্চমুণ্ডের আসনে বসিয়া জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি বিষয়ে বিশেষ সহায়তা হয়। কেহ কেহ আবার একটী মাত্র মুণ্ডের আসনই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

পঞ্চবটী নির্ম্মাণ করিতে হইলে দীর্ঘ প্রস্থে চারি হাত স্থান (ষোল বর্গ-হস্ত পরিমিত স্থান) নির্দ্দিষ্ট করিয়া এক কোণে বিল্ব, দ্বিতীয় কোণে শেফালিকা, তৃতীয় কোণে নিম্ব, চতুর্থ কোণে অশ্বত্থ বা বট এবং মধ্য ভাগে আমলকী বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়।* ঐ স্থানের চারিদিকে রক্ত-জবা ফুলের দ্বারা বেড়া দিয়া তাহার পার্শ্বে মাধবীলতা কিম্বা কৃষ্ণা

---

* মতান্তরে—

অশ্বত্থো বিল্ববৃক্ষশ্চ বটো ধাত্রী অশোককঃ।
বটীপঞ্চকমিত্যুক্তং স্থাপয়েৎ পঞ্চদিক্ষু চ॥

—স্কন্দ পুরাণ

অপরাজিতা বেষ্টিত করিয়া দিতে হয়। মধ্যস্থল তীর্থস্থানের পবিত্র রজঃ দ্বারা শুদ্ধীকৃত করিয়া লইতে হয়।

পঞ্চবটী বা পঞ্চমুণ্ডীর আসন মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তির দ্বারা সংস্কৃত করিয়া লইতে পারিলে আরও সুবিধা হয়। যাহা হউক, সাধকগণ আপন আপন সুবিধানুযায়ী উল্লিখিত যে কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়া "কূর্ম্মচক্রে" উপবেশনপূর্ব্বক সিদ্ধির জন্য মন্ত্র জপ করিবে। মহাযোগীশ্বর মহাদেব শপথপূর্ব্বক বলিয়াছেন, এই ঘোর কলিকালে কেবল মাত্র জপ দ্বারাই জীব সিদ্ধকাম হইবে, সন্দেহ নাই। যথা—

জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।
—শিববাক্যম্

জপ শব্দের অর্থ মন্ত্রাক্ষরের আবৃত্তি। জপ্ ধাতু হইতে জপ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। জপ্ ধাতুর অর্থ মানস উচ্চারণ, সুতরাং ইষ্টদেবতার বীজ বা মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করার নাম জপ।

মনসা যৎ স্মরেৎ স্তোত্রং বচসা বা মনুং স্মরেৎ।
উভয়ং নিষ্ফলং যাতি ভিন্নভাণ্ডোদকং যথা॥

মনে মনে স্তবপাঠ বা বাক্য দ্বারা—অর্থাৎ অপরে শুনিতে পায় এমনভাবে মন্ত্রজপ করিলে, সেই স্তব ও মন্ত্রজপ ভগ্নভাণ্ডস্থিত জলের ন্যায় নিষ্ফল হয়। অতএব বিধিপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিবে। জপও যোগ-বিশেষ। সেই জন্য শাস্ত্রাদিতে জপ "জপযজ্ঞ" বা "মন্ত্রযোগ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। জপ ত্রিবিধ। যথা—মানস, উপাংশু এবং বাচিক।

উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
জিহ্বৌষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিৎ দেবতাগত-মানসঃ॥

কিঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্যঃ স্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
নিজকর্ণাগোচরোঽয়ং স জপো মানসঃ স্মৃতঃ॥
উপাংশুর্নিজকর্ণস্থ গোচরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্বাচা স জপো বাচিকঃ স্মৃতঃ॥

—বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্র

—মন্ত্রার্থ স্মরণ পূর্ব্বক মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করার নাম মানসিক জপ। দেবতার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া জিহ্বা ও ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ চালনা পূর্ব্বক নিজে মাত্র শ্রবণ করিতে পারে, এরূপভাবে মন্ত্র উচ্চারণের নাম উপাংশু জপ। নিজ কর্ণের অশ্রাব্যভাবে যে মন্ত্র জপ, তাহা মানস—নিজ কর্ণের গোচরে যে জপ, তাহা উপাংশু এবং বাক্য দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণকে বাচিক জপ বলে।

উচ্চৈর্জপাদ্বিশিষ্টঃ স্যাদুপাংশুর্দ্দশভির্গুণৈঃ।
জিহ্বাজপঃ শতগুণঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥

—বাচিক জপ অপেক্ষা উপাংশু-জপে দশগুণ এবং উপাংশুজপ হইতে মানস-জপে সহস্র গুণ অধিক ফল হয়।

সাধক স্থিরচিত্ত ও স্থিরেন্দ্রিয় হইয়া ইষ্টদেবতার চিন্তা করতঃ ওষ্ঠদ্বয় সম্পুটিত করিয়া মন দ্বারা মন্ত্রবর্ণ চিন্তা করিবে। জপসময়ে জিহ্বা কিম্বা ওষ্ঠদ্বয়ের চালনা করিবে না, গ্রীবা ও মস্তক স্থিরভাবে রাখিবে এবং দন্ত সকল যাহাতে প্রকাশিত না হয়, তাহা করিবে। সাধক মন্ত্রের স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের অনুভূতিপূর্ব্বক জপ করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। অগ্রে ধ্যান ও পরে মন্ত্র জপ করিবে। ধ্যানমন্ত্র সমাযুক্ত সাধক অচিরে সিদ্ধিলাভ করে। যে দেবতা যে মন্ত্রের প্রতিপাদ্য, সেই দেবতার ধ্যান-পূর্ব্বক জপ করিবে। জপের নিয়ম—

মনঃ সংহৃত্য বিষয়ান্ মন্ত্রার্থগত-মানসঃ।
ন দ্রুতং ন বিলম্বঞ্চ জপেন্মৌক্তিকহারবৎ ॥
—ভূতশুদ্ধিতন্ত্র

—জপকালে বিষয় হইতে মনকে আহৃত অর্থাৎ তুলিয়া লইয়া মন্ত্রের অর্থ ভাবনা পূর্ব্বক অতি দ্রুত নহে, অতি বিলম্বে নহে অর্থাৎ সমান তালে মুক্তাহারের যেমন পর পর গাঁথনী, সেইরূপ ভাবে জপ করিবে।

অতি ধীরে জপ করিলে ব্যাধি জন্মে এবং অতি দ্রুত ভাবে জপ করিলে ধন ক্ষয় হয়, অতএব মৌক্তিক হারের ন্যায় অক্ষরে অক্ষরে যোগ করিয়া জপ করিবে। যে ব্যক্তি যে দেবতার উপাসক, সে তন্নিষ্ঠ, তদ্গতপ্রাণ, তচ্চিত্ত এবং তৎপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মানুসন্ধান পূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিবে।

জাপক সাধনারম্ভের পূর্ব্বে ছিন্নাদিদোষ শান্তি করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। মন্ত্র যথাবিধি জপ করিয়াও ফললাভে বিলম্ব হইলে, কোন মন্ত্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা আচার্য্য শঙ্করোক্ত ভ্রামণাদি সপ্ত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রের শুদ্ধি সম্পাদন করাইয়া লইবে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, জপের পূর্ব্বে সেতু না থাকিলে সেই জপ পতিত হয় এবং পরে সেতু না থাকিলে ঐ মন্ত্র বিশীর্ণ হইয়া যায়। অতএব সেতু ভিন্ন জপ নিষ্ফল হয়। এ কারণ জাপকগণ মন্ত্রের পূর্ব্বে ও পরে "ওঁ" এই সেতুমন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবে। যাহাদিগের ওঁ উচ্চারণে অধিকার নাই তাহারা "ঐঁ" এই মন্ত্রটীকে সেতুরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে।*

---

* মন্ত্রের ছিন্নাদি দোষ শান্তির উপায়, সেতু নির্ণয় ও মন্ত্র শুদ্ধির সপ্ত উপায় মৎপ্রণীত "যোগী গুরু" পুস্তকের মন্ত্রকল্পে সবিস্তার লিখিত হইয়াছে, কাজেই এখানে আর পুনরুল্লেখ করিলাম না। প্রয়োজন হইলে উক্ত পুস্তকে দেখিয়া লইবে।

যথানিয়মে ন্যাস ও প্রাণায়ামাদি করিয়া জপ আরম্ভ করিবে। জপ সমাপ্ত করিয়াও প্রাণায়াম করিতে হইবে। মল-মূত্রের বেগ ধারণ করিয়া জপ বা পূজাদি কিছুই করিতে নাই। মলিন বস্ত্র পরিধান, মলিন কেশ বা মলিন বেশ ধারণ করিয়া ও মুখ দৌর্গন্ধযুক্ত রাখিয়া অর্থাৎ মুখ প্রক্ষালনাদি না করিয়া জপ করিতে নাই।

আলস্যং জৃম্ভণং নিদ্রাং ক্ষুতং নিষ্ঠীবনং ভয়ম্।
নীচাঙ্গস্পর্শনং কোপং জপকালে বিবর্জ্জয়েৎ॥

—জপকালে আলস্য, জৃম্ভণ (হাই তোলা), নিদ্রা বা আড়ামোড়া পাড়া, ক্ষুৎপিপাসাবোধ, ভয়, ক্রোধ ও নাভির নিম্নস্থ যে কোন অঙ্গ স্পর্শ করিতে নাই।

এরূপ ঘটিলে পুনর্ব্বার আচমন, অঙ্গন্যাসাদি, প্রাণায়াম ও সূর্য্য, অগ্নি এবং ব্রাহ্মণ দর্শন করিয়া পূর্ব্বাবশিষ্ট জপ করিবে। যথা—

অথাচম্য চ প্রাপ্তৌ প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গকম্।
কৃত্বা সম্যক্ জপেচ্ছেষং যদ্বা সূর্য্যাদিদর্শনম্॥

মৌনী ও শুচি হইয়া মনঃসংযমন ও মন্ত্রার্থ চিন্তনপূর্ব্বক অব্যগ্রচিত্তে জপ করিতে হয়। উষ্ণীষ কিংবা বর্ম্ম পরিধান করিয়া অথবা নগ্ন, মুক্তকেশ, সঙ্গিগণাবৃত হইয়া, অপবিত্র করে, অপবিত্র ভাবে, কথা বলিতে বলিতে কদাপি জপ করিবে না। নিরাসনে অথা গমন কালে, শয়ন কালে, ভোজন কালে চিন্তাব্যাকুলিতচিত্তে এবং ক্রুদ্ধ, ভ্রান্ত কিম্বা ক্ষুধান্বিত হইয়া জপ করিবে না। হস্তদ্বয় আচ্ছাদন না করিয়া অথবা প্রাবৃত মস্তকে জপ করা কর্ত্তব্য নহে। পথ ও অমঙ্গল স্থান, অন্ধকারবৃত গৃহ, এই সকল স্থানে জপ করিতে নাই। চর্ম্মপাদুকায় পদদ্বয় আবৃত করিয়া কিম্বা শয্যায় বসিয়া জপ করিলে ফল হয় না। পদদ্বয় প্রসারিত

করিয়া বা উৎকটাসনে অথবা যজ্ঞকাষ্ঠ, পাষাণ ও মৃত্তিকাতে বসিয়া জপ করিতে নাই। জপকালে বিড়াল, কুক্কুর, কুক্কুট, বক, শূদ্র, বানর, গর্দ্দভ এই সকল দর্শন করিলে আচমন করিয়া এবং স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া অবশিষ্ট জপ সমাপন করিবে। কিন্তু গমন, অবস্থান, শয়ন ও শুচি বা অশুচি অবস্থায় মন্ত্র স্মরণপূর্ব্বক জাপকগণ মানস-জপের অভ্যাস করিবে। সর্ব্বদা, সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বাবস্থাতেই মানস পূজা করিতে পারা যায়, তাহাতে কোন দোষ নাই, যথা—।

অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি।
মন্ত্রৈকশরণো বিদ্বান্ মনসৈব সদাভ্যসেৎ॥

জপ-রহস্য ও সমর্পণ-বিধি

সাধনাভিলাষী জাপকগণের যদি মন্ত্র জপ করিয়া ফললাভ করিবার বাসনা থাকে, তবে রীতিমত মন্ত্র চৈতন্য করাইয়া জপ করিবে। মন্ত্রে ছিন্নাদি নানাবিধ দোষ এবং জীবের দেহ-মন সর্ব্বদা কলুষিত, এ কারণ শাস্ত্রে নানাবিধ শোধন-রহস্য উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা যথাপূর্ব্বক সম্পাদন করিতে না পারিলে জপ-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সাধকগণ এই জন্য জপ-রহস্য অবগত হইয়া জপ করিবার বিধি দিয়া থাকেন। জপ-রহস্য সম্পাদন পূর্ব্বক রীতিমত জপ করিয়া, বিধিপূর্ব্বক জপ সমর্পণ

করিলে জপজনিত ফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে। জপ-রহস্য-সম্পাদন ব্যতিরেকে জপফল লাভ করা একান্তই অসম্ভব।

কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব সকলেরই জপ-রহস্য-সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কল্লুকা, সেতু, মহাসেতু, করশোধন, মুখশোধন প্রভৃতি অষ্ট বিংশতি প্রকার জপ-রহস্য ক্রমান্বয়ে পর পর যথানিয়মে সম্পাদন পূর্ব্বক জপান্তে বিধিপূর্ব্বক জপ সমর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় জপরহস্য ও জপসমর্পণ বিধি প্রায় কেহ জানে না। আমরা জাপকগণের উপকারার্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। পাঠকগণের মধ্যে যাহারা মন্ত্র জপ করে, তাহারা এই জপ-রহস্য সমুদয় সম্পাদনে যদি সমর্থ হয় এবং জপান্তে শেষোক্ত প্রকারে জপ সমর্পণ করে, তাহা হইলে অচিরে ফললাভ এবং অনায়াসে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। জপরহস্যের নিয়ম যথা—

১। **শৌচ**—প্রথমে আচমন। পরে জলশুদ্ধি ও আসনশুদ্ধি। পরে গুরু, গণেশ ও ইষ্টদেবতার প্রণাম।

২। **কপাট ভঞ্জন**—হূং মন্ত্র দশবার জপ।

৩। **কামিনী-তত্ত্ব**—হৃদয়ে ক্রোং মন্ত্র দশবার জপ করিয়া কামিনীর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথাঃ—

সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং রক্তবর্ণাং চতুর্ভুজাম্।
নানালঙ্কারভূষাঢ্যাং রক্তবস্ত্রবিভূষিতাম্।
শঙ্খ-চক্রধনুর্ব্বাণ-বিরাজিত-করাম্বুজাম্॥

এই মন্ত্রে তাঁহার ধ্যান-পূজা সম্পাদন করিয়া, পরে কং বীজ দশবার জপ করিবে।

৪। **প্রফুল্ল**—লীং বীজ দশবার জপ।

৫। প্রাণায়ামাদি—প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, তত্ত্বন্যাস ও ব্যাপক ন্যাস।*

৬। ডাকিন্যাদি মন্ত্রন্যাস—তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা মূলাধারে ডাংডাকিন্যৈ নমঃ, স্বাধিষ্ঠানে রাং রাকিন্যৈ নমঃ, মণিপুরে লাং লাকিন্যৈ নমঃ, অনাহতে কাং কাকিন্যৈ নমঃ, বিশুদ্ধে শাং শাকিন্যৈ নমঃ, আজ্ঞাচক্রে হাং হাকিন্যৈ নমঃ এবং সহস্রারে যাং যাকিন্যৈ নমঃ।

৭। মন্ত্রশিখা—নিঃশ্বাস রোধ করিয়া ভাবনা দ্বারা কুণ্ডলিনীকে একবার সহস্রারে লইয়া যাইবে এবং তৎক্ষণাৎ মূলাধারে আনিবে। এইরূপ বারম্বার করিতে করিতে সুষুম্নাপথে বিদ্যুতের ন্যায় দীর্ঘাকার তেজ লক্ষিত হইবে।

৮। মন্ত্রচৈতন্য—স্বীয় বীজমন্ত্র ঈং বীজ পুটিত (ঈং "মন্ত্র" ঈং) করিয়া হৃদয়ে সাতবার জপ করিবে।

৯। মন্ত্রার্থ-ভাবনা—দেবতার শরীর ও মন্ত্র অভিন্ন, ইহাই চিন্তা করিবে।

১০। নিদ্রা-ভঙ্গ—হৃদয়ে ঈং "বীজমন্ত্র" ঈং এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে।

১১। কল্লুকা—ক্রীং হূং স্ত্রীং হ্রীং ফট্ এই মন্ত্র সাতবার মস্তকে জপ করিবে।

১২। মহাসেতু—ক্রীং মন্ত্র কণ্ঠে সাতবার জপ করিবে।

১৩। সেতু—ঐঁ হূং ঐঁ মন্ত্র হৃদয়ে সাতবার জপ করিবে।

---

* এই সকল ক্রিয়ার প্রণালী আপন আপন গুরূপদিষ্ট পটলে বিবৃত থাকে। বাহুল্য ভয়ে আমরা এখানে পদ্ধতিগুলি উদ্ধৃত করিলাম না। আর প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধির প্রণালী মৎপ্রণীত "যোগীগুরু" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

১৪। মুখশোধন—ক্রীং ক্রীং ক্রীং ওঁ ওঁ ওঁ ক্রীং ক্রীং ক্রীং এই মন্ত্র মুখে সাতবার জপ করিবে।

১৫। জিহ্বাশুদ্ধি—মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া হ্‌সৌঃ এই মন্ত্র সাতবার জপ করিবে।

১৬। করশোধন—ক্রীং ঈং ক্রীং করমালে অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্র সাতবার জপ করিবে।

১৭। যোনিমুদ্রা—মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত অধোমুখ ত্রিকোণ এবং ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ অর্থাৎ এইরূপ ষট্‌কোণ ভাবনা করিয়া পরে এং মন্ত্র দশবার জপ করিবে।

১৮। নির্ব্বাণ—ওঁ অং 'বীজমন্ত্র' ঐং এবং ঐং 'বীজমন্ত্র' অং ওঁ এইরূপ অনুলোম বিলোমে নাভিদেশে একবার জপ করিবে।

১৯। প্রাণতত্ত্ব—অনুস্বারযুক্ত প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণ দ্বারা বীজমন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবে। অথবা অসমর্থ পক্ষে অং কং চং টং তং পং যং শং পুটিত করিয়া মন্ত্র জপ করিবে।

২০। প্রাণযোগ—হ্রীং 'বীজমন্ত্র' হ্রীং এই মন্ত্র হৃদয়ে সাতবার জপ করিবে।

২১। দীপনী—ওঁ 'বীজমন্ত্র' ওঁ—এই মন্ত্র হৃদয়ে সাতবার জপ করিবে।

২২। অশৌচভঙ্গ—হৃদয়ে ওঁ 'বীজমন্ত্র' ওঁ এই মন্ত্র সাতবার জপ করিবে।

২৩। অমৃতযোগ—ওঁ উং হ্রীং এই মন্ত্র হৃদয়ে দশবার জপ করিবে।

২৪। সপ্তচ্ছদা—ক্রীং ক্লীং হ্রীং হূং ওঁ ঔঁ এই মন্ত্র হৃদয়ে দশবার জপ করিবে।

২৫। মন্ত্রচিন্তা—মন্ত্রস্থানে মন্ত্রচিন্তা করিবে অর্থাৎ রাত্রিতে প্রথম

দশদণ্ড মধ্যে নিকল স্থানে (হৃদয়ে) মন্ত্র চিন্তা করিবে। পরবর্ত্তী দশ্-দণ্ডাভ্যন্তরে কলাহীন স্থানে (বিন্দু স্থানে) অর্থাৎ মনশ্চক্রের উপরে মন্ত্র চিন্তা করিতে হইবে। তৎপরে দশ দণ্ডাভ্যন্তরে কলাতীত স্থানে মন্ত্র ধ্যান করিবে। দিবসে প্রথমে দশ দণ্ডাভ্যন্তরে ব্রহ্মরন্ধ্রে মন্ত্র ধ্যান করিবে। দ্বিতীয় দশ দণ্ডে হৃদয়ে এবং তৃতীয় দশদণ্ড মধ্যে মনশ্চক্রে মন্ত্র চিন্তা করিবে। দিবসে বা রাত্রিকালে যে সময়ে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, সেই সময়েই সপ্তচ্ছদার পরে সময়ানুসারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে মন্ত্র চিন্তা করিবে।

২৬। **উৎকীলন**—দেবতার গায়ত্রী দশবার জপ করিবে।

২৭। **দৃষ্টিসেতু**—নাসাগ্রে বা ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া দশবার প্রণব জপ করিবে। প্রণবানধিকারী ওঁ মন্ত্র জপ করিবে।

২৮। **জপারম্ভ**—সহস্রারে গুরুধ্যান, জিহ্বামূলে মন্ত্রবর্ণ ধ্যান ও হৃদয়ে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিয়া পরে সহস্রারে গুরুমূর্ত্তি তেজোময়, জিহ্বামূলে মন্ত্র তেজোময় ও হৃদয়ে ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি তেজোময় চিন্তা করিবে। অনন্তর ঐ তিন তেজের একতা করিয়া, ঐ তেজঃপ্রভাবে আপনাকেও তেজোময় ও অভিন্ন ভাবনা করিবে। ইহার পরে কামকলার ধ্যান করিয়া নিজের শরীর নাই অর্থাৎ কামকলার রূপ ত্রিবিন্দুই নিজ দেহ মনে করিয়া জপ আরম্ভ করিয়া দিবে। *

শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণবাদি সকলকেই এই প্রকারে জপ-রহস্য সম্পাদন করিতে হইবে। এই জপরহস্য শ্রীমদ্দক্ষিণাকালিকা দেবীর। অন্যান্য দেবতারও জপরহস্য প্রায় এইরূপ; কেবল কল্লুকা, সেতু, মহাসেতু, মুখশোধন ও করশোধন দেবতাভেদে পৃথক্ পৃথক্ হইবে। আপন আপন ইষ্টদেবতার ঐ কয়েকটী বিষয় পদ্ধতিগ্রন্থাদিতে দেখিয়া লইবে। আর

* কামকলাতত্ত্ব "যোগীগুরু" গ্রন্থে লিখিত আছে।

প্রাণায়াম এবং ১১।১২।১৩।২২ সংখ্যক বিষয়গুলি জপের আদি ও অন্তে করিতে হয়, উহা ব্যতীত আর সমস্তই জপের আদিতে করিতে হইবে।

উপরোক্ত অষ্টাবিংশতি প্রকার জপরহস্য যথাযথ ভাবে পর পর সম্পাদন করিয়া হৃদয়ে ইষ্টমূর্ত্তির পাদপদ্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জপ আরম্ভ করিবে। জপের নিয়ম ও কৌশলাদি ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। প্রোক্ত প্রকারে যথাসাধ্য জপ পূর্ব্বক পুনরায় কল্লুকা, সেতু, মহাসেতু, অশৌচভঙ্গ ও প্রাণায়াম করিয়া যথাবিধি জপ করিবে।

জপ-রহস্য সম্পাদন না করিলে যেমন জপফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তেমনি বিধিপূর্ব্বক জপ সমর্পণ না করিলে জপজনিত তেজ কিছুই থাকে না। জপান্তে যে ভাবে সকলে জপ সমর্পণ করিয়া থাকে, তাহাতে জপজনিত তেজ সাধকের কিছুই থাকে না। যদি জপজনিত তেজ না থাকে, তবে জপ-পুরশ্চরণাদি করিবার প্রয়োজন কি? অভিজ্ঞ তান্ত্রিক সাধকগণ যে প্রণালীতে জপ সমর্পণ করে, আমরা তাহাই বিবৃত করিতেছি।

জপ সমাপ্তি হইলে, প্রথমে **ওঁ রক্তবর্ণাং চতুর্ভুজাং সিংহারূঢ়াং শঙ্খচক্র-ধনুর্ব্বাণ-করাং কামিনীং** এই মন্ত্রে কামিনীর ধ্যান করিয়া, তাঁহাকে কং বীজরূপা ভাবনা করিবে। পরে গুরুদত্ত বীজমন্ত্রের মধ্যে যে কয়টী বর্ণ থাকিবে, তাহা ঐ কং বীজের গর্ভমধ্যে আছে ভাবনা করিয়া সেই বীজের প্রত্যেক বর্ণে অনুস্বার (ং) দিয়া অনুলোম-বিলোমক্রমে দশবার করিয়া জপ করিবে। অর্থাৎ যদি ক্রীং বীজ হয়, তবে কং দশবার রং দশবার ও ঈং দশবার এবং ঈং দশবার, রং দশবার ও কং দশবার জপ করিবে। এইরূপ যাহার যে বীজ হইবে, তাহার প্রত্যেক বর্ণে অনুস্বার যুক্ত করিয়া ঐরূপে অনুলোম-বিলোম ক্রমে জপ করিবে। পরে ঐ কামিনীরূপা

কং বীজের গর্ভেই জ্যোতিস্তত্ত্ব (হ্রীং) মন্ত্র জপ করিয়া ঐ কামিনী ও জ্যোতিস্তত্ত্ব একীভূত হইয়াছে চিন্তা করিবে। ঐ জ্যোতিস্তত্ত্ব জীবাত্মা হইতে পৃথক্ নহে। পরে ঐ একীভূত জ্যোতিঃস্বরূপা কামিনীকে সহস্রারে স্থাপনপূর্ব্বক বাহ্য-জপ সমর্পণ করিবে। অর্থাৎ উক্ত রূপ ক্রিয়া দ্বারা তেজোরূপ জপফল কামিনীর গর্ভে জীবাত্মার নিকট স্থাপন করিয়া, পরে দেবতার হস্তে—

"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে। দেবীমন্ত্রের জপবিসর্জ্জনে, গোপ্তা স্থলে গোপ্ত্রী এবং দেব স্থলে দেবি পাঠ করিবে। এইরূপ করিয়া জপ সমর্পণ করিলে সাধকের জপজনিত তেজের কিছুমাত্র হানি হয় না। এ কারণ শাক্ত, বৈষ্ণব সকলেরই জপ সমর্পণ করা কর্ত্তব্য।

যাহারা মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে চাহে, তাহারা এই জপরহস্য সম্পাদন এবং জপান্তে জপ সমর্পণ করিবে, নতুবা মন্ত্রজপে ফল লাভের আশা নাই। আরও নানাবিধ প্রণালীতে জপ করিয়া মন্ত্র সিদ্ধি করা যাইতে পারে। আমরা আরও কয়েকটী প্রণালী নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য

মন্ত্রজপে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে মন্ত্রচৈতন্য করিয়া ও মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া যথাবিধি জপ করিতে হয়। মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, মন্ত্র যে অক্ষরে, যে ভাবে, যে ছন্দোবন্ধে গ্রথিত আছে, তাহা সেই ভাবে জপ করিতে হয়। তাহা হইলে মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করা যাইবে। তন্ত্রে উক্ত রহিয়াছে যে—

মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।
ন সিধ্যন্তি বরারোহে কল্পকোটিশতৈরপি॥

—কুলার্ণব

—মন্ত্রজপকালে মন, পরমশিব, শক্তি এবং বায়ু পৃথক্ পৃথক্ স্থানে থাকিলে অর্থাৎ ইহাদিগের একত্র সংযোগ না হইলে শতকল্পেও মন্ত্র সিদ্ধি হয় না।

এই সকল তথ্য সম্যক্ না জানিয়া অনেকে বলে যে, "মন্ত্র জপ করিয়া ফল হয় না", কিন্তু আপনাদের ত্রুটীতে যে ফল হয় না, একথা কেহ বুঝিতে চায় না। এই দেখ, জগদ্গুরু যোগেশ্বর কি বলিয়াছেন—

অন্ধকারগৃহে যদ্বন্ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাসতে।
দীপনীরহিতো মন্ত্রস্তথৈব পরিকীর্ত্তিতঃ॥

—সরস্বতী তন্ত্র

—আলোকবিহীন অন্ধকার গৃহে যেরূপ কিছু দেখা যায় না, সেইরূপ দীপনীহীন মন্ত্র জপে কোন ফল হয় না। অন্য তন্ত্রে ব্যক্ত আছে—

মণিপুরে সদা চিন্ত্যং মন্ত্রাণাং প্রাণরূপকে।

অর্থাৎ মন্ত্রের প্রাণরূপ মণিপুর-চক্রে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। বাস্তবিক মন্ত্রের প্রাণ মণিপুরে, তাহা জানিয়া ক্রিয়া না করিলে মন্ত্র কখনই চৈতন্ত হইবে না; সুতরাং প্রাণহীন দেহের ন্যায় অচৈতন্য মন্ত্র জপ করিলে কোনই ফল হয় না। কিন্তু এই যে মন্ত্রের প্রাণ মণিপুরে কি প্রকার, তাহা কোন গুরুদেব বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? আমি জানি, গৃহস্থদের মধ্যে সেরূপ একজনও নাই; যোগী ও সন্ন্যাসীগণের মধ্যেও অতি অল্প লোকে ঐ সঙ্কেত ও ক্রিয়ানুষ্ঠান জ্ঞাত আছেন। তবেই দেখ, মালাঝোলা লইয়া শুধু বাহ্যাড়ম্বর ও অনুষ্ঠান করিলে ফল পাইবে কিরূপে? কিন্তু কয়জন গুরু দীক্ষার সঙ্গে শিষ্যকে মন্ত্র-চৈতন্যের উপায়াদি শিক্ষা দিয়া থাকেন? আবার রুদ্রযামলে কথিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি মন্ত্রার্থ জানে না, তাহার কি প্রকারে সিদ্ধি হইবে? যে প্রকার পশুভাবহীন ব্যক্তি পশু-ভাবের ফল ভোগ করিতে পারে না, তদ্রূপ মন্ত্রার্থানভিজ্ঞ ব্যক্তি জপফল প্রাপ্ত হয় না। মন্ত্রার্থ মানে শব্দার্থ নহে, মন্ত্রের ভাবার্থ উপলব্ধি করা চাই। সুতরাং উহা সাধনসাপেক্ষ। মন্ত্র ও দেবতার অভেদজ্ঞানই মন্ত্রার্থ। যথা—

মন্ত্রার্থ-দেবতারূপ-চিন্তনং পরমেশ্বরি।
বাচ্যবাচকভাবেন অভেদো মন্ত্রদেবয়োঃ ॥

—রুদ্রযামল

ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি চিন্তা করিলে অর্থাৎ দেবতার শরীর ও মন্ত্র অভিন্ন এইরূপ ভাবিলে মন্ত্রার্থ ভাবনা হয়। দেবতার রূপ চিন্তনই মন্ত্রার্থ। মন্ত্র ও দেবতা বাচ্য-বাচক ভাবে অভিন্ন, দেবতা মন্ত্রবাচ্য এবং মন্ত্র দেবতার বাচক, সুতরাং বাচ্য বিজ্ঞাত হইলে বাচক প্রসন্ন হয়েন। এইরূপে মন্ত্রের অর্থ পরিজ্ঞাত হইয়া জপ না করিলে মন্ত্র সিদ্ধি হয় না, অতএব সকলেরই

আপন আপন ইষ্টদেবতার, আপন আপন মন্ত্রের অর্থজ্ঞান থাকা আবশ্যক। শাস্ত্রে মন্ত্রার্থ জ্ঞানের এক উৎকৃষ্ট উপায় আছে। সেই উপায়ে সকলেই সকল প্রকার মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে। তদ্দ্বারা মন্ত্রের অর্থ আপনিই সাধক-হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। নিম্নে তাহার ক্রম লিখিত হইল।

গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্রকে প্রথমে ভাবিবে, মূলাধার চক্রে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে রহিয়াছেন। ইঁহার কান্তি নিতান্ত নির্ম্মল স্ফটিকসদৃশ শুভ্রবর্ণ এবং তাঁহাতেই মন্ত্রের অক্ষরশ্রেণী তদভেদে বিরাজ করিতেছে। অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত ঐরূপ ভাবনা করিয়া পরে চিন্তা করিবে যে, জীব মনের সহিত স্বাধিষ্ঠান-চক্রে গিয়াছেন। এই চক্রেও বন্ধুককুসুমারুণবর্ণরূপে ইষ্টদেবতা ও মন্ত্রাক্ষরশ্রেণী এক হইয়া বিরাজ করিতেছেন। মুহূর্ত্তার্দ্ধ ঐরূপ চিন্তা করিয়া পশ্চাৎ মণিপুর চক্রেও স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও অভিন্ন ভাবনা করা কর্ত্তব্য। অতঃপর ভাবিবে—দেবতা ও মন্ত্র সহস্রদল-কমলে বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার বর্ণ স্ফটিকাপেক্ষা সুশুভ্র। অতঃপর হৃৎপদ্মে জীবের গমন; তথায়ও ধ্যানযোগে চিন্তা করিবে যে, তাঁহাদের বর্ণ মরকতমণিসমপ্রভ শ্যামবর্ণ। তৎপরে বিশুদ্ধচক্রে ঐরূপ হরিদ্বর্ণ ধ্যান করিয়া আজ্ঞাচক্রে যাইবে। তথায় মন্ত্রময় ইষ্টদেবতা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী ও পূর্ব্বোক্ত বর্ণচতুষ্টয়ানুরঞ্জিতা। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে এক অনির্ব্বাচ্য রূপ বা ভাব আবির্ভূত হইবে। সেই অনির্ব্বাচ্য রূপ বা ভাব জপ্য মন্ত্রের যথার্থ অর্থ।

এইরূপে মন্ত্রার্থ নির্ণয় করিয়া পরে মন্ত্রচৈতন্য করাইবে। চৈতন্য-সহিত মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। যে ব্যক্তি চৈতন্যরহিত মন্ত্র জপ করে, তাহার ফলের আশা সুদূরপরাহত। উপরন্তু প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। ইহা আমাদের মনগড়া কথা নহে, শাস্ত্রেই উক্ত আছে—

চৈতন্যরহিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তবর্ণাস্তু কেবলাঃ।
ফলং নৈব প্রযচ্ছন্তি লক্ষকোটিশতৈরপি ॥

—ভূতশুদ্ধি মন্ত্র

—অচৈতন্য মন্ত্র কেবল বর্ণমাত্র ; সুতরাং শত লক্ষ কোটী জপেও ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না।

অতএব জাপককে জপ্যমন্ত্র চৈতন্য করাইয়া দিতে হয়। মন্ত্রগুলি বর্ণ নহে, নাদরূপিণী শব্দব্রহ্ম দেবীই মন্ত্রবাদের মূলাত্মিকা শক্তি।* এই শব্দ যে কার্য্যের জন্য যে সমুদয়ে একত্রে গ্রথিত হইয়া যোগবলশালী ঋষিদিগের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল, তাহাই মন্ত্ররূপে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে, অতএব মন্ত্রশব্দ যে এক অলৌকিক শক্তি ও বীর্য্যশালী, তাহাতে সন্দেহ কি? মন্ত্র শব্দের অর্থ এই যে—

মননাৎ তারয়েৎ যস্তু স মন্ত্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

অর্থাৎ যাহা মনে স্মরণ মাত্রেই জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তাহাই মন্ত্র নামে কথিত হইয়াছে। যেমন ক্ষুদ্র সর্ষপপরিমিত অশ্বত্থ বীজের মধ্যে বৃহৎ বৃক্ষটি কারণরূপে নিহিত থাকে, প্রকৃতির সহায়তায় সেই কারণ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ দেব-দেবীর বীজ-মন্ত্রে তাঁহাদের সূক্ষ্ম শক্তি নিহিত থাকে ; শুনিতে বর্ণ মাত্র কিন্তু ক্রিয়া দ্বারা তাহার শক্তি জাগাইয়া দিলে যে দেবতার যে বীজ, সেই দেবতার শক্তি কার্য্য করিবে, সন্দেহ নাই। যোগযুক্ত হৃদয়ের আত্যন্তিক স্ফুরণে মন্ত্রের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ও বিকীরণ হয়। অতএব মন্ত্রকে চৈতন্য করা, এই কথার অর্থ এই যে, মন্ত্রকে চিৎশক্তিতে সমারূঢ় করা। অর্থাৎ বর্ণভাব বা অক্ষরভাব দূরীকৃত

* মৎপ্রণীত "যোগী গুরু" গ্রন্থে মন্ত্রতত্ত্ব বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে। উক্ত পুস্তকের মন্ত্রকল্প দেখ।

করিয়া মন্ত্রকে চেতন ভাবে পরিণমিত করা। মন্ত্র চিৎশক্তিসমারূঢ় হইলে শাস্ত্রে তাহাকে সচেতন ও সজীব মন্ত্র বলে। অচৈতন্য মন্ত্রের নাম লুপ্তবীজ মন্ত্র। লুপ্তবীজমন্ত্র জপে কোন ফল হয় না। যথা—

লুপ্তবীজাশ্চ যে মন্ত্রা ন দাস্যন্তি ফলং প্রিয়ে।

মন্ত্রচৈতন্য করা অতিশয় কঠিন সাধনাসাপেক্ষ। মন্ত্রচৈতন্য করিবার সংক্ষিপ্ত ও সাঙ্কেতিক কার্য্য অনেক আছে, বিশেষতঃ তাহা ক্রিয়াময়। গুরুর নিকট সঙ্কেত ও ক্রিয়া অবগত হইয়া মন্ত্রচৈতন্য করিলে শীঘ্র ফল-লাভ হইতে পারে। শাস্ত্রে মন্ত্রচৈতন্য করিবার বহুবিধ প্রণালী আছে, আমরা কয়েকটি মাত্র নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

মনে মনে একতানভাবে চিন্তা করিবে যে, বর্ণসমুদয় সূক্ষ্ম অনাহত শব্দে বাস করে এবং চিৎশক্তির প্রেরণায় সুষুম্না-পথে কণ্ঠদেশ দিয়া অতিবাহিত হয়। তদনন্তর চিন্তা করিবে—মন্ত্রের যে সকল বর্ণ আছে, ঐ বর্ণসকল চৈতন্যের সহিত এক হইয়া শিরঃস্থ সহস্রার পদ্মে অবস্থান করিতেছে। সহস্রদলপদ্মে চৈতন্যের প্রকাশ এবং তাহাতে মন্ত্রাক্ষরের চৈতন্যরূপে অবস্থিতি। এই প্রকার চিন্তার পরে মণিপুরপদ্মকে সেই প্রকার চৈতন্যাধিষ্ঠিত মন্ত্রের প্রাণ বলিয়া চিন্তা করিবে।

সহস্রাররূপ শিবপুরে চতুর্ব্বেদাত্মক শাখাচতুষ্টয়যুক্ত পীত-রক্ত-শ্বেত-কৃষ্ণ ও হরিদ্বর্ণ অম্লানপুষ্পপরিশোভিত, সুমধুর ফলান্বিত, ভ্রমর ও কোকিল-নিনাদিত কল্পবৃক্ষের এবং তদধোভাগে রত্নবেদিকা ও তদুপরি পুষ্পশয্যান্বিত মনোহর পর্য্যঙ্কের চিন্তা করিয়া এই পর্য্যঙ্কে কুলকুণ্ডলিনীসমন্বিত মহাদেবের চিন্তা করিবে এবং তৎপর ত্রিবর্গদায়িনী ইষ্টদেবতার মন্ত্র জপ করিবে।

সূর্য্যমণ্ডল লক্ষ্য করিয়া, তাহার মধ্যে ইষ্টমন্ত্রের অবস্থান—এই প্রকার চিন্তা ও মনে মনে সেই মন্ত্র জপ করিবে এবং ভাবিবে যে গুরু সাক্ষাৎ শিবরূপী, সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী—শক্তি তদভেদে বিরাজ করিতেছেন। এইরূপ চিন্তা করিলেও মন্ত্রেচৈতন্যের আবেশ হইতে পারে।

চিৎশক্তি অক্ষর উচ্চারণের আদি কারণ। চিৎশক্তিতেই বর্ণ সকল আরূঢ় থাকে। অতএব মন্ত্র যখন ষট্‌চক্রশোধন দ্বারা (পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রার্থ নির্ণয়ের ন্যায়) অক্ষরভাব পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যে আরূঢ় হয় অর্থাৎ চেতনাশক্তিতে সমন্বিত হয়, তখন মন্ত্রচৈতন্য হইয়া থাকে।

এইরূপ ভাবে চারিটি ক্রিয়ার মধ্যে যে কোন একটি অবলম্বনপূর্ব্বক মন্ত্র ও চিৎশক্তির অভেদ ভাবনা করিতে করিতে উপযুক্তকালে মন্ত্রচৈতন্যের আবেশ হয়। বলা বাহুল্য, যে চিন্তার কথা বলা হইল—ইহা একতান চিন্তা অর্থাৎ বিষয়াদি হইতে মনকে আহৃত করিয়া তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন চিন্তা। উক্ত প্রকারে চিন্তা করিতে করিতে আনন্দাশ্রুপাত, রোমাঞ্চ ও নিদ্রাবেশ হয়। ইহাকেই মন্ত্র-চৈতন্য বলে। মন্ত্র-চৈতন্য হইলে সাধকের হৃদয় নিত্যানন্দে পূর্ণ হয় ও দেবদর্শন হইয়া থাকে। বিষ্ণুমন্ত্র, শক্তিমন্ত্র ও শিবমন্ত্র জপে মন্ত্রার্থ জ্ঞান ও মন্ত্রচৈতন্যের বিশেষ আবশ্যকতা জানিবে। ইহা আমরা রচাইয়া বলিতেছি না। শাস্ত্রে উক্ত আছে—

মূলমন্ত্রং প্রাণবুদ্ধ্যা সুষুম্নামূলদেশকে।
মন্ত্রার্থং তস্য চৈতন্যং জীবং ধ্যাত্বা পুনঃ পুনঃ ॥
—গৌতমীয় তন্ত্র

—মূলমন্ত্রকে সুষুম্নার মূলদেশে জীবরূপে চিন্তা করিয়া মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য পরিজ্ঞান পূর্ব্বক জপ করিবে।

———

যোনি-মুদ্রাযোগে জপ

মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য পরিজ্ঞাত হইয়া যোনিমুদ্রাযোগে জপ করিলে অতি সত্বরে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। মন্ত্রার্থ, মন্ত্র-চৈতন্য ও যোনিমুদ্রা অবগত না হইয়া জপাদি করিলে পূর্ণ ফল লাভ হয় না, এ কথা তন্ত্রশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। যথা—

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ।
শতকোটিজপেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে॥

—সরস্বতী তন্ত্র

মন্ত্রার্থ, মন্ত্র-চৈতন্য ও যোনিমুদ্রা না জানিয়া জপ করিলে শত কোটি জপেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। অতএব মন্ত্রসিদ্ধিকামী ব্যক্তি মন্ত্রচৈতন্য করিয়া মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া যোনিমুদ্রা বন্ধন করিয়া জপ করিবে। মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক্ষণে যোনিমুদ্রার বিষয় বিবৃত করা যাউক।

পশুভাবে স্থিত যে মন্ত্র, তাহা কেবল বর্ণমাত্র। অতএব ঐ সকল মন্ত্র সুষুম্না-ধ্বনিতে উচ্চারিত করিয়া জপ করিলে প্রভুত্ব প্রাপ্তি হয়। কুলার্ণব তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, জপকালে মন, পরম শিব, শক্তি এবং বায়ু পৃথক্ পৃথক্ স্থানে থাকিলে অর্থাৎ ইহাদিগের একত্র সংযোগ না হইলে, শতকোটি কল্পেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। মন, পরমশিব, শক্তি এবং বায়ুর ঐকাত্ম্য সম্পন্ন করিবার জন্যই যোনিমুদ্রার প্রয়োজন।

মূলাধার পদ্মের কন্দমধ্যে ত্রিকোণ, তন্মধ্যে সুলক্ষণ কামবীজ, তন্মধ্যে কামবীজোদ্ভূত মনোহর স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গ, তদুপরিভাগে হংসাশ্রিতা

চিৎকলা, তন্মধ্যে স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ-বেষ্টিতা তেজরূপা চিন্ময়ী কুণ্ডলিনীশক্তির ধ্যান করিবে। অনন্তর আধারাদি ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া তেজরূপা কুণ্ডলিনীদেবীকে 'হংস' মন্ত্রের বাহিত ব্রহ্মরন্ধ্রে আনয়ন করতঃ তত্রস্থ সদাশিবের সহিত ক্ষণমাত্র উপগতা চিন্তা করিয়া উক্ত শিব ও কুণ্ডলিনী সংযোগোৎপন্ন লাক্ষারস সদৃশ পাটলবর্ণ অমৃতধারায় নিজকে প্লাবিত ও আনন্দময় চিন্তা করিবে। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত পথে কুণ্ডলিনীকে পুনর্ব্বার মূলাধারে আনয়ন করিবে। অনন্তর ব্রহ্মনাড়ীমধ্যগতা মৃণালসূত্রসন্নিভ চিত্রাণী-নাড়ী-গ্রথিত অক্ষমালার চিন্তা করিয়া মন্ত্র দ্বারা সবিন্দু বর্ণ ও সবিন্দুবর্ণ দ্বারা মন্ত্র অন্তরিত করিয়া অনুলোম-বিলোমে জপ করিবে। উক্ত প্রকারে পঞ্চাশৎ মাতৃকা বর্ণে শত বার জপ করিবে। জপ সময়ে 'ক্ষ'কাররূপ মেরু কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। এইরূপে যোনিমুদ্রা বন্ধন করিয়া জপ করিতে হয়।*

যোনিমুদ্রা বন্ধন প্রাণায়াম মাত্রাযোগেই করিতে হইবে। যোনিমুদ্রা এক প্রকার যোগ। অভ্যাসের দ্বারা উহাতে সিদ্ধিলাভ করা যায়। সদ্‌গুরুর নিকটে দেখিয়া লইয়া তৎপরে অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেই ভাল হয়। নতুবা উল্লিখিত শাস্ত্রোক্ত অংশমাত্র পাঠ করিয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ যথাযথ ভাবে উহা অনুষ্ঠানে সক্ষম হইবে না। আমরা জাপক ও সাধকগণের সুবিধার্থে যোনিমুদ্রাযোগে জপের প্রণালী বক্ষ্যমাণ ভাবে নিম্নে বিবৃত করিলাম। ইহা গুরূপদিষ্ট এবং বহু সাধকগণের পরীক্ষিত। জপের এরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালী

* মৎপ্রণীত "যোগী গুরু" পুস্তকে ষট্‌চক্রাদির বিবরণ এবং "জ্ঞানী গুরু" পুস্তকে যোনিমুদ্রার প্রণালী বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে। সাধকগণের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য "যোগী গুরু" পুস্তকখানা পাঠ করা কর্ত্তব্য। নতুবা এই পুস্তকোক্ত অনেক বিষয় বুঝিতে গোল হইতে পারে।

আমরা আর অবগত নহি। যথাবিধানে অনুষ্ঠান করিতে পারিলে অতি অল্প সময়ে ইহাতে সাফল্য লাভ করিতে পারিবে। যোনিমুদ্রা-যোগে জপের প্রণালী এইরূপ—

সাধক সাধনোপযোগী স্থানে কম্বল, মৃগচর্ম্ম প্রভৃতি কোন আসনে পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর মুখে উপবিষ্ট হইয়া ধূপাদির গন্ধে গৃহ পূর্ণ ও নিজে আনন্দযুক্ত হইবে। অতঃপর আপন আপন সুবিধাস্বরূপ অভ্যস্ত যে কোন আসনে স্থিরভাবে সোজা হইয়া উপবেশন করিয়া প্রথমতঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে শতদল পদ্মে গুরুদেবের ধ্যান, পূজা, প্রণাম ও প্রার্থনা করিবে। অনন্তর পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—এই সপ্তদশের আধারস্বরূপ জীবাত্মাকে মূলাধারচক্রস্থিত কুণ্ডলিনীর সহিত একীভূত চিন্তা করিবে। মূলাধারপদ্ম ও কুণ্ডলিনীশক্তিকে মানসনেত্রে দর্শন করতঃ "হূঁ" এই কূর্চ্চবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক উভয় নাসিকাপথে ধীরে ধীরে বায়ু আকর্ষণ করিয়া মূলাধারে চালিত করিতে করিতে চিন্তা কর, মূলাধারস্থিত শক্তিমণ্ডলান্তর্গত কুণ্ডলিনীর চতুর্দ্দিকস্থিত কামাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। ঐ অগ্নি সমুদ্দীপিত হইলে কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া উঠিবেন। তখন "হংস" মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক গুহ্যদেশ আকুঞ্চিত করিয়া কুম্ভক দ্বারা বায়ু রোধ করিলে কুণ্ডলিনী ঊর্দ্ধগমনোন্মুখী হইবেন। সেই সময় কুণ্ডলিনী-শক্তিকে মহাতেজোময়ী এবং মন্ত্রাক্ষরগুলি তাঁহাতে গ্রথিত চিন্তা করিবে। সেই সময় কুণ্ডলিনী এক মুখ স্বাধিষ্ঠানে রাখিয়া অন্য মুখ দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে মূলাধার পদ্মের চতুর্দ্দলে চারিবার তালে তালে জপ করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আধারপদ্মস্থিত সমস্ত দেব-দেবী, মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিগুলি গ্রাস করিবেন অর্থাৎ উহারা তাঁহার (কুণ্ডলিনী-শক্তির) শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। তখন পৃথ্বীবীজ "লং" মুখে করিয়া কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানে

উঠিবেন। অমনি মূলাধারপদ্ম অধোমুখ ও মুদিত হইয়া ম্লান হইয়া যাইবে।

সাধককে এই থানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, সমুদয় পদ্মই ভাবনার সময় ঊর্দ্ধমুখ ও বিকশিত হয়। কুণ্ডলিনী চৈতন্যলাভ করিয়া যখন যে পদ্মে যাইবেন, তখন সেই পদ্মই বিকশিত হইবে। কিন্তু যখন যে পদ্ম ত্যাগ করিবেন, তখন সেই পদ্মই মূলাধারের ন্যায় অধোমুখ, মুদিত ও ম্লান হইয়া যাইবে। আর এই প্রণালী সমুদয় ভাবনা দ্বারা সুন্দররূপে অভ্যস্ত হইলে, যখন কুণ্ডলিনী উঠিতে থাকিবেন, তখন সাধক স্পষ্টরূপে অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। কেননা তিনি যতদূর উঠিবেন, সে পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের ভিতর সির সির করিবে, রোমাঞ্চ হইবে এবং সাধকের মনে অপার আনন্দ অনুভব হইবে।

মূলাধার পদ্ম পরিত্যাগ করিয়া কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠান-পদ্মে আসিয়াই পূর্ব্ব মুখ মণিপুরে উত্তোলন করিবেন এবং অপর মুখ দ্বারা স্বাধিষ্ঠান পদ্মের ষড়দলে দক্ষিণাবর্ত্তে ছয়বার তালে তালে জপ করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাধিষ্ঠানপদ্মস্থিত সমস্ত দেবদেবী, মাতৃকাবর্ণ বৃত্তিগুলি গ্রাস করিবেন। লং বীজ জলে লয় প্রাপ্ত হইবে। তখন "বং" এই বরুণ-বীজ মুখে করিয়া কুণ্ডলিনী মণিপুরে উঠিবেন।

অনন্তর কুণ্ডলিনী মণিপুর আসিয়া পূর্ব্বমুখ অনাহতপদ্মে উত্তোলন করিবেন এবং অপর মুখ দ্বারা মণিপুরপদ্মের দশদলে দক্ষিণাবর্ত্তে দশবার তালে তালে জপ করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মণিপুরপদ্মস্থিত সমস্ত দেবদেবী, মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিগুলি গ্রাস করিবেন। বং বীজ অগ্নিমণ্ডলে লয় প্রাপ্ত হইবে। তখন "রং" এই বহ্নিবীজ মুখে করিয়া অনাহতে উঠিবেন।

অতঃপর কুণ্ডলিনী অনাহতপদ্মে আসিয়া পূর্ব্বমুখ বিশুদ্ধপদ্মে উত্তোলন করিয়া অপর মুখ দ্বারা অনাহতপদ্মের দ্বাদশ দলে দক্ষিণাবর্ত্তে

তালে তালে দ্বাদশ বার জপ করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অনাহত-পদ্মস্থিত সমস্ত দেবদেবী, মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিগুলি গ্রাস করিবেন। রং বীজ বায়ুমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে। তখন "যং" এই বায়ুবীজ মুখে করিয়া কুণ্ডলিনী বিশুদ্ধপদ্মে উঠিবেন।

অনন্তর বিশুদ্ধ পদ্মে আসিয়া পূর্ব্বমুখ আজ্ঞাচক্রে উত্তোলন করিয়া অপর মুখ দ্বারা বিশুদ্ধপদ্মের ষোড়শ দলে দক্ষিণাবর্ত্তে তালে তালে ষোল বার জপ করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ-পদ্মস্থিত সমস্ত দেব-দেবী, মাতৃকাবর্ণ, সপ্তস্বর এবং বৃত্তিগুলি গ্রাস করিবেন; যং-বীজ আকাশ মণ্ডলে লয় হইয়া যাইবে। তখন "হং" এই আকাশ বীজ মুখে করিয়া কুণ্ডলিনী আজ্ঞাচক্রে উঠিবেন।

তদনন্তর কুণ্ডলিনী আজ্ঞাচক্রে আসিয়া পূর্ব্বমুখ নিরালম্বপুরে উত্তোলন করিয়া অপর মুখ দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে আজ্ঞাচক্রের দুই দলে তালে তালে দুইবার জপ করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আজ্ঞাপদ্মস্থ সমুদয় দেবতা, মাতৃকাবর্ণ ও গুণগুলি গ্রাস করিবেন। হং-বীজ মনশ্চক্রে লয়প্রাপ্ত হইবে। মন বুদ্ধিতত্ত্বে, বুদ্ধি প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি কুণ্ডলিনী-শক্তির শরীরে লয় লইয়া যাইবে।

তখন কুণ্ডলিনী সুষুম্নামুখের নীচে কপাটস্বরূপ অর্দ্ধচন্দ্রাকার মণ্ডল ভেদ করিয়া যতই উত্থিত হইতে থাকিবেন, ততই ক্রমে ক্রমে নাদ, বিন্দু, হকারার্দ্ধ ও নিরালম্বপুরী গ্রাস করিয়া যাইবেন অর্থাৎ তৎ সমস্তই কুণ্ডলিনীর শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। এই অর্দ্ধচন্দ্রাকার কপাট ভেদ হইলেই কুণ্ডলিনী স্বয়ং উত্থিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদল কমলে পরম পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইবেন।

আদ্যাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী এইরূপে স্থূল ভূত হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব গ্রাস করিয়া শিরসি-সহস্রারে উঠিয়া পরম পুরুষের

সহিত সংযুক্ত ও একীভূত হইবেন। তখন প্রকৃতি-পুরুষের সামরস্য সম্ভূত অমৃতধারা দ্বারা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর প্লাবিত হইতে থাকিবে। সেই সময় সাধক সমস্ত জগৎ বিস্মৃত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কিরূপ অনির্ব্বচনীয় অভূতপূর্ব্ব অপার আনন্দে নিমগ্ন হইবে, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। সে আনন্দ অনুভব ব্যতীত মুখে বলিয়াও বুঝাইতে পারা যায় না। সে অব্যক্ত অপূর্ব্বভাব ব্যক্ত করিবার মত ভাষা নাই। সে অনির্দ্দেশ্য অননুভূত আনন্দ স্বয়ংবেদ্য। সাধারণকে 'কুমারীর স্বামী সহবাস সুখ উপলব্ধির ন্যায়' সে আনন্দ বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

যাঁহারা স্থূলমূর্ত্তির উপাসক, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা শাক্ত, তাঁহারা কুলকুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উত্থাপিত করিয়া তাঁহাকে গুরূপদিষ্ট ইষ্টদেবতা অর্থাৎ যিনি যে দেবীর উপাসক, তিনি কুণ্ডলিনী-শক্তিকে সেই দেবী এবং পরম পুরুষকে তন্নির্দ্দিষ্ট ভৈরব কল্পনা করিয়া উভয়ের একত্রিত সামরস্য সম্ভোগ করিবেন। আর যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারাও কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উঠাইয়া পুরুষের সহিত সংযুক্ত করিবার সময়ে কুণ্ডলিনীকে পরাপ্রকৃতিরূপিণী রাধা এবং সহস্রারস্থিত পরম পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণ কল্পনা করিয়া উভয়ের সামরস্য সম্ভোগ করিবেন।*

সহস্রদল-পদ্মে কুণ্ডলিনীকে মহাতেজোময়ী অমৃতানন্দ মূর্ত্তি চিন্তা করিবে। তৎপরে সুধাসমুদ্রে নিমজ্জিত ও রসাপ্লুত করিয়া পরম-পুরুষের সহিত সামরস্য সম্ভোগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কুণ্ডলিনীকে যথাস্থানে আনয়ন করিতে হইবে। এই সময় তাঁহাকে মহামৃতরূপা আনন্দময়ী

---

* এই প্রক্রিয়া আমাদের স্বকপোলকল্পিত বলিয়া কোন বৈষ্ণব মনে করিলে তাঁহাদের প্রামাণিক গ্রন্থ "নারদ-পঞ্চরাত্রের" ৩য় অধ্যায়ের ৭০ হইতে ৭২ শ্লোকে দৃষ্টি করিলেই ভ্রম বুঝিতে পারিবেন।

চিন্তা করিবে। কুণ্ডলিনীকে নামাইবার সময় সাধক "সোঽহং" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উভয় নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিবে। তাহা হইলে তিনি নিম্নদিকে আসিবেন। প্রত্যাগমন কালে নিরালম্বপুরী, প্রণব, নাদ, বিন্দু আদি উদ্গীর্ণ করিয়া যখন কুণ্ডলিনী আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইবেন, তখন তাঁহা হইতে বুদ্ধি, মন, দেবতা, ত্রিগুণ, মাতৃকাবর্ণ ও পদ্মস্থিত অন্যান্য সমুদয় সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে। কুণ্ডলিনী নিম্নের মুখ দ্বারা বামাবর্ত্তে তালে তালে আজ্ঞাচক্রের দুই দলে দুইবার জপ করিবেন। পরে মনশ্চক্র হইতে "হং" এই আকাশ বীজ উৎপন্ন হইলে, তাহা মুখে করিয়া **বিশুদ্ধপদ্মে** উপস্থিত হইবেন।

বিশুদ্ধ-পদ্মে আসিলে, তাঁহা হইতে এই পদ্মস্থ সমস্ত দেবদেবী, মাতৃকাবর্ণ, সপ্তস্বর ও অমৃতাদি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে সংস্থিত হইবে। তখন কুণ্ডলিনী নিম্নের মুখ দ্বারা বামাবর্ত্তে বিশুদ্ধপদ্মের ষোড়শ দলে তালে তালে ষোলবার জপ করিবেন। হং-বীজ হইতে আকাশমণ্ডল সৃষ্টি হইবে। তাহা হইতে "যং" এই বায়ু-বীজ উৎপন্ন হইলে, তাহা মুখে করিয়া কুণ্ডলিনী **অনাহতপদ্মে** আসিবেন।

অনাহত-পদ্মে উপস্থিত হইলে, তাহা হইতে এই পদ্মস্থিত সমস্ত দেবদেবী, মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিগুলি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে। তখন কুণ্ডলিনী নিম্নের মুখ দ্বারা বামাবর্ত্তে অনাহত পদ্মের দ্বাদশ দলে তালে তালে বারোবার জপ করিবেন। যংবীজ হইতে বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি হইবে। তাহা হইতে "রং" এই বহ্নি-বীজ উৎপন্ন হইলে, তাহা মুখে করিয়া কুণ্ডলিনী **মণিপুরপদ্মে** উপস্থিত হইবেন।

মণিপুর-পদ্মে আসিলে তাঁহা হইতে এই পদ্মস্থিত সমস্ত দেব-দেবী, মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিগুলি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে সংস্থিত হইবে। তখন

কুণ্ডলিনী নিম্নের মুখ দ্বারা বামাবর্ত্তে মণিপুর-পদ্মের দশ দলে তালে তালে দশবার জপ করিবেন। রং-বীজ হইতে অগ্নিমণ্ডল সৃষ্টি হইবে। তাহা হইতে "বং" এই বরুণ-বীজ উৎপন্ন হইলে, তাহা মুখে করিয়া কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানপদ্মে উপস্থিত হইবেন।

স্বাধিষ্ঠান-পদ্মে আসিলে, তাঁহা হইতে এই পদ্মস্থিত সমুদয় দেবদেবী, মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিগুলি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে। তখন কুণ্ডলিনী নিম্নের মুখ দ্বারা বামাবর্ত্তে স্বাধিষ্ঠান-পদ্মের ষড়্‌দলে তালে তালে ছয়বার জপ করিবেন। বং-বীজ হইতে জলরাশি সৃষ্টি হইবে। তাহা হইতে "লং" এই পৃথ্বী-বীজ উৎপন্ন হইলে, তাহা মুখে করিয়া কুণ্ডলিনী মূলাধারে আসিবেন।

মূলাধারে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহা হইতে এই পদ্মের সমস্ত দেবদেবী, মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিগুলি সৃষ্টি হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে। তখন কুণ্ডলিনী নিম্নের মুখ দ্বারা বামাবর্ত্তে মূলাধার-পদ্মের চতুর্দ্দলে তালে তালে চারিবার জপ করিবেন। লং-বীজ হইতে পৃথ্বীমণ্ডল সৃষ্টি হইবে। তখন কুণ্ডলিনী অপর মুখ দ্বারা ব্রহ্মদ্বার রোধ করতঃ সুখে নিদ্রিতা হইয়া নিম্নের মুখ দ্বারা নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিবেন। জীব পুনর্ব্বার ভ্রান্তি ও মায়ামোহে সংমুগ্ধ হইয়া জীবভাবে যথাস্থানে অবস্থান করিবে।

এই প্রণালী কুম্ভকযোগে ভাবনা দ্বারা করিতে হয়। কেবল জপের সময় সেতুসংযুক্ত ইষ্ট-মন্ত্র মনে মনে যথানিয়মে উচ্চারণ করিতে হয়। কুণ্ডলিনী সর্ব্বস্বরূপিণী, সুতরাং তাঁহাকে উদ্বোধিত করিতে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। কুল-কুণ্ডলিনী সকল দেহে সকলের মূলরূপে মূলাধারে অবস্থিতি করিতেছেন। যথা—

মূলাধারে বসেৎ শক্তিঃ সহস্রারে সদাশিবঃ।

অতএব শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, পার্শি, শিখ, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ উপরোক্ত নিয়মে কুণ্ডলিনীর সাহায্যে জপ করিতে পারিবে। যোনিমুদ্রাযোগে জপ, সকল জপ হইতে শ্রেষ্ঠ—ইহার অনুষ্ঠানমাত্রেই এমন কোন বিষয় নাই, যাহাতে সাধক সিদ্ধি লাভ না করিতে পারে। যথা—

যোনিমুদ্রা পরা গোপ্যা দেবানামপি দুর্লভা।
সকৃত্তু লাভাৎ সংসিদ্ধিঃ সমাধিস্থঃ স এব হি॥

—গোরক্ষসংহিতা

এই যোনিমুদ্রা অতিশয় গোপনীয়, দেবগণও ইহা লাভ করিতে পারেন না। এই মুদ্রার অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ সিদ্ধি হয় ও সমাধিস্থ হইতে পারা যায়। কেননা—

যোনিমুদ্রাং সমাসাদ্য স্বয়ং শক্তিময়ো ভবেৎ।
সুশৃঙ্গাররসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি॥
আনন্দময়ঃ সংভূত্বা ঐক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ।
অহং ব্রহ্মেতি বাদ্বৈতং সমাধিস্তেন জায়তে॥

—ঘেরণ্ড-সংহিতা

যোনিমুদ্রা অবলম্বন করিয়া সাধক সেই পরমাত্মাতে আপনাকে শক্তিময় ভাবনা করিবে অর্থাৎ আপনাকে প্রকৃতিরূপা গৌরী বা রাধা এবং পরমাত্মাকে পুরুষরূপ শিব বা শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিবে, তাহা হইলে প্রকৃতিপুরুষ বা তদাত্মক ব্রহ্মজ্ঞান হইবে। তখন স্ত্রী-পুরুষবৎ আপনার সহিত পরমাত্মার শৃঙ্গার-রস-পূর্ণ বিহার হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবে। এইরূপ সম্ভোগ হইতে উৎপন্ন পরমানন্দরসে মগ্ন হইয়া পরব্রহ্মের

সহিত অভেদরূপে মিলিত হইয়াছি, এরূপ জ্ঞান জন্মিবে। তাহা হইলে "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অদ্বৈতজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া পরব্রহ্মে চিত্ত লীন হইয়া যাইবে। অবশ্য ক্রমাভ্যাসে এই মুদ্রা-বন্ধন ও জপের প্রণালী শিক্ষা হইবে।

অজপা জপের প্রণালী

মূলাধার-পদ্ম ও স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গ অধোমুখ থাকাতে চিত্রাণী-নাড়ী-মধ্যস্থিতা ব্রহ্মনাড়ীর মুখও অধোভাগে আছে। দ্বিমুখবিশিষ্ট সার্দ্ধত্রিবলয়াকৃতি কুলকুণ্ডলিনীশক্তি এক মুখ ঐ ব্রহ্মবিবরে রাখিয়া ব্রহ্মদ্বার রোধ করতঃ নিদ্রা যাইতেছেন ; অন্য মুখ দণ্ডাহত ভুজঙ্গিনীর ন্যায়, এই মুখ দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস হইতেছে। তাহাই জীবের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। শ্বাস-বায়ুর নির্গমনকালে হংকার ও গ্রহণ সময়ে সঃকার উচ্চারিত হয়। যথা—

হংকারো নির্গমে প্রোক্তঃ সকারস্তু প্রবেশনে।

—স্বরোদয় শাস্ত্র

—শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যদি গ্রহণ না করা গেল, তবে তাহাতেই মৃত্যু হইতে পারে, অতএব হং শিব-স্বরূপ বা মৃত্যু। সঃকারে গ্রহণ, ইহাই শক্তিস্বরূপ। এই দুয়ের বিসংবাদে জীবন রক্ষা হয়। অতএব এই শ্বাস-প্রশ্বাসই জীবের জীবত্ব।

সোঽহং হংস পদেনৈব জীবো জপতি সর্ব্বদা।

—হংস উপনিষৎ

হংসের বিপরীত "সোঽহং" জীব সর্ব্বদা জপ করিতেছে। এই হংস শব্দকেই অজপামন্ত্র বলে। জপের মধ্যে অজপা জপ শ্রেষ্ঠ সাধনা। সাধক এই জপের প্রণালী অবলম্বন করতঃ স্বত-উত্থিত অশ্রুতপূর্ব্ব অলোকসামান্য "হংস" ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অপার্থিব পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারিবে। অজপা মন্ত্র জপ করিতে করিতে সাধকের সোঽহং অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। প্রত্যেক শ্বাসপ্রশ্বাসে এই অজপা জপ হয়। যথা—

একবিংশতি-সহস্রষট্‌শতাধিকমীশ্বরি।
জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাম্‌॥
বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ।
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশ-নিকৃন্তনী॥

—শাক্তানন্দতরঙ্গিণী

—যতবার শ্বাস-প্রশ্বাস হয়, ততবার "হংস" এই পরম মন্ত্র অজপা জপ হয় এবং প্রত্যেক মনুষ্যের এক অহোরাত্র মধ্যে ২১৬০০ বার নিঃশ্বাস বহির্গত ও প্রশ্বাস অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক জপ। প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে এই হংস মন্ত্র জপ হইতেছে। হংসঃ—হং ভিতর হইতে সত্তের অংশ টানিয়া লইয়া বাহিরের জগতে ঢালিয়া দিয়া প্রকৃতির পরিপুষ্টি সংসাধিত করিয়া দিতেছে, আর সঃ বাহিরের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ভিতরে টানিয়া লইয়া সত্তের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে। হং শিব বা পুরুষ—সঃ শক্তি বা প্রকৃতি। হংস শ্বাস-প্রশ্বাসের বা পুরুষ-প্রকৃতির মিলন, সুতরাং হংসই জীবাত্মা। মূলাধার

হইতে হংস শব্দ উত্থিত হইয়া জীবাধার অনাহতপদ্মে ধ্বনিত হয়। বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া অনাহত হইতে হংস নাসিকা দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে বহির্গত হইতেছে। অতএব জীব হইতে স্বতঃই হংসধ্বনি উত্থিত হইতেছে। হংস বীজ জীবদেহের আত্মা, এই হংসধ্বনি সামান্য চেষ্টায় সাধকের কর্ণগোচর হয়। মানবের অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন বিষয়-বিমূঢ় মন তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। সদ্‌গুরুর কৃপায় ইহা জানিতে পারিলে আর মালা ঝোলা লইয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় না।

এই অজপা-জপ মোক্ষদায়ী। সুতরাং তাহার সহিত গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র অথবা অন্য যে কোন মন্ত্র জপ করিলে, অচিরে সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। অজপা জপের প্রণালী এইরূপ—

প্রথমতঃ সাধক মনঃসংযম পূর্ব্বক কুশাসনে বা কম্বলাসনে, আপন আপন অভ্যস্ত যে কোন আসনে স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে শতদলকমলে গুরুর ধ্যান ও প্রণাম করিবে। তদনন্তর আপন আপন পটলানুযায়ী অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া কিংবা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীক্রমে যোনিমুদ্রা অবলম্বন করিয়া কুণ্ডলিনীশক্তিকে উদ্বোধিতা করিবে। কুণ্ডলিনী উদ্বোধিতা না হইলে জপ পূজা সমস্তই বৃথা। যথা—

মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো।
তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যেত মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকং॥
জাগর্ত্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ।
তৎপ্রসাদমায়াতি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্॥

—গৌতমীয়-তন্ত্র

—মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তি যাবৎ জাগরিতা না হইবেন, তাবৎকাল মন্ত্রজপ ও যন্ত্রাদিতে পূজার্চ্চনা বিফল। যদি বহুপুণ্যপ্রভাবে সেই শক্তিদেবী জাগরিতা হয়েন, তবে মন্ত্রজপাদির ফলও সিদ্ধ হইবে।

সুতরাং যোনিমুদ্রা বন্ধন করিয়া অজপাজপের অনুষ্ঠান করিবে।* কেন না তাহাতে কুণ্ডলিনীদেবী উদ্বোধিতা ও ঊর্দ্ধগমনোন্মুখী হয়েন।

মূলাধার-পদ্মের অন্তর্গত যে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ আছেন, কুণ্ডলিনী সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে সেই স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করেন। যোনিমুদ্রাযোগে মূলাধার আকুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিতে হইবে, কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরিতা এবং মহাতেজোময়ী হইয়া ঊর্দ্ধ গমনোন্মুখী হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। এই সময়ে আপন মন্ত্রাক্ষরগুলিকে কুণ্ডলিনীর শরীরে গ্রথিত অর্থাৎ কুণ্ডলিনীরূপ সূত্রে মন্ত্রাক্ষরগুলিকে মণির ন্যায় গ্রথিত চিন্তা করিতে হইবে। অতঃপর সাধক মনে মনে ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক নিঃশ্বাসের তালে তালে অর্থাৎ পূরক কালে চিন্তা দ্বারা ঐ কুণ্ডলিনীশক্তিকে উত্থাপিত করতঃ সহস্রার কমল-কর্ণিকার মধ্যবর্ত্তী পরমানন্দময় পরমাত্মার সহিত ঐকাত্ম্য পাওয়াইবে এবং রেচনকালে ঐ শক্তিকে যথাস্থানে আনয়ন করিবে। বলা বাহুল্য, রেচনকালে আর মন্ত্র উচ্চারণের প্রয়োজন নাই।

এইরূপ নিঃশ্বাসের তালে তালে যথাশক্তি মন্ত্র জপ করিয়া নিঃশ্বাস রোধ করতঃ ভাবনা দ্বারা কুণ্ডলিনীকে একবার সহস্রারে লইয়া যাইবে এবং তৎক্ষণাৎ মূলাধারে আনিবে। এইরূপ বারম্বার করিতে করিতে সুষুম্নাপথে বিদ্যুতের ন্যায় দীর্ঘাকার তেজ লক্ষিত হইবে।

* মৎপ্রণীত "যোগী গুরু" গ্রন্থে কুণ্ডলিনীচৈতন্যের বহুবিধ সহজ ও সুখসাধ্য কৌশল লিখিত হইয়াছে।

প্রত্যহ এইরূপ নিয়মে জপ করিলে, সাধক মন্ত্র-সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। ন্যাসাদি না করিয়াও সাধক দিবারাত্র শয়নে, গমনে, ভোজনে এবং সংসারের কাজ করিতে করিতে অজপার সঙ্গে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে পারিবে। জীবাত্মার দেহত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই অজপা পরম-মন্ত্র জপ হইয়া থাকে। অতএব মৃত্যুসময়ে জ্ঞানপূর্ব্বক সঃ-এর সহিত ইষ্টমন্ত্র যোগ করিয়া শেষ হং-এর সহিত দেহত্যাগ করিতে পারিলে শিবরূপে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

শ্মশান ও চিতা সাধন

দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধক নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ যখন দৃঢ়িষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া উঠিবে, তখন কাম্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। সাধনার উচ্চ উচ্চ স্তরে অধিরোহণ করিতে হইলে তান্ত্রিক গুরুর নিকট অধিকারানুরূপ সংস্কারে সংস্কৃত হইতে হয়। নতুবা সাধনানুরূপ ফল পাওয়া কঠিন। কলিকালে তন্ত্রোক্ত কাম্য-কর্ম্মগুলির মধ্যে বীরসাধন শ্রেষ্ঠ ও সদ্যঃ ফলপ্রদ। তন্মধ্যে যোগিনী, ভৈরবী, বেতাল, চিতা ও শব-সাধন সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমরা এই কল্পে অবিদ্যা বা উপবিদ্যার সাধনা-প্রণালী বিবৃত করিব না। মহাবিদ্যা-সাধনাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। অতএব শ্মশান ও চিতা-সাধন এবং শব-সাধনার প্রণালীই আমরা এক্ষণে লিপিবদ্ধ করিব। পূর্ণাভিষেক ও ক্রম-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বীর-সাধনার অনুষ্ঠান করিবে।

যাহারা মহাবলশালী, মহাবুদ্ধিমান্, মহাসাহসী, সরলচিত্ত, দয়াশীল, সর্ব্বপ্রাণীর হিতকার্য্যে অনুরক্ত, তাহারাই এই কার্য্যের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। এই সাধনকালে সাধক কোনরূপ ভীত হইবে না, হাস্য-পরিহাস পরিত্যাগ করিবে এবং কোন দিকে অবলোকন না করিয়া একাগ্রচিত্তে সাধনার অনুষ্ঠান করিবে।

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ সাধয়েদ্বীরসাধনং॥

—বীরতন্ত্র

—কৃষ্ণপক্ষের কিম্বা শুক্লপক্ষের অষ্টমী অথবা চতুর্দ্দশী তিথিতে বীর-সাধন করিতে পারা যায়, তবে কৃষ্ণপক্ষই প্রশস্ত।

সাধক সার্দ্ধপ্রহর রাত্রি গতা হইলে শ্মশানে গমন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট চিতায় মন্ত্র-ধ্যানপরায়ণ হইয়া স্বীয় হিতসাধনার্থ সাধনার অনুষ্ঠান করিবে। সামিষান্ন, গুড়, ছাগ, সুরা, পায়স, পিষ্টক, নানাবিধ ফল, নৈবেদ্য এবং স্ব স্ব দেবতার পূজাবিহিত দ্রব্য এই সকল পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া সাধক তৎসমস্ত দ্রব্য শ্মশান স্থানে আনয়ন করিয়া নির্ভয় চিত্তে সমান-গুণশালী অস্ত্রধারী বন্ধুবর্গের সহিত সাধনারম্ভ করিবে। বলি-দ্রব্য সপ্ত পাত্রে রাখিয়া তাহার চারি পাত্র চারিদিকে এবং মধ্যে তিন পাত্র স্থাপন করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক নিবেদন করিবে। গুরু, ভ্রাতা অথবা সুব্রত ব্রাহ্মণকে আত্মরক্ষার্থ দূরে উপবেশিত করিয়া রাখিবে।

অসংস্কৃতা চিতা গ্রাহ্যা নতু সংস্কার-সংস্কৃতা।
চণ্ডালাদিষু সংপ্রাপ্তা কেবলং শীঘ্র-সিদ্ধিদা॥

—তন্ত্রসার

—সাধনকার্য্যে অসংস্কৃতা চিতাই গ্রহণীয়া, সংস্কৃতা অর্থাৎ জলসেকাদি দ্বারা পরিষ্কৃতা চিতাতে সাধন করিবে না। চণ্ডালাদির চিতাতে শীঘ্র ফললাভ হয়।

বীর-সাধনাধিকারী ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত বিধানে চিতা নির্দ্দেশপূর্ব্বক অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া স্বস্তিবাচন এবং তৎপরে, "**ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুক-মন্ত্র-সিদ্ধিকামঃ শ্মশান-সাধনমহং করিষ্যে**" এই মন্ত্রে সংকল্প করিবে। তদনন্তর সাধক বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি বিবিধ ভূষণে বিভূষিত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশনপূর্ব্বক ফট্‌কারান্ত মূল মন্ত্রে চিতাস্থান প্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে গুরুর পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া গণেশ, বটুক, যোগিনী ও মাতৃকাগণের পূজা করিবে। অতঃপর "ফট্" এই মন্ত্রে আত্মরক্ষা করিয়া—

> যে চাত্র সংস্থিতা দেবা রাক্ষসাশ্চ ভয়ানকাঃ।
> পিশাচাঃ সিদ্ধয়ো যক্ষা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ॥
> যোগিন্যো মাতরো ভূতাঃ সর্ব্বাশ্চ খেচরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
> সিদ্ধিদাতা ভবন্ত্বত্র তথা চ মম রক্ষকাঃ॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া তিন অঞ্জলি পুষ্প প্রদান করিবে। অনন্তর পূর্ব্বদিকে "**ওঁ হ্রূঁ শ্মশানাধিপ ইমং সামিষান্ন বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় বিঘ্ন নিবারণং কুরু সিদ্ধিং মম প্রযচ্ছ স্বাহা**" এই মন্ত্রে শ্মশানাধিপতির পূজা ও বলি প্রদান করিবে। দক্ষিণ দিকে "**ওঁ হ্রীঁ ভৈরব ভয়ানক ইমং সামিষান্ন········স্বাহা**" (ইমং সামিষান্ন হইতে স্বাহা পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ) এই মন্ত্রে ভৈরবের পূজা ও বলি, পশ্চিম দিকে "**ওঁ হ্রূঁ কালভৈরব শ্মশানাধিপ ইমং সামিষান্ন········স্বাহা**" এই মন্ত্রে কালভৈরবের পূজা ও বলি এবং উত্তর দিকে "**ওঁ হ্রূঁ মহাকাল শ্মশানাধিপ ইমং সামিষান্ন········স্বাহা**" এই

মন্ত্রে মহাকালের পূজা ও বলি প্রদান করিবে। অনন্তর তিনটী বলি চিতা মধ্যে—

ওঁ কাল-রাত্রি মহাকালি কালিকে ঘোর-নিঃস্বনে।
গৃহাণেমং বলিং মাতর্দ্দেহি সিদ্ধিমনুত্তমাং ॥

এই মন্ত্রে একটি বলি কালিকাদেবীকে, "ওঁ হুঁ ভূতনাথ শ্মশানাধিপ ইমং সামিষান্নং ....স্বাহা" এই মন্ত্রে দ্বিতীয়টী ভূতনাথকে এবং 'ওঁ হুঁ সর্ব্বগণনাথ শ্মশানাধিপ ইমং সামিষান্ন......স্বাহা' এই মন্ত্রে তৃতীয়টী গণনাথকে প্রদান করিবে। এইরূপে বলি প্রদান করিয়া পঞ্চগব্য ও জল দ্বারা শ্মশানস্থ অস্থ্যাদি প্রক্ষালিত করিয়া তদুপরি পীতবস্ত্র বিন্যাসপূর্ব্বক বটপত্রে কিম্বা ভূর্জ্জপত্রে পীঠমন্ত্র লিখিয়া পীত বস্ত্রোপরি স্থাপন করিবে। তদুপরি ব্যাঘ্রচর্ম্মাদির আসন আবৃত করিয়া বীরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক "হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং কালিকে ঘোরদংষ্ট্রে প্রচণ্ডে চণ্ডনায়িকে দানবান্ দারয় হন্ হন শবশরীরে মহাবিঘ্নং ছেদয় ছেদয় স্বাহা হুঁ ফট্" এই বীরার্দ্দন মন্ত্রে পূর্ব্বাদি দশ দিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে দশ দিক রক্ষা করিয়া তন্মধ্যে উপবেশন করিয়া সাধন করিলে কোন বিঘ্ন বাধা হইতে পারে না।

সাধনসময়ে যদি সাধক কোনরূপ ভয়ে কাতর হয়, তৎক্ষণাৎ সুহৃদ্বর্গ তাহার ভয় নিবারণ করিবে। সুহৃদ্‌গণ সর্ব্বদা এইরূপ সতর্ক থাকিবে, যেন কোন প্রকারে সাধক ভয়-বিহ্বল না হয়। যদি সাধক অসহ্য ভয়ে অতি বিহ্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বস্ত্র দ্বারা সাধকের চক্ষু ও কর্ণ বন্ধন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ সে যেন কিছু দেখিতে বা শুনিতে না পায়।

তদনন্তর কর্পূর-মিশ্রিত শ্বেত আকন্দ ও শ্বেত বেড়েলার তুলা দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রদীপ প্রজ্জ্বালন পূর্ব্বক সেই স্থানে রাখিবে।

পরে "ওঁ দেব্যস্ত্রেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে অস্ত্রপূজা করিয়া সাধক স্বীয় অধোভাগে ঐ প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ প্রোথিত করিয়া রাখিবে। কিন্তু—

হতে তস্মিন্ মহাদীপে বিঘ্নৈশ্চ পরিভূয়তে।

—তন্ত্রসার

—ঐ প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলে সাধনায় নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে।

তৎপরে আপন আপন কল্পোক্ত বিধানে ন্যাসসমূহ ও ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া ইষ্টদেবতার পূজা সমাপনপূর্ব্বক "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুক মন্ত্রসিদ্ধিকামঃ অমুক-মন্ত্রস্যামুক-সংখ্য-জপমহং করিষ্যে" এই মন্ত্রে সংকল্প করিবে। অনন্তর স্বহৃদয়ে দেবতার ধ্যান করিয়া মন্ত্রজপ আরম্ভ করিবে। জপের বিধান এইরূপ—

একাক্ষরী যদি ভবেদ্ দিক্‌সহস্রং ততো জপেৎ।
দ্ব্যক্ষরেঽষ্টসহস্রং স্যাত্র্যক্ষরে চাযুতার্দ্ধকম্॥
অতঃপরন্তু মন্ত্রজ্ঞো গজান্তকসহস্রকং।
নিশায়াং বা সমারভ্য উদয়ান্তং সমাচরেৎ॥

—তন্ত্রসার

—সাধকের মন্ত্র একাক্ষরী হইলে দশ হাজার, দ্বি-অক্ষরী হইলে আট হাজার, তিন অক্ষরী হইলে পাঁচ হাজার এবং চতুরক্ষরী বা ততোধিক অক্ষরী মন্ত্র হইলে অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যায় জপ করিতে হইবে। নিশা সময়ে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জপ করা কর্ত্তব্য।

যদি অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত জপ করিলেও কিছু দেখিতে না পায়, তবে "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা" এই জয়-দুর্গা মন্ত্রে সর্ষপ এবং—

ওঁ তিলোঽসি সোমদৈবত্যো গোসবস্তৃপ্তিকারকঃ।
পিতৃণাং স্বর্গদাতা ত্বং মর্ত্ত্যানাং মম রক্ষকঃ।
ভূতপ্রেতপিশাচানাং বিঘ্নেষু শান্তিকারকঃ

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিল ঈশানাদি চতুষ্কোণে নিক্ষেপ করিতে হইবে। তৎপরে পূর্ব্বোপবেশন স্থান হইতে সপ্তপদ গমন করিয়া সেই স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া জপ করিবে। যদি জপ করিতে করিতে কেহ আসিয়া "বর গ্রহণ কর" এই কথা বলে, তখন দেবতাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া অভিলষিত বর গ্রহণ করিবে। জপের আদিতে, জপমধ্যে ও জপান্তে বলি প্রদান করিবে। জপের আদি, মধ্য অথবা অন্ত সময়ে দেবী যখন বলি প্রার্থনা করিবেন, তখনই মহিষ কিম্বা ছাগ বলি প্রদান করিবে। যবপিষ্ট দ্বারা মহিষ কিম্বা ছাগল প্রস্তুত করিয়া বলি দেওয়া কর্ত্তব্য। যখন দেবী নর কিম্বা হস্তী বলি প্রার্থনা করিবেন, তখন "দিনান্তরে বলি প্রদান করিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বগৃহে গমন করিবে। পরদিবস ধান্যপিষ্ট বা যবপিষ্ট দ্বারা নর ও হস্তী প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে খড়্গ দ্বারা ছেদন করিবে। যোগিনীহৃদয়ে লিখিত আছে যে, জপান্তে উক্তরূপে বলিপ্রদান করিয়া বরগ্রহণ-পূর্ব্বক সুহৃদ্‌বর্গের সহিত হৃষ্টচিত্তে স্বগৃহে গমন করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে গুরু, গুরুপুত্র অথবা গুরুপত্নীকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। যথা—

সমাপ্য সাধনং দেবি দক্ষিণাং বিভবাবধিং।
গুরবে গুরুপুত্রায় তৎপত্ন্যৈ বা নিবেদয়েৎ॥

শব-সাধন

তন্ত্রের নামে যাহারা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া থাকে, তাহারা একবার তন্ত্রশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবে এবং বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া সসম্মানে নমস্কার করিবে। সাধনার এরূপ প্রকৃষ্ট পন্থা এবং সাধকের রুচিভেদে স্বভাবানুযায়ী সাধন-পন্থা আর কোন শাস্ত্র প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কলির অল্পায়ু জীবগণ যাহাতে অতি অল্প সময়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তন্ত্র সে বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অধিকারী হইতে পারিলে সাধক এক রাত্রিতেই ব্রহ্মবিদ্যা সিদ্ধি করিতে পারে। বীর-সাধন তাহার দৃষ্টান্ত। মেহারের সর্ব্ববিদ্যা সর্ব্বানন্দ ঠাকুর একরাত্রি মাত্র শব-সাধন করিয়া ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে সেই শব-সাধনার প্রণালী বিবৃত করিলাম।

বীর সাধনাধিকারী সাধক শূন্যগৃহ, নদীতট, পর্ব্বত, নির্জ্জন প্রদেশ, বিল্বমূল অথবা শ্মশান সমীপস্থ বন-প্রদেশে শব সাধন করিবে। শাস্ত্রোক্ত বিহিত দিনে শব-সাধন কর্ত্তব্য। যথা—

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
ভৌমবারে তমিস্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্॥

—ভাবচূড়ামণি

—কৃষ্ণ কিম্বা শুক্ল পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে মঙ্গলবারের রাত্রিকালে উক্ত সাধন করিলে সাধক উত্তমা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

শব-সাধনায় কৃষ্ণপক্ষই বিশেষ প্রশস্ত। সাধক পূর্ব্বেই বিহিত শব সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। বিহিত শব যথা—

যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গাবিদ্ধং জলে মৃতম্।
বজ্রবিদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালঞ্চাভিভূতকম্॥
তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্।
পলায়নবিশূন্যন্তু সম্মুখরণবর্ত্তিনম্॥

—ভাবচূড়ামণি

যে ব্যক্তি যষ্টি, শূল ও খড়্গাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, জলে পতিত হইয়া মরিয়াছে, বজ্রাঘাতে কিম্বা সর্পদংশনে যাহার মৃত্যু হইয়াছে, এইরূপ চণ্ডাল-জাতীয় মৃতদেহকে এই কার্য্যে শব করিবে। বীরসাধন কার্য্যে মনুষ্যের মৃতদেহই প্রশস্ত। অন্যান্য ক্ষুদ্রশব সাধারণ কর্ম্মসিদ্ধ্যর্থে নিয়োজিত হইতে পারে। ব্রাহ্মণের শবও এই কার্য্যে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি পলায়ন না করিয়া সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহার দেহও শবসাধন কার্য্যে প্রশস্ত। এইরূপ শব তরুণবয়স্ক ও সুন্দরাঙ্গ হওয়া আবশ্যক। শব এইরূপ সুলক্ষণাক্রান্ত না হইলে পরিত্যাগ করিবে। যথা—

স্ত্রীবশ্যং পতিতাস্পৃশ্যং নয়বর্জং হি তূবরং।
অব্যক্তলিঙ্গং কুষ্ঠীং বা বৃদ্ধভিন্নং শবং হরেৎ॥
ন দুর্ভিক্ষমৃতঞ্চাপি ন পর্য্যুষিতমেব বা।
স্ত্রীজনঞ্চেদৃশং রূপং সর্ব্বথা পরিবর্জ্জয়েৎ॥

—ভৈরব-তন্ত্র

যে ব্যক্তি স্ত্রীর বশীভূত, পতিত, অস্পৃশ্য দুর্নীতিযুক্ত, শ্মশ্রু-বিহীন, ক্লীব, কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত অথবা বৃদ্ধ, সেই সকল শব বর্জ্জন করিবে। দুর্ভিক্ষে মৃত ব্যক্তির দেহ শবসাধন কার্য্যে অগ্রাহ্য। সদ্যোমৃত শব বিহিত ; বাসি বা গলিত শব দ্বারা সাধন করিলে তাহাতে কার্য্যসিদ্ধি

হয় না। সুতরাং উক্ত প্রকার শব এবং স্ত্রীলোকের মৃতদেহ এই কার্য্যে গ্রহণ করিবে না। কদাচ আত্মঘাতীর দেহ শব-সাধনে স্বীকার করিবে না। পূর্ব্বোক্ত সুলক্ষণাক্রান্ত শব সংগ্রহ করিয়া সাধনার অনুষ্ঠান করিবে।

সাধক মাষভক্ত বলির জন্য তিল, কুশ, সর্ষপ ও ধূপ-দীপাদি পূজার উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহপূর্ব্বক শবসাধনোপযোগী পূর্ব্বোক্ত যে কোন স্থান মনোনীত করিয়া সেই স্থানে গমন করিবে। পরে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক সাধক পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া "ফট্" এই মন্ত্রের পূর্ব্বে আপন আপন বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যাগ-স্থান অভ্যুক্ষণ করিবে। অনন্তর পূর্ব্বদিকে গুরু, দক্ষিণে গণেশ, পশ্চিমে বটুক এবং উত্তরে যোগিনীর অর্চ্চনা করিয়া ভূমিতে "হূঁ হূঁ হ্রীং হ্রীং কালিকে ঘোরদংষ্ট্রে প্রচণ্ডে চণ্ডনায়িকে দানবান্ দারয় হন হন শবশরীরে মহাবিঘ্নং ছেদয় ছেদয় স্বাহা হূঁ ফট্" এই বীরার্দ্দন মন্ত্র লিখিয়া—

> যে চাত্র সংস্থিতা দেবা রাক্ষসাশ্চ ভয়ানকাঃ।
> পিশাচাঃ সিদ্ধয়ো যক্ষা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ॥
> যোগিন্যো মাতরো ভূতাঃ সর্ব্বাশ্চ খেচরাঃ স্ত্রিয়ঃ॥
> সিদ্ধিদাতা ভবন্ত্বত্র তথা চ মম রক্ষকাঃ॥

এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া প্রণাম করিবে। অনন্তর শ্মশান-সাধনার লিখিত ক্রমে পূর্ব্বদিকে শ্মশানাধিপতি, দক্ষিণদিকে ভৈরব, পশ্চিমদিকে কালভৈরব এবং উত্তরদিকে মহাকালভৈরবের পূজা করিয়া বলি প্রদান করিবে। অতঃপর "ওঁ সহস্রারে হূঁ ফট্" মন্ত্রে শিখাবন্ধন করিয়া স্বহৃদয়ে হস্ত সংস্থাপন পূর্ব্বক "ওঁ হ্রীং স্ফুর স্ফুর প্রস্ফুর প্রস্ফুর ঘোর ঘোরতর তনুরূপ চট চট প্রচট প্রচট কহ কহ বম বম বন্ধ বন্ধ ঘাতয় ঘাতয় হূঁ ফট্" এই সুদর্শন-মন্ত্র

উচ্চারণ করিয়া "আত্মানং রক্ষ রক্ষ" বলিয়া আত্মরক্ষা করিবে। তৎপরে আপন আপন কল্পোক্ত প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি ও বিবিধ ন্যাস করিয়া "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা" এই জয়দুর্গা মন্ত্রে চতুর্দ্দিকে সর্ষপ বিক্ষেপ এবং—

"ওঁ তিলোঽসি সোমদৈবত্যো গোসবস্তৃপ্তিকারকঃ।
পিতৃণাং স্বর্গদাতা ত্বং মর্ত্ত্যানাং মম রক্ষকঃ॥
ভূতপ্রেতপিশাচানাং বিঘ্নেষু শান্তিকারকঃ॥"

এই মন্ত্রে তিলবিক্ষেপপূর্ব্বক সংগৃহীত শবের নিকট গমন করিবে।

পরে শব সমীপে উপবেশন করিয়া "ওঁ ফট্" এই মন্ত্রে শবোপরি অভ্যুক্ষণ করতঃ "ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ ফট্" এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান-পূর্ব্বক শব স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। অনন্তর—

"ওঁ বীরেশ পরমানন্দ শিবানন্দ কুলেশ্বর।
আনন্দভৈরবাকার দেবী-পর্য্যঙ্ক-শঙ্কর॥
বীরোঽহং ত্বাং প্রপদ্যামি উত্তিষ্ঠ চণ্ডিকার্চ্চনে॥"

এই মন্ত্রে শবকে প্রণাম করিবে। তৎপরে "ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ" এই মন্ত্রে শব প্রক্ষালন করিয়া সুগন্ধি জল দ্বারা শবকে স্নান করাইয়া বস্ত্র দ্বারা শবশরীর মার্জ্জন, ধূপ দ্বারা শোধন ও শবশরীর চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত করিবে। এই সময় শবশরীর যদি রক্তবর্ণ ধারণ করে, তাহা হইলে সাধককে ভক্ষণ করে। যথা—

রক্তাক্তো যদি দেবেশি ভক্ষয়েৎ কুলসাধকং।

—ভাবচূড়ামণি

অনন্তর শবের কটিদেশ ধারণ করিয়া পূজাস্থানে আনয়ন করিতে হইবে। পরে কুশ দ্বারা শয্যা-রচনা করিয়া তাহার উপরে পূর্ব্বশির করিয়া শব স্থাপন করিবে। অতঃপর শবমুখে জাতিফল, খদিরাদিযুক্ত তাম্বুল

প্রদান করিয়া শবকে অধোমুখ করিয়া রাখিবে। শবপৃষ্ঠ চন্দনাদি দ্বারা অনুলেপন করিয়া বাহুমূল হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত চতুরস্র মণ্ডল লিখিবে। চতুরস্র মধ্যে অষ্টদলপদ্ম ও চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিয়া পদ্ম মধ্যে "ওঁ হ্রীং ফট্" এই মন্ত্রের সহিত আপন কল্পোক্ত পীঠমন্ত্র লিখিতে হইবে। অনন্তর তাহার উপরে কম্বলাদির আসন স্থাপন করিবে। পরে শবসমীপে গমন করিয়া শবের কটিদেশ ধারণ করিবে। ইহাতে শব যদি কোন প্রকার উপদ্রব করে, তবে তাহার গাত্রে নিষ্ঠীবন প্রদান করিবে। যথা

গত্বা শবস্য সান্নিধ্যং ধারয়েৎ কটিদেশতঃ।
যদ্যুপদ্রাবয়েত্তদা দত্বান্নিষ্ঠীবনং শবে॥

—ভাবচূড়ামণি

এইরূপ করিলে শব শান্তভাব ধারণ করিবে। তখন পুনর্ব্বার প্রক্ষালন পূর্ব্বক জপ-স্থানে আনয়ন করিতে হইবে। পরে জপ-স্থানের দশদিকে দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত অশ্বত্থাদি যজ্ঞকাষ্ঠ প্রোথিত করিয়া পূর্ব্বাদি ক্রমে দশদিক্পালের পূজা ও বলি প্রদান করিবে। পূজার ক্রম এইরূপ যথা—

পূর্ব্বাদি ক্রমে "**ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ঐরাবতবাহনায় বজ্রহস্তায় শক্তিপারিষদায় সপরিবারায় নমঃ**" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া "**ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় বিঘ্ননিবারণং কৃত্বা মম সিদ্ধিং প্রযচ্ছ স্বাহা এষ মাষবলিঃ ইন্দ্রায় স্বাহা**" এই মন্ত্রে সামিষান্ন দ্বারা বলি প্রদান করিবে।

"**ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে মেষবাহনায় সপরিবারায় শক্তিহস্তায় সায়ুধায় নমঃ**" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচারে অর্চ্চনা করিয়া

"ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে" ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া **অগ্নয়ে স্বাহা** বলিয়া বলি প্রদান করিবে।

"ওঁ মাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে দণ্ডহস্তায় মহিষবাহনায় সপরিবারায় সায়ুধায় নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া "ওঁ মাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে" ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া **"যমায় স্বাহা"** বলিয়া বলি প্রদান করিবে।

"ওঁ ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে অসিহস্তায় অশ্ববাহনায় সপরিবারায় সায়ুধায় নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচারে অর্চ্চনা করিয়া "ওঁ ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে" ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া **"নির্ঋতয়ে স্বাহা"** বলিয়া বলি প্রদান করিবে।

ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে পাশহস্তায় মকরবাহনায় সপরিবারায় নমঃ এই মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচারে অর্চ্চনা করিয়া "ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে" ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া **"বরুণায় স্বাহা"** বলিয়া বলি প্রদান করিবে।

"ওঁ যাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে হরিণবাহনায় অঙ্কুশহস্তায় সপরিবারায় সায়ুধায় নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচারে অর্চ্চনা করিয়া "ওঁ যাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে" ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া **"বায়বে স্বাহা"** বলিয়া বলি প্রদান করিবে।

"ওঁ সাং কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে গদাহস্তায় নরবাহনায় সপরিবারায় সায়ুধায় নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচারে অর্চ্চনা করিয়া "ওঁ সাং কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে" ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া **"কুবেরায় স্বাহা"** বলিয়া বলি প্রদান করিবে।

"ওঁ হাং ঈশানায় ভূতাধিপতয়ে শূলহস্তায় বৃষবাহনায় সপরিবারায় সায়ুধায় নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচারে অর্চ্চনা

করিয়া "ওঁ হাং ঈশানায় ভূতাধিপতয়ে" ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া "ও হাং ঈশানায় স্বাহা" বলিয়া বলি প্রদান করিবে।

"ওঁ আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে হংসবাহনায় পদ্মহস্তায় সপরিবারায় সায়ুধায় নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচারে অর্চ্চনা করিয়া "ওঁ আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে" ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া "ব্রহ্মণে স্বাহা বলিয়া বলি প্রদান করিবে।

ওঁ হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে চক্রহস্তায় রথবাহনায় সপরিবারায় সায়ুধায় নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচারে অর্চ্চনা করিয়া "ওঁ হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে" ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া "অনন্তায় স্বাহা" বলিয়া বলি প্রদান করিবে।

এইরূপে ইন্দ্র, অগ্নি,যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত এই দশদিক্‌পালের পূজা ও বলি প্রদান করিয়া "এষ মাষবলিঃ ওঁ সর্ব্বভূতেভ্যোঃ নমঃ" এই মন্ত্রে সর্ব্বভূত-বলি প্রদান করিবে। তৎপরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চতুঃষষ্টি যোগিনী ও ডাকিনী-গণকে বলি প্রদান করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, সামিষ অন্ন দ্বারা সকল দেবতার বলি দিতে হইবে।

অনন্তর সাধক আপনার নিকটে পূজাদ্রব্যাদি ও কিঞ্চিৎ দূরে উপযুক্ত উত্তর-সাধককে সংস্থাপন করিয়া আদিতে মূলমন্ত্র, পরে "হ্রীং ফট্ শবাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে শবের অর্চ্চনা করিবে। পরে "হ্রীং ফট্" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অশ্বারোহণের মত শব-পৃষ্ঠোপরি উপবেশন করিয়া স্বীয় পদতলে কতিপয় কুশ নিক্ষেপ করিবে এবং শবের কেশ প্রসারণ পূর্ব্বক ঝুটিকা বন্ধন করিয়া গুরু, গণপতি ও দেবীকে প্রণাম করিবে। পরে প্রাণায়াম ও করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া পূর্ব্বোক্ত বীরার্দ্দন-মন্ত্রে দশদিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবে।

অনন্তর "**অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ, শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা অমুক-দেবতায়াঃ সন্দর্শন-কামঃ অমুক-মন্ত্রস্যামুক-সংখ্যক-জপমহং করিষ্যে**" এই মন্ত্রে সঙ্কল্প করিয়া "**হ্রীং আধার-শক্তি-কমলাসনায় নমঃ**" এই মন্ত্রে আসনের পূজা করিবে। পরে আপনার বামদিকে অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া শবের ঝুটিকাতে পীঠ পূজা করিবে। অনন্তর সাধক আপন ক্ষমতানুসারে ষোড়শোপচার, দশোপচার কিম্বা পঞ্চোপচারে আপন ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া শবমুখে সুগন্ধি জলদ্বারা দেবীর তর্পণ করিবে।

অতঃপর সাধক শব হইতে উঠিয়া শব-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া "**ওঁ বশো মে ভব দেবেশ বীরসিদ্ধিং দেহি দেহি মহাভাগ কৃতাশ্রয়-পরায়ণ**" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে পট্ট-সূত্র দ্বারা শবের চরণদ্বয় বন্ধন করিয়া মূলমন্ত্রে শবশরীরে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে। পরে—

"ওঁ মদ্বশো ভব দেবেশ বীরসিদ্ধিকৃতাস্পদ।
ওঁ ভীম ভীরুভয়াভাব ভবমোচন ভাবুক॥
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাধিপ।"

এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে শবের পাদমূলে ত্রিকোণযন্ত্র লিখিবে। পরে শবোপরি উপবেশন পূর্ব্বক শবের হস্তদ্বয় উভয় পার্শ্বে প্রসারিত করিয়া দিয়া তদুপরি কুশ বিন্যাস করিবে। সাধক সেই আস্তৃত কুশোপরি স্বীয় পাদদ্বয় স্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার তিনবার প্রাণায়াম করিয়া শিরঃস্থিত শুক্ল-দ্বাদশ দল (মতান্তরে শতদল)-পদ্মে গুরুদেবকে ও স্বহৃদয়ে ইষ্টদেবীকে চিন্তা করিতে করিতে ওষ্ঠদ্বয় সংপুটিত করিয়া শবসাধনোপযোগী বিহিত মালা দ্বারা নির্ভয়-চিত্তে মৌনী হইয়া সংকল্পানুসারে জপ করিবে। পূর্ব্বোক্ত শ্মশান-সাধন

ক্রমানুসারে মন্ত্রাক্ষরের সংখ্যানুযায়ী জপসংখ্যা সংকল্প করিতে হয়। যথা—মন্ত্র একাক্ষরী হইলে দশ সহস্র সংখ্যা সংকল্প করিয়া জপ করিতে হইবে ইত্যাদি শ্মশান-সাধনে লিখিত হইয়াছে।

এরূপ জপ করিলেও যদি অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত কিছু দৃষ্টিগোচর না হয় তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ সর্ষপ ও তিল বিকীরণ করিয়া অধিষ্ঠিত স্থান হইতে সপ্তপদ গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার জপ আরম্ভ করিবে। যদি জপকালে কোন প্রকার ভয় উপস্থিত হয় কিম্বা আকাশ হইতে যদি কেহ বলি প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহাকে বলিবে,

"যৎ প্রার্থয় বলিত্বেন দাতব্যং কুঞ্জরাদিকম্।
দিনান্তরে চ দাস্যামি স্বনাম কথয়স্ব মে॥

—"দিনান্তরে তোমাকে কুঞ্জরাদি বলি প্রদান করিব; তুমি কে এবং তোমার নাম কি? তাহা আমার নিকট বল।" এই উত্তর প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার নির্ভয়চিত্তে জপ করিতে থাকিবে। পরে যদি মধুর বাক্যে স্বীয় নাম বলে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার বলিবে, "ত্বং অমুক ইতি সত্যং কুরু" অর্থাৎ "তুমি আমাকে বর প্রদান করিবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর।" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া সাধক স্বীয় অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিবে। আর যদি প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ না হয় কিম্বা বর প্রদান না করে, তবে একাগ্রচিত্তে পুনর্ব্বার জপ আরম্ভ করিবে। কিন্তু যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া বর প্রদানে সম্মত হয়, তাহা হইলে আর জপ করিবে না। পরে অভিলষিত বর গ্রহণ করিয়া "আমার কার্য্যসিদ্ধি হইল" এইরূপ জ্ঞান করিয়া, শবের ঝুটিকা মোচন পূর্ব্বক শব প্রক্ষালন ও শবকে স্থানান্তরে স্থাপন করিয়া শবের পাদবন্ধন মোচন করিবে এবং পূজাদ্রব্য জলে নিক্ষেপ করিয়া শবকে জলে ভাসাইয়া দিবে কিম্বা ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া স্নান করিবে।

অনন্তর সাধক আনন্দিত চিত্তে নিজগৃহে গমন করিবে এবং পর দিবসে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বলি প্রদান করিবে। যদি ইষ্টদেবতা কুঞ্জর, অশ্ব, নর, কিম্বা শূকর বলি প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে দেবতার প্রার্থনানুসারে পিষ্টকনির্ম্মিত সেই অভিলষিত বলি "**অগ্রিম রাত্রৌ যেষাং যজমানোঽহং তে গৃহ্নন্ত্বিমং বলিং** "এই মন্ত্রে প্রদান করিয়া উপবাসী থাকিবে।

পরদিবস সাধক প্রাতঃকৃত্যাদি নিত্যানুষ্ঠের ক্রিয়া সমাপন করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে এবং পঞ্চবিংশতি সংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। অশক্ত হইলে বিংশ, অষ্টাদশ কিম্বা দশ পর্য্যন্ত সংখ্যা হইলেও দোষ হয় না।

যদি ন স্যাদ্বিপ্রভোজ্যং তদা নির্ধনতাং ব্রজেৎ।
তেন চেন্নির্ধনত্বং স্যাত্তদা দেবী প্রকুপ্যতি॥

—ভাবচূড়ামণি

—যদি ব্রাহ্মণভোজন না হয়, তাহা হইলে সাধক নির্ধন হয়; বিশেষতঃ দেবীও কুপিতা হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ-ভোজনান্তে নিজে স্নান ও ভোজন করিয়া উত্তম স্থানে বাস করিবে।

এইরূপে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ত্রিরাত্রি অথবা নবরাত্রি পর্য্যন্ত গোপন করিয়া রাখিবে; কোনরূপেও মন্ত্রসিদ্ধির বিষয় প্রকাশ করিবে না। মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া যদি সাধক স্ত্রীশয্যায় গমন করে, তাহা হইলে, সাধকের ব্যাধি হইয়া থাকে, যদি গান শ্রবণ করে, তবে বধির এবং নৃত্য দর্শন করিলে অন্ধ হয়। আর যদি দিবাভাগে কাহারও সহিত কথা বলে, তবে সাধক মূক হইয়া থাকে। পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত এইরূপ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকিবে।

কারণ, সাধকের শরীরে পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত দেবতার অবস্থান থাকে। যথা—

পঞ্চদশদিনং যাবদ্দেহে দেবস্য সংস্থিতিঃ।
ন স্বীকার্য্যে গন্ধপুষ্পে বহির্যাতি যদা তদা॥
তদা বস্ত্রং পরিত্যজ্য গৃহ্লীয়াদ্বসনান্তরং।
গো-ব্রাহ্মণ-বিনিন্দাঞ্চ ন কুর্য্যাচ্চ কদাচন॥
দুর্জ্জনং পতিতং ক্লীবং ন স্পৃশেচ্চ কদাচন।
দেব-গো-ব্রাহ্মণাদীংশ্চ প্রত্যহং সংস্পৃশেচ্ছুচিঃ।
প্রাতর্নিত্যক্রিয়ান্তে চ বিল্বপত্রোদকং পিবেৎ॥

—তন্ত্রসার

যে পঞ্চদশ দিবস সাধকের শরীরে দেবতার অবস্থান থাকে, সেই কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত সাধক গন্ধ কিংবা পুষ্প গ্রহণ করিবে না এবং যে সময়ে বাহিরে গমন করিবে, তখন তাহাকে পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য বসন পরিধান করিতে হইবে। কদাচ গো অথবা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিবে না; দুর্জ্জন, পতিত ও ক্লীব মনুষ্যকে স্পর্শ করিবে না; প্রতিদিন শুদ্ধদেহ হইয়া দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি স্পর্শ করিবে; প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক বিল্বপত্রোদক পান করিবে। এই নিয়মগুলি পালন না করিলে সাধকের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

অনন্তর মন্ত্রসিদ্ধির ষোড়শ দিবসে গঙ্গাতে স্নান করিয়া স্বাহান্ত মূল-মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক **অমুক দেবতাং তর্পয়ামি নমঃ** এই মন্ত্রে তিন শত বারের অধিক দেবীর তর্পণ করিবে। পরে জল দ্বারা দেবতর্পণ করিবে।

স্নান ও দেবীর তর্পণ না করিয়া কদাচ দেবতর্পণ করিবে না। তদনন্তর গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হইবে।

ইত্যনেন বিধানেন সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি সাধকঃ।
ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগানন্তে যাতি পরং পদম্॥

—তন্ত্রসার

—এই প্রকার বিধানে শবসাধনায় সাধক সিদ্ধিলাভ করিলে ইহলোকে পূর্ণাভীষ্ট হইয়া বিবিধ ভোগ করিয়া অন্তে ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে।

শিবাভোগ ও কুলাচার কথন

তন্ত্রোক্ত বীর-সাধনার প্রাণালীতে কিরূপ শ্মশান-সাধন ও শব-সাধন করিয়া অতি অল্প সময়ে মন্ত্রসিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, তাহা লিখিত হইল। এরূপ অল্পকালে অন্য কোন শাস্ত্রোক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ কদাচ সম্ভবপর নহে। সুতরাং তন্ত্রোক্ত সাধনার বিষয় আলোচনা করিলে বিস্ময়ে হৃদয় ভক্তি-বিনত হইয়া পড়ে। যাহারা তন্ত্রের মর্ম্ম অবগত না হইয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করে, তাহারা তন্ত্রশাস্ত্রানভিজ্ঞ, সন্দেহ নাই। আমরা এইবার কুলাচার-বিধি লিপিবদ্ধ করিব। পাঠক! সমাহিত-চিত্তে তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া ভাবাবধারণ করিবে।

কুলাচার-সম্পন্ন হইতে হইলে সাধককে ভক্তির সহিত কুলাচারগুলি পালন করিতে হয়, নতুবা প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। সন্ধ্যা, বন্দন,

পিতৃতর্পণ ও পিতৃশ্রাদ্ধ যদ্রূপ নিত্য, কুলসেবকদিগের কুলাচারও তদ্রূপ নিত্য, অতএব সযত্নে কুলাচার পালন করিবে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি শিবত্বপ্রাপিকা শিবাভোগ প্রদান না করে, সেই ব্যক্তি কদাচও কুলদেবতার অর্চ্চনে অধিকার লাভ করিতে পারে না। সুতরাং শিবাভোগ নিবেদন করিয়া জগদম্বার তুষ্টি বিধান করিবে।

পশুরূপাং শিবাং দেবীং যো নার্চ্চয়তি নির্জ্জনে।
শিবারাবেন তস্যাস্তু সর্ব্বং নশ্যতি নিশ্চিতম্॥
জপপূজাবিবিধানি যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতানি চ।
গৃহীত্বা শাপমাদায় শিবা রোদিতি নির্জ্জনে॥

—কুলচূড়ামণি

যে সাধক পশুরূপিণী শিবাদেবীকে নির্জ্জনে অর্চ্চনা না করে, শিবারাব দ্বারা তাহার সমস্ত পুণ্যকর্ম্ম বিনষ্ট হয় সন্দেহ নাই। শিবাভোগ না দিলে শিবা সাধকের জপ, পূজা ও অন্যান্য সুকৃত্যাদি গ্রহণ পূর্ব্বক শাপ প্রদান করিয়া নির্জ্জনে রোদন করেন।

'কালী কালী' এই বলিয়া আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলেই শিবারূপধারিণী মঙ্গলময়ী উমা সাধকের স্থানে আগমন করেন, তাঁহাকে অন্নদান করিলে অচিরে ভগবতী প্রসন্না হয়েন।

সাধক সায়ংকালে বিল্বমূলে, প্রান্তরে অথবা শ্মশানে গমনপূর্ব্বক দেবীকে আহ্বান করিয়া **"ওঁ গৃহ্ণ দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি শুভাশুভফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ণ বলিন্তব।"** এই মন্ত্রে মাংসপ্রধান নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। উক্ত ভোগ যদি একটী মাত্র শিবা ভক্ষণ করে, তবে কল্যাণ হয় ও ভগবতী সাধকের প্রতি পরিতুষ্টা হয়েন। যদি শিবা ভোগ ভক্ষণ করিয়া মুখোত্তলনপূর্ব্বক

ঈশানকোণাভিমুখ হইয়া সুস্বরে ধ্বনি করে, তাহা হইলে সাধকের নিশ্চয় শুভ হইবে। আর যদি শিবা ভোগ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে সাধকের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। যথা—

যদা ন গৃহ্যতে নূনং তদা নৈব শুভং ভবেৎ।

—যামল-তন্ত্র

এই প্রকার হইলে উক্ত দোষের শান্তির নিমিত্ত সাধক শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি করাইবে। যে কোন প্রকার কার্য্যানুষ্ঠানকালে শিবাভোগ প্রদান করিয়া এইরূপে শুভাশুভ অবগত হইতে পারা যায়। যে সাধক যথাক্রমে পশুশক্তি, পক্ষীশক্তি ও নরশক্তির পূজা করে, তাহার সমস্ত কর্ম্ম বিগুণ হইলেও মঙ্গলকর হয়, অতএব যত্নসহকারে সর্ব্বশক্তির পূজা কুলসাধকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

সাধকগণ সময়াচারবিহীন হইলে সহস্র কোটি জন্মেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। যে মনুষ্য কুলশাস্ত্র ও কুলাচারের অনুবর্ত্তী হইবেন, তিনি সর্ব্ববিষয়ে উদারচিত্ত, বৈষ্ণবাচার-পরায়ণ, পরনিন্দা-সহিষ্ণু ও সর্ব্বদা পরোপকার-নিরত হইবেন। কুলপশু, কুলবৃক্ষ ও কুলকন্যা দর্শন করিয়া দেবী ভগবতীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিবে। কদাচ তাহাদের উপর কোনরূপ উপদ্রব করিবে না।

কুলবৃক্ষ—শ্লেষ্মাতক, করঞ্জ, বিল্ব, অশ্বত্থ, কদম্ব, নিম্ব, বট, যজ্ঞডুমুর, আমলকী ও তেঁতুল।

কুলপশু—গৃধ্র, ক্ষেমঙ্করী, জম্বুকী, যমদূতিকা, কুররী, শ্যেন, ভূকাক ও কৃষ্ণ-মার্জ্জার।

কুলকন্যা—নটী, কাপালিকা, বেশ্যা, রজকী, নাপিতাঙ্গনা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপালকন্যা ও মালাকারকন্যা।

কুলবৃক্ষ, কুলপশু ও কুলকন্যাগণের সঙ্গে কুলাচারসম্পন্ন সাধক কিরূপ ব্যবহার করিবে, শাস্ত্রে তাহাও বিশদ করিয়া বর্ণিত আছে। গৃধ্র দর্শন করিলে, মহাকালীর উদ্দেশে প্রণাম করিবে এবং অন্য কুলপশু দর্শন হইলে,

"ওঁ কৃশোদরি মহাচণ্ডে মুক্তকেশি বলিপ্রিয়ে।
কুলচারপ্রসন্নাস্যে নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥"

এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। যদি কোন সময়ে পর্ব্বতে, বিপিনে, নির্জ্জন স্থানে, চতুষ্পথে অথবা কলামধ্যে দৈবযোগে গমন করা হয়, তাহা হইলে সেইস্থলে ক্ষণকাল থাকিয়া মন্ত্র জপপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া যথাস্থানে গমন করিবে। যদি শ্মশান বা শব দর্শন হয়, তবে তাহার অনুগমন পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া

"ওঁ ঘোরদ্রংষ্ট্রে করালাস্যে কোটিশব্দনিনাদিনি।
ঘোরঘোররবাস্ফালে নমস্তে চিতাবাসিনি ॥"

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে। রক্তবস্ত্র বা রক্তপুষ্প দর্শন করিলে ভূমিষ্ঠ হইয়া ত্রিপুরাম্বিকার উদ্দেশে প্রণামপূর্ব্বক

"ওঁ বন্ধুকপুষ্পসঙ্কাশে ত্রিপুরে ভয়নাশিনি।
ভাগ্যোদয়সমুৎপন্নে নমস্তে বরবর্ণিনি ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যদি কৃষ্ণবস্ত্র, কৃষ্ণপুষ্প, রাজা, রাজপুরুষ, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, রথ, শাস্ত্র, বীরপুরুষ অথবা কুলদেবের দর্শন হয়, তবে

"ওঁ জয়দেবি জগদ্ধাত্রি ত্রিপুরাদ্যে ত্রিদৈবতে।
ভক্তেভ্যো বরদে দেবি মহিষঘ্নি নমোঽস্তুতে ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে। মদ্যভাণ্ড, মৎস্য, মাংস বা সুন্দরী রমণী দর্শন করিলে

"ওঁ ঘোরবিঘ্নবিনাশায় কুলাচারসমৃদ্ধয়ে।
নমামি বরদে দেবি মুণ্ডমালাবিভূষিতে॥
রক্তধারাসমাকীর্ণবদনে ত্বাং নমাম্যহং।
সর্ব্ববিঘ্নহরে দেবি নমস্তে হরবল্লভে॥"

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ভৈরবীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

এতেষাং দর্শনেনৈব যদি নৈবং প্রকুর্ব্বতে।
শক্তিমন্ত্রং পুরস্কৃত্য তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে॥

যদি কোন সাধক এই সমস্ত দর্শন করিয়া বিধানানুরূপ কার্য্য না করে, তবে সে শক্তিমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না।

এতাবতা কুলাচার সম্বন্ধে যতদূর আলোচিত হইল, তাহাতে অনেক পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে। কারণ হয়ত অনেকের এইগুলি নিরর্থক বাহ্যাড়ম্বর বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু একটু সমাহিত চিত্তে চিন্তা করিলে দেখিবে, এই সকল সামান্য বিষয়ে গভীর জ্ঞানের আভাস নিহিত রহিয়াছে। যাহারা ত্রিসন্ধ্যা করিয়া বা সমাজে যাইয়া নির্দ্দিষ্ট সময় ঘড়ি ধরিয়া অথবা সপ্তাহে একদিন চার্চ্চে যাইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, তাহারা ইহার মর্ম্মোপলব্ধি করিবে কিরূপে? সাধক যতই উন্নতি লাভ করিবে, ততই অধিক সময় ভগবান্-ভাবে তন্ময় থাকিবে। তাই শাস্ত্রকারগণ যত অধিক সময় সাধকের মন ইষ্টদেবতার চরণ স্মরণ মনন করিতে পারে, তাহারই উপায় করিয়া দিয়াছেন। কাজেই পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষ, পশু, পক্ষী দেখিলেই সাধক আপন ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করিবে। বিশেষতঃ ঋষিগণ ঐ সকল পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদির মধ্যে বিশেষ শক্তিরও পরিচয় পাইয়াছিলেন। আর যখন সমস্ত প্রাণী দেখিলেই ভগবানের কথা মনে পড়িবে, তখন সাধক

সিদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়। তাই বৈষ্ণব সাধক বলিয়াছেন,—'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা হরি স্ফুরে।"

কুলাচারী সাধক শক্তি-অংশ-সম্ভূতা রমণীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যাউক। পাঠক! তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তন্ত্রোক্ত কুলাচারের সাধন মদ্যাদি পান করিয়া রমণীসঙ্গে রঙ্গ করা নহে, তাহা—

রমণীকে জননীত্বে পরিণত

করিবার কৌশল মাত্র। তন্ত্রকার বুঝিয়াছিলেন, বেদ-পুরাণানুযায়ী উপদেশ মত রমণীর আসঙ্গলিপ্সা পরিত্যাগ করা জীবের দুঃসাধ্য, সে নেশা—সে আকুল তৃষা, জীব মনে করিলেই ছাড়িতে পারিবে না; কারণ জীব-মাত্রেই রমণীর আবিষ্ট-শক্তিতে অনুপ্রাণিত। তাই কৌশলে রমণীর পরিচর্য্যা করিয়া, তাঁহার শরণাগত হইয়া, তাঁহার সহিত আত্মসংমিশ্রণ করিয়া প্রকৃতির কোমল বাহু-বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। মায়ারূপিণী রমণীকে জয় করিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। জীবের সাধ্য নাই যে, ঘৃণা বা অন্য উপায়ে রমণীর আকর্ষণ হইতে নিজকে রক্ষা করে। কেবল দেখিতে পাই, শিশু-বালকেই একমাত্র রমণীকে আপন আয়ত্তে রাখিতে পরে। বালকের কাছে নারীর সমস্ত মায়ার কৌশল ব্যর্থ হইয়াছে। রমণী শিশুর দাসী হইয়া সর্ব্বদা তাহার সুখ-স্বাস্থ্যের জন্য ব্যস্ত। জননী সন্তান বুকে করিয়া জগৎ ভুলিয়া যায়—সন্তান দেখিলেই স্নেহ-রসে অভিষিক্ত হইয়া সযত্নে কোলে তুলিয়া লয়। সেখানে কোনরূপ অভিমান-আব্দার খাটে না—সুন্দরী, যুবতী বা রসবতী কোন অংশেই বালকের নিকট আদরণীয়া নহে। তাই তন্ত্রশাস্ত্রকার রমণীকে ঘৃণা না করিয়া জননীর আসন দিয়াছেন। রমণীকে জননীত্বে পরিণত করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের

দুর্গম রাস্তার প্রধান বিঘ্ন অপসারিত করিয়া ফেলিয়াছেন। চিন্তাশীল পাঠক ভক্তি-নম্র হৃদয়ে তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনা করিলে আমাদের বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন। আমরা তৎসম্বন্ধে নিম্নে কিঞ্চিৎ আভাস দিলাম। প্রথমে তন্ত্র বলিতেছেন—

স্ত্রীসমীপে কৃতা পূজা জপশ্চ পরমেশ্বরি।
কামরূপাচ্ছতগুণং সমুদীরিতমব্যয়ম্ ॥

—সময়-তন্ত্র

স্ত্রীসমীপে যে পূজা ও জপ করা হয়, তাহা কামরূপাপেক্ষা শতগুণ অধিক ও অক্ষয় ফলপ্রদ।

তাই রমণীকে জগজ্জননীর অংশ ভাবিয়া তৎসমীপে পূজাদির অনুষ্ঠান বিবৃত হইয়াছে। কুলাচারীর রমণী সম্বন্ধে পবিত্রভাব রক্ষার জন্য কিরূপ আদেশ আছে, তন্ত্রশাস্ত্র হইতে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

কুলাচারী সাধক সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে নিয়ত নিযুক্ত থাকিবে, নৈমিত্তিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্যানুষ্ঠানে তৎপর হইবে। নিজ ইষ্টদেবতার চরণে সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করিবে। মন্ত্রার্চ্চনে অশ্রদ্ধা, অন্য মন্ত্র পূজা, কুলস্ত্রী নিন্দা, স্ত্রীলোকের প্রতি ক্রোধ ও স্ত্রীলোককে প্রহার এই সমস্ত কার্য্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। সমস্ত জগৎ স্ত্রীময় ভাবনা করিবে। আপনাকেও স্ত্রীময় জ্ঞান করিবে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, ভোজ্য, গৃহ, সুখ সমস্তই সর্ব্বদা যুবতীময় চিন্তা করিবে। যুবতী রমণী দর্শন করিলে সমাহিত হৃদয়ে প্রণাম করিবে। যদি দৈবাৎ কুল-দর্শন হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ দেবীর উদ্দেশে মানস গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া গুরুদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক "ক্ষমস্ব" বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

এমন কি কুৎসিতা, ভ্রষ্টা কিম্বা দুষ্টা রমণীকেও নমস্কার করিয়া ইষ্টদেবতা-স্বরূপ ভাবনা করিবে। স্ত্রীলোকের অপ্রিয় কার্য্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রীলোককে দেবতাস্বরূপ, জীবনস্বরূপ এবং ভূষণস্বরূপ জ্ঞান করিবে। সর্ব্বদা রমণীর সমভিব্যাহারে থাকিবে। শক্তিই শিব, শিবই শক্তি, ব্রহ্মা শক্তি, বিষ্ণু শক্তি, ইন্দ্র শক্তি, রবি শক্তি, চন্দ্র শক্তি, গ্রহগণ শক্তিস্বরূপ, অধিক কি এই সমস্ত জগৎই শক্তির স্বরূপ। সুতরাং কুৎসিত ভাবে কখনও স্ত্রী দর্শন করিবে না। কামভাবে স্ত্রী-অঙ্গ দর্শন করিলে জগজ্জননীকে অপমান করা হয়। কারণ—

যস্যা অঙ্গে মহেশানি সর্ব্বতীর্থানি সন্তি বৈ।

—নারীর অঙ্গে সর্ব্বতীর্থ বসতি করে, সুতরাং নারী-শরীর পবিত্র তীর্থস্বরূপ।

শক্তৌ মনুষ্যবুদ্ধিস্তু যঃ করোতি বরাননে।
ন তস্য মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদ্বিপরীতং ফলং লভেৎ ॥

—উত্তর-তন্ত্র

—যে সাধক নারীরূপা শক্তিকে মানুষ মনে করে, তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হইবে না; বরং বিপরীত ফললাভ করিবে।

শক্ত্যাঃ পাদোদকং যস্তু পিবেদ্ভক্তিপরায়ণঃ।
উচ্ছিষ্টং বাপি ভুঞ্জীত তস্য সিদ্ধিরখণ্ডিতা ॥

—নিগম-কল্পদ্রুম

—যে কুলাচারী ভক্তিযুতচিত্তে নারীর পাদোদক ও ভুক্তাবশেষ ভোজন করে, তাহার সিদ্ধি কেহ খণ্ডন করিতে পারে না।

অতএব নারীতে জগদম্বার বিশেষ শক্তি প্রকাশ ভাবনা করিয়া সর্ব্বদা ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে, ভ্রমেও কখন নারীর নিন্দা বা নারীকে প্রহার

করিবে না। স্ত্রীমূর্ত্তির অন্তরালে শ্রীশ্রীজগন্মাতা স্বয়ং রহিয়াছেন, এ কথা স্মরণ না রাখিয়া ভোগ্যবস্তুবিশেষ বলিয়া সকামভাবে স্ত্রী-শরীর দেখিলে উহাতে শ্রীশ্রীজগন্মাতার অবমাননা করা হয় এবং উহাতে মানবের অশেষ অকল্যাণ আসিয়া উপস্থিত হয়। যত স্ত্রীমূর্ত্তি সকলই সাক্ষাৎ জগদম্বার মূর্ত্তি—সকলেই জগন্মাতার জগৎপালিনী ও আনন্দদায়িনী শক্তির বিশেষ প্রকাশ। তাই চণ্ডীতে দেবতাগণ বলিয়াছেন,—

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ! ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥

—মার্কণ্ডেয়-পুরাণ

—হে দেবি ! তুমিই জ্ঞানরূপিণী, জগতে উচ্চাবচ যত প্রকার বিদ্যা আছে—যাহা হইতে লোকের অশেষ প্রকার জ্ঞানের উদয় হইতেছে—সে সকলে তুমিই তত্তদ্রূপে প্রকাশিতা, তুমিই জগতের যাবতীয় স্ত্রীমূর্ত্তিরূপে বিদ্যমান, তুমিই একাকিনী সমগ্র জগৎ পূর্ণ করিয়া উহার সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। তুমি অতুলনীয়া, বাক্যাতীতা—স্তব করিয়া তোমার অনন্ত গুণের উল্লেখ করিতে কে কবে পারিয়াছে বা পারিবে ?

কিন্তু হায় ! জানিয়া শুনিয়া কতলোকে শ্রীশ্রীজগন্মাতার বিশেষ প্রকাশের আধারস্বরূপিণী স্ত্রীমূর্ত্তিকে হীন-বুদ্ধিতে—কলুষিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া দিনের ভিতর শত-সহস্র বার তাঁহার অবমাননা করিতেছে। কয় জনে দেবী-বুদ্ধিতে স্ত্রী-শরীর অবলোকন করিয়া—

যথাযথ সম্মান দিয়া হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিবার ও কৃতার্থ হইবার উদ্যম করিতেছে? পশু-বুদ্ধিতে স্ত্রী-শরীরের অবমাননা করিয়া ভারত দিন দিন অধঃপাতে চলিয়াছে।

পাঠক! বুঝিলে, তন্ত্র রমণী-সঙ্গে রঙ্গে ব্যভিচার-স্রোত বৃদ্ধি করিতে শিক্ষা দেন নাই। যে শাস্ত্র নিজেকে পর্য্যন্ত স্ত্রীময় ভাবনা করিতে বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা পাশবভাব বিস্তার হইবে কিরূপে? প্রবৃত্তি-পূর্ণ মানব স্থূল-রূপরসাদির অল্পবিস্তর ভোগ করিবেই করিবে; কিন্তু যদি কোনরূপে তাহার প্রিয় ভোগ্যবস্তুর ভিতর ঠিক ঠিক আন্তরিক শ্রদ্ধার উদয় করিয়া দেওয়া যায়, তবে সে কত ভোগ করিবে করুক না—ঐ তীব্র শ্রদ্ধাবলে স্বল্পকালেই সংযমাদি আধ্যাত্মিক ভাবের অধিকারী হইয়া দাঁড়াইবে, সন্দেহ নাই। তাই তন্ত্র কুলাচারের অনুষ্ঠান বিষয়ে সতর্ক করিয়া সাধককে বলিতেছেন,—

অর্থাদ্বা কামতো বাপি সৌখ্যাদপি চ যো নরঃ।
লিঙ্গযোনিরতো মন্ত্রী রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥

—কুমারী-তন্ত্র

—যে ব্যক্তি কোন প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত, সুখের নিমিত্ত, অথবা কামবশতঃ স্ত্রী সংসর্গে নিরত হয়, তাহার রৌরব নরকে পতন হইয়া থাকে।

আরও কি কেহ বলিবে, তন্ত্র এতদ্দেশে ব্যভিচার শিক্ষা দিতেছে? তুমি যদি না বুঝিতে পারিয়া আপন মতলব সিদ্ধি করিয়া লও, তবে সে দোষ কি শাস্ত্রের? যখন শক্তি আনয়ন পূর্ব্বক সাধক তাহাকে উপদেশ দিবে, তখন তাহাকে কন্যাস্বরূপা মনে করিবে এবং পূজাকালে মাতা জ্ঞান করিবে। অন্যান্য উপচার সম্বন্ধেও এইরূপ রহস্য নিহিত রহিয়াছে।

রমণী লইয়া অন্য নানারূপ সাধনারও বিধি আছে। কিন্তু তাহা অপ্রকাশ্য বিধায় আলোচিত হইল না। বিশেষতঃ কাম-কামনা-কলুষিত জীব তাহা না বুঝিয়া কুসংস্কার ভয়ে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বসিবে, তাই নিরস্ত হইলাম।*

কুলাচারী সাধকের মহামন্ত্র সাধন বিষয়ে দিক্-কাল-নিয়ম, জপ, পূজা বা বলির কাল-নিয়ম কিছুই নাই, এই সমস্ত যথেচ্ছভাবে করিবে। বস্ত্র, আসন, স্থান, দেহ, গৃহ, জল প্রভৃতি শোধনের আবশ্যকতা নাই পরন্তু মন যাহাতে নির্ব্বিকল্প হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবে। সাধক বৃথা সময় নষ্ট করিবে না। পরন্তু দেবতা-পূজা, জপ, যজ্ঞ ও স্তব-পাঠাদি দ্বারা সময় যাপন করিবে। জপ ও যজ্ঞ সর্ব্বকালেই প্রশস্ত; এই জপযজ্ঞ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বপীঠে কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। মানসিক স্নানাদি, মানস-শৌচ, মানসিক জপ, মানসিক পূজা, মানসিক তর্পণ প্রভৃতি দিব্যভাবের লক্ষণ। কুলাচারীর পক্ষে দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা বা মহানিশাতে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, সমস্ত কালই শুভ। অস্নাতই হউক অথবা ভোজন করিয়াই হউক, সর্ব্বদা দেবীর পূজা করিবে। মহানিশাকালে † অপবিত্র প্রদেশেও পূজা করিয়া মন্ত্র জপ করা যাইতে পারে। যে কুলাচারী এই নিখিল জগৎকে শক্তিরূপে দর্শন করিতে না পারে, সে নরকগামী হয়। নির্জ্জন প্রদেশে, শ্মশানে, বিজনবনে, শূন্যাগারে,

---

* মৎ প্রণীত "জ্ঞানী গুরু" গ্রন্থে স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব "নাদবিন্দুযোগ" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে এবং "প্রেমিক গুরু" গ্রন্থে শৃঙ্গার-সাধন প্রভৃতি গুহ্যতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

† রাত্রি দুই প্রহরের পর দুই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মহানিশা, যথা—

অর্দ্ধরাত্রাৎ পরং যচ্চ মুহূর্ত্তদ্বয়মেবচ।
সা মহারাত্রিরুদ্দিষ্টা তদ্দত্তমক্ষয়ন্ত বৈ॥

নদীতীরে, একাকী নিঃশঙ্ক হৃদয়ে সর্ব্বদা বিহার করিবে। কুলবারে, কুলাষ্টমীতে, বিশেষতঃ চতুর্দ্দশী তিথিতে কুলপূজা অতীব প্রশস্ত। কুলবার, কুলতিথি ও কুলনক্ষত্রে পূজা করিলে অচিরে অভীষ্ট বর লাভ করিতে পারে। অতএব—

এবং কুলবারাদিকং জ্ঞাত্বা সাধকঃ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ।

—যামলে

সাধক কুলবারাদি পরিজ্ঞাত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। কুলমার্গ সর্ব্বদা গোপন করিবে। নির্জ্জন স্থানেই কুলকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, লোকসমক্ষে করা বিধেয় নহে। এমন কি পশু-পক্ষীর সমক্ষেও কুলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে শাস্ত্র নিষেধ করিয়াছেন। কারণ, প্রকাশ করিলে সিদ্ধিহানি হয়। কুলাচার প্রকাশ করিলে মন্ত্রনাশ, কুলহিংসা ও মৃত্যু হইতে পারে। যথা—

প্রকাশান্মন্ত্রনাশঃ স্যাৎ প্রকাশাৎ কুলহিংসনম্।
প্রকাশান্মৃত্যুলাভঃ স্যান্ন প্রকাশ্যং কদাচন॥

—নীল-তন্ত্র

অতএব সাধকের কদাচ কুলাচার প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। বরং পূজা ত্যাগ করিবে, তথাপি আচার ব্যক্ত করিবে না। যথা—

বরং পূজা ন কর্ত্তব্যা ন চ ব্যক্তিঃ কদাচন॥

———

পঞ্চ-মকারে কালীসাধনা

শক্তি-পূজা প্রকরণে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন, এই পঞ্চতত্ত্ব সাধন-স্বরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পঞ্চতত্ত্ব ব্যতিরেকে পূজা করিলে ঐ পূজা প্রাণনাশকারী হইয়া থাকে,—বিশেষতঃ তাহাতে সাধকের অভীষ্টসিদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, পদে পদে ভয়ানক বিঘ্ন ঘটে। শিলাতে শস্যবীজ বপন করিলে যেরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ পঞ্চতত্ত্ববর্জ্জিত পূজায় কোন ফল ফলে না। আদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন—

কুলাচারং বিনা দেবি শক্তিমন্ত্রো ন সিদ্ধিদঃ।
তস্মাৎ কুলাচাররতঃ সাধয়েচ্ছক্তিসাধনম্।

—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র

—হে দেবি! কুলাচার ব্যতিরেকে শক্তিমন্ত্র সিদ্ধিদায়ক হয় না। কুলাচারে রত থাকিয়া শক্তিসাধন করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চ-মকারে সাধনার ক্রম এইরূপ—

সাধক প্রাতঃকৃত্যাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক গোপনীয় গৃহে কুশাসন কিম্বা কম্বলাসন বিস্তৃত করিয়া পূর্ব্ব কিম্বা উত্তরমুখ হইয়া স্কন্ধ, মস্তক, মেরুদণ্ড প্রভৃতি সরলভাবে রাখিয়া স্থিরভাবে আপন আপন অভ্যস্ত যে কোন আসনে (সিদ্ধাসনাদিতে) উপবেশন করিবে। প্রথমতঃ স্বকীয় মস্তক মধ্যে শুক্ল শতদলপদ্মে গুরুদেবের ধ্যান করতঃ প্রার্থনা ও প্রণাম করিবে। অনন্তর "হূঁ" মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ইড়া ও পিঙ্গলার শ্বাসবায়ুকে একত্র করিয়া ধীরে ধীরে বায়ু টানিয়া মূলাধার সঙ্কোচ পূর্ব্বক "হংস" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুম্ভক করিতে হইবে। ইহাই কুলাচারীর মৎস্য-

সাধনা। এই মৎস্যসাধনায় কুল-কুণ্ডলিনীশক্তিরূপা কালীদেবী জাগরিতা হইয়া উর্দ্ধগমনোন্মুখী হইবেন।

অনন্তর কুণ্ডলিনীশক্তিকে শ্বাসের সাহায্যে হৃদয়স্থ অনাহত-পদ্মে আনয়ন করিয়া অন্তর্যাগের প্রণালীতে পূজা, জপ ও হোমকার্য্য সম্পাদন করিবে। পরে চিন্তা করিবে সহস্রার মহাপদ্মের কর্ণিকার ভিতর পারদতুল্য স্বচ্ছবিন্দুরূপ শিবের স্থান। ইহাই কুলাচারীর **মুদ্রা সাধনা**।

উক্ত শিবের ভবন সুখ-দুঃখ-পরিশূন্য ও সর্ব্বকালীন ফল-পুষ্পালঙ্কৃত স্বর্গীয় তরু-পরিশোভিত। উক্ত ভবনাভ্যন্তরে সদাশিবের মনোহর মন্দির। এই মন্দিরে একটী কল্পপাদপ আছে, এই পাদপ পঞ্চভূতাত্মক, ব্রহ্ম ও গুণত্রয় ইহার শাখা, চতুর্ব্বেদ ইহার শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প। উক্ত প্রকার কল্পতরুর ধ্যান করিয়া ইহার অধোভাগে রত্নবেদিকা, তাহার উপরিভাগে রত্নালঙ্কৃত, সুগন্ধ মন্দারপুষ্প-বিনির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক এবং তাহার উপরিভাগে বিমল-স্ফটিক ধবল, সুদীর্ঘ-ভুজশালী, আনন্দ-বিস্ফারিত-নেত্র, স্মের-মুখ, নানারত্নালঙ্কৃতদেহ, কুণ্ডলালঙ্কৃত-কর্ণ, রত্নহার ও লোহিত-পদ্মস্রক্‌পরিশোভিত বক্ষঃস্থল, পদ্মপলাশ-ত্রিলোচন, রম্য-মঞ্জীরালঙ্কৃত-চরণ, শব্দব্রহ্মময় দেহ, এইরূপ দেবাদিদেব শিবকে ধ্যান করিবে। তিনি শবরূপের ন্যায় নিরীহ, তাঁহার কোন কার্য্য নাই। অনন্তর হৃৎপদ্ম হইতে ষোড়শীতুল্যা স্থির-যৌবনা, পীনোন্নতপয়োধরশালিনী, সর্ব্ববিধ অলঙ্কার পরিশোভিতা, পূর্ণশশধর-সুন্দর-মুখী, রক্ত-বর্ণা, চঞ্চল-নয়না, নানাবিধ রত্নালঙ্কৃতা, নূপুরযুক্ত-পাদপদ্মা, কিঙ্কিণীযুক্ত-কটিদেশা, রত্নকঙ্কণ-মণ্ডিত ভুজযুগশালিনী, কোটিকন্দর্পসুন্দরবিগ্রহা, সুমধুর-মৃদুমন্দ-হাস্যযুক্ত-বদনা ইষ্টদেবীকে সহস্রারে শিব-সকাশে আনয়ন করিবে। অনন্তর চিন্তা করিবে, পরাশক্তি কামসমুল্লাস-বিহারিণী রূপবতী ভগবতী-দেবী মুখারবিন্দের গন্ধে নিদ্রিত শিবকে প্রবোধিত করিয়া তাঁহার সমীপে

উপবেশন করতঃ শিবের মুখপদ্ম চুম্বন করিতেছেন। এইরূপ ধ্যানকালে সাধক সমাহিত চিত্তে ও মৌনী হইয়া চিন্তা করিবে। ইহাই কুলাচারীর **মাংসসাধনা**।

তৎপরে সাধক চিন্তা করিবে, দেবী শিবের সহিত আলিঙ্গিত হইয়া স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় সঙ্গমাসক্ত হইলেন। এই সময় সুধীব্যক্তি আপনাকে শক্তির সহিত অভিন্ন ভাবনা করিয়া নিজকে আনন্দময় ও পরম সুখী জ্ঞান করিবে। ইহাই কুলাচারীর **মৈথুন সাধনা**।

অতঃপর জিহ্বাগ্র-দ্বারা তালুকুহর রোধ করতঃ স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় শিবশক্তির শৃঙ্গার-রস-পূর্ণ বিহার হইতে যে সুধাক্ষরণ হইতেছে, সেই সুধাধারা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হইতেছে, এইরূপ ধ্যান-নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে। ইহাই কুলাচারীর **মদ্যসাধনা**।

এই সময় সাধকের নেশার ন্যায় অবস্থা হয়; গা-মাথা টলিতে থাকে। তখন আর কোন চিন্তা করিবে না। তাহা হইলে নিস্তরঙ্গিণী অর্থাৎ নির্ব্বাত জলাশয়ের ন্যায় নিশ্চলা সমাধি উৎপন্ন হইবে। নারীসহবাস-কালে শুক্র বহির্গমন সময়ে শরীর ও মনে যেমন অনির্দ্দেশ্য আনন্দ অনুভব ও অব্যক্ত ভাব হইয়া থাকে, সাধক সমাধিকালে তদপেক্ষা কোটী কোটী গুণ অধিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। শরীর ও মনের সে অব্যক্ত, অপূর্ব্ব ভাব ব্যক্ত করিবার উপায় নাই।

অনন্তর এইরূপে দিব্যকুলামৃত পান করাইয়া পুনর্ব্বার কুণ্ডলিনীকে কুলস্থানে (মুলাধার পদ্মস্থ ব্রহ্মযোনিমণ্ডলে) আনয়ন করিবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে হইবে। যথা—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিতো ধরণীতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

—কুলার্ণব তন্ত্র

—এইরূপে পুনঃ পুনঃ কুণ্ডলিনীশক্তিকে কুলামৃত পান করাইলে সাধকের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

পাঠক! ইহা মদের নেশায় পুনঃ পুনঃ খানায় পড়া নহে। মূলাধার হইতে কুণ্ডলিনীর পুনঃ পুনঃ সহস্রারে গমন ও কুলামৃত পান। এই সাধন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার অনুষ্ঠানে এমন কোন বিষয় নাই, যাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারা যায়। তাই তন্ত্র বলিতেছেন—

মকারপঞ্চকং কৃত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।

—পঞ্চ মকারের সাধনায় সাধকের পুনরায় জন্ম হয় না। উক্তবিধ সাধক গঙ্গাতীর্থে কিম্বা চণ্ডালালয়ে দেহত্যাগ করিলেও নিশ্চয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবে। কারণ—

এবমভ্যস্যমানস্তু অহন্যহনি পার্ব্বতি।
জরামরণদুঃখাদ্যৈর্মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ॥

—শাক্তানন্দতরঙ্গিণী

—উক্ত সাধনা অভ্যস্ত হইলে সাধক জরামরণাদি দুঃখ ও ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে।

এইরূপে প্রকৃতি-পুরুষযোগ বা শিব-শক্তির মিলনই তন্ত্রোক্ত পঞ্চমাকারে কালীসাধনা। কিন্তু ইহা অতি সূক্ষ্ম প্রণালী, তন্ত্রে স্থূল পঞ্চমকারেরও বিধি আছে। তবে সাধনার সূক্ষ্ম-তত্ত্বে উপনীত হইতে না পারিলে প্রকৃত ফল লাভ করা যায় না। তাই তান্ত্রিক সাধক গাহিয়াছেন—

ভাঙ্গিতে তাদের মনোবিকার, অস্থি চর্ম্ম করেছি সার,
যাগ যজ্ঞ ব্রত নিয়ম করেছি কত প্রাণপণে ;—

গিয়াছি শ্মশানে, ভস্মভূষিত করেছি গাত্র,
বসেছি চিতার অঙ্গে, সার করেছি মহাপাত্র,
তাতেও পিতা নাহি ভুলে, মা-টি মোর গা-টি না তোলে,
বড় নিরুপায়ে পড়েছিরে ভাই, কূল পাব বল কেমনে ॥

কূল পাবার উপায় কি ?—

শ্রীনাথ ক'ন সেই জানে মিলন, অন্তর্যাগে জেগে যে জন,
পরমতত্ত্ব জ্ঞানের ধ্যানে রোধ করে পবনে ;—ইত্যাদি।

তবেই দেখুন, পবনরোধ করতঃ অন্তর্যাগের সূক্ষ্ম সাধনাই প্রকৃত সাধনা ; ইহাতে সাধকের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয়। তবে ভোগাসক্ত জীবকে স্থূলের ভিতর দিয়াই সূক্ষ্মে যাইতে হয়, তাই তন্ত্রে স্থূল পঞ্চমাকারেরও ব্যবহার দৃষ্ট হয়। স্থূল পঞ্চ-মকারে কালীসাধনা এইরূপ,—

সাধক যথাবিধি প্রাতঃকৃত্য এবং প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালের বৈদিক ও তান্ত্রিকীসন্ধ্যা সমাপন করিয়া ভক্তিযুতচিত্তে অবস্থান করিবে। তৎপরে যথাসময়ে দেবীর চরণ স্মরণ করিতে করিতে পূজামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া অর্ঘ্যজলে গৃহ বিশুদ্ধ করিবে। অনন্তর সাধক দিব্যদৃষ্টি দ্বারা এবং জলপ্রক্ষেপে গৃহগত বিঘ্নসকল বিনাশ করিবে। অগুরু, কর্পূর ও ধূপাদি দ্বারা গৃহ গন্ধময় করিবে। পরে আপনার উপবেশনের জন্য বাহ্যে চতুরস্র ও মধ্যে ত্রিকোণাকার মণ্ডল লিখিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কামরূপাকে পূজা করিবে। তৎপরে মণ্ডলের উপরিভাগে আসন বিছাইয়া

ক্লীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ

এই মন্ত্রে আসনে একটি পুষ্প প্রদান করিয়া বীরাসনে উপবেশন করিবে।

তদনন্তর প্রথমে "ওঁ হ্রীং অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতমাকর্ষয়াকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি কালিকাং মে বশমানয় বশমানয় স্বাহা" এই মন্ত্রে বিজয়া (সিদ্ধি) শোধন করিয়া সেই সিদ্ধি-পাত্রের উপরে সপ্তবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিরোধিনী, ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। তৎপরে তত্ত্বমুদ্রার সাহায্যে সহস্রদলকমলে বিজয়াদ্বারা গুরুর উদ্দেশে তিনবার তর্পণ করিবে। পরে হৃদয়ে মূল মন্ত্র জপ করিয়া "ঐঁ বদ বদ বাগ্বাদিনি মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কুণ্ডলিনীমুখে ঐ বিজয়ার দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে।

অতঃপর সাধক বাম কর্ণের উর্দ্ধদেশে "ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ" দক্ষিণ কর্ণোর্দ্ধে "ওঁ গণেশায় নমঃ" এবং ললাটে "ওঁ সনাতনীকালিকায়ৈ নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিয়া স্বীয় দক্ষিণ ভাগে পূজার দ্রব্য ও বামভাগে সুবাসিত জল আর কুলদ্রব্যাদি রাখিবে। অনন্তর যথাবিধি অর্ঘ্য স্থাপিত করিয়া তজ্জলে পূজাদ্রব্যাদি প্রোক্ষণ ও অভিষিঞ্চন করিবে। "রং" এই বহ্নি-বীজ দ্বারা বহ্নির আবরণ করিবে। তৎপরে করশুদ্ধির জন্য পুষ্প-চন্দন গ্রহণপূর্ব্বক "ক্রীঁ" মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ উহা হস্তে ঘর্ষণ ও প্রক্ষিপ্ত করিয়া "ফট্" মন্ত্রে ছোটিকা (তুড়ী) দ্বারা দিগ্বন্ধন করিবে। তদনন্তর ভূতশুদ্ধি * দ্বারা দেবতার আশ্রয় করিয়া মাতৃকান্যাস করিবে।

প্রথমতঃ করযোড় করিয়া "অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতীদেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মস্তকে হস্ত দিয়া—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে

* মৎপ্রণীত "যোগী গুরু" ও "জ্ঞানী গুরু" গ্রন্থদ্বয়ে বিশদ করিয়া ভূতশুদ্ধির মন্ত্র ও প্রণালী লেখা হইয়াছে, সুতরাং এখানে আর পুনরুল্লিখিত হইল না।

নমঃ, মুখে—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে—ওঁ মাতৃকা সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে—ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ, পাদয়োঃ—ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ, পরে—অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ—ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা—উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্—এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুঁ—ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্—অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ এইরূপে করন্যাস করিবে।

পরে—অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ—ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা—উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্—এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হূং—ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্—অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ এইরূপে অঙ্গন্যাস করিবে।

তৎপরে মাতৃকা সরস্বতীর—

পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্ব্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে॥

এই ধ্যান পাঠ করিয়া ষট্চক্রে মাতৃকান্যাস করিবে। ভ্রূমধ্যে হং ক্ষং; কণ্ঠস্থিত ষোড়শদলে—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং, এং ঐং ওং ঔং অং অঃ; হৃদয়স্থিত দ্বাদশদলে—কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং; নাভিস্থিত দশদলে—ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং; লিঙ্গমূলে ষড়দলে—বং ভং মং যং রং লং এবং গুহ্যদেশে চতুর্দ্দলে বং শং ষং সং এইরূপ ন্যাস করিবে।

পরে ললাট, মুখ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গণ্ডদ্বয়, ওষ্ঠ, দন্ত, উত্তমাঙ্গ, মুখবিবর, বাহুসন্ধি ও অগ্রস্থান, পদসন্ধি ও অগ্রস্থান, পার্শ্বদেশ, পৃষ্ঠ, নাভি, জঠর, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ বাহু ও দক্ষিণ পদ এবং হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া বাম বাহু ও বাম পদ—এইরূপে জঠর ও মুখে যথাক্রমে বহির্ন্যাস করিবে।

তদনন্তর "হ্রীঁ" বীজ দ্বারা ১৬।৬৪।৩২ সংখ্যায় অনুলোম-বিলোম ক্রমে তিনবার প্রাণায়াম করিবে।* তৎপরে আপন আপন কল্পোক্ত ক্রমে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। অনন্তর হৃদয়পদ্মে আধারশক্তি, কূর্ম্ম, শেষ, পৃথ্বী, সুধাম্বুধি, মণিদ্বীপ, পারিজাতবৃক্ষ, চিন্তামণি-গৃহ, মণিমাণিক্যবেদী ও পদ্মাসনের ন্যাস করিবে। তৎপরে দক্ষিণস্কন্ধে, বামস্কন্ধে, দক্ষিণকটি ও বামকটিতে জ্ঞান, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের ক্রমশঃ ন্যাস করিবে। পরে আনন্দ, কন্দ, সূর্য্য, সোম, হুতাশন এবং আদ্যবর্ণে অনুস্বার যোগ করিয়া সত্ব, রজঃ ও তমঃ এবং কেশর কর্ণিকা ও পদ্মসমুদায়ে মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী ও বৈষ্ণবী এই অষ্ট পীঠনায়িকাদিগের ন্যাস করিবে। অতঃপর অষ্টদলের অগ্রে অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ ও সংহার এই অষ্ট ভৈরবের ন্যাস করিবে। তৎপরে আর একবার পূর্ব্বোক্ত বিধানে প্রাণায়াম করিতে হইবে।

তদনন্তর গন্ধপুষ্প গ্রহণ করিয়া কচ্ছপমুদ্রাতে ধারণপূর্ব্বক সেই হস্ত হৃদয়ে ধারণা করিয়া—

"ওঁ মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্।

---

* প্রাণায়ামের প্রণালী মৎপ্রণীত "যোগী গুরু" গ্রন্থে লেখা হইয়াছে।

নৃত্যান্তং পুরতো নিপীয় মধুরমাধ্বীকমন্তং মহা-
কালং বীক্ষ্য প্রকাশিতাননবরামাত্তাং ভজে কালিকাম্ ॥"

এই মন্ত্রানুযায়ী ধ্যান করিবে; এবং ধ্যানের পুষ্পটী নিজের মস্তকে প্রদানকরতঃ ভক্তিভাবে মানসোপচারে পূজা করিবে।

মানসপূজা বা অন্তর্যাগের প্রণালী ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে; স্নতরাং এখানে আর পুনরুল্লিখিত হইল না।

যথাবিধি মানসপূজা সমাপ্ত করিয়া বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবে। প্রথমতঃ বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। অর্ঘ্যপাত্র তিন ভাগ মদ্য ও এক ভাগ জল দ্বারা পূর্ণ করিতে হয়। বিশেষার্ঘ্য স্থাপিত হইলে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র জল প্রোক্ষণীপাত্রে প্রক্ষিপ্ত করিয়া সেই জলে আপনাকে ও পূজা-দ্রব্য সমুদায়কে প্রোক্ষিত করিবে এবং যাবৎকাল পর্য্যন্ত পূজা সমাপ্ত না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত বিশেষার্ঘ্য স্থানান্তরিত করিবে না। তদনন্তর যন্ত্র লিখিয়া কলস স্থাপন করিবে। সাধক আপনার বামভাগে একটী ষট্‌কোণ মণ্ডল লিখিয়া তাহাতে একটী শূন্য দিবে, উহার বাহিরে একটী গোলাকার মণ্ডল লিখিয়া তদ্বহির্ভাগে একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। উহা সিন্দুর, রজঃ বা রক্তচন্দন দ্বারা লিখিতে হয়। পরে "অনন্তায় নমঃ" এই মন্ত্রে প্রক্ষালিত আধার উক্ত মণ্ডলোপরি স্থাপন করিয়া "ফট্" এই মন্ত্রে প্রক্ষালিত কলস আধারোপরি স্থাপন করিবে। কলস—স্বর্ণ, রজত, তাম্র, কাংস্য বা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত হইবে। অনন্তর সাধক 'ক্ষ' হইতে আরম্ভ করিয়া অকার পর্য্যন্ত বর্ণে বিন্দু সংযোগ করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে কলস পূরিত করিবে। পরে দেবীভাবে স্থিরমনা হইয়া আধারকুণ্ড ও তদধিষ্ঠিত মদ্যের উপরি বহ্নিমণ্ডল, অর্কমণ্ডল ও সোমমণ্ডলের পূজা করিবে। অতঃপর রক্তচন্দন, সিন্দূর, রক্তমাল্য ও অনুলেপনে কলস বিভূষিত করিয়া "ফট্" মন্ত্রে কলসে

তাড়না, "হ্রীঁ" মন্ত্রে অবগুণ্ঠিত ও দিব্যদৃষ্টি দ্বারা কলস দর্শন, "নমঃ" মন্ত্রে জল দ্বারা কলস অভ্যুক্ষিত এবং মূলমন্ত্রে তিনবার কলসে চন্দন লেপন করিবে। পরে কলসকে প্রণাম করিয়া তাহাতে রক্তপুষ্প প্রদান করতঃ মদ্য শোধন করিবে। প্রথমতঃ—

"একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্।
কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্॥
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থে বরুণালয়সম্ভবে।
অনাবীজময়ি দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যসে॥
বেদানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি।
তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতু॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ বাং বীং বূং বৈং বৌং বঃ ব্রহ্মশাপ-বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ" বলিয়া দশবার মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর "ওঁ শাং শীং শূং শৈং শৌং শঃ শুক্রশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে। পরে হ্রীং শ্রীং ক্রাং ক্রীং ক্রূং ক্রৈং ক্রৌং ক্রঃ কৃষ্ণশাপং বিমোচয়ামৃতং স্রাবয় স্বাহা" এই মন্ত্র দশ বার জপ করিবে। এইরূপে শাপ মোচন করিয়া সমাহিত হৃদয়ে আনন্দভৈরব ও ভৈরবীর পূজা করিবে। অনন্তর কলসে উক্ত দেব-দেবীদ্বয়ের সামঞ্জস্য ও ঐক্য ধ্যান করিয়া অমৃতে সুধা সংসিক্ত হইয়াছে ভাবনা করিয়া তাহাতে দ্বাদশ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর দেব-বুদ্ধিতে মূলমন্ত্রে মদ্যের উপরি তিন বার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ঘণ্টা বাদনপূর্ব্বক ধূপদীপ প্রদান করিবে।

অনন্তর মাংস আনয়নপূর্ব্বক সম্মুখে ত্রিকোণমণ্ডলের উপরিভাগে স্থাপন করিয়া "ফট্" এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষিত করতঃ পশ্চাৎ "যং" এই বায়ু-বীজে উহা অভিমন্ত্রিত করিবে। অনন্তর কবচে অবগুণ্ঠিত করিয়া "ফট্"

এই মন্ত্রে রক্ষা করিবে ; পশ্চাৎ "বং" এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া—

ওঁ বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি যা দেবী শঙ্করস্য হৃদয়ে যা চ।
মাংসং মে পবিত্রীকুরু তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর ঐরূপে মৎস্য ও মুদ্রা আনয়ন এবং সংশোধন করিয়া—

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মৎস্য এবং—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।
ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবে জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মুদ্রাশোধন করিবে। অথবা কেবল মূলমন্ত্রে পঞ্চতত্ত্ব শোধন করা যায়, তাহাতে কোন প্রত্যবায় হয় না। কিন্তু পঞ্চতত্ত্ব সংশোধন না করিলে সিদ্ধিহানি হয় এবং দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া থাকেন। যথা—"সংশোধনমনাচর্য্যেতি।" (শ্রীক্রম)

অনন্তর গুণশালিনী স্বকীয়া রমণীকে (কারণ, পরকীয়া রমণী কলিকালে গ্রাহ্য নহে, তাহাতে পরদার দোষ হয় ইহাই তন্ত্রের শাসন) আনয়ন করিয়া, **ঐং ক্লীং সৌঃ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ইমাং শক্তিং পবিত্রীকুরু মম শক্তিং কুরু স্বাহা** এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সামান্যার্ঘ্য জলে অভিষেক করিবে। যদি তাঁহার দীক্ষা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার কর্ণে মায়া-বীজ শুনাইয়া দিবে। পূজাস্থানে কোন পরকীয়া শক্তি উপস্থিত থাকিলে তাঁহাদিগকেও পূজা করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর পূর্ব্বলিখিত যন্ত্রের মধ্যে একটী ত্রিকোণ, তদ্বাহে একটী

ষট্‌কোণ মণ্ডল ও তাহার বাহিরে একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে। পরে ষট্‌কোণ মণ্ডলের ছয় কোণে হ্রাং হ্রীং হ্রঃ হৈং হ্রোং হ্রঃ এই ছয়টী মন্ত্রে তত্তৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করিয়া ত্রিকোণমণ্ডলে আধার দেবতার পূজা করিবে। অনন্তর "নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া মণ্ডলের উপরিভাগে প্রক্ষালিত পাত্র রক্ষা করিয়া,—ধূম্রা, অর্চ্চিঃ, জ্বালিনী, সূধূম্রা, সূক্ষ্মাজ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা ও হব্যকব্যবহা এই বহ্নিদশকলার প্রত্যেক শব্দে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া অন্তে "নমঃ" শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক উহাদের পূজা করিবে। পশ্চাৎ "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিবে। তৎপরে অর্ঘ্যপাত্র আনয়নপূর্ব্বক "ফট্" মন্ত্রে বিশোধিত করিয়া আধারে স্থাপন করতঃ বনবীজ পূর্ব্বে যোজনা করিয়া সূর্য্যের তাপিনী, ধূম্রা, মরীচি, জ্বালিনী, সুধূম্রা, সূক্ষ্মাজ্বালিনী, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, সন্নিরোধিনী, ধরণী ও ক্ষমা এই দ্বাদশ কলার অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর "অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্যপাত্রে সূর্য্যমণ্ডলের পূজা করিবে। অনন্তর সাধক বিলোম মাতৃকাবর্ণ এবং তদবসানে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কলসস্থ সুরা দ্বারা বিশেষার্ঘ্য জলে তিন ভাগ পূরণ করিবে। অনন্তর ষোড়শী-বীজাশ্রয়ে অন্তে চতুর্থ্যন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রের অমৃত, মানদা, পূজা তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অলকা, পূর্ণা ও পূর্ণামৃতা এই ষোড়শ কলার পূজা করিবে। পরে ওঁ সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্মনে নমঃ এই মন্ত্রে অর্ঘ্য পাত্রস্থ জলে সোমমণ্ডলের পূজা করিবে। অনন্তর দূর্ব্বা, অক্ষত, রক্তপুষ্প এইগুলি গ্রহণ করিয়া "শ্রীঁ" এই মন্ত্রে নিক্ষেপ করতঃ তীর্থ আবাহন করিবে। তৎপরে কলসমুদ্রা দ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া অস্ত্র-মুদ্রা দ্বারা রক্ষণ করিবে। পশ্চাৎ ধেনু-মুদ্রা দ্বারা

অমৃতীকরণ পূর্ব্বক উহা মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। পরে দশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া—

"অথণ্ডৈকরসানন্দাকরে পরসুধাত্মনি।
স্বচ্ছন্দস্ফুরণমত্র নিধেহি কুলরূপিণি॥
অনঙ্গস্থামৃতাকারে শুদ্ধজ্ঞানকলেবরে।
অমৃতত্বং নিধেহ্যস্মিন্ বস্তুনি ক্লিন্নরূপিণি॥
তদ্রূপেণৈকরস্যঞ্চ কৃতার্থং তৎস্বরূপিণি।
ভূত্বা কুলামৃতাকারমপি বিস্ফুরণং কুরু॥
ব্রহ্মাণ্ডরস-সম্ভূতমশেষ-রসসম্ভবম্।
আপূরিতং মহাপাত্রং পীযূষরসামৃতং বহ।
অহন্তা পাত্রভরিতাঁমিদন্তাপরসামৃতম্।
পরহন্তাময়বহ্নৌ হোমস্বীকারলক্ষণম্॥"

এই পাঁচটী মন্ত্র দ্বারা সুরা অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে তাহাতে হর-পার্ব্বতীর সমানুরাগ ধ্যান করিয়া পূজান্তে ধূপ দীপ প্রদর্শন করাইবে।

তদনন্তর সাধক ঘট ও শ্রীপাত্রের মধ্যস্থলে গুরুভোগ ও শক্তিপাত্র-স্থাপন করিবে। যোগিনীপাত্র, বীরপাত্র, বলিপাত্র, আগমনপাত্র, পাদ্যপাত্র ও শ্রীপাত্র, এই ছয়টী পাত্র সামান্যার্ঘ্য স্থাপনের প্রণালীতে স্থাপিত করিবে। পরে সমুদয় পাত্রের তিন অংশ মদ্য দ্বারা পূর্ণ করিয়া ঐ সকল পাত্রে মাষপ্রমাণ শুদ্ধিখণ্ড নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে পাত্রস্থিত সুরা ও মাংসখণ্ড গ্রহণান্তে দক্ষিণ হস্তে তত্ত্বমুদ্রার দ্বারা সর্ব্বত্র তর্পণ করিবে। প্রথমতঃ শ্রীপাত্র হইতে পরম বিন্দু লইয়া আনন্দভৈরব ও ভৈরবীর উদ্দেশে তর্পণ করিবে। পরে গুরুপাত্রস্থ সুরা গ্রহণে গুরুপংক্তির তর্পণ করিবে। অনন্তর শক্তিপাত্র হইতে মদ্য গ্রহণ করিয়া অঙ্গ ও আবরণদেবতা অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে যোনিপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা আয়ুধধারিণী

বদ্ধপরিকরা কালিকাদেবীর তর্পণ করিয়া বটুকদিগকে বলি প্রদান করিবে।

প্রথমতঃ সাধক আপনার বামভাগে সামান্য মণ্ডল রচনা পূর্ব্বক তাহা পূজা করিয়া মদ্য-মাংসাদি মিশ্রিত সামিষান্ন স্থাপন করিবে। অগ্রে বাগ্ময়া, কমলা ও বটুকের পূজা করিয়া মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে রাখিয়া দিবে। অতঃপর "যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে মণ্ডলের দক্ষিণ দিকে যোগিনীগণের উদ্দেশে এবং পশ্চিমে ক্ষেত্রপালগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। তৎপরে মণ্ডলের উত্তরে গণেশের বলি প্রদান করিয়া মধ্যস্থলে "হ্রীং শ্রীং সর্ব্বভূতেভ্যঃ হূং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে সর্ব্বভূতের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে একটী শিবাভোগ দিবে। ইহাই পঞ্চমকারে কালীসাধনার **চক্রানুষ্ঠান**।

তদনন্তর চন্দন, অগুরু ও কস্তুরীবাসিত মনোহর পুষ্প কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা হস্তে ধারণ করিয়া উহা স্বকীয় হৃদয়কমলে স্থাপন করিয়া "ওঁ মেঘাঙ্গীং" দেবীর পূর্ব্বোক্ত ধ্যানটী পুনরায় পাঠ করিবে। পরে সহস্রার নামক মহাপদ্মে সুষুম্নারূপ ব্রহ্মবর্ত্ম দ্বারা হৃদয়স্থিত ইষ্টদেবতাকে লইয়া বৃহৎ নিশ্বাসবর্ত্মে তাঁহাকে আনন্দিত করিয়া দীপ হইতে প্রজ্জলিত দীপান্তরের ন্যায় করস্থিত পুষ্পে দেবীকে স্থাপন করতঃ যন্ত্রে কিম্বা দেবীপ্রতিমার মস্তকে প্রদান করিবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—

ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে।
যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব॥

তৎপরে আবাহনী মুদ্রা দ্বারা "ক্রীং কালিকেদেবি পরিবারাদিভিঃ সহ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব মম পূজাং গৃহাণ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীকে আবাহন করিবে।

অনন্তর "ওঁ স্থাং স্থিং স্থিরো ভব যাবৎ পূজাং করোম্যহম্" বলিয়া প্রার্থনা করিয়া দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে।

"আং হ্রীং ক্রোং শ্রীং স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণা আং হ্রীং ক্রোং শ্রীং স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়াঃ জীব ইহ স্থিত আং হ্রীং ক্রোং শ্রীং স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি আং হ্রীং ক্রোং শ্রীং স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়াঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রম্ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা এই প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র, প্রতিমা হইলে যথাযথ স্থানে নতুবা যন্ত্রমধ্যে তিন বার পাঠ করিয়া লেলিহান-মুদ্রা দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা সমাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে "আদ্যে কালি স্বাগতন্তে সুস্বাগতমিদন্তব" এই মন্ত্রটী পাঠ করিবে। তৎপরে দেবতার শুদ্ধির জন্য মূলমন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক বিশেষার্ঘ্য জলে তিনবার প্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর ষড়ঙ্গন্যাস দ্বারা দেবতার অঙ্গে সকলীকরণ করিয়া আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্ক, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, তাম্বুল, আচমন ও নমস্কার, এই ষোড়শোপচারে ভক্তিভাবে যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর পঞ্চতত্ত্ব নিবেদন করিতে হইবে।

প্রথমতঃ পূর্ণপাত্র হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া মূল-মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দেবী কালিকাকে নিবেদনকরতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া—

"ওঁ পরমং বারুণীকল্পং কোটিকল্পান্তকারিণি।
গৃহাণ শুদ্ধিসহিতং দেহি মে মোক্ষমব্যয়ং॥"

এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। অনন্তর সামান্য বিধানানুসারে সম্মুখে মণ্ডল লিখিয়া তাহাতে নৈবেদ্যপূর্ণ পাত্র সংস্থাপন করিবে। পরে উহা প্রোক্ষণ, অবগুণ্ঠন, রক্ষণ, ও অমৃতীকরণ করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করতঃ অর্ঘ্যজলে উহা দেবীকে নিবেদন করিবে। প্রথমে মূল-মন্ত্রোচ্চারণ

করিয়া "**সর্ব্বোপকরণান্বিতং সিদ্ধান্নম্ ইষ্টদেবতায়ৈঃ নমঃ**" বলিয়া "**শিবে ইদং হবির্জুষস্বঃ**" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে প্রাণাদি-মুদ্রা দ্বারা "**প্রাণায় স্বাহা, অপনায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা ও ব্যানায় স্বাহা,**" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীকে হবিঃ প্রদান করিবে। পশ্চাৎ বামকরে প্রফুল্ল-পঙ্কজ-সদৃশ নৈবেদ্যমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া মূলমন্ত্রে মদ্যপূর্ণ কলস পানার্থ নিবেদন করিবে। পরে শ্রীপাত্রস্থ অমৃত দ্বারা তিনবার তর্পণ করিবে। অবশেষে সাধক মূলমন্ত্রে দেবীর মস্তক, হৃদয়, চরণ এবং সর্ব্বাঙ্গে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে।

তদনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে দেবীর নিকট "**তবাবরণদেবান্ পূজয়ামি নমঃ**" এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে। তৎপরে অগ্নি, নৈঋত, বায়ু, ঈশান, সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে যথাক্রমে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া গুরু, পরমগুরু, পরাপর গুরু ও পরমেষ্ঠীগুরু এই গুরুপংক্তি * এবং কুলগুরুর অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে পাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা তাঁহাদিগকে তর্পণ করিবে।

অনন্তর অষ্টদলপদ্মের দলমধ্যে অষ্টনায়িকা এবং দলাগ্রে অষ্ট ভৈরবের পূজা করিতে হইবে। তৎপরে আদিতে 'ওঁ' ও অন্তে 'নমঃ' শব্দ যোগ করিয়া ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিয়া পরে তাঁহাদিগের অস্ত্রসমুদয়ের পূজা করিবে। অবশেষে সর্ব্বোপচারে দেবীর পূজা করিয়া সমাহিতচিত্তে বলিদান করিবে।

প্রথমতঃ সাধক দেবীর অগ্রে সুলক্ষণ পশু সংস্থাপনপূর্ব্বক অর্ঘ্যজলে প্রোক্ষিত করিয়া, ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণকরতঃ ছাগকে—"**ছাগপশবে**

* গুরুর গুরু তস্য গুরু গুরুপংক্তি নহেন। মন্ত্রদাতা—গুরু, মন্ত্র—পরমগুরু, পরাশক্তি—পরাপরগুরু এবং পরমশিব—পরমেষ্ঠীগুরু এইরূপে তন্ত্রশাস্ত্র গুরুপংক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নমঃ" এই মন্ত্রে ক্রমে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও জল দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর পশুর কর্ণে **"পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্ম্মণে ধীমহি তন্নোজীবঃ প্রচোদয়াৎ"** এই পাপবিমোচিনী গায়ত্রী শুনাইয়া দিবে।

অনন্তর খড়্গ লইয়া তাহাতে ক্লীং-বীজে পূজা করিয়া, তাহার অগ্রভাগে বাগীশ্বরী ও ব্রহ্মা, মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণের এবং মূলে উমা-মহেশ্বরের পূজা করিবে। শেষে **ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-শক্তি-যুক্তায় খড়্গায় নমঃ** এই মন্ত্রে খড়্গের পূজা করিবে। পরে মহাবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক পশু উৎসর্গ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে যথোক্ত বিধানানুসারে **"তুভ্যমস্তু সমর্পিতং"** এই মন্ত্র পাঠ করতঃ পশুবলি প্রদান করিয়া দেবীভক্তিপরায়ণ হইয়া তীব্র প্রহারে ও এক আঘাতে পশু ছিন্ন করিবে। স্বয়ং অথবা সুহৃদ্বর্গহস্তে পশুবলি হওয়া কর্ত্তব্য ;—শত্রুহস্তে সংহার হওয়া উচিৎ নহে। অনন্তর কবোষ্ণ রুধিরবলি ওঁ **বটুকেভ্যো নমঃ** এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া সপ্রদীপ শীর্ষবলি দেবীকে নিবেদন করিয়া দিবে। কেবল কুলাচারী সাধক কুলকর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য এই বিধানে বলি দিবে। অতঃপর হোমকার্য্য আরম্ভ করিবে।

প্রথমতঃ সাধক আপনার দক্ষিণ দিকে বালুকা দ্বারা চতুর্হস্তপরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিয়া মূলমন্ত্রে নিরীক্ষণ করতঃ "ফট্" এই মন্ত্রে তাড়িত করিয়া উক্ত মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর স্থণ্ডিলে প্রাদেশ পরিমিত তিনটী প্রাগগ্র ও তিনটী উদগ্র রেখা রচিত করিয়া, প্রাগগ্র রেখাত্রয়ের উপর যথাক্রমে বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্র এবং উদগ্র রেখাত্রয়ের উপর যথাক্রমে ব্রহ্মা, যম ও চন্দ্রের পূজা করিবে। তৎপরে স্থণ্ডিলে ত্রিকোণ-মণ্ডল রচনা করিয়া তাহাতে "হেসৌ" এই শব্দ লিখিবে, পরে ত্রিকোণের বহির্ভাগে ষট্ কোণ ও তদ্বহির্ভাগে বৃত্ত রচনা করিয়া বহিঃপ্রদেশে অষ্টদল

পদ্ম লিখিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি প্রদানকরতঃ হোমদ্রব্য দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া অষ্টদল পদ্মের বীজকোষে মায়াবীজ উচ্চারণে আধারশক্তির পূজা করিবে। পশ্চাৎ যন্ত্রের অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে চতুষ্কোণে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের পূজা করিয়া মধ্যভাগে অনন্ত ও পদ্মের পূজা করিবে। অনন্তর যথাবিধি কলা সহিত সূর্য্য ও সোমমণ্ডলের পূজা করিয়া প্রাগাদি কেশর মধ্যে শ্বেতা, অরুণা, কৃষ্ণা, ধূম্রা, তীব্রা, স্ফুলিঙ্গিনী, রুচিরা ও জ্বালিনীর যথাক্রমে পূজা করিতে হইবে।

তদনন্তর সাধক ঋতুস্নাতা নীলকমললোচনা বাগীশ্বরীকে বাগীশ্বরের সহিত বহ্নিপীঠে ধ্যান করিবে। মায়াবীজে তাঁহাদের পূজা করিয়া পরে যথাবিধি অগ্নিবীক্ষণ করতঃ ফট্ মন্ত্রে আবাহন করিবে। তৎপরে "ওঁ **বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ**" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নি উদ্ধৃত করিয়া মূলমন্ত্র ও কূর্চ্চবীজ (হূঁ) পাঠ করিবে। অতঃপর **ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা** এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ক্রব্যাদংশ ত্যাগ করিবে, পরে বীজমন্ত্রে অগ্নিবীক্ষণ করিয়া কূর্চ্চবীজে বহ্নি বেষ্টন করিবে। তৎপরে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া হস্ত দ্বারা অগ্নি উদ্ধৃতকরতঃ প্রদক্ষিণ ক্রমে উহাকে স্থণ্ডিলোপরি ভ্রামিত করিবে। অনন্তর জানু দ্বারা বারত্রয় ভূমি স্পর্শ করিয়া শিব-বীজ চিন্তাকরতঃ নিজাভিমুখে যোনিযন্ত্রোপরি উহাকে স্থাপিত করিতে হইবে। পশ্চাৎ মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া চতুর্থীবিভক্তির একবচনান্ত বহ্নি-মূর্ত্তি শব্দান্তে নমঃ যোগ করতঃ তাঁহার এবং **রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ** বলিয়া বহ্নিচৈতন্যের পূজা করিবে।

তদনন্তর মনে মনে নমো মন্ত্রে বহ্নিমূর্ত্তি ও ব্রহ্মচৈতন্যের কল্পনা করিয়া "**ওঁ চিৎ পিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বং জ্ঞাপয় জ্ঞাপয় স্বাহা**" এই মন্ত্রে বহ্নি প্রজ্জ্বালিত করিবে। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে—

অগ্নিং প্রজ্জ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্।
সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং সর্ব্বতোমুখম্॥"

এই মন্ত্র বলিয়া অগ্নির বন্দনা করিবে। অনন্তর বহ্নি স্থাপন করিয়া কুশ দ্বারা স্থণ্ডিল আচ্ছাদন করিবে। পরে স্বকীয় ইষ্টদেবতার নামোচ্চারণ করিয়া বহ্নির নাম করতঃ **ওঁ বৈশ্বানরজাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা** এই মন্ত্রে অগ্নির অভ্যর্চ্চনা ও হিরণ্যাদি সপ্ত জিহ্বার পূজা করিবে। অনন্তর চতুর্থ্যন্ত একবচনান্ত সহস্রার্চ্চি শব্দের অন্তে **হৃদয়ায় নমঃ** বলিয়া বহ্নির হৃদয়ে ষড়ঙ্গ মূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে।

তদনন্তর ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিবে। পরে পদ্মাদি অষ্টনিধির অর্চ্চনা করিয়া ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজা করিবে। অতঃপর বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ কুশপত্রদ্বয় গ্রহণ করতঃ ঘৃতমধ্যে স্থাপন করিবে। ঘৃতের বামাংশে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে সুষুম্নার চিন্তা করিয়া সমাহিত চিত্তে দক্ষিণভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করতঃ অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে **ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা** বলিয়া আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর বামভাগ হইতে ঘৃত গ্রহণ করিয়া **ওঁ সোমায় স্বাহা** বলিয়া অগ্নির বামনেত্রে হোম করিয়া মধ্যভাগ হইতে ঘৃত গ্রহণ করিয়া অগ্নির ললাট-নেত্রে—"**ওঁ অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা**" মন্ত্রে হোম করিয়া পুনরায় দক্ষিণ ভাগ হইতে ঘৃত গ্রহণ পূর্ব্বক **ওঁ অগ্নয়েস্বিষ্টকৃতে স্বাহা** বলিয়া মুখে আহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে **ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা** এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর অগ্নিতে ইষ্টদেবতার আবাহন করিয়া পীঠাদি সহিত তাঁহার পূজা করিবে এবং মূলমন্ত্রে স্বাহাপদ যোগ করিয়া পঞ্চবিংশতিবার আহুতি দিবে। অতঃপর অগ্নি,

ইষ্টদেবী ও আপনার আত্মা—এই তিনের চিন্তা করিয়া মূলমন্ত্রে একাদশ বার আহুতি প্রদান করিবে, পরে **অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা** বলিয়া অঙ্গদেবতার হোম করিবে।

তদনন্তর আপনার উদ্দেশ্যে তিল, আজ্য ও মধুমিশ্রিত পুষ্প অথবা বিল্বদল কিম্বা যথাবিহিত বস্তু দ্বারা যথাশক্তি আহুতি প্রদান করিবে; অষ্ট সংখ্যার ন্যূন আহুতি দিবার বিধান নাই। তৎপরে স্বাহান্ত মূলমন্ত্রে ফলপত্রসমন্বিত ঘৃত দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। পশ্চাৎ সংহার-মুদ্রা দ্বারা অগ্নি হইতে ইষ্টদেবীকে আবাহনপূর্ব্বক হৃদয়কমলে রক্ষা করিবে। পরে "ক্ষমস্ব" এই মন্ত্রে অগ্নিকে বিসর্জ্জন করিয়া দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে এবং হোমাবশেষ দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিয়া জপ আরম্ভ করিবে।

প্রথমতঃ মস্তকে গুরু, হৃদয়ে ইষ্টদেবতা ও জিহ্বায় তেজোরূপিণী বিদ্যার ধ্যান করিয়া এই তিন পদার্থের তেজ দ্বারা একীভূত আত্মার চিন্তা করিতে থাকিবে। অনন্তর প্রণব দ্বারা সংপুটিত করিয়া মূলমন্ত্র জপ করতঃ মাতৃকাবর্ণ পুটিত করিয়া সপ্তবার স্মরণ করিবে। সাধক আপনার মস্তকে মায়াবীজ দশবার জপ করিবে, পরে দশবার প্রণব জপ করিয়া হৃৎপদ্মে মায়াবীজ সাতবার জপ করিবে। পরিশেষে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া জপমালা গ্রহণ পূর্ব্বক—

"মালে মালে মহামালে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণি।
চতুর্ব্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিবে অনন্তর পূজা করিয়া শ্রীপাত্রস্থিত অক্ষত দ্বারা মূলমন্ত্রে মালার তিনবার তর্পণ করিবে। পরে যথাবিধি স্থির মনে অষ্টোত্তর সহস্র বা একশত আটবার জপ করিবে। পশ্চাৎ পুনরায় প্রাণায়াম করিয়া শ্রীপাত্রস্থিত জল ও পুষ্পাদি দ্বারা—

"গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি ॥"

এই মন্ত্রে জপ সমাপন করিয়া দেবীর বামকরে জপফল প্রদান করিবে। তৎপরে ভূতলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া প্রণাম করিবে এবং পরে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব ও কবচ পাঠ করিবে। অতঃপর প্রদক্ষিণ করিয়া বিলোম মন্ত্রে বিশেষার্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক **"ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধর্ম্মাধিকারতঃ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্নয়া যৎ স্মৃতম্ যদুক্তং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মার্পণমস্তু"** এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে। তৎপর **"আদ্যাকালীপদাম্ভোজে অর্পয়ামি ওঁ তৎসৎ"** এই মন্ত্রে দেবীর পদে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ইষ্টদেবতার নিকটে প্রার্থনা করিবে। পরে **হ্রীং শ্রীমাত্তে** এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে এবং যথাশক্তি পূজা করিয়া ইষ্টদেবতাকে বিসর্জ্জন করতঃ সংহারমুদ্রা দ্বারা পুষ্প গ্রহণ করিয়া আঘ্রাণান্তে হৃদয়ে স্থাপন করিবে। তৎপরে ঈশান কোণে সুপরিষ্কৃত ত্রিকোণমণ্ডল লিখিয়া তাহাতে নির্ম্মাল্য পুষ্প ও জল সংযোগে দেবীর পূজা করিবে।

তদনন্তর সাধক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি দেবতাকে নৈবেদ্য বিতরণ পূর্ব্বক কুলাচারী সুহৃদ সমভিব্যাবহারে স্বয়ং গ্রহণ করিবে। কুলাচারী সাধক, যন্ত্র কিম্বা প্রতিমাতে পূজা না করিয়া কুমারী কিম্বা ষোড়শী রমণীশক্তিকেও যথাবিধি পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার বিধান অতিশয় গোপনীয়; বিশেষতঃ অনধিকারী পশুর নিকট অশ্লীলতা প্রভৃতি দোষদুষ্ট হইবে বিবেচনা করিয়া তৎ প্রকাশে ক্ষান্ত হইলাম। প্রয়োজন হইলে তন্ত্রের গুপ্ত-সাধন-রহস্য সাধককে শিখাইয়া দিতে পারি।

পঞ্চ-মকারে ইষ্টপূজা করিয়া প্রসাদ গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য চক্রানুষ্ঠানের প্রণালীতে করিতে হয়, সুতরাং এখানে আর তাহা লিখিত হইল না।

তন্ত্রোক্ত চক্রানুষ্ঠান

কুলাচারী তান্ত্রিকগণ চক্র করিয়া সাধনা করিয়া থাকে। ভৈরবীচক্র, তত্ত্বচক্র প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রে বহুবিধ চক্রানুষ্ঠানের বহুবিধ বিধান দৃষ্ট হয়। সাধকগণের মধ্যে প্রায়ই উক্ত দুই প্রকার চক্রের অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। অগ্রে ব্রহ্মভাবময় তত্ত্বচক্রের বিধান বলা যাউক।

এই তত্ত্বচক্র চক্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ;—ইহাকে দিব্যচক্রও বলা হয়। কুলাচারী ভৈরবীচক্র এবং দিব্যাচারী তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান করিবে। তত্ত্বচক্রে ব্রহ্মজ্ঞানীরই অধিকার, অন্যের অধিকার নাই। যথা—

ব্রহ্মভাবেন তত্ত্বজ্ঞা যে পশ্যন্তি চরাচরম্।
তেষাং তত্ত্ববিদাং পুংসাং তত্ত্বচক্রেঽস্ত্যধিকারিতা।
সর্ব্বব্রহ্মময়ো ভাবশ্চক্রেঽস্মিংস্তত্ত্বসংজ্ঞকে।
যেষামুৎপদ্যতে দেবি ত এব তত্ত্বচক্রিণঃ॥

—যিনি এই চরাচরকে ব্রহ্মভাবে অবলোকন করিয়া থাকেন, সেই তত্ত্ববিৎ পুরুষই এই চক্রের অধিকারী। সমস্তই ব্রহ্ম, এবম্বিধ ভাবময় ব্যক্তিরই তত্ত্বচক্রে অধিকার।

অতএব পরব্রহ্মের উপাসক, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মতৎপর, শুদ্ধান্তঃকরণ, শান্ত সর্ব্বপ্রাণীর হিতকার্য্যে নিরত, নির্ব্বিকল্প, দয়াশীল, দৃঢ়ব্রত ও সত্যসঙ্কল্প সাধক, এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণই এই তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান করিবে। এই চক্রের অনুষ্ঠানে ঘটস্থাপন নাই, বাহুল্য পূজাদিও নাই। এই তত্ত্বের সাধনা—সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাব। ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি চক্রেশ্বর হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ সাধকগণের সহিত তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিবে। তাহার ক্রম এইরূপ—

রম্য, সুনির্ম্মল এবং সাধকগণের সুখজনক স্থানে বিচিত্র আসন আনয়ন করিয়া বিমল আসন কল্পনা করিবে। চক্রেশ্বর সেই স্থানে ব্রহ্ম-উপাসকগণের সহিত উপবেশন করিয়া তত্ত্ব সমুদয় আহরণকরতঃ আপন সম্মুখ ভাগে স্থাপন করিবে। চক্রেশ্বর সকল তত্ত্বের আদিতে "ওঁ" এই মন্ত্র শত বার জপ করিবে। তৎপর "ওঁ হংসঃ" এই মন্ত্র সাত বার কিম্বা তিন বার জপ করিয়া সমস্ত শোধন করিবে। তৎপর ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা সেই সকল দ্রব্য পরমাত্মাতে উৎসর্গ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ সাধকগণের সহিত একত্র পান-ভোজন করিবে। এই তত্ত্বচক্রে জাতিভেদ বর্জ্জন করিবে। ইহাতে দেশ কাল কিম্বা পাত্র নিয়ম নাই। যথা—

যে কুর্ব্বন্তি নরা মূঢ়া দিব্যচক্রে প্রমাদতঃ।
কুলভেদং বর্ণভেদং তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্॥

—যে মূঢ় নর দিব্যচক্রে ভ্রমবশতঃ কুলভেদ বর্ণভেদ প্রভৃতি করে, সে নিশ্চয়ই অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

অতএব দিব্যাচারী ব্রহ্মজ্ঞ সাধকোত্তম যত্ন সহকারে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রাপ্তিকামনায় চক্রতত্ত্বের অনুষ্ঠান করিবে।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥

—তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান করিয়া—যাহা অর্পিত হইতেছে তাহা ব্রহ্ম, যাহা অর্পণ পদবাচ্য তাহাও ব্রহ্ম কর্তৃক হুত হইতেছে, অর্থাৎ অগ্নি ও হোম-কর্ত্তাও ব্রহ্ম।—এইরূপ ব্রহ্মকর্ম্মে যাঁহার চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, তিনিই ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকেন।

দিব্যাচারী ব্রহ্মজ্ঞ সাধকের ন্যায় কুলাচারীরও কুলপূজাপদ্ধতিতে চক্রের প্রয়োজন, বিশেষ পূজা সময়ে সাধকগণের চক্রানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

কুলাচারীর অনুষ্ঠেয় চক্র ভৈরবী-চক্র নামে খ্যাত। আর যিনি এই চক্রে বসিয়া প্রাধান্য করেন অর্থাৎ চক্রানুষ্ঠানাদির আয়োজন প্রভৃতি করেন, তাঁহাকে চক্রেশ্বর বলে।

এই ভৈরবীচক্র শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ, সারাৎসার। একবার মাত্র এই চক্রের অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। নিত্য ইহার অনুষ্ঠানে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয়। যথা—

নিত্যং সমাচরন্ মর্ত্ত্যো ব্রহ্মনিষ্ঠামবাপ্নুয়াৎ ॥

ভৈরবীচক্র বিষয়ে সে প্রকার কোন নিয়ম নাই;—যে কোন সময়ে এই অতি শুভঙ্কর ভৈররীচক্রের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা দেবী শীঘ্রই বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। ইহার বিধান এইরূপ—

কুলাচারী সাধক সুরম্য মৃত্তিকার উপরে কম্বল কিংবা মৃগচর্ম্মাদির আসন পাতিয়া "ক্লীং ফট্" এই মন্ত্রে আসন সংশোধনপূর্ব্বক তাহাতে উপবেশন করিবে। অনন্তর সিন্দুর, রক্তচন্দন, অথবা কেবল জল দ্বারা

ত্রিকোণ ও তদ্বহির্ভাগে চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে। পরে সেই মণ্ডলে একটি বিচিত্র ঘট, দধি, আতপ তণ্ডুল, ফল, পল্লব, সিন্দূর তিলকযুক্ত এবং সুবাসিত জল পূর্ণ করিয়া প্রণব (ওঁ) মন্ত্র পাঠকরতঃ স্থাপন করিবে এবং ধূপ দীপ প্রদর্শন করাইবে। তৎপরে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে ও সংক্ষেপে পূজা-পদ্ধতি অনুসারে তাহাতে পূজা করিবে। পশ্চাৎ সাধক আপন ইচ্ছানুসারে তত্ত্বপাত্র সম্মুখে রাখিয়া "ফট্" এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিবে। অনন্তর অলি-যন্ত্রে (মদ্যপাত্রে) গন্ধপুষ্প প্রদান করিয়া—

"নব যৌবনসম্পন্নাং তরুণারুণবিগ্রহাম্।
চারুহাসামৃতভাসোল্লসদ্বনপঙ্কজাম্॥
নৃত্যগীতকৃতামোদাং নানাভরণভূষিতাম্।
বিচিত্রবসনাং ধ্যায়েদ্বরাভয়করাম্বুজাম্॥"

এই মন্ত্রে আনন্দভৈরবীর এবং—

"কর্পূরপুরধবলং কমলায়তাক্ষং
দিব্যাম্বরাভরণভূষিতদেহকান্তিম্।
বামেন পাণিকমলেন সুধাঢ্যপাত্রং
দক্ষেণ শুদ্ধগুটিকাং দধতং স্মরামি॥"

এই মন্ত্রে আনন্দভৈরবের ধ্যান করিবে।

ধ্যানান্তে সেই মদ্যপাত্রে উভয় দেব-দেবীর সম-রসতা বিশেষরূপে চিন্তা করিবে। তৎপরে "ওঁ আনন্দভৈরব্যৈ আনন্দভৈরবায় নমঃ" এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করতঃ অলি-যন্ত্রে "আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা" এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিয়া মদ্য শোধন করিবে। পরে মাংসাদি যাহা পাওয়া যায়, সেই সমুদয় "আং স্ত্রীং ক্রোং স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া শোধন করিবে। অনন্তর সমস্ত

তত্ত্ব ব্রহ্মময় ভাবনা করিয়া চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিতকরতঃ দেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া পান-ভোজন করিবে।

চক্রমধ্যে বৃথালাপং চাঞ্চল্যং বহুভাষণম্।
নিষ্ঠীবনমধোবায়ুং বর্ণভেদং বিবর্জ্জয়েৎ॥
ক্রূরান্ খলান্ পশূন্ পাপান্ নাস্তিকান্ কুলদূষকান্।
নিন্দকান্ কুলশাস্ত্রাণাং চক্রাদ্দূরতরং ত্যজেৎ॥

—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র

—চক্রমধ্যে থাকিয়া বৃথালাপ অর্থাৎ ইষ্টমন্ত্র জপাদি ও পদ্ধতি অনুসারে ক্রিয়াদি ব্যতীত অন্য প্রকার আলাপ করিবে না; চঞ্চলতা প্রকাশ করিবে না; থুথু ফেলিবে না; অধোবায়ু নিঃসারণ এবং জাতি-বিচার করিবে না। ক্রুর, খল, পশ্বাচারী, পাপী, নাস্তিক, কুলদূষক এবং কুলশাস্ত্রনিন্দুকদিগকে চক্রে বসিতে দিবে না।

পূর্ণাভিষেকাৎ কৌলঃ স্যাচ্চক্রাধীশঃ কুলার্চ্চকঃ।

—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র

—যাঁহার পূর্ণাভিষেক হইয়াছে, তিনিই কৌল কুলার্চ্চক ও চক্রাধীশ্বর হইবেন। ভৈরবীচক্র আরম্ভ হইলে সমস্ত জাতিই দ্বিজশ্রেষ্ঠ হয়। আবার ভৈরবীচক্র হইতে নিবৃত্ত হইলে সর্ব্ববর্ণ পৃথক্ অর্থাৎ যে জাতি ছিল তাহাই হয়। ভৈরবী-চক্রমধ্যে জাতিবিচার নাই—উচ্ছিষ্টাদিরও বিচার নাই। চক্র-মধ্যগত বীরসাধকগণ শিবের স্বরূপ। এই চক্রে দেশ কাল নিয়ম বা পাত্র বিচার নাই। চক্রস্থান মহাতীর্থ, সুতরাং তীর্থসমূহ হইতে শ্রেষ্ঠ। এখান হইতে পিশাচাদি ক্রূরজাতি দূরে পলায়ন করে, কিন্তু দেবতাগণ আগমন করিয়া থাকেন। পাপী ব্যক্তিগণ এই ভৈরবী-চক্র ও শিব-স্বরূপ সাধকগণকে দর্শন করিলে পাপমুক্ত হইয়া থাকে।

যে কোন স্থান হইতে বা যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আহৃত দ্রব্যও চক্রমধ্যস্থ সাধকগণের হস্তে অর্পিত হইলেই শুচি হইয়া থাকে। চক্রান্তর্গত কুলমার্গাবলম্বী সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ সাধকগণের পাপাশঙ্কা কোথায়? ব্রাহ্মণেতর যে কোন সামান্য জাতি কুলধর্ম্ম-আশ্রিত হইলেই দেববৎ পূজ্য।

পুরশ্চর্য্যাশতেনাপি শবমুণ্ডচিতাসনাৎ।
চক্রমধ্যে সকৃজ্জপ্ত্বা তৎফলং লভতে সুধীঃ॥

—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র

—শবাসন, মুণ্ডাসন, অথবা চিতাসনে আরূঢ় হইয়া শত পুরশ্চরণ করিলে যে ফল পাওয়া যায়, ভৈরবীচক্রে বসিয়া একবার মাত্র মন্ত্র জপ করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব কুলাচারী সাধক প্রত্যহ সযত্নে ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান করিবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভৈরবীচক্রে পূজাদি করিয়া পরে পান ভোজনাদি করিবে। প্রথমতঃ আপনার বামভাগে পৃথক্ আসনে স্বীয় শক্তিকে সংস্থাপন অথবা একাসনে উপবেশন করিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য, কাচ অথবা নারিকেল মালা নির্ম্মিত পানপাত্র শুদ্ধিপাত্রের দক্ষিণে আধারোপরি স্থাপন করিতে হইবে। পানপাত্র পাঁচ তোলার কম করিবার নিয়ম নাই, তবে অভাব পক্ষে তিন তোলা করা যাইতে পারে। তদনন্তর মহাপ্রসাদ আনয়ন করিয়া পানপাত্রে সুধা (মদ্য) এবং শুদ্ধিপাত্রে মৎস্য মাংসাদি প্রদান করিবে। তৎপরে সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত পান ভোজন সমাধা করিবে।

তন্ত্রশাস্ত্রের মদ্যপানের উদ্দেশ্য মত্ততা নহে, দেহস্থ শক্তিকেন্দ্র উদ্বোধন করাই উদ্দেশ্য। প্রথমে আস্তরণের জন্য উত্তম শুদ্ধি গ্রহণ করিবে।

অনন্তর—

স্বস্বপাত্রং সমাদায় পরমামৃতপূরিতম্।
মূলাধারাদিজিহ্বান্তাং চিদ্রূপাং কুলকুণ্ডলীম্॥
বিভাব্য তন্মুখাম্ভোজে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
পরস্পরাজ্ঞামাদায় জুহুয়াৎ কুণ্ডলীমুখে॥

—কুলসাধক হৃষ্টমনে পরমামৃতপূর্ণ স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ করিয়া মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত কুলকুণ্ডলিনীর চিন্তা করতঃ মুখ-কমলে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পরস্পর আজ্ঞা গ্রহণান্তে কুণ্ডলীমুখে পরমামৃত প্রদান করিবে।

বলা বাহুল্য স্বষুম্নাপথে ঐ মদ্য ঢালিয়া দিতে হয়। ইহার কৌশল গুরুমুখে শিক্ষা করিয়া ক্রমাভ্যাসে আয়ত্ত করিতে হয়। ঐরূপ কৌশল এবং একতান চিন্তায় কুণ্ডলিনীশক্তি উদ্বোধিতা হয়েন। কিন্তু যদি অতিরিক্ত সুরাপান ঘটে, তাহা হইলে কুলধর্ম্মাবলম্বিগণের সিদ্ধিহানি হইয়া থাকে। যথা—

যাবন্ন চালয়েদ্দৃষ্টির্যাবন্ন চালয়েন্মনঃ।
তাবৎ পানং প্রকুর্ব্বীত পশুপানমতঃপরম্॥
—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র

—যেকাল পর্য্যন্ত দৃষ্টি ঘূর্ণিত ও মন চঞ্চল না হয়, তাবৎ সুরাপানের নিয়ম, ইহার অতিরিক্ত পান পশু-পান সদৃশ।

অতএব সুরাপানে যাহার ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, সেই পাপিষ্ঠ কৌল নামের অযোগ্য। তবেই দেখা যাইতেছে, কেবল কুণ্ডলিনী-শক্তিকে উদ্বোধিত ও শক্তিসম্পন্ন রাখিতে তন্ত্রে মদ্যপানের ব্যবস্থা। চক্রস্থিত কুলশক্তিগণ মদ্যপান করিবে না।

সুধাপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলক্ষণম্ ॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র.

—কুলরমণীগণ কেবল মদ্যের আঘ্রাণ মাত্র স্বীকার করিবে, পান করিবে না। এইরূপ নিয়মে পান-ভোজন সমাধান্তে শেষতত্ত্ব সাধন করিবে। এই ক্রিয়া অতি গুহ্য ও অপ্রকাশ্য বিধায় এবং অশ্লীলতা দোষাশঙ্কায় সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে পারিলাম না। উপযুক্ত গুরুর নিকটে মুখে মুখে শিক্ষা করিতে হয়। শেষতত্ত্বের সাধনায় সাধক ঊর্দ্ধরেতা হয় এবং প্রকৃতিজয়ী হইয়া ও আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারে।*

পাঠক! শিক্ষিতাভিমানী অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ পঞ্চ-মকারের বিশেষতঃ মদ্য ও মৈথুনের নামে শিহরিয়া উঠে এবং তন্ত্রশাস্ত্র বলিলেই ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে; কিন্তু তন্ত্রকার কি তাহাদের অপেক্ষাও স্বেচ্ছাচারী ও উন্মার্গগামী ছিলেন? তাঁহারা কি মদ্য বা মৈথুনের গুণ অবগত ছিলেন না, কিম্বা ভোগসুখই একমাত্র মানবের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ বলিয়া ঐরূপ বিধান করিয়া গিয়াছেন? নিতান্ত বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তি কিম্বা বাতুল ভিন্ন এ কথা বলিতে সামান্য চিন্তাশীল ব্যক্তিও সাহস পাইবে না। তন্ত্রশাস্ত্রগুলি সম্যক্ আলোচনা করিলেই তাহারা আপন আপন ভ্রম বুঝিতে পারিবে। প্রথমতঃ তন্ত্রশাস্ত্র মৈথুনতত্ত্বে স্বকীয় শক্তি অর্থাৎ বিবাহিতা নারীকেই গ্রহণ করিতে আদেশ করিতেছেন। যথা,—

বিনা পরিণয়ং বীরঃ শক্তিসেবাং সমাচরন্।
পরস্ত্রীগামিনাং পাপং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥

— মাহানির্ব্বাণ তন্ত্র.

* মৎপ্রণীত "জ্ঞানী গুরু" ও "প্রেমিক গুরু" গ্রন্থে এই সাধনার প্রণালী লেখা হইয়াছে।

—বিনা পরিণয়ে শক্তিসাধন করিলে, সাধক পরস্ত্রীগমনের পাপভাগী হইয়া থাকে।

তৎপরে, কলির মানবসমুদয় স্বভাবতঃ কাম কর্ত্তৃক বিভ্রান্তচিত্ত এবং সামান্যবুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারা রমণীকে শক্তি বলিয়া অবগত নহে, কামোপভোগ্যা বিলাসের বস্তু বলিয়া মনে করে—এই বলিয়া তন্ত্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন—

অতস্তেষাং প্রতিনিধৌ শেষতত্ত্বস্য পার্ব্বতি।
ধ্যানং দেব্যাঃ পদাম্ভোজে স্বেষ্টমন্ত্রজপস্তথা॥
—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র

—কামকামনাকলুষিত জীবের পক্ষে শেষতত্ত্বের (মৈথুন তত্ত্বের) প্রতিনিধিতে দেবীর পাদপদ্ম ধ্যান ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে হয়।

আর মদ্যপান সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

গৃহকার্য্যৈকচিত্তানাং গৃহিণাং প্রবলে কলৌ।
আদ্যতত্ত্বপ্রতিনিধৌ বিধেয়ং মধুরত্রয়ম্॥
দুগ্ধং সিতাং মাক্ষিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্রয়ম্।
অলিরূপমিদং মত্বা দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ॥
—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র

—প্রবল কলিকালে গৃহকার্য্যে আসক্তচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে মদ্যপান অবিধেয়। মদ্যের প্রতিনিধিস্থলে দুগ্ধ, সিতা (চিনি) ও মধু, এই মধুরত্রয় মিলিত করিয়া মদ্যস্বরূপ জ্ঞান করতঃ দেবতাকে নিবেদন করিয়া দিবে।

উচ্চাধিকারীর জন্য মদ্যস্থলে অনুকল্প প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে। বিশেষতঃ তাঁহারা সূক্ষ্ম পঞ্চমকারেও সাধনা করিতে সক্ষম। কেবল মাত্র

পাপাচারী, ভোগী, কামুক ও মাতালের জন্য তন্ত্রোক্ত স্থূল পঞ্চ-মকারের ব্যবস্থা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সাধনশাস্ত্র সকলেরই জন্য—জ্ঞানী, অজ্ঞানী, সৎ, অসৎ, ভাল, মন্দ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য। কেবল সমাজের কয়েকটী সাত্ত্বিকাচারী, নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করিবে, আর সকলেই অধঃপাতে যাইবে, শাস্ত্রের এইরূপ সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থা হইতে পারে না। সেই কারণ যে যেমন প্রকৃতির—তাহার পক্ষে তেমনই সাধন-প্রণালী যুক্তিসঙ্গত।

ভগবান্‌কে কে না চায়?—কিন্তু লঘুচিত্ত ভোগসুখরত ব্যক্তি করতলস্থ সুখের দ্রব্য ফেলিয়া ভগবৎপ্রাপ্তিজনিত ভাবী সুখের কল্পনা করিতে পারে না। কিন্তু যদি দৃঢ়চিত্ত সিদ্ধ তান্ত্রিক গুরু বলেন যে, "বাপু! মদ খাইয়া, রমণী লইয়া ও নিরামিষভোজন না করিয়াও মুক্তি লাভ করা যায়, তাই তন্ত্র পঞ্চ-মকারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই দেখ, আমি মাংস আহার করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিয়াছি।" মাতাল শুনিয়া অবাক্ হইবে, মদ খাইয়া ধর্ম্মলাভ হয় শুনিয়া সে আনন্দে গুরুর চরণে শরণ লইয়া বলিবে, "ঠাকুর কেবল মদ ছাড়িতে পারিব না, নতুবা যাহা বলিবেন শুনিব, বলিয়া দেন কিরূপে ভগবানকে পাইতে পারিব।" গুরু তখন তাহাকে বলিলেন, "আমার আশ্রমে চল, যখন তখন অশোধিত ও ও অনিবেদিত মদ্য পান করিতে পাইবে না। মায়ের প্রসাদ যত ইচ্ছা পান করিও।" শিষ্য স্বীকার করিল। গুরু পূজান্তে প্রসাদ দিলেন। শিষ্য আজি পূজামণ্ডপে সাধকগণের সহিত মদ্যপান করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিল। এক দিনেই কত উন্নতি! যে ব্যক্তি অন্যদিন মদ্যপান করিয়া বারাঙ্গনাগৃহে কিম্বা ড্রেনমধ্যে পড়িয়া শকার-বকার বকিত, আজি সে মদের নেশায় গুরুর চরণ ধরিয়া "মা মা" বলিয়া কাঁদিতেছে। গুরুও সময় বুঝিয়া মার নামে তাহাকে মাতাইয়া তুলিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ মায়ের নামে তাহার প্রকৃতই ভক্তি সঞ্চার হইতে লাগিল, গুরুও

অবস্থা বুঝিয়া ধীরে ধীরে মদের মাত্রা হ্রাস করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন যে শিষ্যের হৃদয়ে ভগদ্ভক্তির বেশ একটী গভীর রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, তখন মদ্য-সংশোধনের, শাপ-বিমোচনের মন্ত্রগুলি শিষ্যকে বুঝাইয়া দিলেন। শিষ্য তাহাতে বুঝিল যে সুরাপান করিয়া যখন লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য পর্য্যন্ত বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া কত গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, তখন মানুষ যে সেই সুরাপান করিয়া অধঃপাতে যাইবে, সন্দেহ নাই। ভগবৎ প্রাপ্তির আশা প্রবল হওয়ায় আজি শিষ্য মদ্য-তত্ত্ব বুঝিয়া মদ্যপানে নিরস্ত হইল।

তান্ত্রিক গুরু এইরূপে বেশ্যাসক্ত, লম্পট ও মাতালকে প্রবৃত্তির পথ দিয়া নিবৃত্তিমার্গে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। মাতাল সাধনার প্রণালীতে ক্রমে সাধু হইয়া গেল। এই জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ-মকারের ব্যবস্থা। নতুবা সাত্ত্বিক নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি তন্ত্রোক্ত সাধনা করিতে যাইলেও মদ্যমাংস ভক্ষণ করিবে ইহা বালক ও বাতুল ভিন্ন অন্যে বিশ্বাস করিতে পারে না। সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে তন্ত্র বলিয়াছেন—

ন দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন।
বামকামো ব্রাহ্মণো হি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ॥

—শ্রীক্রম তন্ত্র

ব্রাহ্মণ কখনই মহাদেবীকে মদ্য প্রদান করিবে না। কোন ব্রাহ্মণ বামাচারকামনায় মদ্য-মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না।

"এতৎ দ্রব্যদানন্তু শূদ্রস্যৈব।" অতএব তমঃপ্রধান আচারবিচার-বিমূঢ়, ভক্তিহীন, ভোগবিলাসী শূদ্রের পক্ষেই মদ্যাদি দান বিহিত হইয়াছে। পাঠক! বুঝিলে কি, কি জন্য এবং কাহাদের জন্য তন্ত্র স্থূল পঞ্চম-কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন? নতুবা বাস্তবিক যদি মদ্যপান

করিলেই মানুষ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে দুনিয়ার মাতাল, সকলেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। আর যদি স্ত্রীসম্ভোগ দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, তবে ত জগতের সর্ব্বজীবই মুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাই বলি, তন্ত্রকার কি এতই বোকা, তুমি আমি যাহা বুঝিতে পারি, তন্ত্রকারের মাথায় কি তাহা প্রবেশ করে নাই? অতএব বলিতে হয়, সর্ব্বাধিকারী জনগণকে আশ্রয় দিবার জন্যই তন্ত্রের এই উদার শিক্ষা। এত কথা বলার পরও যদি কেহ মাতাল ও লম্পটকে "তান্ত্রিক সাধক" বলিয়া মনে করে, তাহার জন্য দায়ী কে? বিশেষতঃ সেরূপ বলদবুদ্ধিবিশিষ্ট অশিষ্টের কথায় কর্ণপাত করিলে অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। তন্ত্রের কুলাচারপ্রথা সাধনার চরম মার্গ। সুতরাং আপন আপন অধিকারানুসারে সাধক কুলাচারমার্গ অবলম্বন করিবে। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে সাধক অচিরে শিবতুল্য গতিলাভ করে। সর্ব্ব-ধর্ম্ম-শূন্য কলির প্রাধান্য সময়ে একমাত্র কুলাচারপ্রথাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যথা—

বহুনা কিমিহোক্তেন সত্যং জানীহি কালিকে।
ইহামুত্রসুখাবাপ্ত্যৈ কুলমার্গো হি নাপরঃ॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র

—অধিক কি বলিব, সত্য জানিও যে কুলপদ্ধতি ব্যতীত ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভের আর উপায় নাই।

———

মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ

মন্ত্রসিদ্ধি হইলে সাধকের যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাও শাস্ত্রকার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

হৃদয়গ্রন্থিভেদশ্চ সর্ব্বাবয়ববর্দ্ধনম্।
আনন্দাশ্রূণি পুলকো দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি।
গদ্‌গদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥

—তন্ত্রসার

—জপকালে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ, সর্ব্ব অবয়বের বর্দ্ধিষ্ণুতা, আনন্দাশ্রু, দেহাবেশ এবং গদ্‌গদ ভাষণ প্রভৃতি ভক্তিচিহ্ন প্রকাশ পায়, সন্দেহ নাই; এতদ্ভিন্ন আরও নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মনোরথসিদ্ধিই মন্ত্রসিদ্ধির প্রধান লক্ষণ। সাধক যথন যে অভিলাষ করে, অক্লেশে সেই অভিলাষ পরিপূর্ণ হইলেই মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। মৃত্যুহরণ, দেবতাদর্শন, দেবতার সহিত বাক্যালাপ, মন্ত্রের ঝঙ্কার-শব্দ শ্রবণ প্রভৃতি লক্ষণ মন্ত্রসিদ্ধি হইলে ঘটিয়া থাকে।

সকৃদুচ্চরিতেঽপ্যেবং মন্ত্রে চৈতন্যসংযুতে।
দৃশ্যন্তে প্রত্যয়া যত্র পারম্পর্য্যং তদুচ্যতে॥

—তন্ত্রসার

চৈতন্যসংযুক্ত করিয়া সেই মন্ত্র একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেই পূর্ব্বোক্ত ভাবের বিকাশ হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তির মন্ত্রের চরম সিদ্ধি হইবে, সেই ব্যক্তি দেবতাকে দেখিতে পায়, মৃত্যু নিবারণ করিতে পারে, পরকায়প্রবেশ, পরপুরপ্রবেশ এবং

শূন্যমার্গে বিচরণ করিতে পারে ও সর্ব্বত্র গমনাগমনের শক্তি হয়। খেচরী দেবীগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের কথা শ্রবণ করিতে পারে, ভূচ্ছিদ্র দর্শন করে এবং পার্থিব-তত্ত্ব জানিতে পারে। এতাদৃশ সিদ্ধপুরুষের দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি হয়, বাহন-ভূষণাদি বহু দ্রব্য লাভ হয় এবং ঈদৃশ ব্যক্তি বহুকাল জীবিত থাকে, রাজা ও রাজপরিবারবর্গকে বশীভূত রাখিতে পারে, সর্ব্বস্থানে চমৎকারজনক কার্য্য প্রদর্শন করিয়া সুখে কালযাপন করে। তাদৃশ লোকের দৃষ্টিমাত্র রোগাপহরণ ও বিষনিবারণ হইয়া থাকে, সর্ব্বশাস্ত্রে অযত্নসুলভ চতুর্ব্বিধ পাণ্ডিত্য লাভ করে, বিষয়ভোগে বৈরাগ্য হইয়া মুক্তি কামনা করে, সর্ব্বপরিত্যাগশক্তি ও সর্ব্ববশীকরণ ক্ষমতা জন্মে, অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাস হয়, বিষয়ভোগের ইচ্ছা থাকে না, সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া জন্মে এবং সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি লাভ হইয়া থাকে। কীর্ত্তি ও বাহনভূষণাদি লাভ, দীর্ঘজীবন, রাজপ্রিয়তা, রাজপরিবারাদি সর্ব্বজন-বাৎসল্য, লোকবশীকরণ, প্রভূত ঐশ্বর্য্য, ধনসম্পত্তি, পুত্রদারাদি সম্পদ্ প্রভৃতি সামান্য সামান্য গুণগুলি মন্ত্রসিদ্ধির প্রথমাবস্থায় লাভ হইয়া থাকে।

ফলকথা যোগসাধনায় আর মন্ত্রসাধনায় কোন প্রভেদ নাই, কারণ উদ্দেশ্যস্থান একই, তবে পথের বিভিন্নতা এই মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে যাঁহারা প্রকৃত মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ শিবতুল্য, ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই। যথা—

সিদ্ধমন্ত্রস্তু যঃ সাক্ষাৎ স শিবো নাত্র সংশয়ঃ ॥

—তন্ত্রসার

অতএব মন্ত্রবিৎ সাধক পূর্ব্বোক্ত যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত এবং অন্তে শিব-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে কিম্বা

নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিবে। যুগশাস্ত্র ও যুগাবতার মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব "কলিকালে একমাত্র মন্ত্র বা নাম জপ করিলেই সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই" এই কথাই প্রচার করিয়াছেন।

তন্ত্রের ব্রহ্মসাধন

যে তন্ত্রশাস্ত্র ব্যষ্টি দেবদেবী হইতে মূলা ব্রহ্মশক্তির স্থূল সাকারোপাসনা, পঞ্চতত্ত্বের সাধনা, গৃহস্থাদি চারি আশ্রমের ইতিকর্ত্তব্যতা ও ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, সেই তন্ত্রশাস্ত্র কি ব্রহ্মজ্ঞানে অদূরদর্শী ছিলেন? তন্ত্রশাস্ত্র কি কেবল কতকগুলি স্থূল, আনুষ্ঠানিক কর্ম্মে পরিপূর্ণ? কথনই না। তন্ত্রই আমাদের প্রথম শুনাইয়াছেন যে একমাত্র ব্রহ্মসদ্ভাবই উত্তম সাধনা, আর অন্যান্য ভাব অধম। যথা—

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র

তন্ত্রশাস্ত্র বুঝাইয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই মুক্তিলাভ হইতে পারে না, যথা—

বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥
ন মুক্তির্জ্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ ভবেৎ ॥
বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং নামরূপাদিকল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা ॥
মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে ॥
আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চেন্নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিম্ ॥
বায়ুপর্ণকণাতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র

যে ব্যক্তি নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের তত্ত্ব বিদিত হইতে পারে, তাহাকে আর কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না। জপ, হোম ও বহুশত উপবাসে মুক্তি হয় না, কিন্তু "আমিই ব্রহ্ম" এই জ্ঞান হইলে দেহীর মুক্তি হইয়া থাকে। আত্মা সাক্ষিস্বরূপ, বিভু, পূর্ণ, সত্য, অদ্বৈত ও পরাৎপর,—যদি এই জ্ঞান স্থিরতর হয়, তাহা হইলে জীবের মুক্তিলাভ ঘটে। রূপ ও নামাদি কল্পনা বালকের ক্রীড়ার ন্যায়; যিনি বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহে মুক্তিলাভের অধিকারী। যদি মনঃকল্পিত মূর্ত্তি মনুষ্যের মোক্ষসাধনী হয়, তাহা হইলে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যেও লোকে রাজা হইতে পারিত। মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু ও কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ঈশ্বরজ্ঞানে যাহারা আরাধনা

করে, তাহারা বৃথা কষ্ট পাইয়া থাকে, কারণ জ্ঞানোদয় না হইলে মুক্তিলাভ ঘটে না। লোকে আহারসংযমে ক্লিষ্টদেহ কিংবা আহার গ্রহণে পূর্ণোদর হউক, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে কখনই নিষ্কৃতি হইতে পারে না। বায়ু, পর্ণ, কণা বা জলমাত্র পান করিয়া ব্রত ধারণে যদি মোক্ষ লাভ হয়, তবে সর্প, পশু, পক্ষী ও জলচর জন্তু সকলেরই মুক্তি হইতে পারিত।

পাঠক! দেখিলে তন্ত্রের ঐ বাক্যগুলিতে কি অমূল্য উপদেশ নিহিত রহিয়াছে। বেদান্ত, উপনিষদাদির ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রও বিশেষভাবে বলিতেছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না। তবে তন্ত্রে স্থূল কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা কেন? তাহার উত্তরে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শাস্ত্রের উপদেশ সার্ব্বজনীন, কেবল মাত্র সমাজের কয়েকটী উন্নতহৃদয় ব্যক্তির জন্য শাস্ত্র প্রণীত হয় নাই। অধিকারানুসারে যাহাতে সর্ব্বপ্রকার লোক শাস্ত্রোপদেশে ক্রমোন্নতি অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে পারে, তন্ত্রেও তাহারই ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মসাধন ব্যতীত তন্ত্রের যাবতীয় সাধনার বিধি-ব্যবস্থা সমস্তই কর্ম্মানুজীবী মনুষ্যগণের জন্য। যথা—

যদ্ যৎপৃষ্টং মহামায়ে নৃণাং কর্ম্মানুজীবিনাম্।
নিঃশ্রেয়সায় তৎ সর্ব্বং সবিশেষং প্রকীর্ত্তিতম্॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র

—হে মহামায়ে! কর্ম্মানুজীবী মনুষ্যগণের জন্য তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সমুদয় সবিস্তার বলিলাম। কারণ জীবগণ কর্ম্ম ব্যতিরেকে ক্ষণার্দ্ধও অবস্থিতি করিতে পারে না—তাহাদের কর্ম্মবাসনা না থাকিলেও তাহাদিগকে কর্ম্মবায়ু আকর্ষণ করে। কর্ম্মপ্রভাবে

জীব সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, কর্ম্মবশতঃ জীবের উৎপত্তি ও বিলয় ঘটে। সেই জন্য তন্ত্রশাস্ত্র অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তির জন্য সাধন-সমন্বিত বহুবিধ কর্ম্মের কথা বলিয়াছেন।

এই কর্ম্ম শুভ ও অশুভ ভেদে দ্বিবিধ—তন্মধ্যে অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া প্রাণিগণ তীব্র যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। আর ফলবাসনায় যাহারা শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাও কর্ম্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ইহ ও পরলোকে বারম্বার গমনাগমন করিয়া থাকে। যতকাল পর্য্যন্ত জীবের শুভ বা অশুভ-কর্ম্মক্ষয় না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত শত জন্মেও মুক্তিলাভ ঘটে না। পশু যেরূপ লৌহ বা স্বর্ণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, তাহার ন্যায় জীব শুভ বা অশুভ কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া থাকে। যতকাল জ্ঞানোদয় না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত সতত কর্ম্মানুষ্ঠান এবং শত কষ্ট স্বীকার করিলেও মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না। যাহারা নির্ম্মলস্বভাব ও জ্ঞানবান্, তত্ত্ব-বিচার বা নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় পদার্থ মায়া দ্বারা কল্পিত হইয়াছে, কেবল একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, ইহা জানিতে পারিলে মুক্তি লাভ ঘটে।

এতাবতা যতদূর আলোচিত হইল, তাহার পর বোধ হয় আর কেহ তন্ত্রকে ব্রহ্মজ্ঞানহীন কতকগুলি আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মানুষ্ঠানের পদ্ধতিপূর্ণ শাস্ত্র বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। তন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য, জীব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হউক। তবে সেই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য কি একেবারেই ব্রহ্মভাব ভাবিতে গেলে, তাহা সাধন হয়? তত্ত্বজ্ঞান লাভই সমধিক কঠিন। যাহারা অধ্যাত্মবিষয়ে মূর্খ, তাহারা কি প্রকারে সে ভাব অনুভব করিতে পারিবে? মূর্খ ব্যক্তির যেমন কাব্যের রস গ্রহণের জন্য বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ যাহারা অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহাদিগকেও দেবতাপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া

তবে ব্রহ্মোপাসনায় যাইতে হইবে। দেবতা সূক্ষ্ম অদৃষ্ট-শক্তি,—অদৃষ্ট-শক্তিকে জয় না করিতে পারিলে ব্রহ্মোপাসনা কি করিয়া করা যাইতে পারিবে? কিন্তু দেবতার আরাধনায় মুক্তি হয়, এ কথা তন্ত্রশাস্ত্রের কোন স্থানেই লিখিত নাই। তবে দেবতার আরাধনায় মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। তাই অধিকারিভেদে সাধন ভেদ করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে হয়। এইরূপে কর্ম্মক্ষয় করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে হয়। তন্ত্রশাস্ত্রেই সে অধিকার বিশদ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনম্॥
ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।
কিন্তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈস্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ॥
সত্যং বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ।
স্বভাবাদ্ ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজা-ধ্যান-ধারণা॥
ন পাপং নৈব সুকৃতিং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ।
নাপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ॥
অয়মাত্মা সদামুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু।
কিং তস্য বন্ধনং কস্মান্মুক্তিমিচ্ছন্তি দুর্জ্জনাঃ॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র

—জীব ও আত্মার একীকরণের নাম যোগ; সেবক ও ঈশ্বরের ঐক্য পূজা; কিন্তু দৃশ্যমান সকল পদার্থই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে যোগ বা পূজার প্রয়োজন নাই। যাহার অন্তরে পরব্রহ্মজ্ঞান বিরাজিত, তাহার জপ, যজ্ঞ, তপস্যা, নিয়ম ও ব্রতাদির প্রয়োজন নাই। যিনি সর্ব্বস্থলে

নিত্য, বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থ দর্শন করিয়াছেন, স্বভাবতঃ ব্রহ্মভূত বলিয়া তাঁহার পূজা ও ধ্যান-ধারণার আবশ্যক নাই। সকলই ব্রহ্মময় এই জ্ঞান জন্মিলে পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, পুনর্জ্জন্ম, ধ্যেয়বস্তু ও ধ্যাতার প্রয়োজন করে না। এই আত্মা সতত বিমুক্ত এবং সকল বস্তুতে নির্লিপ্ত, এই জ্ঞান জন্মিলে আর কর্ম্মের বন্ধন বা মুক্তি কোথায়?

এতক্ষণে বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিয়াছ যে, আত্মজ্ঞানই তন্ত্রের চরম উদ্দেশ্য এবং সেই আত্মজ্ঞান লাভ হইলে আর পূজাদি কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত সেই আত্মজ্ঞান লাভ না হয়, ততদিন পর্য্যন্তই পূজাদির প্রয়োজন। কোন পদার্থের অনুসন্ধানজন্যই অন্ধকারে আলোকের আবশ্যক, কিন্তু সেই পদার্থ কুড়াইয়া পাইলে তখন আলোকের আর আবশ্যক নাই। যথা—

অমৃতেন হি তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনম্।

—উত্তর-গীতা

যে ব্যক্তি অমৃত পানে তৃপ্তি লাভ করিয়াছে, তাহার দুগ্ধে প্রয়োজন কি?

অতএব সাধকগণ প্রথমতঃ তন্ত্রোক্ত দীক্ষা গ্রহণান্তর পূর্ব্বোক্ত ক্রমে জপ, পূজাদি করিতে করিতে যখন কর্ম্মক্ষয় হইয়া জ্ঞানের বিকাশ হইবে, তখনই ব্রহ্মসাধন করিবে। যে ব্যক্তি পূর্ণদীক্ষা লাভ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী। ব্রহ্মসাধনার ক্রম এইরূপ—

শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য—এই পঞ্চ উপাসকের সকল জাতিই এই ব্রহ্মমন্ত্রে অধিকারী। মুক্ত্যভিলাষী সাধক ব্রহ্মজ্ঞ

গুরুর নিকট গমন করিয়া, তাঁহার চরণকমল ধারণপূর্ব্বক ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিবে যে—

"করুণাময় দীনেশ তবাহং শরণং গতঃ।
ত্বৎপাদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মূর্দ্ধ্নি যশোধন॥"*

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া শিষ্য যথাশক্তি গুরুর পূজা করিবে, পরে গুরুর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে তুষ্ণীম্ভূত হইয়া থাকিবে।

গুরুদেব তখন যথাবিধানে যথোক্ত শিষ্যলক্ষণ পরীক্ষা পূর্ব্বক পূর্ব্ব-মুখ বা উত্তর-মুখ হইয়া আসনে উপবেশন করতঃ শিষ্যকে আপনার বাম দিকে বসাইয়া করুণাপূর্ণ-হৃদয়ে অবলোকন করিবেন। অনন্তর সাধকের ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত ঋষিন্যাস করিয়া শিষ্যের মস্তকে একশত আট বার মন্ত্র জপ করিবেন। পরে ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে, অন্য জাতির বামকর্ণে সপ্তবার "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" এই মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। ইহাতে পূজাদির অপেক্ষা নাই, কেবল মাত্র মানসিক সঙ্কল্প করিতে হইবে।

তদনন্তর শিষ্য, গুরুর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ পতিত হইলে, গুরু তাহাকে স্নেহপ্রযুক্ত—

"উত্তিষ্ঠ বৎস, মুক্তোঽসি ব্রহ্মজ্ঞানপরো ভব।
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী বলারোগ্যং সদাস্তু তে॥" †

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উত্থাপন করাইবেন। অনন্তর সেই সাধকশ্রেষ্ঠ

* "হে করুণাময়! হে দীনজনের ঈশ্বর! আমি আপনার শরণাগত হইলাম। হে যশোধন! আপনি আমার মস্তকে আপনার চরণকমলের ছায়া প্রদান করুন।"

† "বৎস! উত্থিত হও, তুমি মুক্ত হইয়াছ; তুমি ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ হও, তুমি সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হও, সর্ব্বদা তোমার বল ও আরোগ্য অক্ষতরূপে থাকুক।

উত্থিত হইয়া গুরুকে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবে। পরে গুরুর আজ্ঞা লইয়া দেবতার ন্যায় ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবে।

যিনি ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করেন, তাঁহার আত্মা মন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্র তন্ময় হইয়া যায়। সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম, স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা যথাবৎ জ্ঞেয় হন। তবে যাহারা শরীরনিষ্ঠ আত্মত্ব-বুদ্ধিরহিত—এবম্ভূত যোগিসকল কর্ত্তৃক সমাধি-যোগ দ্বারা—যিনি সত্তামাত্র, নির্ব্বিশেষ এবং বাক্য-মনের অগোচর; যাঁহার সত্তায় মিথ্যাভূত ত্রিলোকীর সত্যত্ব প্রতীতি হয়, সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ বিদিত হন। এইরূপে স্বরূপলক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে হইলে সাধনের অপেক্ষা নাই; কেবল ব্রহ্মভাবে তন্ময় হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে। তাহার উপদেশ উপনিষৎ ও বেদান্তাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। সন্ন্যাসই তাহার একমাত্র সাধনা।* আর যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, জাত-বিশ্ব যাঁহাতে অবস্থান করিতেছে এবং প্রলয়কালে এই চরাচর জগৎ যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই ব্রহ্ম এই তটস্থ লক্ষণ দ্বারা বেদ্য হন। এইরূপে তটস্থলক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ইচ্ছা করিলে, তাহারও সাধন বিহিত আছে। তটস্থলক্ষণ দ্বারা বেদ্য ব্রহ্মের সাধনাই আমরা এই প্রবন্ধে বিবৃত করিব।

ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণে বা সাধনে আয়াস নাই, উপবাস নাই, শরীর সম্বন্ধীয় কোন কষ্ট নাই, আচারাদির নিয়ম নাই, বহু উপচারাদির আবশ্যকতা রাখে না; দিক এবং কালাদির বিচার নাই; মুদ্রা বা ন্যাসের প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মমন্ত্রে তিথি, নক্ষত্র, রাশি ও চক্রগণনার নিয়ম নাই এবং কোনরূপ সংস্কারেরও অপেক্ষা নাই। এই মন্ত্র সর্ব্বথা সিদ্ধ, ইহাতে কোনরূপ বিচারের অপেক্ষা করে না।

* মৎপ্রণীত "প্রেমিক গুরু"তে তাহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সদ্‌গুরুর্যদি লভ্যতে।
তদা তদ্বক্ত্রতো লব্ধ্বা জন্মসাফল্যমাপ্নুয়াৎ॥
—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র

—বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে যদি জীব সদ্‌গুরু লাভ করে, তবে সেই গুরুর মুখ হইতে নির্গত এই মন্ত্র লাভ করিলে তৎক্ষণাৎ জন্ম সফল হয়।

এই ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্র দেহী ব্রহ্মময় হয়। সুতরাং তাহার সন্ধ্যা, আহ্নিক, সাধনান্তর, শ্রাদ্ধ, তর্পণাদির আবশ্যকতা নাই। তাহার কুল আপনা হইতে পবিত্র হয়, পিতৃলোকগণ আনন্দে নৃত্য করেন। সাধনের ক্রম এইরূপ,—

ব্রহ্মমন্ত্রের ঋষি সদাশিব, ছন্দ অনুষ্টুপ্‌; উক্ত মন্ত্রের দেবতা নির্গুণ সর্ব্বান্তর্য্যামি পরমব্রহ্ম এবং চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ করিবে। সাধক সমাহিত চিত্তে উপবেশন করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। যথা—শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ—মুখে অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ—হৃদি সর্ব্বান্তর্য্যামি-নির্গুণ-পরমব্রহ্মণে দেবতায়ৈ নমঃ—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। অনন্তর "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" এই পদ কয়টী ক্রমান্বয়ে উচ্চারণ করিয়া সমাহিতচিত্তে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র বা প্রণব জপ করিতে করিতে ৮।৩২।১৬ সংখ্যায় তিনবার প্রাণায়াম করিবে। অনন্তর—

"হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং।
হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্‌॥
জননমরণভীতি-ভ্রংশি সচ্চিৎ-স্বরূপং।
সকল-ভুবন-বীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে॥ *

---

* যিনি নানারূপ ভেদশূন্য, যিনি চেষ্টা-রহিত, যিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব কর্ত্তৃক জ্ঞেয়,

এই ধ্যানমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদয়কমল মধ্যে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে। পৃথিবীতত্ত্বকে গন্ধ, আকাশতত্ত্বকে পুষ্প, বায়ু-তত্ত্বকে ধূপ, তেজস্তত্ত্বকে দীপ ও জলতত্ত্বকে নৈবেদ্য কল্পনা করিয়া সেই পরমাত্মাকে প্রদান করিয়া মানস জপ করিতে হইবে।

তদনন্তর বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবে। গন্ধপুষ্পাদি, বস্ত্রালঙ্কারাদি এবং ভক্ষ্যপেয়াদি, পূজার সকল দ্রব্য ব্রহ্মমন্ত্রের দ্বারা সংশোধন করিয়া নেত্রদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক মতিমান্ ব্যক্তি সনাতন ব্রহ্মকে ধ্যান করতঃ পরমাত্মাকে সমর্পণ করিবে। সংশোধন ও সমর্পণের মন্ত্র এইরূপ ;— অর্পণ অর্থাৎ যজ্ঞপাত্র ব্রহ্ম, হবি অর্থাৎ হবনীয় দ্রব্য, যাহা অর্পণ করিতে হইবে তাহা ব্রহ্ম, অগ্নি অর্থাৎ যাহাতে অর্পণ করিতে হইবে তাহাও ব্রহ্ম এবং যিনি আহুতি অর্পণ করিতেছেন, তিনিও ব্রহ্ম। এইরূপে যিনি ব্রহ্মে চিত্ত একাগ্ররূপে স্থাপন করেন, তিনিই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। অনন্তর যথাশক্তি ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিয়া নেত্রদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক **"ব্রহ্মার্পণমস্তু"** এই মন্ত্রে ব্রহ্মে জপ সমর্পণ করতঃ স্তবকবচাদি পাঠ করিবে। †

যিনি যোগিগণের ধ্যানগম্য, যাঁহা হইতে জন্ম ও মৃত্যুভয় দূর হয়, যিনি নিত্য-স্বরূপ ও জ্ঞান-স্বরূপ, যিনি নিখিল ভুবনের বীজস্বরূপ, তাদৃশ চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদয়কমলমধ্যে ধ্যান করি।

† পরব্রহ্মের স্তব—

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্॥

অনন্তর ভক্তিভাবে—

"ওঁ নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে।
নিগুর্ণায় নমস্তভ্যং সদ্রূপায় নমো নমঃ ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পরমাত্মার উদ্দেশে প্রণাম করিবে। সাধক এইরূপে পরব্রহ্মের পূজা করিয়া আত্মীয় স্বজনগণের সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবে।

পরব্রহ্মের পূজার সময় আবাহনও নাই এবং বিসর্জ্জনও নাই। সকল সময়ে সকল স্থানেই ব্রহ্মসাধন হইতে পারে। ব্রহ্মস্মরণ ও মহামন্ত্রজপই তাহার প্রাতঃকৃত্য ও সন্ধ্যাহ্নিক। স্নাতই হউক বা অস্নাতই হউক, ভুক্তই হউক বা অভুক্তই হউক, যে কোন অবস্থা বা যে কোন কালেই হউক, বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া পরমাত্মার পূজা করিবে। ব্রহ্মার্পিত বস্তু মহাপবিত্রকারী এবং ব্রহ্মনিবেদিত বস্তু ভোজনে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বিচার নাই, উচ্ছিষ্টাদি বিচারও নাই। ইহাতে কালাকাল বা শৌচাশৌচেরও বিচার নাই। সর্ব্বকর্ম্মের প্রারম্ভে "তৎসৎ" এই বাক্য উচ্চারণ করিবে। সর্ব্বকর্ম্মে "ব্রহ্মার্পণমস্তু" বলিবে। এই অতি দুস্তর ঘোর পাপময় কলিযুগে ব্রহ্মমন্ত্রের সাধনই একমাত্র নিস্তারের

পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্ননির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়গম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষরব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥
ত্বদেকং স্মরামস্ত্বদেকং জপামস্ত্বদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
ত্বদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণং ব্রজামঃ ॥

পরমাত্মা ব্রহ্মের এই স্তোত্র যিনি সংযত হইয়া পাঠ করেন তিনি ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। যথা—

যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ। —মহানির্ব্বাণ তন্ত্র

উপায়। অতএব ব্রহ্মসাধক প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ত্রিকাল সন্ধ্যা এবং মধ্যাহ্নে পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে পূজা করিবে।

ব্রহ্মমন্ত্রসাধক সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারপরায়ণ, নির্ব্বিকার-চিত্ত ও সদাশয় হইবে। সর্ব্বদা ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য শ্রবণ করিবে, ব্রহ্মচিন্তা করিবে ও সর্ব্বদা ব্রহ্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইবে। সর্ব্বদা সংযত-চিত্ত ও দৃঢ়বুদ্ধি হইয়া সমুদয় ব্রহ্মময় ভাবনা করিবে। নিজেকেও ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা করিবে। ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই সকল জাতি ব্রাহ্মণসদৃশ পূজ্য।

পরব্রহ্মোপদেশেন বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ।
গচ্ছতি ব্রহ্মসাযুজ্যং মন্ত্রস্যাস্য প্রসাদতঃ॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র

—ব্রহ্মমন্ত্রে উপদিষ্ট ব্যক্তি মন্ত্রের প্রসাদে সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে।

অতএব ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট ব্রহ্মমন্ত্রের উপদেশ লইয়া নিজকে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করতঃ দেশ, কাল, স্থান, খাদ্যাখাদ্য, জাতিকুল ও বিধি-নিষেধ এবং বিচারশূন্য হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে।

তন্ত্রোক্ত যোগ ও মুক্তি

ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসকগণ সর্ব্বদা ব্রহ্মবিচার করিবে। তন্ত্রমধ্যেই অতি সুন্দররূপে ব্রহ্মবিচার প্রদর্শিত হইয়াছে; তাহা পাঠ করিলে তন্ত্রের মাহাত্ম্য সম্যক্‌রূপে অনুধাবন করিতে পারিবে।* তন্ত্র যে কি অমূল্য শাস্ত্র, তাহা বুঝিতে পারিয়া ভক্তি-বিনম্র-হৃদয়ে তন্ত্রকারের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিবে। ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসকগণ পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান করিয়াও ব্রহ্মসাধন করিতে পারিবে। কারণ দিব্যভাবাবলম্বী সাধকই একমাত্র ব্রহ্মমন্ত্রের অধিকারী। তাহারা ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিক পঞ্চ-মকার দ্বারাও ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারে। নতুবা সাধক সহজ ভাব প্রাপ্তির পূর্ব্বে যোগাবলম্বন করিয়াও ব্রহ্ম-তন্ময়তা লাভ করিতে পারিবে। আমরা ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য গ্রন্থে যোগপ্রক্রিয়া বিবৃত করিয়াছি। তন্ত্রশাস্ত্রেও বহুবিধ যোগের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ব্রহ্মতন্ময়তা লাভের উপায়স্বরূপ তন্ত্রশাস্ত্র হইতে যোগের প্রণালী নিম্নে বিবৃত করিলাম।

সাধক উপযুক্ত আসনে স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া গুরু, গণেশ ও ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবে। অনন্তর পূরকযোগে হংসরূপী জীবাত্মাকে কুণ্ডলিনীর শরীরে লয় করাইবে। পরে কুম্ভকযোগে কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিকে শিরসি সহস্রারে লইয়া যাইবে। কুণ্ডলিনী গমনকালে ক্রমশঃ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব গ্রাস করিয়া যাইবেন; অর্থাৎ তত্ত্বসমুদয় তাঁহার

---

* বেদান্তশাস্ত্রানুযায়ী ব্রহ্মবিচার মৎপ্রণীত "জ্ঞানী গুরু" গ্রন্থে এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় "প্রেমিক গুরু" গ্রন্থে বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে।

শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। তৎপর কুণ্ডলিনীকে সহস্রদল-কমল-কর্ণিকান্তর্গত বিন্দুরূপ পরম শিবের সহিত ঐকাত্ম্য পাওয়াইবে। তাহা হইলে নিস্তরঙ্গ জলাশয়ের ন্যায় সমাধি উৎপন্ন হইয়া "আমিই ব্রহ্ম" এই জ্ঞান জন্মিবে।

সাধক মূলাধারে কুণ্ডলিনীকে তেজোময়ী, হৃদয়ে জীবাত্মা এবং সহস্রারে পরমাত্মাকে তেজোময় চিন্তা করিয়া, পরে ঐ তিন তেজের একতা করিয়া তন্মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডকে লীন চিন্তা করিবে। তৎপরে ঐ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মই আমি, এই চিন্তায় তন্ময় হইয়া থাকিবে। আর কিছুই চিন্তা করিবে না—তাহা হইলে অচিরে ব্রহ্মজ্ঞান সমুদ্ভূত হইবে।

যোনি-মুদ্রাযোগে কুণ্ডলিনী-শক্তিকে সহস্রারে উত্থাপিত করিয়া ইষ্ট-দেবীরূপে শিবের সহিত মিলন করাইবে। তৎপরে তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় সঙ্গমাসক্তা হইয়া আনন্দরসে আপ্লুত হইতেছেন এই চিন্তা করতঃ নিজেকেও সেই আনন্দধারায় প্লাবিত মনে করিয়া ধ্যানপরায়ণ হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে "আমিই সেই" এই অদ্বৈত জ্ঞান উৎপন্ন হইবে।

অবশ্য গুরুমুখে কৌশল অবগত হইয়া অভ্যাস দ্বারা এই যোগ লাভ করিতে হয়। ইষ্টদেবতাকে আত্মা হইতে অভিন্নভাবে চিন্তা করিলে সাধক তৎস্বরূপতা লাভ করিতে পারে। আমার ইষ্টদেবতা হইতে আমার আত্মা ভিন্ন নহে, উভয়েই এক পদার্থ এবং আমি বদ্ধ নহি—মুক্ত, সাধক সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিবে, ইহাতে দেবতার সারূপ্য লাভ হয়। সাধক উক্ত প্রকার অভিন্নভাবে শিবের চিন্তা করিলে শিবত্ব, বিষ্ণুর চিন্তা করিলে বিষ্ণুত্ব ও শক্তির চিন্তা করিলে শক্তিত্ব লাভ করে। প্রতিদিন এই প্রকার অভিন্ন চিন্তাভ্যাস করিতে পারিলে সাধক জরামরণাদি দুঃখপূর্ণ ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। যে সাধক ধ্যানযোগপরায়ণ, তাহার পূজা, ন্যাস ও জপাদির

আবশ্যকতা নাই, একমাত্র ধ্যানযোগবলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে সন্দেহ নাই। যথা—

বিনা ন্যাসৈর্ব্বিনা পূজাং বিনা জপৈঃ পুরশ্চক্রিয়াম্।
ধ্যানযোগাদ্ভবেৎ সিদ্ধির্নান্যথা খলু পার্ব্বতি॥

—শ্রীক্রম-তন্ত্র

যে প্রকার ফেনা ও তরঙ্গাদি সমুদ্র হইতেই উত্থিত এবং সমুদ্রেই লীন হয়, তদ্রূপ এই জগৎও আত্মা হইতে উৎপন্ন হয় এবং আত্মাতেই বিলীন হয়। অতএব আমিও আত্মা হইতে অভিন্ন।

অহং ব্রহ্মাস্মি বিজ্ঞানাদজ্ঞানবিলয়ো ভবেৎ।
সোঽহমিত্যেব সংচিন্ত্য বিহরেৎ সর্ব্বদা প্রিয়ে॥

—গন্ধর্ব্ব-তন্ত্র

—আমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই প্রকার জ্ঞান জন্মিলে অজ্ঞানের লয় হয়। অতএব সাধক সর্ব্বদা যোগপরায়ণ হইয়া "আমিই ব্রহ্ম" এই প্রকার চিন্তা করিবে।

যথাভিমত-ধ্যানাদ্বা।

—পাতঞ্জল-দর্শন

যে কোনও মনোজ্ঞ বস্তু যাহা মনে হইলে মন প্রফুল্ল হয়, একাগ্রতা অভ্যাসের নিমিত্ত তাহাই ধ্যান করিবে। ধ্যেয়বস্তুতে চিত্ত-স্থৈর্য্য অভ্যস্ত হইলে সর্ব্বত্রই চিত্তপ্রয়োগ ও তাহাতে চিত্ত তন্ময় করিতে পারিবে। তখন সমস্ত প্রভেদভাব মন হইতে বিদূরিত হইয়া একাগ্রভাব

সংস্থাপিত হইবে, আত্মজ্ঞান লাভ হইবে এবং অন্যান্য বাহ্য চেষ্টা সকলই রহিত হইয়া যাইবে। যথা—

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তমাহুঃ পরমাং গতিম্॥

যখন বুদ্ধি পর্য্যন্ত চেষ্টারহিত হয়, যখন পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ-দুঃখাদি দ্বৈত ভাবনা সকল তিরোহিত হইয়া মন নিশ্চল হয়, তখন জীবে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে যখন তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, তখন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে তন্ত্রশাস্ত্রও বিধি দান করিয়াছেন। যথা—

তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে বৈরাগ্যং জায়তে যদা।
তদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ॥

—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র

তবেই দেখুন, বৈদিক শাস্ত্রাদি হইতে কোন বিষয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের নিকৃষ্টতা প্রমাণিত হইবে না, বরং অনেক বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্র হইতে তন্ত্রেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। নিবৃত্তি-মার্গেও তন্ত্র শ্রেষ্ঠাসন লাভ করিয়াছেন।*

অতএব তন্ত্রশাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থা সমস্তই কেবল ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের জন্য। জ্ঞানোদয় হইলে ভ্রমরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে; অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই মায়া, মমতা, শোক, তাপ, সুখ, দুঃখ, মান, অভিমান,

* নিবৃত্তিমার্গের অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমের কর্ত্তব্যতা, সাধন-প্রণালী প্রভৃতি মৎপ্রণীত "প্রেমিক গুরু" গ্রন্থে সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে।

রাগ, দ্বেষ, হিংসা, লোভ, ক্রোধ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি অন্তঃকরণের সমুদয় বৃত্তিগুলি নিরোধ হইয়া যাইবে। তখন কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্য মাত্র স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকিবে। এইরূপ কেবল চৈতন্যস্ফূর্ত্তি পাওয়াই জীবদ্দশায় জীবন্মুক্তি এবং অন্তে নির্ব্বাণ বলিয়া কথিত হয়। তদ্ভিন্ন কর্ম্মকাণ্ডের বা অন্য কোনরূপে মুক্তির সম্ভাবনা তন্ত্রমধ্যে কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। বরং তন্ত্র বলিয়াছেন—

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভঞ্চাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥
যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ ॥

—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র

—যে পর্য্যন্ত শুভ বা অশুভ কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত শতকল্পেও মানুষের মুক্তি হইতে পারে না। যেরূপ শৃঙ্খল লৌহময়ই হউক বা স্বর্ণময়ই হউক, উভয়বিধ শৃঙ্খল দ্বারাই বন্ধন করা যায়, সেইরূপ জীবগণ শুভ বা অশুভ উভয়বিধ কর্ম্ম দ্বারাই বদ্ধ হইয়া থাকে।

কেবলমাত্র জ্ঞানই মুক্তির হেতু। সে জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হইবে?

জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্ ॥

—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র

—তত্ত্ববিচার এবং নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আবরণশক্তিসম্পন্ন তমোরাশি ক্রমশঃ বিদূরিত হইলে, হৃদয়াকাশ নির্ম্মল হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

তন্ত্রশাস্ত্রমতে সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় এইরূপ—প্রথমতঃ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি পূর্ব্বক গুরুদেবের নিকট মন্ত্র-দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া পশুভাবানুসারে বেদাচার দ্বারা বৈদিক কর্ম্ম, বৈষ্ণবাচার দ্বারা পৌরাণিক কর্ম্ম এবং শৈবাচার দ্বারা স্মার্ত্ত কর্ম্ম করিবে। পরে শাক্তাভিষিক্ত হইয়া পশুভাবানুসারে দক্ষিণাচার দ্বারা সাধনা করিবে। তৎপরে পূর্ণাভিষিক্ত হওনান্তর গৃহাবধূত হইয়া বীরভাবানুসারে বামাচার দ্বারা সাধন করিবে। অনন্তর ক্রমদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া বীরভাবানুসারে বামাচার দ্বারা যথাবিধি সাধনার উন্নতি করিবে। তৎপরে সাম্রাজ্য-দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া বীরভাবানুসারে সিদ্ধান্তাচার দ্বারা সাধন-কার্য্য সম্পন্ন করিবে। তদনন্তর মহাসাম্রাজ্য-দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া দিব্যভাবানুসারে কুলাচার দ্বারা সাধন করিবে। শেষে পূর্ণদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া দিব্যভাবানুসারে কুলাচার দ্বারা সাধনার উন্নতি করিবে। এই অবস্থায় গৃহী হইয়া থাকিলে তাহাকে অপূর্ণ শৈবাবধূত বা অপূর্ণ ব্রহ্মাবধূত কহা যায়। তখন ইচ্ছামত কখন গৃহে, কখন বা তীর্থে বিচরণ করিবে অর্থাৎ পরিব্রাজক হইবে। যদি গৃহে না থাকিয়া একেবারে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ণ শৈবাবধূত বা পূর্ণ ব্রহ্মাবধূত হইয়া দিব্যভাবানুসারে কুলাচার দ্বারা সাধন-কার্য্য করিয়া পরমহংস হইবে। তৎপর দিব্যভাব পরিপক্ব হইলে হংসাবধূত হইয়া যোগী হইবে। যোগসিদ্ধি হইলেই তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হইবে, তখন আর কিছুই করিবে না; সমাধিস্থ হইয়া ক্ষিতিতলে, বৃক্ষকোটরে বা পর্ব্বতগুহায় নিষ্ক্রিয় হইয়া কাল যাপন করিবে।

একেবারে মায়া-মমতাশূন্য হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিরিগুহায় বাস করা সহজ ব্যাপার নহে, এ জন্য ক্রমে ক্রমে সকল সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনবাসে বৈরাগ্যাভ্যাস করিবে। যে ব্যক্তির সাধন-কার্য্যে

সিদ্ধিলাভ করিবার ইচ্ছা আছে, সে ব্যক্তি প্রথমতঃ নির্জ্জনে শুদ্ধাচারে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া শরীরকে সুস্থির করিবে। তৎপরে বুদ্ধিকে নিশ্চল করিয়া আপন আপন ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তিতে মনকে পরিপূর্ণ করিবে। বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত জগৎকে অনিত্যবোধে ইষ্টদেবতায় বা আত্মায় লয় চিন্তা করিবে। তখন এই সংসার ইষ্টদেবতাময় বা আত্মময় দর্শন হইবে ও আপনাকে অভিন্ন বলিয়া বোধ হইবে। এই সংসার যখন ইষ্টদেব বা আত্মায় লয় হইয়া যাইবে, তখন কেবল নিদ্রাভঙ্গের পর যেমন স্মরণ হয়—সেইরূপ এই সংসার কেবল স্মরণ মাত্র থাকিবে। প্রতিনিয়ত এই অবস্থার অভ্যাসবশতঃ যখন মন ও বুদ্ধিকে ইষ্ট-শ্রীচরণে বা আত্মায় লয় করিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার ক্ষমতা উপস্থিত হইবে, তখন সচ্চিদানন্দ ও জীবন্মুক্ত হইয়া গৃহে, বনে বা গিরিগুহায় সর্ব্বত্রই দেবময়, ব্রহ্মময় বা আত্মময় দর্শনকরতঃ যদৃচ্ছা অবস্থান করিতে পারিবে।

আত্মন্যভেদেন বিভাবয়ন্নিদং
জানাত্যভেদেন ময়াত্মনস্তদা।
যথা জলং বারিনিধৌ যথা পয়ঃ
ক্ষীরে বিয়দ্ব্যোম্ন্যনিলে যথানিলঃ ॥

যখন সাধক এই সমস্ত জগৎকে আপন-স্বরূপের সহিত অভেদ ভাবে ভাবনা করে, তখন যে প্রকার সমুদ্রে প্রবিষ্ট জলে জল, দুগ্ধে প্রক্ষিপ্ত দুগ্ধ, মহাকাশে ঘটাকাশ ও মহাবায়ুতে যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত বায়ু মিশ্রিত হইয়া অভেদরূপে প্রতীত হয়—তদ্রূপ সেই সাধক পরমাত্মার সহিত আপনাকে অভেদরূপে জানিতে পারে।

এ জন্য শাস্ত্রে জীবন্মুক্তির লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যে প্রকার সহস্রকিরণমালী দিবাকর স্বকীয় কিরণ বিস্তার দ্বারা চরাচর ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করতঃ সর্ব্বব্যাপিরূপে বিরাজিত আছেন, তদ্রূপ শুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তিনি নিখিল জীব-চৈতন্য দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করতঃ সর্ব্বত্রই অবস্থান করিতেছেন। এরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট যে পুরুষ, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন। যথা—

এবং ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমখিলং ভাসতে রবিঃ।
সংস্থিতঃ সর্ব্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

ওঁ শান্তিঃ ওম্

পরিশিষ্ট

বিশেষ নিয়ম

তন্ত্রশাস্ত্র যে কিরূপ মোক্ষলাভের পথপ্রদর্শক, তাহা বোধ হয় পাঠকগণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। ইহাতে তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান এবং তাহা লাভের উপায় যেরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে কোন নিরপেক্ষ সাধক বেদান্তাদি অপেক্ষা তন্ত্রকে কোন বিষয়ে অদূরদর্শী বলিতে পারিবেন না। তবে তন্ত্রানভিজ্ঞের কথা ধর্ত্তব্য নহে। বরং ইহাতে সগুণব্রহ্ম বা সাকার ঈশ্বরোপাসনা ও স্থূল দেব-দেবীর যেরূপ সহজ সাধনপন্থা বিবৃত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে শতমুখে তন্ত্রকারের গুণগান করিতে হয়। আমরা সাধনকল্পে তাহা বিশেষরূপে সাধারণের গোচর করিয়াছি। এতদতিরিক্ত তন্ত্রে যে সকল ক্রূরকর্ম্ম ও অবিদ্যার সাধনাদি ব্যক্ত আছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা তাহা অবিদ্যা-বিমোহিত মানব-সমাজে প্রচার করিব না। তবে কতকগুলি কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি ও সাধন-কৌশল পরিশিষ্টে ব্যক্ত করিতেছি, যাহা গৃহস্থাশ্রমী মানবগণের নিত্য-প্রয়োজনীয়। সামান্য সাধনায় শাস্ত্রে বিশ্বাস হইবে এবং ধন-ধান্যাদি লাভ করিয়া ও নীরোগ হইয়া সুখে সংসারে কালযাপন করিতে পারিবে। আর কতকগুলি তন্ত্রোক্ত উপায়ে দুরারোগ্য রোগপ্রতিকারের বিধিও বিবৃত হইবে। পাঠক! সাধনা করিয়া—রোগমুক্ত হইয়া সহজেই তন্ত্রশাস্ত্রের মহিমা বুঝিতে সক্ষম হইবে। তবে সে অনুষ্ঠানগুলিতে

ফল লাভ করিতে হইলে, শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি বিশেষ নিয়ম জানিয়া রাখা আবশ্যক, নতুবা ফল হইবে না। নিম্নে নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ হইল।

অদীক্ষিত ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেবল কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ফল লাভ করিতে পারিবে না। দীক্ষিত ব্যক্তি ক্রমশঃ পূর্ণাভিষেক ও ক্রমদীক্ষা সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া পরে কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। প্রথমতঃ সাধক নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মসকল প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিয়া আসিলে তবে কোনরূপ বিশেষ সাধন-কার্য্যে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা জন্মে। তখন যাহার মনে যেরূপ অভিলাষ, সে তদ্রূপ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যাহার যাহা ইষ্ট, তাহার তদ্বিষয়ে সাধন করা কর্ত্তব্য। সাধনান্তে ইষ্টসিদ্ধি হইলে সাধক তখন সকল প্রকার সাধনকার্য্যই হস্তগত করিতে পারে।

সাধারণতঃ সাধন দুই প্রকার;—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি-সাধনের উদ্দেশ্য এই যে, ইহসংসারে সুখসমৃদ্ধি ভোগ করিয়া অন্তে স্বর্গাদি লাভ করা, আর নিবৃত্তি-সাধনের উদ্দেশ্য এই যে, ইহসংসারে সুখসমৃদ্ধির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া অন্তে কেবল মোক্ষ লাভ করা। এই দুই প্রকার সাধন-মধ্যে যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি, সে তদ্রূপই করিয়া থাকে। নিবৃত্তি-সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ভোগস্পৃহা না থাকিলেও তাহাকে প্রবৃত্তি-সাধন-কার্য্য সমাপনান্তর নিবৃত্তি-সাধন-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে। অর্থাৎ সাধন-কার্য্যসকল যে প্রণালীতে বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা সকলের পক্ষেই করণীয়। তাহার মধ্যে কাহারও ভোগস্পৃহা থাকে, কাহারও বা থাকে না, এই মাত্র প্রভেদ; কিন্তু পদ্ধতি অনুসারে সকলকেই চলিতে হইবে, না চলিলে প্রত্যবায় হইবে অর্থাৎ ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। কারণ এই যে, মনের প্রসন্নতা জন্মিবে না, সুতরাং সিদ্ধিলাভ করা দুরূহ হইবে। এ জন্য তন্ত্রের উপদেশ এই যে, যাবৎকাল সংসার-সুখ-স্পৃহা

পরিতৃপ্ত না হয়, তাবৎকাল গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি পূর্ব্বক নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্যাদি কর্ম্ম সকল করিবে; তৎপরে ভোগস্পৃহার অবসান হইলে নিবৃত্তিধর্ম্ম সাধন জন্য সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবে। ইহলোকে সুখভোগজন্য এবং পরলোকে স্বর্গাদি ভোগ জন্য যে সকল বেদবিহিত কর্ম্ম, সংসারপ্রবৃত্তির হেতু বিধায় তাহাকে প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম, আর ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাসপূর্ব্বক যে সকল নিষ্কাম-কর্ম্ম, সংসারনিবৃত্তির হেতু বিধায় তাহাকে নিবৃত্তি-ধর্ম্ম সাধন বলা যায়। প্রবৃত্তি-কর্ম্মের সংশোধন দ্বারা দেবতুল্য গতিলাভ হয়, আর নিবৃত্তি-কর্ম্মের সাধনা দ্বারা ভূতপ্রপঞ্চকে অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভ হয়। যথা—

সকামাশ্চৈব নিষ্কামা দ্বিবিধা ভুবি মানবাঃ।
অকামানাং পদং মোক্ষো কামিনাং ফলমুচ্যতে॥

—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র

—এই সংসারে সকাম ও নিষ্কাম এই দুই শ্রেণীর মানব আছে। ইহার মধ্যে যাহারা নিষ্কাম, তাহারা মোক্ষপদের অধিকারী; আর যাহারা সকাম, তাহারা সংসারে নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া অন্তে কর্ম্মানুযায়ী স্বর্গলোকাদি প্রাপ্ত হয়। অতএব সকাম ব্যক্তিগণই কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াবান্ ব্যক্তি ক্রমদীক্ষা কিম্বা পূর্ণাভিষেক সংস্কার লাভ করিয়া কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। শাক্ত, শৈবাদি, পঞ্চ উপাসকগণই কাম্যকর্ম্মের অধিকারী। ওঙ্কার উপাসক বা সন্ন্যাসাশ্রমী কোন ব্যক্তি কখনও কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। যাহারা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসাধন না করিয়া ফললাভে প্রলুব্ধ হইয়া কেবল মাত্র কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারা সমধিক

ভ্রান্ত। কারণ নিত্যকর্ম্মী ব্যক্তিই সাধনকার্য্যে যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, তদ্ব্যতীত অন্যের পক্ষে সাধন-কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কেবল বন্ধ্যা স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদনের চেষ্টা করার ন্যায় বিফল হয়। সুতরাং তাহারা সাধন-কার্য্যে আশানুরূপ ফল না পাইয়া শাস্ত্রের নিন্দা প্রচার করিয়া থাকে। তাহাতে অন্যেও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। অতএব যে কোনও সাধন-কার্য্যে ফল লাভ করিতে আশা রাখিলে সযত্নে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। একমাত্র নিত্যকর্ম্মীই কাম্য-কর্ম্মের অধিকারী।

নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি ফলকামনা করিয়া যে কোন কাম্যকর্ম্মের অনষ্ঠান করিবে, তাহাতেই ফললাভ করিতে পারিবে। অন্যের পক্ষে সে আশা দুরাশা মাত্র। সাধক সত্যবাদী, সংবৃত ও হবিষ্যাশী হইয়া সাধন-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। দেবালয়ে, বনমধ্যে নদীতীরে, পর্ব্বতে, শ্মশানে, কুলবৃক্ষের মূলদেশে কিম্বা যে কোন নির্জ্জন প্রদেশে গোপনভাবে সাধনা করিতে হয়।

সাধনাদি ব্যতীত কোন শান্তি-কর্ম্ম, স্বস্ত্যয়ন, পূজা, হোম বা স্তব-কবচাদির জন্যও পূর্ব্বোক্তরূপ অধিকারীর প্রয়োজন। নতুবা ফললাভ সুদূরপরাহত হইবে। আর দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ব্যতীত তন্ত্রোক্ত যন্ত্র-মন্ত্র অপর কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণ ব্যতীত শূদ্রাদি জাতি নিজ গুরু কিংবা পুরোহিত দ্বারা ঐ সকল কার্য্য করাইয়া লইবে। গুরু ও পুরোহিত অভাবে অন্য ব্রাহ্মণের দ্বারাও করাইতে পারা যায়। শূদ্রাদির মধ্যে যাহারা দীক্ষাগ্রহণের পর পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছে, তাহারা নিজেই সমস্ত করিতে পারিবে। শূদ্র পূর্ণাভিষিক্ত হইলে, সে যে জাতির শূদ্র হউক না কেন, ব্রাহ্মণের ন্যায় সকল কার্য্যের অধিকারী হইবে এবং প্রণবাদি সমস্ত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবে। সুতরাং অভিষিক্ত

বৈশ্য ও শূদ্রগণ নিজে পশ্চাদুক্ত কার্য্য করিবে, তাহাতে কোন বাধা নাই। কিন্তু নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াহীন আচারভ্রষ্ট ব্যক্তির দ্বারা কদাচ সুফলের আশা নাই। যথা—

অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতি।
শাম্ভবাচারহীনস্য নরকান্নৈব নিষ্কৃতিঃ ॥

—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র

—যাহারা শম্ভুপ্রোক্ত আচারহীন, তাহাদের তত্তৎ-কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম দূরে থাকুক, পূর্ব্ব-সঞ্চিত ধর্ম্মও নষ্ট হইবে এবং তাহাদের আর নরক হইতে উদ্ধারের উপায় নাই।

অতএব পূর্ব্বোক্তরূপ অধিকারী ব্যক্তি পশ্চাদুক্ত সাধন ও শান্তিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। অন্যের ফললাভের আশা নাই। অনধিকারী ব্যক্তি সাধনার অনুষ্ঠান করিলে বিড়ম্বনা ভোগ করিবে এবং শাস্ত্রে অবিশ্বাসী হইয়া জীবন বিষময় করিয়া ফেলিবে। উপযুক্ত সংস্কার লাভ করিয়া যথাবিধি আচার পালন পূর্ব্বক সাধন বা জপ-পূজাদির অনুষ্ঠান করিলে, নিশ্চয়ই ফল লাভ করিতে পারিবে—শিববাক্যে সন্দেহ নাই। আমরাও বহুবার পশ্চাদুক্ত বিষয়গুলি পরীক্ষা করিয়া ফল পাইয়াছি। তাই ভোগাসক্ত মানবগণের জন্য নীরোগ ও দীর্ঘজীবন লাভের উপায় এবং ভোগ ও ভোগ্যবস্তু সংগ্রহের উপায় নিম্নে বিবৃত করিলাম। পাঠকগণ! তন্ত্রোক্ত সাধনায় অধিকার লাভ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক শাস্ত্রের সত্যতা পরীক্ষা কর; তাহা হইলে সুস্থ ও নীরোগ দেহ লাভ করিয়া ভোগসুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবে।

যোগিনী-সাধন

ভৈরবী, নায়িকাদি অবিদ্যা এবং যোগিন্যাদি উপবিদ্যার সাধনায় ইহসংসারে খ্যাতি-প্রতিপত্তির সহিত রাজার ন্যায় ভোগবিলাসে কালাতিবাহিত করা যায়। কিন্তু অবিদ্যাসেবী ব্যক্তির অন্তে নরক অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ অবিদ্যাসেবায় বিপরীত বুদ্ধির উদয় হইয়া মনোবাসনা পূরণেও বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। দেশপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড় দেবতা, ধর্ম্ম, গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষার নিমিত্ত অষ্টনায়িকার সাধন করিয়া কিরূপে দেবতা ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং অবিদ্যাবিমোহিত মানব-সমাজে অবিদ্যার সাধনাদি ব্যক্ত করা মঙ্গলজনক নহে। তবে উপবিদ্যাদি সাধনে সে ভয় নেই, বরং তৎ-সাধনে প্রবৃত্তিপূর্ণ ভোগবাসনা ক্ষয়ে মহাবিদ্যা সাধনে অধিকার লাভ করা যায়। তাই আমরা যোগিনী-সাধন বিবৃত করিলাম।

শাস্ত্রাদিতে কথিত আছে, যোগিনীগণ জগজ্জনী জগদম্বার সহচারিণী। সুতরাং যোগিনী-সাধন করিয়া যেমন ভোগবাসনা পূর্ণ করা যায়, তদ্রূপ আবার তাঁহাদিগের সাহায্যে ইষ্ট-সাক্ষাৎকার লাভেও সাহায্য পাওয়া যায়। এই জন্য ভূতভাবন ভবানীপতি প্রাণিবর্গের হিত-সাধনার্থ যোগিনী-সাধন প্রকাশ করিয়াছেন। যোগিনীর অর্চ্চনা করিয়া কুবের ধনাধিপতি হইয়াছেন। ইঁহাদিগের অর্চ্চনা করিলে মনুষ্য রাজত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়া থাকে।

যোগিনীসকলের মধ্যে আটজন প্রধানা। তাঁহাদের নাম যথা—সুরসুন্দরী, মনোহরা, কনকবতী, কামেশ্বরী, রতিসুন্দরী, পদ্মিনী, নটিনী

ও মধুমতী। ইঁহাদিগের এক একটীর সাধনায় মানব অশেষ সুখ ও সম্পত্তির অধিকারী হইয়া খ্যাতি-প্রতিপত্তির সহিত দীর্ঘকাল সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এই গ্রন্থে সকলগুলি যোগিনীর সাধনপদ্ধতি বিবৃত করা অসম্ভব। আমরা কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুমতী যোগিনীর সাধন-প্রণালী এই স্থলে ব্যক্ত করিব। যে কোন একটি যোগিনীর সাধন করিলেই সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। তবে এই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী মধুমতী দেবী অতি গুহ্যা। একমাত্র ইঁহার সাধনায় মানবের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে এবং ইঁহার সাধনাও কিঞ্চিৎ সহজসাধ্য, তাই আমরা মধুমতী যোগিনীর সাধন-প্রণালীই প্রকাশ করিলাম।

ধীমান্ সাধক হবিষ্যাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া যোগিনীসাধন করিবে। বসন্তকাল এই সাধনার উপযুক্ত সময়।

উজ্জটে প্রান্তরে বাপি কামরূপে বিশেষতঃ।

—ডামর তন্ত্র

উজ্জটে অথবা প্রান্তরে এই সাধন করিবে, বিশেষতঃ কামরূপে এই সিদ্ধিকার্য্য বিশেষ ফলপ্রদ হয়। এই স্থানসকলের কোন একটি স্থানে সর্ব্বদা যোগিনীকে ধ্যান করিয়া, তাঁহার দর্শনে সমুৎসুক হইয়া সুসংযত চিত্তে এই সাধন করিবে। এইরূপ বিধানে সাধন করিলে নিশ্চয় দেবীর দর্শন লাভ করিতে পারিবে। যাহারা দেবীর সেবক, তাহারাই এই কার্য্যের অধিকারী; ব্রহ্মোপাসক সন্ন্যাসিগণের এই কার্য্যে অধিকার নাই, যথা—

দেব্যাশ্চ সেবকাঃ সর্ব্বে পরং চাত্রাধিকারিণঃ।
তারকব্রহ্মণো ভৃত্যং বিনাপ্যত্রাধিকারিণঃ॥

—তন্ত্রসার

ধীমান্ সাধক প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানাদি নিত্য ক্রিয়া সমাপনান্তে "হৌঁ" এই মন্ত্রে আচমন করিয়া "ওঁ সহস্রারে হুঁ ফট্" এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিবে। অনন্তর যথোপযুক্ত স্থানে সাধনার আয়োজন করিয়া পূজার দ্রব্যাদি আনয়ন করিবে। উত্তর কিম্বা পূর্ব্বমুখে যে কোন আসনে উপবেশন পূর্ব্বক (এই কার্য্যে রঙ্গীন কম্বলাসন প্রশস্ত) ভূর্জ্জপত্রে কুঙ্কুমদ্বারা ধ্যানানুযায়ী মধুমতীদেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। অনন্তর আচমন, অঙ্গন্যাসাদি করিয়া সূর্য্যঃসোমঃ পাঠপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিবে। তৎপরে সূর্য্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া প্রণাম করিবে। পরে মূল মন্ত্রে ১৬।৬৪।৩২ সংখ্যায় তিনবার প্রাণায়াম করিয়া,—হ্রাং, হ্রীং, হ্রূং, হ্রৈং, হ্রৌং, হ্রঃ এই মন্ত্রের দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে। তৎপরে ভূর্জ্জপত্রে অঙ্কিত মূর্ত্তিতে জীবন্যাস দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং পীঠদেবতার আবাহন করিয়া মধুমতীর ধ্যান করিবে।

ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং নানারত্নবিভূষিতাং।
মঞ্জীরহারকেয়ূর-রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতাম্॥

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে দেবীর পূজা করিবে। মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পাদ্যাদি প্রদান করিয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, গন্ধপুষ্প ও তাম্বুল নিবেদন করিবে। পূজাদি সামান্যপূজাপ্রকরণের প্রণালীতেই সম্পন্ন করিবে।

অনন্তর পূজা শেষ করিয়া পুনর্ব্বার প্রাণায়াম এবং অঙ্গ ও করন্যাস সমাধা করিয়া যোগিনীকে ধ্যান করতঃ জপের নিয়মানুসারে সমাহিত চিত্তে সহস্রবার জপ করিবে। তৎপরে পুনরায় প্রাণায়াম করিয়া দেবীর হস্তে জপফল সমর্পণ ও ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে। মধুমতী-দেবীর মন্ত্র যথা—"ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ অনুরাগিণি মৈথুনপ্রিয়ে

স্বাহা।” এই মন্ত্র গুরুর নিকট হইতে শুনিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়।

এই সাধন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে আরম্ভ করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি উপচারে ত্রিসন্ধ্যায় তিনবার দেবীর পূজা ও সহস্র সংখ্যক জপ করিবে। এইরূপে একমাস পূজা ও জপ করিয়া পূর্ণিমাতিথির প্রাতঃকালে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবে। অনন্তর ঘৃত-প্রদীপ ও ধূপ প্রদান করিয়া দিবারাত্র মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। রাত্রে দেবী সাধককে নানারূপ ভয়প্রদর্শন করেন। তাহাতে সাধক ভীত না হইয়া জপ করিতে থাকিবে। দেবী সাধককে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানিয়া প্রভাতসময়ে সাধকের নিকট আগমন করেন। তখন সাধক পুনর্ব্বার ভক্তিভাবে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা, উত্তম চন্দন ও সুগন্ধি পুষ্পমালা প্রদান করতঃ দেবীকে মাতা, ভগিনী, ভার্য্যা বা সখী সম্বোধন করিয়া বর গ্রহণ করিবে। পরে দেবী সাধককে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া নিজালয়ে প্রস্থান করিবেন।

যোগিনী-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে দেবী প্রত্যহ রাত্রে সাধকের নিকট আগমন করিয়া রতি ও ভোজনদ্রব্য দ্বারা তাহাকে পরিতোষিত করিয়া থাকেন। দেবকন্যা, দানবকন্যা, নাগকন্যা, যক্ষকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, বিদ্যাধরকন্যা, রাজকন্যা ও বিবিধ রত্ন-ভূষণ এবং চর্ব্ব্যচোষ্যাদি নানা ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। দেবীকে ভার্য্যারূপে ভজনা করিলে সাধক অন্য স্ত্রীর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবে, নচেৎ দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া সাধককে বিনাশ করিয়া থাকেন। যথা—

অন্যস্ত্রীগমনং ত্যক্ত্বা অন্যথা নশ্যতি ধ্রুবং।

—ভূত-ডামর

সাধক দেবীর প্রসাদে সর্ব্বজ্ঞ, সুন্দর-কলেবর ও শ্রীমান্ হইয়া নিরাময় দেহে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। সর্ব্বত্র গমনাগমনের শক্তি জন্মে। স্বর্গ,

মর্ত্ত্য ও পাতালে যে সকল বস্তু বিদ্যমান আছে, দেবী সাধকের আজ্ঞানুসারে তৎসমস্ত আনিয়া তাহাকে অর্পণ করেন এবং প্রতিদিন প্রার্থিত সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া থাকেন। প্রতিদিন যাহা পাইবে, সেই সমুদয় ব্যয় করিবে, কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে দেবী কুপিতা হইয়া আর কিছু প্রদান করেন না।

রেমে সার্দ্ধং ত্বয়া দেবি সাধকেন্দ্রো দিনে দিনে।

—তন্ত্র-সার

সাধক এইরূপে যোগিনীসাধন করিয়া প্রতিদিন দেবীর সহিত ক্রীড়াকৌতুকাদি করতঃ সুখে জীবন-যাপন করিয়া থাকে।



হনুমদ্দেবের বীর-সাধন

যোগিনী-সাধন করিয়া যেমন ভোগ-বিলাস করা যায়, তদ্রূপ হনুমৎ সাধন করিয়া শৌর্য্য-বীর্য্য লাভ করতঃ পৃথিবীতে আপন আধিপত্য বিস্তার করা যায়। সেই কারণে আমরা হনুমদ্দেবের সাধন-প্রণালীও বিবৃত করিলাম। এই সাধন-প্রণালী মহাপুণ্যজনক ও মহাপাতক-নাশক। হনুমদ্দেবের সাধনা অতি গুহ্য এবং মানবের শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদ—যাঁহার প্রসাদাৎ অর্জ্জুন ত্রিলোকজয়ী হইয়াছিলেন। যথা—

এতন্মন্ত্রমর্জ্জুনায় প্রদত্তং হরিণা পুরা।
জয়েন সাধনং কৃত্বা জিতং সর্ব্বচরাচরম্॥

—তন্ত্র-সার

—হনুমৎসাধনার মন্ত্র পূর্ব্বে শ্রীহরি অর্জ্জুনকে প্রদান করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন এই মন্ত্র সাধন করিয়া চরাচর জগৎ জয় করিয়াছেন।

গুরুদেবের নিকট হইতে হনুমন্মন্ত্র গ্রহণ করিয়া নদীকূলে, বিষ্ণু-মন্দিরে, নির্জ্জনে অথবা পর্ব্বতে একাগ্রচিত্ত হইয়া সাধন করিবে। "হং পবননন্দনায় স্বাহা" এই দশাক্ষর হনুমন্মন্ত্র মানবের পক্ষে কল্প-পাদপ-স্বরূপ। হনুমদ্দেবের অন্যান্য মন্ত্রের মধ্যে এই মন্ত্রটী শ্রেষ্ঠ, আশুফলপ্রদ এবং অত্যন্ত সহজসাধ্য। অন্যান্য মন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রে যন্ত্র, পূজা বা হোমাদি করিতে হইবে না; কেবলমাত্র জপেই সিদ্ধিলাভ হইবে। 'সাধনার প্রণালী এইরূপ—

সাধক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে নদীতীরে গমন করিয়া স্নানাবসানে তীর্থাবাহনপূর্ব্বক অষ্টবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে সেই জল দ্বারা স্বীয় মস্তকে দ্বাদশ বার অভিষেক করিয়া বস্ত্রযুগল পরিধানপূর্ব্বক নদীতীরে অথবা পর্ব্বতে উপবেশন করিয়া "হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি প্রকারে করন্যাস এবং "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে অ-কারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিয়া বাম নাসাপুটে বায়ু পূরণ, ক-কারাদি ন-কারান্ত পঞ্চ-বিংশতি বর্ণ উচ্চারণ করিয়া কুম্ভক এবং য-কারাদি ক্ষ-কারান্ত নয়টি বর্ণ উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ নাসায় বায়ু রেচন করিবে। এইরূপে দক্ষিণ নাসায় পূরণ, উভয় নাসাপুট ধারণে কুম্ভক ও বাম নাসায় রেচন করিবে। এইরূপ অনুলোম-বিলোমক্রমে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া মন্ত্রবর্ণ দ্বারা অঙ্গন্যাসপূর্ব্বক ধ্যান করিবে।

ধ্যায়েদ্রণে হনুমন্তং কপিকোটীসমন্বিতম্।
ধাবন্তং রাবণং জেতুং দৃষ্ট্বা সত্বরমুত্থিতম্॥
লক্ষ্মণঞ্চ মহাবীরং পতিতং রণভূতলে।
গুরুঞ্চ ক্রোধমুৎপাদ্য গৃহীত্বা গুরুপর্ব্বতম্॥

হাহাকারৈঃ সদর্পৈশ্চ কম্পয়ন্তং জগত্রয়ং।
আব্রহ্মাণ্ডং সমবাপ্য কৃত্বা ভীমং কলেবরম্ ॥*

এই ধ্যানানুযায়ী হনুমদ্দেবের চিন্তা করিতে করিতে তদীয় পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র যথানিয়মে ছয় হাজার বার জপ করিবে। জপান্তে পুনরায় তিনবার প্রাণায়াম করিয়া জপ সমর্পণ করিতে হইবে।

এইরূপে ছয় দিবস জপ করিয়া সপ্তম দিবসে দিবারাত্রি ব্যাপিয়া জপ করিতে থাকিবে। এইরূপ একাগ্রচিত্তে দিবারাত্রি মন্ত্র জপ করিলে রাত্রির চতুর্থযামে মহাভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক নিশ্চয় হনুমদ্দেব সাধক-সমীপে আগমন করেন। যদি সাধক ভয় পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারে, তাহা হইলে সাধককে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া থাকেন। যথা—

বিদ্যাং বাপি ধনং বাপি রাজ্যং বা শত্রুনিগ্রহম্।
তৎক্ষণাদেব চাপ্নোতি সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতম্ ॥

—তন্ত্র-সার

সাধক বিদ্যা, ধন, রাজ্য কিম্বা শত্রুনিগ্রহ যাহা কিছু অভিলাষ করে, তৎক্ষণাৎ সেই বর লাভ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। পরে সাধক বর লাভ করিয়া যথাসুখে সংসারে বিহার্ করিতে পারিবে।

---

* "হনুমান্ রণমধ্যগত এবং কোটি কোটি কপিগণে পরিবৃত। ইনি রাবণের পরাজয়ের নিমিত্ত ধাবিত হইতেছেন, তাঁহাকে দেখিয়া রাবণ সত্বর দণ্ডায়মান হইতেছে। মহাবীর লক্ষ্মণ রণভূমিতে পতিত আছেন, তাহা দেখিয়া ইনি ক্রোধভরে মহাপর্ব্বত উৎপাটন পূর্ব্বক সদর্প হাহাকার ধ্বনিতে ত্রিভুবন কম্পিত করিতেছেন। ইনি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ভীমকলেবর প্রকাশ করিয়া অবস্থিত আছেন।" ধ্যানের এই ভাবটী চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

সর্ব্বজ্ঞতা লাভ

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাযোগেশ্বর মহাদেবই যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্রের বক্তা। যোগশাস্ত্রে সূক্ষ্ম সাধনা আর তন্ত্রশাস্ত্রে স্থূল সাধনার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যোগাভ্যাস করিয়া যেমন আত্মজ্ঞান লাভ কিম্বা অলৌকিক শক্তি লাভ হইয়া থাকে, তদ্রূপ তন্ত্রোক্ত সাধনায়ও ইষ্টদেবতার প্রসাদাৎ মুক্তির কারণ জ্ঞান অথবা অমানুষী শক্তি লাভ হয়। তবে যোগের সূক্ষ্ম সাধনায় আত্মশক্তির বিকাশ হয়, আর তন্ত্রের স্থূল সাধনায় আত্মার ব্যষ্টিশক্তি স্থূল আবরণে আবৃত হইয়া দেবতারূপে শক্তি প্রদান করেন, ইহাই প্রভেদ। নতুবা যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্র একই পদার্থ—সূক্ষ্ম ও স্থূলে বিভিন্নতা। জগতে যত ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তগুলিই একমাত্র আত্মার শক্তি। সূক্ষ্মে কারণ—স্থূলে কার্য্য। তাই যোগাভ্যাসে নিজেরই সূক্ষ্মশক্তির বিকাশ হয়, আর তন্ত্রের সাধনায় সেই সূক্ষ্মশক্তি স্থূল দেবতারূপে আবির্ভূত হইয়া সাধকের কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দেন। প্রমাণস্বরূপ আমরা তন্ত্রের সাধনায় বিভূতি লাভের উপায় বিবৃত করিতেছি। তবে যে শক্তিলাভে জগতের অপকার হয়, আমরা তাহার দিকে দৃক্‌পাতও করিব না। উদ্ধত ব্যক্তির হাতে শাণিত অস্ত্র যেরূপ ভীতিপ্রদ, তদ্রূপ অসংযতচিত্ত ব্যক্তির শক্তিলাভও বিপজ্জনক। তাই ভাবিয়া আমরা ক্রূরশক্তি লাভের উপায় প্রকাশ করিতে নিরস্ত হইলাম। কেবলমাত্র তন্ত্রের প্রাধান্য জ্ঞাপনার্থ কয়েকটী মঙ্গলজনক শক্তি-বিকাশের বা লাভের উপায় লিপিবদ্ধ করিলাম।

বিভূতি-লাভের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে পিশাচ ও কর্ণপিশাচীর মন্ত্র ও সাধনপ্রণালী আছে। পিশাচের সাধনায় মানব পিশাচত্বই লাভ করিয়া

থাকে। কিন্তু কর্ণপিশাচীর মন্ত্রজপে সে ভয় নাই, অথচ সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়। যে কোন প্রশ্নের উত্তর সাধকের কাণে কাণে কর্ণপিশাচী বলিয়া দেয়। সুতরাং তাহার সাধনায় মানব অচিরে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। যথা—

এষ মন্ত্রো লক্ষজপতো ব্যাসেন সংসেবিতঃ।
সার্ব্বজ্ঞ্যং লভতেঽচিরেণ নিয়তং পৈশাচিকী ভক্তিতঃ॥
—তন্ত্রসার

কর্ণপিশাচীর মন্ত্র একলক্ষ জপ করিয়া ভগবান্ বেদব্যাস অচিরকালে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। আমরা ন্যাস, পূজা, হোম ও তর্পণ ব্যতীত কেবল মাত্র জপ দ্বারা কর্ণপিশাচীর সাধনার উপায় প্রকাশ করিতেছি। অন্যান্য মন্ত্রাপেক্ষা পশ্চাল্লিখিত মন্ত্রটীই শ্রেষ্ঠ ও শীঘ্র ফলপ্রদ।

"ওঁ ক্লীং জয়াদেবী স্বাহা" এই মন্ত্রটী যথারীতি গ্রহণ করিয়া নিয়মানুসারে প্রথমতঃ একলক্ষ জপ করিবে। তদনন্তর একটী গৃহগোধিকা মারিয়া তাহার উপরে জয়াদেবীকে যথাশক্তি পূজা করিবে। পরে যত কাল সে গোধিকা জীবিতা না হয়, ততকাল জপ করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে, সেই গৃহগোধিকা জীবিতা হইয়াছে, তখন আর জপের প্রয়োজন নাই, তখন মন্ত্র সিদ্ধি হইয়াছে জানিবে। এই মন্ত্র সিদ্ধি হইলে সাধক যখন মনে মনে কোন প্রশ্ন করে, তখন দেবী আগমন করিয়া থাকেন এবং সাধক তাঁহার পৃষ্ঠে ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয় সকল লিখিত দেখিতে পায়।

তন্ত্রে আরও এক প্রকার কর্ণপিশাচীর মন্ত্র আছে, তাহার সাধনপ্রণালী আরও সহজ। মন্ত্র, যথা—"ওঁ হ্রীং কর্ণ-পিশাচি মে কর্ণে কথয় হুঁ ফট্ স্বাহা।" রাত্রিযোগে ধীমান্ সাধক উভয় পদে প্রদীপতৈল

মর্দ্দন করিয়া ঐ মন্ত্র যথানিয়মে একাগ্রচিত্তে একলক্ষ জপ করিবে। এই মন্ত্রে পুজা বা ধ্যানাদির প্রয়োজন নাই। ঐরূপে জপ করিলেই উক্ত মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করা যায়। তখন সাধক সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকে।

এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে মানবের ভাব এবং ভূত-ভবিষ্যৎ বিষয় সকল সাধক জানিতে পারে।

দিব্যদৃষ্টি লাভ

ধীমান্ সাধক যক্ষদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া "ওঁ নমো রুদ্রায় রুদ্ররূপায় নমো বহুরূপায় নমো বিশ্বরূপায় নমো বিশ্বাত্মনে নমস্তৎপুরুষ যক্ষায় নমঃ; যক্ষরূপায় নম একস্মৈ নম একায় নম একরৌরবায় নম একযক্ষায় নম একেক্ষণায় নমো যক্ষায় নমো বরদায় নমঃ—তুদ তুদ স্বাহা" এই মন্ত্র সংযতচিত্তে একহাজার আট বার জপ করিবে। এইরূপে সিদ্ধি লাভ করিয়া দিব্যদৃষ্টি লাভের জন্য সাধনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ হিজলবৃক্ষের পত্র সংগ্রহ করিয়া গৃহে সংস্থাপন করিবে। তৎপরে চিতা, রজকগৃহ কিম্বা তস্করগৃহ হইতে "ওঁ জলিতবিদ্যুতে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নি গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত পত্রে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে। অনন্তর "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ববন্ধ শ্রীপতয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে বর্ত্তি অভিমন্ত্রিত করিয়া "ওঁ নমো ভগবতে সিদ্ধিসাধকায় জল জল পত পত পাতয় পাতয় বন্ধ বন্ধ সংহর সংহর দর্শয় দর্শয় নিধিং মম" এই মন্ত্রে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিবে। "ওঁ ঐ" মন্ত্রসিদ্ধেভ্যো নমো বিশ্বেভ্যঃ স্বাহা"

এই মন্ত্রে কজ্জল প্রস্তুত করিয়া "ওঁ কালি কালি মহাকালি রক্ষেদমঞ্জনং নমো বিশ্বেভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। এই অঞ্জন দ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়।

স্বর্ণশলাকা দ্বারা উক্ত কজ্জল "ওঁ সর্ব্বে সর্ব্বসহিতে সর্ব্বৌষধি প্রয়াহিতে বিরতে নমো নমঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিবে।

এই অঞ্জন প্রদান মাত্রই সাধকের দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে। তখন ঘোরান্ধকার রাত্রেও দিবাভাগের ন্যায় সমস্ত বস্তু দেখিতে পাওয়া যাইবে। সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি সূক্ষ্মদেবযোনি, ভূ-ছিদ্র ও গুপ্তধনাদি দৃষ্ট হইবে।

অদৃশ্য হইবার উপায়

নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াবান্ সাধক শুচি হইয়া রাত্রিকালে শ্মশানে উপবেশনপূর্ব্বক মগ্ন হইয়া "ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্ফেং শ্মশানবাসিনী স্বাহা" এই মন্ত্র চতুর্লক্ষ জপ করিবে। ইহাতে যক্ষিণী সন্তুষ্ট হইয়া সাধককে পাদুকা প্রদান করিবেন।

তেনাবৃতো নরোঽদৃশ্যো বিচরেৎ পৃথিবীতলে।

—কামরত্ন-তন্ত্র

—সেই পাদুকা দ্বারা পদদ্বয় আবৃত করিয়া সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিলেও কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে না।

আকন্দ তূলা, শিমুল তূলা, কার্পাস তূলা, পট্টসূত্র ও পদ্মসূত্র এই পঞ্চবিধ দ্রব্য দ্বারা পাঁচটী বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। তৎপরে পাঁচটী মনুষ্যমস্তকের খুলিতে ঐ পাঁচটী বর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক নরতৈল দ্বারা ঐ পাঁচটী প্রদীপ প্রজ্বলিত করিবে। তৎপরে অপর পাঁচটী নরকপাল আনয়ন করিয়া ঐ পঞ্চপ্রদীপের শিখায় পৃথক্ পৃথক্ কজ্জল পাত করিতে হইবে। পরে ঐ পঞ্চবিধ কজ্জল একত্রিত করিয়া "ওঁ হূঁ ফট্ কালি কালি মহাকালি মাংসশোণিতং খাদয় খাদয় দেবি মা পশ্যতু মানুষেতি হূঁ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে অষ্টোত্তর সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিবে। এই কজ্জল দ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে সেই ব্যক্তি দেবতাদিগেরও অদৃশ্য হইতে পারে। "ত্রৈলোক্যাদৃশ্যো ভবতি" অর্থাৎ ত্রিভুবনে কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না।

এই সাধন-কার্য্য শ্মশানস্থ শিবালয়ে করাই প্রশস্ত। শ্মশানস্থ শিবালয়ের অভাব হইলে যে কোন শিবালয়ে করিতে হইবে। এই অদৃশ্যকারিণী বিদ্যা লাভ করিতে হইলে অগ্রে অধিকার প্রাপ্ত হওয়া চাই। এতদর্থে রাত্রিকালে নিশাচরকে ধ্যান করতঃ বামহস্ত দ্বারা "ওঁ নমো নিশাচর মহামহেশ্বর মম পর্য্যটতঃ সর্ব্বলোকলোচনানি বন্ধয় বন্ধয় দেব্যাজ্ঞাপয়তি স্বাহা" এই মন্ত্র একাগ্রচিত্তে জপ করিবে।

অদৃশ্যকারিণীং বিদ্যাং লক্ষজাপ্যে প্রযচ্ছতি ॥

—কামরত্ন-তন্ত্র

এই অদৃশ্যকারিণী বিদ্যা লক্ষ জপে সিদ্ধি হইয়া থাকে। পাঠক! বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কদাচ তন্ত্রোক্ত কার্য্যে ফল লাভের আশা করিতে পারিবে না।



পাদুকা সাধন

বীর সাধক কুলতিথি ও কুলনক্ষত্রযুক্ত মঙ্গলবারের অৰ্দ্ধরাত্রি সময়ে নিম্বকাষ্ঠ শ্মশানে প্রোথিত করিয়া সেই স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক "ওঁ মহিষমর্দ্দিনী স্বাহা হ্রীঁ" কিম্বা "ক্লীঁ মহিষমর্দ্দিনী স্বাহা ওঁ" এই মহিষমর্দ্দিনী মন্ত্র অষ্টাধিক লক্ষবার জপ করিবে এবং শ্মশানে থাকিয়া সহস্র হোম করিবে। অনন্তর সেই নিম্বকাষ্ঠ উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে পাদুকা অঙ্কিত করিতে হইবে। পরে দুর্গাষ্টমী রজনীতে ঐ নিম্বকাষ্ঠ শ্মশানে নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার উপরি শব নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধি পূজা করিবে। অতঃপর সেই শবাসনে উপবেশনপূর্ব্বক অষ্টাধিক সহস্র জপ করিয়া মাতৃগণের উদ্দেশ্যে বলি দিয়া কাষ্ঠকে আমন্ত্রণ করিবে। আমন্ত্রণের মন্ত্র—

"গচ্ছ গচ্ছ দ্রুতং গচ্ছ পাদুকে বরবর্ণিনি।
মৎপাদস্পর্শমাত্রেন গচ্ছ ত্বং শতযোজনম্॥"

এই মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিয়া উক্ত নিম্বকাষ্ঠে পাদস্পর্শ মাত্রে সাধকের অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইবে। মুহূর্ত্তে শত যোজন পথ অতিক্রম করা যাইবে। এই পাদুকা সাধন করিয়া সাধকগণ অতি অল্প সময়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বিচরণ করিয়া থাকে।

করবীর মূল, গিরিমাটী, সৈন্ধব, মালতীপুষ্প, শিবজটা ও ভুমিকুষ্মাণ্ড এই সকল সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে। অনন্তর সেই ঔষধ "ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় নমো হরিত গদাধরায় ত্রাসায় ত্রাসায় ক্ষোভয় ক্ষোভয় চরণে স্বাহা" এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে।

তল্লিপ্তপাদঃ সহসা সহস্রযোজনং ব্রজেৎ ।

—কামরত্ন তন্ত্র

—এই ঔষধ দ্বারা পাদলেপন করিলে সহস্র যোজনপর্য্যন্ত গমন করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

তিলতৈলের সহিত আকোঁড় বৃক্ষের মূল পাক করিবে। অনন্তর "ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ গগনং গগনং চালয় বেশয় হিলি হিলি বেগবাহিনী হ্রীঁ স্বাহা" এই মন্ত্রে যথাবিধি অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই তৈল পাদ হইতে জানু পর্য্যন্ত লেপন করিলে বহুদূর গমন করিতে পারা যায়। যথা—

পাদং সজানুপর্য্যন্তং লিপ্ত্বা দূরাদূর্দ্ধগা ভবেৎ ॥

—কামরত্ন-তন্ত্র

—অর্থাৎ ঐ তৈল পাদ হইতে জানু পর্যন্তে লেপন করিলে উর্দ্ধ ও অধোদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত অনায়াসে গমন করিতে পারা যায়।

অনাবৃষ্টি হরণ

যথাবিধি বরুণদেবের পূজা করিয়া তদীয় মন্ত্র জপ করিলে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে। পূজার নিয়ম এইরূপ—

প্রথমতঃ স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। তৎপরে গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজা করিয়া যথাবিধি ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস, করন্যাস সমাপ্ত করিয়া—

ওঁ পুষ্করাবর্ত্তকৈর্ম্মেঘৈঃ প্লাবয়ন্তং বসুন্ধরান্।
বিদ্যুৎ-গর্জ্জিতসন্নদ্ধতোয়াত্মানং নমাম্যহম্॥
যস্য কেশেষু জীমূতো নদ্যঃ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু।
কুক্ষৌ সমুদ্রাশ্চত্বারস্তস্মৈ তোয়াত্মনে নমঃ॥

এই ধ্যানমন্ত্র পাঠান্তে স্বীয় মস্তকে পুষ্পদান ও মানসোপচারে পূজা করিবে। অনন্তর অর্ঘ্য স্থাপন ও পুনরায় ধ্যান করিয়া বরুণদেবকে আবাহনপূর্ব্বক যথাশক্তি তাঁহার পূজা করিবে। পরে জপারম্ভ করিতে হয়। জপের সহিত চিন্তাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির সংযোগ হওয়া প্রয়োজন। তাই জপের পূর্ব্বে "প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্-ছন্দো বরুণো দেবতা এতদ্রাজ্যমভিব্যাপ্য সুবৃষ্ট্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ ত্রিশক্তিকে স্থির করিতে হয়।

অনন্তর নদী, অভাবে পুষ্করিণীর মধ্যে নাভিপরিমিত জলে দাঁড়াইয়া "ওঁ বং" এই মন্ত্র আট হাজার বার জপ করিলে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে।

জলে প্রবিষ্ট হইয়া "হুঁ শ্রীঁ হুঁ" এই মন্ত্রটী জপ করিতে আরম্ভ করিলে বিনা পূজা ধ্যানেও বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

অগ্নিনিবারণ

গৃহে অগ্নি লাগিলে সপ্তরতি জল (যাহার তাহার দ্বারা আনীত হইলেও ক্ষতি নাই) লইয়া—

"উত্তরস্যাঞ্চ দিগ্‌ভাগে মারীচো নাম রাক্ষসঃ।
তস্য মূত্রপুরীষাভ্যাং হুতো বহ্নিঃ স্তম্ভ স্বাহা॥"

এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তাহা হইলে যত বেগশালী অগ্নি হউক না কেন, অচিরে নির্ব্বাপিত হইবে।

(১) ওঁ হ্রীং মহিষমর্দ্দিনী অগ্নিকে স্তম্ভনকর, মুগ্ধকর, ভেদকর, অগ্নিং স্তম্ভয় ঠঠ। (২) ওঁ মত্তক টীট ছয়দ্যনে মে কটীর মূলঘনী আলিপ্যাগ্নায় মুদীয়তে শনক বিজ্জে মন্ত্রী হ্রীঁ ফট্‌।

এই দুইটী মন্ত্রের মধ্যে যে কোন একটী মন্ত্র যথানিয়মে দশ হাজার বার জপ করিলে মানুষ জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তাহাতে শরীরের কোন স্থলেই তেজ অনুভূত হয় না। ৺ মহারাজ ঠাকুরের কাশীস্থ বাটীর ঘটনা এবং ঢাকার ডাঃ তরণীবাবুর অগ্নি-ক্রিয়া যাহারা দর্শন করিয়াছে, তাহাদের নিকট আর এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণের প্রয়োজন নাই। অধিকারী ব্যক্তি সাধনা করিয়া ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবে।

সর্প বৃশ্চিকাদির বিষহরণ

সর্পাদি দংশন করিলে তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য করা যায়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে মন্ত্রপ্রয়োগকারীকে বিষহরাগ্নি মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিতে হয়। বিষহরাগ্নি মন্ত্র যথা—"থং থং।" উক্ত মন্ত্রের পূজাপ্রণালী এইরূপ—

সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তি সামান্য পদ্ধতির নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া—শিরসি অগ্নয়ে নমঃ—মুখে পঙ্‌ক্তি ছন্দসে নমঃ—হৃদি অগ্নয়ে

দেবতায়ৈঃ নমঃ—গুহ্যে খং বীজায় নমঃ—পাদয়োঃ বিন্দুশক্তয়ে নমঃ, এইরূপে ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। তৎপরে খাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ—খীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা—খূং মধ্যমাভ্যাং বষট্—খৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ—খৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্—খঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্, এইরূপে করন্যাস এবং খাং হৃদয়ায় নমঃ—খীং শিরসে স্বাহা—খূং শিখায়ৈ বষট্—খৈং কবচায় হুঁ—খৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্—খঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্, এইরূপে অঙ্গন্যাস করিয়া বৈশ্বানরপদ্ধতির নিয়মানুসারে এই মন্ত্রের ধ্যান ও যথাশক্তি পূজাদি করিবে। তদনন্তর "খং খং" এই মন্ত্র যথাবিধি দ্বাদশ লক্ষ জপ করিয়া পুরশ্চরণাঙ্গ হোমে ঘৃত দ্বারা দ্বাদশ সহস্র আহুতি প্রদান করিতে হইবে। এইরূপে বিষহরাগ্নি মন্ত্র পুরশ্চরণ করিয়া রাখিলে যখন তখন সর্পদষ্ট রোগীকে আরোগ্য করিতে পারা যায়।

কাহাকেও সাপে কাটিলে উক্ত সাধক স্বীয় বাম করতলে পঞ্চদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া সেই পদ্মকে শ্বেতবর্ণ ধ্যান করিবে এবং সেই পদ্মের কর্ণিকাতে ও পঞ্চদলে "খং" এই বীজ লিখিবে; পরে রক্তবর্ণ ও অমৃতময় চিন্তা করিয়া সেই হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে বিষ বিনষ্ট হইবে। এইরূপ হস্ত দ্বারা বিষপীড়িত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া অষ্টোত্তর শত বিষহরাগ্নি মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষ বিনষ্ট হইয়া যায়।

"ওঁ নমো ভগবতে গরুড়ায় মহেন্দ্ররূপায় পর্ব্বতশিখরাকাররূপায় সংহর সংহর মোচয় মোচয় চালয় চালয় পাতয় পাতয় নির্ব্বিষ নির্ব্বিষ বিষমপ্যমৃতং চাহারনদৃশং রূপমিদং প্রাজ্ঞাপয়ামি স্বাহা, নমঃ লল লল বর বর হুন হুন ক্ষিপ ক্ষিপ হর হর স্বাহা" এই গরুড় মন্ত্র পাঠ করিলে ভক্ষিত স্থাবর বিষ অমৃততুল্য হয়। বিষাক্ত অন্নপানাদিও এই মন্ত্র পাঠে নিশ্চয় অমৃতবৎ হইবে।

স্বর্পণং বৈনতেয়ঞ্চ নাগারিং নাগভীষণম্।
জিতান্তকং বিষারিঞ্চ অজিতং বিশ্বরূপিণম্।
গরুত্মন্তং খগশ্রেষ্ঠং তার্ক্ষ্যং কশ্যপনন্দনম্॥

অর্থাৎ স্বপর্ণ, বিনতানন্দন, নাগ-শত্রু, সর্প-ভীষণ, শমন-বিজয়ী, বিষারি, অজেয়, বিশ্বরূপী, গরুত্মান্ খগেন্দ্র, তার্ক্ষ্য ও কাশ্যপ-নন্দন—গরুড়স্তবোক্ত এই দ্বাদশ নাম যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানকালে কিম্বা শয়নকালে পাঠ করে, তাহাকে কোন প্রকার বিষ আক্রমণ করিতে পারে না। যথা—

বিষং নাক্রমতে তস্য ন চ হিংসন্তি হিংসকাঃ।
সংগ্রামে ব্যবহারে চ বিজয়স্তস্য জায়তে॥　—তন্ত্রসার

তাঁহাকে বিষ আক্রমণ করিতে পারে না, কোন প্রকার হিংস্রজন্তু দংশন করিতে সক্ষম হয় না এবং সর্ব্বত্র তাঁহার জয়লাভ হইয়া থাকে।

"ওঁ ক্ষঃ ওঁ স্বরস্ফুঃ ওঁ হিলি হিলি মিলি মিলি চলি চলি হ স্ফুঃ ওঁ হিলি হিলি চ হ স্ফুঃ ব্রহ্মণেফুঃ বিষ্ণবেফুঃ ইন্দ্রায়ফুঃ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো স্ফুঃ" এই মন্ত্র বৃশ্চিকাদির বিষ বিনাশ করিয়া থাকে।

"ওঁ গেরিঠঃ" এই মন্ত্র মূষিকাদির বিষ বিনাশ করিয়া থাকে।

"ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রুঁ ওঁ স্বাহা ওঁ গরুড় স হুঁ ফট্" এই মন্ত্রে লূতা (মাকড়সা)-বিষ নাশ করে।

"ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর সর হন হন হুঁ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে সর্ব্ব প্রকার কীট-বিষ বিনাশ করে।

তন্ত্রে এই সকল বিষয় এত বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, তাহা একস্থানে সংগৃহীত হইলে প্রকাণ্ড একখানি পুস্তক হইতে পারে। আমরা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হইতে দুই একটী করিয়া উদ্ধৃত করিলাম। বাহুল্যভয়ে এ-ক্ষেপে সংক্ষেপে সারিলাম।

শূলরোগ-প্রতিকার

শূলরোগ মহাব্যাধিমধ্যে পরিগণিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে এই রোগকে "কৃচ্ছ্রসাধ্য" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তন্ত্রোক্ত উপায়ে এই রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ক্রিয়াবান্ তন্ত্রোক্ত সাধক দ্বারা এই রোগের প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।

অভিজ্ঞ সাধক প্রথমতঃ আচমন ও স্বস্তিবাচন করিয়া—"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য শ্রীঅমুক্-দেবশর্ম্মণঃ শূলরোগ-প্রতিকার-কামনায় অমুক-মন্ত্রং সহস্রং (অযুতং লক্ষং বা) জপমহং করিষ্যামি।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যথারীতি সঙ্কল্প করিবে। তৎপরে শিবলিঙ্গে ত্র্যম্বকপূজা-পদ্ধতির বিধানে যথাশক্তি পূজাদি করিয়া—"ওঁ মীঢ়ুষ্টমঃ শিবতমঃ শিবো নঃ সুমনা ভব পরমোব্রক্ষা আয়ুধান্নিধায় কৃত্তিং বসান আচারপিণাকং বিভ্রদাগহি" এই মন্ত্র স্থিরচিত্তে একতান মানসে জপ করিবে। যত সংখ্যক সঙ্কল্প করা হইয়াছে, তত সংখ্যক জপ করিতে হইবে। সঙ্কল্পের সময় জপ্য মন্ত্রটী উল্লেখ করিতে হইবে।

মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া যে শূলরোগ অতি সহজে আরোগ্য হয়, তাহা বোধ হয় গ্রন্থকারের পরিচিত ব্যক্তিগণকে বুঝাইতে হইবে না। এ পর্য্যন্ত চারি পাঁচ শত রোগী গ্রন্থকারের নিকট হইতে আরোগ্য হইয়াছে, এ কথা তাহারা জ্ঞাত আছে। প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের পরিত্যক্ত—শূলরোগগ্রস্ত অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি সুখ ও স্বাস্থ্যের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া নিয়ত মৃত্যু-কামনা করিত, তাহারা কিরূপে নবজীবন লাভ করিয়াছে, তাহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। যদিও তাহার

প্রয়োগ-প্রণালী বিভিন্ন রকমের, কিন্তু একই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। সুতরাং এই মন্ত্রটীতেও যে তদ্রূপ ফলভোগী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বয়ং শিব বলিয়াছেন—

সাক্ষান্মৃত্যোর্ব্বিমুচ্যেত কিমন্যাঃ ক্ষুদ্রিকাঃ ক্রিয়াঃ।

—তন্ত্রসার

এই মন্ত্র সাক্ষাৎ মৃত্যুকে নিবারণ করিতে পারে, ক্ষুদ্র কার্য্য-সাধনে আর সন্দেহ কি?

সুখপ্রসব মন্ত্র

নিম্নলিখিত মন্ত্র দুইটীর মধ্যে যে কোন একটী মন্ত্র দ্বারা কিঞ্চিৎ জল অভিমন্ত্রিত করিয়া, সেই জল গর্ভিণীকে পান করাইলে অতি শীঘ্র ও সুখে প্রসব হইয়া থাকে। মন্ত্র প্রত্যেকটী আটবার জপ করিয়া জল অভিমন্ত্রিত করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

১। ওঁ মন্মথ মন্মথ বাহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ স্বাহা।
২। ওঁ মুক্তাঃ পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ।
মুক্তঃ সর্ব্বভয়াদ্গর্ভঃ এহ্যেহি মারীচ মারীচ স্বাহা॥

প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়া বহু বিলম্ব হইলে দশমূলের ঈষৎ উষ্ণ ক্বাথ প্রথম মন্ত্রটীর দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া গর্ভিণীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভিণী তৎক্ষণাৎ সুখে প্রসব করিতে পারিবে। কোন প্রকার যাতনা অনুভব করিবে না।

"অং ওঁ হ্রাং নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে" এই মন্ত্র সূতিকাগৃহে বসিয়া জপ করিবে। তাহা হইলে প্রসূতি অক্লেশে প্রসব করিতে সমর্থ হইবে। ইহা

আমাদের বহু পরীক্ষিত। সুতরাং পাঠক অগ্রাহ্য বা অবিশ্বাস করিও না। ডাক্তারের হস্তে ন্যস্ত পূর্ব্বক কুলাঙ্গনাগণের লজ্জা-ঘৃণার মাথা খাওয়াইবার পূর্ব্বে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া দেখিবে, ধন ও লজ্জা উভয়ই রক্ষা পাইবে।

মৃতবৎসা দোষ শান্তি

যে রমণীর সন্তান প্রসবের পর একপক্ষ, একমাস বা একবৎসরে সন্তান বিনষ্ট হয়, সেই নারীকে মৃতবৎসা বলে। যথা—

গর্ভসঞ্জাতমাত্রেণ পক্ষে মাসে চ বৎসরে।
পুত্রো ম্রিয়তে বর্ষাদৌ যস্যাঃ সা মৃতবৎসিকা॥

—শ্রীদত্তাত্রেয় তন্ত্র

নারীর মৃতবৎসা দোষ জন্মিলে সাধন-রহস্যবিৎ তান্ত্রিকের দ্বারা তাহার শান্তি করাইতে হয়। যে-সে ব্যক্তি দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করাইলে ফল লাভের আশা নাই, পরন্তু প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। মৃতবৎসা দোষের শান্তির জন্য এইরূপে ক্রিয়া করাইবেন ;—

অগ্রহায়ণ কিম্বা জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে গৃহলেপন পূর্ব্বক একটী নূতন কলসী গন্ধোদক দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া উক্ত গৃহে স্থাপন করিবে। কলসীটিকে শাখা, পল্লব ও নবরত্ন দ্বারা সুশোভিত করিয়া স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতঃ ষট্‌কোণ মণ্ডলে সংস্থাপিত করিবে। পরে একাগ্রচিত্তে ঐ কলসীর উপর দেবীর পূজা করিবে। তৎপরে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, মৎস্য, মাংস এবং মদ্যাদি দ্বারা ভক্তিসহকারে

ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী ও ইন্দ্রাণী এই ছয় মাতৃকার ষট্‌কোণে পূজা করিবে। তৎপরে প্রণব (ওঁ) উচ্চারণপূর্ব্বক দধি ও অন্ন দ্বারা সাতটী পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। ষট্‌ মাতৃকাগণকে ছয়টি পিণ্ড প্রদান করিয়া সপ্তম পিণ্ডকে পবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বালিকা ও কুমারীগণকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদান করাইবে। ঐ সকল কুমারীগণ সন্তুষ্ট হইলেই দেবতারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। তৎপরে নদীতে কলসী বিসর্জ্জন করিয়া আত্মীয়বর্গের নিকট শুভ প্রার্থনা করিবে।

নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করিয়া জপ ও পূজাদি করিতে হইবে। যথাঃ—"ওঁ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মনে অমুকী-গর্ভে দীর্ঘজীবি সুতং কুরু কুরু স্বাহা।"

পূজান্তে সমাহিতচিত্তে সঙ্কল্পানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ঐ মন্ত্রটি জপ করিবে।

প্রতিবর্ষমিদং কুর্য্যাদ্দীর্ঘজীবিসুতং লভেৎ।
সিদ্ধিযোগমিদং খ্যাতং নান্যথা শঙ্করোদিতম্॥

—শ্রীদত্তাত্রেয় তন্ত্র

—প্রতিবর্ষে এইরূপ এক একবার দেবতার্চ্চন করিলে মৃতবৎসা রমণীর দীর্ঘজীবী পুত্র হইয়া থাকে। এই সিদ্ধিযোগ শঙ্করোক্ত, সুতরাং কাহারও অবিশ্বাসের কারণ নাই।

গৃহীত্বা শুভনক্ষত্রে ত্বপামার্গস্য মূলকম্।
গৃহীত্বা লক্ষণামূলং একবর্ণগবাং পয়ঃ।
পীত্বা সা বিভ্রতে গর্ভং দীর্ঘজীবি সুতো ভবেৎ॥

—শ্রীদত্তাত্রেয় তন্ত্র

শুভনক্ষত্রে অপামার্গের মূল ও লক্ষণামূল উত্তোলন করিয়া একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে। ইহাতে স্ত্রীলোকের গর্ভ হয় এবং সেই গর্ভস্থ পুত্র দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রটী জপ করতঃ পুরশ্চরণ করিয়া লইতে হইবে। মৃতবৎসা দোষ শান্তির জন্য উপযুক্ত সাধকের নিকট হইতে কবচাদি সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিলেও বিশেষ ফল লাভ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এ সত্য অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

বন্ধ্যা ও কাকবন্ধ্যা প্রতিকার

যে রমণীগণের কোন কালে সন্তান-সন্ততি জন্মে না, তাহাদিগকে বন্ধ্যা বলে। পুরাকালে দেবাদিদেব মহাদেব দত্তাত্রেয় মুনির নিকট বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের সন্তানাদি জননের বিধি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরাও সেই পরীক্ষিত উপায়গুলি যথাযথভাবে প্রকাশ করিলাম। আশা করি, সন্তান অভাবে যে গৃহস্থের গৃহে নিরানন্দ বিরাজ করিতেছে,—তাহারা সদাচারসম্পন্ন সাধকগণের দ্বারা এই বিধি অবলম্বন করিলে, অচিরে পুত্রমুখ দেখিয়া গৃহে আনন্দের হাট বসাইতে পারিবে।

পলাশ বৃক্ষের একটী পত্র কোন গর্ভবতী রমণীর স্তনদুগ্ধ দ্বারা পেষণ পূর্ব্বক ঋতুকালে পান করিবে। সপ্তাহ কাল এই ঔষধ প্রত্যহ পান করিয়া শোক, উদ্বেগ, চিন্তাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। তৎপরে পতিসঙ্গ করিলে সে নারীর গর্ভ সঞ্চার হইয়া থাকে। উক্ত ঔষধ সেবন

সময়ে দুগ্ধ, শালিধান্যের অন্ন, মুগের ডাইল প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্য অল্প পরিমাণে আহার করিবে।

নাগকেশরের চূর্ণ সদ্যোজাত গাভীদুগ্ধের সহিত সপ্তাহকাল প্রত্যহ সেবন করিবে। ঔষধ সেবনান্তে ঘৃত ও দুগ্ধ ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। তৎপরে স্বামীসহবাস করিলেই সেই রমণী গর্ভবতী হইবে। বলা বাহুল্য, প্রথমোক্ত নিয়মগুলি অবশ্য পালন করিতে হইবে।

"ওঁ নমঃ সিদ্ধিরূপায় অমুকীং পুত্রবতীং কুরু কুরু স্বাহা"

এই মন্ত্রে সাধক পুরশ্চরণ করিয়া উক্ত ঔষধের যে কোন একটি ঔষধ উক্ত মন্ত্রে একশত আটবার অভিমন্ত্রিত করিয়া দিলে, তৎপরে পান করিলে নিশ্চয়ই ফললাভ করিতে পারিবে। মন্ত্রপূত না করিলে ফল লাভে বিঘ্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বং পুত্রবতী যা সা ক্বচিদ্বন্ধ্যা ভবেদ্ যদি।
কাকবন্ধ্যা তু সা জ্ঞেয়া চিকিৎসা তত্র কথ্যতে॥

—শ্রীদত্তাত্রেয় তন্ত্র

যে রমণী একবার একটি মাত্র পুত্র প্রসব করিয়া আর গর্ভ ধারণ করে না, তাহাকে কাকবন্ধ্যা কহে। এই কাকবন্ধ্যা দোষের শান্তির উপায়ও তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

অপরাজিতা লতা, মূলের সহিত উত্তোলন করিয়া মহিষ-দুগ্ধে পেষণ করতঃ মহিষ-নবনীতের সহিত ঋতুকালে ভক্ষণ করিবে। অথবা রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে অশ্বগন্ধার মূল উত্তোলন করতঃ মহিষ-দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রত্যহ চারি তোলা পরিমাণে সপ্তাহকাল ভক্ষণ করিবে,

তৎপরে পতিসঙ্গ করিবে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের কাকবন্ধ্যা দোষ শান্তি হইয়া দীর্ঘজীবী পুত্র হয়। যথা—

সপ্তাহাল্লভতে গর্ভং কাকবন্ধ্যা চিরায়ুষম্।

—তন্ত্রকোষঃ

সদাচারী সাধক "ওঁ নমো শক্তিরূপায় অস্যা গৃহে পুত্রং কুরু কুরু স্বাহা" এই মন্ত্রে প্রথমতঃ পুরশ্চরণ করিয়া একশত আটবার মন্ত্র জপ করিয়া ঔষধ পান করিতে দিবে। উক্ত মন্ত্র দ্বারা ঔষধ অভিমন্ত্রিত না করিলে ফল লাভের আশা করা যায় না।

তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ প্রক্রিয়া বহুতর দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাহুল্যভয়ে আমরা মাত্র কয়েকটী পরীক্ষিত প্রক্রিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বালক সংস্কার

স্বভাব নিয়মে বা দৈব উপায়ে সন্তান লাভ করিয়া সে সন্তান যদি দীর্ঘজীবী, নীরোগ, সচ্চরিত্র ও পণ্ডিত না হয়, তাহা হইলে পিতামাতার মনঃকষ্টের অবধি থাকে না। অসৎ পুত্র কর্ত্তৃক পিতামাতা নিয়তই মনঃপীড়া ভোগ করিয়া থাকেন। তন্ত্রশাস্ত্র মানবের সে অভাবও পূরণ করিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পরে সেই প্রকরণ অবলম্বন করিয়া জাত পুত্রের সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করাইলে, পুত্র পণ্ডিত, কবি, বাগ্মী প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। নিম্নে তাহার প্রক্রিয়া লিখিত হইল।

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র—নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে—পিতা স্বর্ণদ্বারা পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া গৃহান্তরে গমনপূর্ব্বক গুরু, পঞ্চদেবতা ও তারিণীর পূজা করিয়া বসুধারা (ধারা হোম) দিবে। তৎপরে পঞ্চাহুতি প্রদান করিয়া কাংস্যপাত্রে সমানাংশে ঘৃত ও মধু লইয়া তদুপরি "ঐঁ" এই মন্ত্র সাতবার জপ করিবে। অনন্তর দক্ষিণ হস্তের অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা ঐ ঘৃত ও মধু লইয়া "হ্রীঁ আয়ুর্ব্বর্চ্চো বলং মেধা বর্দ্ধতাং তে সদা শিশো" এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে শিশুর মুখে দিবে। ইহাতে শিশুর আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইজন্য ইহার নাম আয়ুর্জ্জনন। এই সময়ে পিতা মনে মনে শিশুর একটি গুপ্ত নাম রক্ষা করিবে।

তদনন্তর বালকের জিহ্বা তিনবার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া পিতা শ্বেত দুর্ব্বা অথবা স্বর্ণশলাকা দ্বারা মধু লইয়া বালকের জিহ্বাতে "বাগ্‌ভবকূট অর্থাৎ ক্লীঁ হ্রীঁ ঈঁ শ্রীঁ হ্রীঁ হে সাঃ" এই মন্ত্র পঙ্‌ক্ত্যাকারে লিখিয়া দিবে। অসুবিধা হইলে বা আপত্য থাকিলে আপন আপন ইষ্টমন্ত্র লিখিয়া দিবে। ইহাতে বালক সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, কবি ও বাগ্মী হইতে পারে, যথা—

কবির্ব্বাগ্মী ভবেৎ পুত্রঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

—তন্ত্রসার

বাস্তবিক এই বাগ্‌ভবমন্ত্র বাগীশত্বপ্রদায়ক। এই মন্ত্র পুরশ্চরণ পূর্ব্বক মূর্খ ব্যক্তির মস্তকে হস্ত দিয়া একশত আটবার জপ করিলে সেই মূর্খও কবি হইতে পারে এবং জিহ্বাতে ন্যাস করিলে বোবা বক্তা হইয়া থাকে।

জিহ্বায়াং ন্যসনাদ্দেবি মূকোঽপি সুকবির্ভবেৎ ॥

—গন্ধর্ব্ব তন্ত্র

বয়ঃপ্রাপ্ত মহামূর্খ ব্যক্তিকে উপযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতে পারিলে যখন মূর্খত্ব দূর হইয়া সুকবি হয়, তখন শিশুর ত কথাই নাই। এজন্য নবজাত শিশুকে বাগ্‌ভবকূট মন্ত্র দ্বারাই সংস্কার করা কর্ত্তব্য। সংস্কারান্তে নাড়ীচ্ছেদ করিবে। কোন বাধাবিঘ্ন বশতঃ নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে উক্ত অনুষ্ঠান করিতে না পারিলে ত্রিরাত্রির মধ্যে সম্পন্ন করা যাইতে পারে। পিতা দূরদেশে থাকিলে বালকের পিতৃব্য অথবা মাতুলও তাহা করিতে পারে। অন্যের দ্বারা হইবে না।

তৎপরে কুলধর্ম্মানুসারে এগার দিন কিম্বা এক মাস গতে শুভাশৌচান্ত দিনে অবস্থানুসারে যথাশক্তি উপচার দ্বারা কুলদেবতার পূজা করিবে। পরে পুনরায় শ্বেতদূর্ব্বা, কুশ অথবা স্বর্ণশলাকাদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বাগ্‌ভব মন্ত্র বালকের ওষ্ঠে লিখিয়া দিবে। তাহা হইলে বালক বাক্যোচ্চারণে সমর্থ হইবা মাত্র কবিত্বসম্পন্ন হইয়া থাকে।

তদনন্তর মাতার ক্রোড়ে কুশোপরি শিশুকে রাখিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত সমবেত হইয়া—"ইমং পুত্রং কাময়তঃ কামং জানামি চৈব হি, দেবেভ্যঃ পুষ্ণাতি সর্ব্বমিদং সজ্জনং শিবশান্তিস্তারায়ৈ কেশবেভ্যস্তারায়ৈ রুদ্রেভ্য উমায়ৈ শিবায় শিবযশসে" এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে কুশ ও স্বর্ণ দ্বারা জল ছিটাইয়া শান্তি করিবে। অনন্তর শিশুকে কোলে লইয়া—

"ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবো দুর্গা গণেশো ভাস্করস্তথা ॥
ইন্দ্রো বায়ু কুবেরশ্চ বরুণোঽগ্নি বৃহস্পতিঃ।
শিশোঃ শুভং প্রকুর্ব্বন্তু রক্ষন্তু পথি সর্ব্বদা ॥"

এই রক্ষামন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে কোলে লইয়া বাহিরে শিশুকে কিয়দ্দুর আনয়ন করিয়া "হ্রীঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরন্ পশ্যেয়ম্ শরদঃ শতং জীবেয়ং শরদঃ শতং" এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে শিশুকে

সূর্য্য দর্শন করাইয়া গৃহে লইয়া যাইবে। ঐ দিনে ব্রাহ্মণকে পূজোপকরণ, অন্নবস্ত্রাদি এবং দক্ষিণা দিবার বিধি আছে।

উক্ত কার্য্য গুরু, পুরোহিত কিম্বা তন্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের দ্বারা সম্পন্ন করাইবে। সদাচারী তান্ত্রিক সাধকের দ্বারা শান্তিকার্য্য করাইতে পারিলে আরও ভাল হয়; তন্ত্রেও সেই ব্যবস্থা—

শান্তিং কুর্য্যাদ্বালকস্য ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাধকঃ ॥

—মহোগ্রতারাকল্প

এই নিয়মে আয়ুর্জ্জনন ও সংস্কার করিলে বালক সর্ব্বপ্রকারে মহৎ পদবাচ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

জ্বরাদি সর্ব্বরোগ শান্তি

নক্ষত্র দোষজন্য অর্থাৎ বিরুদ্ধ নক্ষত্রে যে রোগোৎপন্ন হয় তাহা অসাধ্য, প্রায়শঃ তাহার প্রতিকার হয় না। বিশেষ প্রকার চিকিৎসা করিয়া ফল লাভ হয় না। কিন্তু দৈব উপায়ে তাহার প্রতিকার হইয়া থাকে। তন্ত্রাভিজ্ঞ সদাচারসম্পন্ন সাধক দ্বারা পশ্চাদুক্ত দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে সাধ্য হয়, অর্থাৎ প্রতিকার হইয়া থাকে। নিম্নে প্রক্রিয়াগুলি লিখিত হইল।

জ্বর শান্তির জন্য প্রথমতঃ সংকল্প করিয়া, "অগস্ত্য ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কালিকা দেবতা জ্বরস্য সদা শান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ" এই মন্ত্রের ক্রমে ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। তৎপরে—

"ওঁ কুবেরস্তে মুখং রৌদ্রং নন্দিমানন্দিমাবহন্।
জ্বরং মৃত্যুভয়ং ঘোরং জ্বরং নাশয়তে ধ্রুবম্॥

এই মন্ত্র হাজার কিম্বা দশ হাজার বার সমাহিতচিত্তে জপ করিয়া আম্রপত্র দ্বারা হোম করিলে সর্ব্ববিধ দূষিত জ্বর নিশ্চয় শান্তি হয়।

স্থিরচিত্ত হইয়া মনে মনে মন্ত্রার্থ চিন্তাপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে "ওঁ শান্তে শান্তে সর্ব্বারিষ্টনাশিনি স্বাহা" এই মন্ত্র একলক্ষ জপ করিলে সর্ব্বরোগ শান্তি হইয়া থাকে। ঐ মন্ত্র দশ হাজার বার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে পরে উক্ত প্রক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবে। রোগাদির শান্তিকার্য্যে পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা অতি ফলদায়ক।

তুম্বুর ভৈরবের ধ্যান ও মন্ত্রজপে সর্ব্বরোগের শান্তি হইয়া থাকে। মন্ত্র যথা "ওঁ তুম্বুর ভৈরব হৌঁ অমুকস্য সর্ব্বশান্তিং কুরু কুরু রং রং হ্রীঁ হ্রীঁ।"

প্রথমতঃ উক্ত মন্ত্রে অন্নাদি সংযুক্ত বলি প্রদান করিবে। অনন্তর শ্বেত দূর্ব্বা, নানাবিধ পুষ্প এবং ধূপ-দীপাদি বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া উক্ত মন্ত্র যথাবিধি হাজার বার জপ করিবে। মন্ত্রমধ্যে অমুক স্থলে যাহার নাম উল্লেখ করিয়া জপ পূজাদি করিবে, তাহার সর্ব্বরোগ শান্তি হয়। ত্রিকোণকুণ্ডে বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া উক্ত মন্ত্রে দূর্ব্বা, পুষ্প ও তণ্ডুল-সংযুক্ত ঘৃতমিশ্রিত তিল এবং জীরক দ্বারা দশাঙ্গ হোম করিলে সর্ব্ব শান্তি হইয়া থাকে। "রোগীর মস্তকে ভৈরবদেব অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছেন" দিবারাত্রি এইরূপ চিন্তা করিলে কিম্বা তুম্বুর-ভৈরবকে মনে মনে ধ্যান করিলে সর্ব্বরোগের শান্তি হয়। ধ্যান যথা—

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং দেবদেবং ত্রিলোচনম্।
চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থং চন্দ্রচূড়ং জটাধরম্॥

চতুর্ভূজং বৃষারূঢ়ং ভৈরবং তুম্বুরসংজ্ঞকম্।
শূলমালাধরং দক্ষে বামে পূর্ত্তং সুধাঘটম্॥
সর্ব্বাবয়বসংযুক্তং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
শ্বেতবস্ত্রপরিধানং নাগহারবিরাজিতম্॥ *

নক্ষত্রদোষ জন্য জ্বরের প্রতিকার একরূপ অসাধ্য। একমাত্র হারীতোক্ত বিধানে তাহার প্রতিকার হইতে পারে। জ্বরোৎপত্তির নক্ষত্র বিবেচনা করিয়া তন্নক্ষত্রোক্ত দ্রব্য ও মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর শান্তি হইয়া থাকে। কিন্তু সে অতি বিরাট ব্যাপার; তাহাতে গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি হইয়া যায়। আমরা নিম্নে সর্ব্বজ্বরহরণ বলির প্রক্রিয়া বিবৃত করিলাম, একমাত্র তাহার অনুষ্ঠানে যে কোন নক্ষত্রদোষ জন্য জ্বরের শান্তি হইবে। তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তা ও কর্ম্মকর্ত্তা উভয়েরই সুবিধা। প্রণালীটী এইরূপ—

জ্বরগ্রস্ত ব্যক্তির নবমুষ্টি পরিমিত তণ্ডুল লইয়া বলিপিণ্ড পাক করিয়া "ওঁ ক্লীং ঠং ঠঃ ভো ভো জ্বর শৃণু শৃণু হন হন গর্জ্জ গর্জ্জ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুরাহিকং সাপ্তাহিকং মাসিকং অর্দ্ধমাসিকং বার্ষিকং দ্বৈবার্ষিকং মৌহূর্ত্তিকং নৈমিত্তিকং অট অট ভট ভট হুং ফট্ অমুকস্য জ্বরং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ গচ্ছ স্বাহা" এই মন্ত্র বলিয়া প্রদান করিতে হইবে। প্রথমতঃ তণ্ডুল চূর্ণ দ্বারা একটী জ্বরমূর্ত্তি (পুত্তলিকা) প্রস্তুত করিয়া হরিদ্রার দ্বারা তাহার অঙ্গ রঞ্জিত করিবে এবং তাহার চারিদিকে হরিদ্রাক্ত ধ্বজচতুষ্টয় দ্বারা শোভিত করিয়া হরিদ্রারসপূর্ণ চারিটী পুটপাত্র স্থাপন করিবে। পরে ঐ পুত্তলিকাকে গন্ধপুষ্প দ্বারা ভূষিত করিয়া বলি প্রদান করিবে। পরে "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য উৎপন্নজ্বরক্ষয়ায় তন্নক্ষত্রায় এষ রচিতপুত্তলক-বলির্নমঃ" এই মন্ত্রে ঐ প্রতিমূর্ত্তি উত্তর

* সরল সংস্কৃত বিধায় বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল না।

দিকে বিসর্জ্জন করিবে। এইরূপে তিন দিবস বলি প্রদান করিলে জ্বর শান্তি হইয়া থাকে। যথা—

এতদ্দিনত্রয়ং কুর্য্যাৎ জ্বররোগোপশান্তয়ে।

—কামরত্ন-তন্ত্র.

বলি প্রদানের পর নক্ষত্রকে আচমনীয় প্রদান পূর্ব্বক রোগীর হৃদয় স্পর্শ করিয়া "ভো ভো জ্বর শৃণু শৃণু হন হন গর্জ্জ গর্জ্জ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুরাহিকং সপ্তাহিকং মাসিকং অর্দ্ধমাসিকং বার্ষিকং দ্বৈবার্ষিকং মৌহূর্ত্তিকং নৈমিষিকং অট অট ভট ভট হুং ফট্ বজ্রপাণি রাজ্ঞা ওঁ শিরো মুঞ্চ কণ্ঠং মুঞ্চ বাহুং মুঞ্চ উদরং মুঞ্চ কটিং মুঞ্চ উরুং মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ শৃণু শৃণু অমুকস্য জ্বরং হন হন হুং ফট্" এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তাহার গাত্র মার্জ্জনা করিবে। পরে এই মন্ত্রটী ভূর্জ্জপত্রে অলক্তক দ্বারা লিখিয়া রোগীর শিখাতে বন্ধন করিয়া দিবে।

এই প্রক্রিয়ায় সর্ব্বপ্রকার দূষিত জ্বর নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে; শিববাক্যে সন্দেহ নাই।

আপদুদ্ধার

প্রত্যহ রাত্রিকালে যথানিয়মে আপদুদ্ধার কবচ পাঠ করিলে সর্ব্বাপদ শান্তি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া বটুকভৈরবের ধ্যান করতঃ প্রহৃষ্ট চিত্তে তদীয় "ওঁ হ্রীং বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং" এই মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বাপদ বিনষ্ট হইয়া কাম্য বিষয় প্রাপ্ত

হইতে পারা যায়। এই কবচ পাঠে সর্ব্বপ্রকার রোগ, দূষিত জ্বর, ভূত-প্রেতাদির ভয়, চৌরাগ্নির ভয়, গ্রহভয়, শত্রুভয়, মারীভয়, রাজভয় প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া সর্ব্ব সৌভাগ্যের উদয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই কবচ পাঠ করে, পাঠ করায়, অথবা শ্রবণ ও পূজা করে, তাহার সর্ব্বাপদ শান্তি হইয়া সুখ, আয়ু, সম্পদ, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য ও পুত্রপৌত্রাদি বৃদ্ধি পায়; এমন কি সেই মানব সুদুর্লভ ইষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। আমরা নিম্নে কবচটী যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম, সংস্কৃতাংশ সরল বলিয়া তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল না। ইহার মধ্যেই পাঠের নিয়ম, ধ্যান, মন্ত্র, ন্যাস ও ফলশ্রুতি বিবৃত আছে, কাজেই আমরা আর পৃথক্ ভাবে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। কবচ যথা—

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্‌গুরুম্।
শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পার্ব্বতী পরমেশ্বরম্॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রাগমাদিষু।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্॥
সর্ব্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময়া।
বিশেষতস্তু রাজ্ঞাং বৈ শান্তিপুষ্টিপ্রসাধনম্॥
অঙ্গন্যাস-করন্যাস-বীজন্যাস-সমন্বিতম্।
বক্তুমর্হসি দেবেশ মম হর্ষবিবর্দ্ধনম্॥

শ্রীভগবানুবাচ

শৃণু দেবি মহামন্ত্রমাপদুদ্ধারহেতুকম্।
সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং সর্ব্বশত্রুনিবর্হণম্॥

অপস্মারাদিরোগাণাং জ্বরাদীনাং বিশেষতঃ।
নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে ॥
গ্রহরাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবর্দ্ধনম্ ।
স্নেহাদ্বক্ষ্যামি তে মন্ত্রং সর্ব্বসারমিদং প্রিয়ে ॥
সর্ব্বকামার্থদং মন্ত্রং রাজ্যভোগপ্রদং নৃণাম্ ।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং বক্ষ্যামীতি বিশেষতঃ ॥
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য দেবী-প্রণবমুদ্ধরেৎ ।
বটুকায়েতি বৈ পশ্চাদাপদুদ্ধরণায় চ ॥
কুরুদ্বয়ং ততঃ পশ্চাদ্বটুকায় পুনঃ ক্ষিপেৎ ।
দেবীপ্রণবমুদ্ধৃত্য মন্ত্রোদ্ধারমিমং প্রিয়ে ॥
মন্ত্রোদ্ধারমিমং দেবি ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্ল্লভম্ ।
অপ্রকাশ্যমিমং মন্ত্রং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্ ॥
স্মরণাদেব মন্ত্রস্য ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ ।
বিদ্রবন্তি ভয়ার্ত্তা বৈ কালরুদ্রাদিব প্রজাঃ ॥
পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি পূজয়েদ্বাপি পুস্তকম্ ।
নাগ্নিচৌরভয়ং বাপি গ্রহরাজভয়ং তথা ॥
ন চ মারীভয়ন্তস্য সর্ব্বত্র সুখবান্ ভবেৎ ।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিসম্পদঃ ॥
ভবন্তি সততং তস্য পুস্তকস্যাপি পূজনাৎ ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

য এষ ভৈরবো নাম আপদুদ্ধারকো মতঃ ।
ত্বয়া চ কথিতো দেব ভৈরবঃ কল্প উত্তমঃ ॥
তস্য নামসহস্রাণি অযুতান্যর্ব্বুদানি চ ।
সারমুদ্ধৃত্য তেষাং বৈ নামাষ্টশতকং বদ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

যস্ত সংকীর্ত্তয়েদেতৎ সর্ব্বদুষ্টনিবর্হণম্ ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেবচ ॥
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাত্মনঃ ।
আপদুদ্ধারকস্যেহ নামাষ্টশতমুত্তমম্ ॥
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্ ।
সর্ব্বকামার্থদং দেবি সাধকানাং সুখাবহম্ ॥
দেহাঙ্গন্যাসনঞ্চৈব পূর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ।
ভৈরবং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য ললাটে ভীমদর্শনম্ ॥
অক্ষোর্ভূতাশ্রয়ং ন্যস্য বদনে তীক্ষ্ণদর্শনম্ ।
ক্ষেত্রদং কর্ণয়োর্ম্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ন্যসেৎ ॥
ক্ষেত্রাখ্যং নাভিদেশে তু কট্যাং সর্ব্বাঘনাশনম্ ।
ত্রিনেত্রমূর্ব্বোর্বিন্যস্য জঙ্ঘয়ো রক্তপাণিকম্ ॥
পাদয়োর্দ্দেবদেবেশং সর্ব্বাঙ্গে বটুকং ন্যসেৎ ।
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা তদনন্তরমুত্তমম্ ॥
পঠেদেকমনাঃ স্তোত্রং নামাষ্টশতসংজ্ঞকম্ ॥
নামাষ্টশতকস্যাপি ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্ ।
বৃহদারণ্যকো নাম ঋষিশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
দেবতা কথিতা চেহ সদ্ভির্বটুকভৈরবঃ ।
সর্ব্ব-কামার্থসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ ।
ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্ ॥
শ্মশানবাসী মাংসাশী খর্পরাশী মখান্তকৃৎ ॥

রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ।
করালঃ কালশমনঃ কলাকাষ্ঠাতনুঃ কবিঃ ॥
ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তথা পিঙ্গললোচনঃ।
শূলপাণিঃ খড়্গপাণিঃ কঙ্কালী ধূম্রলোচনঃ ॥
অভীরুর্ভৈরবো ভীমো ভূতপো যোগিনীপতিঃ।
ধনদো ধনহারী চ ধনদঃ প্রতিভাববান্ ॥
নাগহারো নাগকেশো ব্যোমকেশো কপালভৃৎ।
কালঃ কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ ॥
ত্রিলোচনো জ্বলন্নেত্রস্ত্রিশিখী চ ত্রিলোকপাৎ।
ত্রিবৃত্তনয়নো ডিম্ভঃ শান্তঃ শান্তজনপ্রিয়ঃ ॥
বটুকো বটুকেশশ্চ খট্টাঙ্গবরধারকঃ।
ভূতাধ্যক্ষঃ পশুপতির্ভিক্ষুকঃ পরিচারকঃ ॥
ধূর্ত্তো দিগম্বরঃ শৌরির্হরিণঃ পাণ্ডুলোচনঃ।
প্রশান্তঃ শান্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্করঃ প্রিয়বান্ধবঃ ॥
অষ্টমূর্ত্তির্নিধীশশ্চ জ্ঞানচক্ষুস্তমোময়;।
অষ্টাধারঃ কলাধারঃ সর্পযুক্তঃ শশিশিখঃ ॥
ভূধরো ভূধরাধীশো ভূপতির্ভূধরাত্মকঃ।
কঙ্কালধারী মুণ্ডী চ নাগযজ্ঞোপবীতবান্ ॥
জৃম্ভণো মোহনঃ স্তম্ভী মারণঃ ক্ষোভনস্তথা।
শুদ্ধনীলাঞ্জনপ্রখ্যদেহো মুণ্ডবিভূষিতঃ ॥
বলিভুক্ বলিভূতাত্মা কামী কামপরাক্রমঃ।
সর্ব্বাপত্তারকো দুর্গো দুষ্টভূতনিষেবিতঃ ॥
কালী কলানিধিঃ কান্তঃ কামিনীবশকৃদ্বশী।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্ ॥

অষ্টোত্তরশতং নাম ভৈরবস্য মহাত্মনঃ।
ময়া তে কথিতং দেবি রহস্যং সর্ব্বকামদম্॥
য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমম্।
ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিন্নরোগেভ্যো ভয়ং তথা॥
ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ ক্বচিৎ।
পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্রমনন্যধীঃ।
মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিজে ভয়ে॥
ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নজে ভয়ে॥
বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ।
সর্ব্বে প্রশমনং যান্তি ভয়াদ্ ভৈরবকীর্ত্তনাৎ॥
একাদশসহস্রন্তু পুরশ্চরণমিষ্যতে॥
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সম্বৎসরমতন্দ্রিতঃ।
স সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াদিষ্টাং দুর্লভামপি মানুষঃ॥
ষন্মাসান্ ভূমিকামস্তু স জপ্ত্বা লভতে মহীম্॥
রাজা শত্রুবিনাশায় জপেন্মাসাষ্টকং পুনঃ।
রাত্রৌ বারত্রয়ঞ্চৈব নাশয়ত্যেব শত্রুকান্॥
জপেন্মাসত্রয়ং রাত্রৌ রাজানং বশমানয়েৎ।
ধনার্থী চ সুতার্থী চ দারার্থী যস্তু মানবঃ॥
পঠেদ্বারত্রয়ং যদ্বা বারমেকং তথা নিশি।
ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ॥
ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেতে দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ।
যান্ যান্ সমীহতে কামাংস্তাং স্তাং প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ॥
অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
সুকুলীনায় শান্তায় ঋজবে দম্ভবর্জ্জিতে॥

দদ্যাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ।
ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ ॥
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্ ।
অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুর্ব্বাহুং দ্বিবাহুকম্ ॥
ভুজঙ্গমেখলং দেবমগ্নিবর্ণশিরোরুহম্ ।
দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলম্ ॥
খট্টাঙ্গমসিপাশঞ্চ শূলঞ্চৈব তথা পুনঃ ।
ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগং তথা ॥
নীলজীমূত-সঙ্কাশং নীলাঞ্জনসমপ্রভম্ ।
দংষ্ট্রাকরালবদনং নূপুরাঙ্গদসঙ্কুলম্ ॥
আত্মবর্ণসমোপেতং সারমেয়সমন্বিতম্ ।
ধ্যাত্বা জপেৎ সুসংহৃষ্টঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥
এতৎ শ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমম্ ।
ভৈরবায় প্রহৃষ্টাভূৎ স্বয়ঞ্চৈব মহেশ্বরী ॥

ইতি বিশ্বসারে আপদুদ্ধারকল্পে বটুকভৈরবস্তবরাজঃ ॥

কতিপয় মন্ত্রের আশ্চর্য্য ক্রিয়া

সাধারণ গৃহস্থ ব্যক্তির নিত্য-নৈমিত্তিক উপকারের জন্য আমরা সিদ্ধমন্ত্র সংগ্রহ করিয়া নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম। কোন্ কার্য্যে, কিরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাও লিখিত হইল। এই গুলি সিদ্ধমন্ত্র, সুতরাং ইহা ব্যবহার জন্য পুরশ্চরণাদির প্রয়োজন নাই। কেবল অধিকারানুযায়ী ব্যক্তি যথাযথ ব্যবহার করিতে পারিলে ফল

পাইবেন। বলা বাহুল্য, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াবান্ তান্ত্রিক সাধকই এই মন্ত্র প্রয়োগের অধিকারী ; অন্যের আশা দুরাশা মাত্র। মন্ত্রগুলি ও তাহার প্রয়োগ এইরূপ।

১। কাহারও প্রতি দেবগণ কুপিত হইয়া থাকিলে,—"ওঁ শান্তে প্রশান্তে সর্ব্বক্রোধোপশমনে স্বাহা" এই মন্ত্রটি জপ করিয়া মুখ ধৌত করিবে, তাহা হইলেই তাহাদের ক্রোধ উপশম হইবে এবং প্রসন্নতা লাভ করিবে।

২। "ক্রীঁ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ" এই মন্ত্রটি দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে ব্যাঘ্রের গতিশক্তি বিনষ্ট হয় ; উপরন্তু সে মুখব্যাদান করিতে পারে না।

৩। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ক্রীঁ হ্রীঁ" এই মহামন্ত্র যে ব্যক্তি হৃদয়ক্ষেত্রে একমনে জপ করে, তাহার সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট বিনাশ হইয়া থাকে। স্বহস্তে রক্তবর্ণ ফুলের মালা গাঁথিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে ভক্তিভাবে প্রত্যহ শতবার এই মন্ত্রটি জপ করিলে, চিরকাল সুখভোগে কাল যাপন করা যায়।

৪। প্রত্যহ শুদ্ধচিত্তে ভৈরবীর ধ্যান করিয়া "ওঁ ক্ষ্রীঁ ক্ষ্রীঁ ক্ষীঁ ক্ষ্রীঁ ক্ষ্রীঁ ফট্" এই মহামন্ত্রটি অর্দ্ধ সহস্রবার জপ করিলে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হইয়া থাকে। এই মন্ত্রের সাধক নিত্য শুদ্ধ ফল প্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি সপরিবারে পরমা শান্তি লাভ করে।

৫। "ওঁ হুঁ কারিণী প্রসব ওঁ শীতলাং" এই মন্ত্রে তৃণাদি অভিমন্ত্রিত করিয়া গাভী ও মহিষীকে খাইতে দিলে, তাহাদের সমধিক দুগ্ধ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৬। শ্বেত আকন্দের মূল পুষ্যানক্ষত্রে আহরণ করিয়া এক অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ কাষ্ঠখণ্ডে গণপতির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। তদনন্তর

হবিষ্যাশী হইয়া অতি সংযতচিত্তে ও ভক্তিভাবে "ওঁ পঞ্চান্তকং অন্তরীক্ষায় স্বাহা" এই মন্ত্রে করবীপুষ্প ও চন্দনাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পূজান্তে রক্ত করবীপুষ্পে ঘৃত-মধু মিশ্রিত করিয়া "পঞ্চান্তকং শশিধরং বীজা গণপতে ব্বিদুঃ ওঁ হ্রীং পূর্ব্বদয়াং ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা"এই মন্ত্রে হোম করিতে হইবে। তাহা হইলে দেব গণপতি বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

৭। "ওঁ হ্রীং হয়শীর্ব বাগীশ্বরায় নমঃ" এবং "ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ" এই দুইটী মন্ত্রের মধ্যে যে কোন একটী যথানিয়মে প্রত্যহ জপ করিলে বাগ্মী ও কবি হইতে পারা যায়।

৮। কৃকলাসের অধর শিখায় বন্ধন করিয়া "ওঁ নাভি বেগে উর্ব্বশী স্বাহা" এই মন্ত্রটী জপ করিতে করিতে আহার করিতে বসিলে অপরিমিত আহার করিতে পারিবে।

৯। কতকগুলি সর্ষপ লইয়া,—"ওঁ ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রঃ হ্রঃ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া রোগীর গাত্রে নিক্ষেপ করিলে সর্ব্বপ্রকার গ্রহদোষ শান্তি হইয়া থাকে।

১০। "ওঁ নমো নরসিংহায় হিরণ্যকশিপুবক্ষোবিদারণায় ত্রিভুবন-ব্যাপকায় ভূত-প্রেত-পিশাচ-ডাকিনী-কুলোন্মূলনায় স্তম্ভোদ্ভেদায় সমস্ত দোষান্ হর হর বিসর বিসর পচ পচ হন হন কম্পয় কম্পয় মথ মথ হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ ফট্ ঠঃ ঠঃ এহেহি বজ্র আজ্ঞাপয়তি স্বাহা" এই নৃসিংহদেবের মন্ত্রটী পাঠ করিলে ভূত-প্রেতাদির ভয় বিদূরিত হয়। ভূতাদির আবেশও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে।

১১। প্রত্যহ সমাহিত ভাবে "ওঁ ভগবতে রুদ্রায় চণ্ডেশ্বরায় হূঁ হূঁ ফট্ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রটী জপ করিলে কোনরূপ দৈবী বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

১২। "ওঁ দৃষ্টকর অদৃষ্ট কালিঙ্গনাগ হরনাগ সর্পচুণ্ডী বিসুদাঢ় বন্ধনং শিবগুরু প্রসাদাৎ" এই মন্ত্রটী সাতবার পাঠ করিয়া স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রে গ্রন্থি দিবে। সেই বস্ত্র যতক্ষণ অঙ্গে থাকিবে ততক্ষণ সর্পাদি দংশন করিতে পারিবে না।

১৩। প্রত্যহ আহারের পর আচমনান্তে—"শর্যাতিঞ্চ সুকন্যাঞ্চ চ্যবনং সত্বরমশ্বিনম্। ভোজনান্তে স্মরেন্নিত্যং তস্য চক্ষুঃ প্রসীদতি॥" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সাত গণ্ডুষ জল অভিমন্ত্রিত করিয়া চক্ষুতে ছিটা দিবে। ইহাতে চক্ষুরোগ জন্মিতে পারে না।

১৪। "ওঁ নমো ভগবতে ছিন্দি ছিন্দি অমুকস্য শিরঃপ্রজ্বলিত পশু-পাশে পুরুষায় ফট্।" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অস্ত্র দ্বারা মৃত্তিকা ছেদন করিলে, সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। অমুক স্থলে রোগীর নাম করিতে হইবে।

১৫। প্রত্যহ আহারের পর আচমনান্তে "বাতাপির্ভক্ষিতো যেন পীতো যেন মহোদধিঃ যন্ময়া খাদিতং পীতং তন্মেহগস্ত্যো দরিষ্যতু।" এই মন্ত্রটী পাঠ করতঃ উদরে সাতবার হাত বুলাইবে। ইহাতে ভুক্ত দ্রব্য সহজে জীর্ণ হইবে, কখনও অজীর্ণাদি রোগ হইবে না এবং নিমন্ত্রণ আদিতে গুরু আহার করিলেও এই প্রক্রিয়ায় অতি শীঘ্র জীর্ণ হইয়া থাকে।

পাঠক! আর কত লিখিব?—এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় কত বিষয় যে তন্ত্রমধ্যে স্থান পাইয়াছে, ভাবিলে বিস্ময়ে আত্মহারা হইতে হয়। তন্ত্রকার দ্রব্যগুণ হইতে আরম্ভ করিয়া রসায়ন, বাজীকরণ, শান্তি, পুষ্টি ও ক্রূরকর্ম্ম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধন হইতে দেব-দেবীর উচ্চ উচ্চ সাধন, সর্ব্বশক্তি আয়ত্তীকরণ প্রভৃতি সর্ব্ববিষয় প্রকাশ করিয়া মানবকে এক নূতন চক্ষু প্রদান করিয়াছেন। আজিও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হরিতাল বা পারদের ব্যবহার অবগত নহে, কিন্তু বহু পূর্ব্বে

তন্ত্রকার তাহার ব্যবহারপ্রণালী প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আজিও তাহার ফলে সাধু-সন্ন্যাসীর মধ্যে স্বর্ণাদি প্রস্তুতের প্রণালী গুপ্তভাবে রক্ষা হইয়া আসিতেছে। আমাদের এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়—তন্ত্রের সাধনায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ; তথাপি সাধারণের পরীক্ষার্থ কতকগুলি তদতিরিক্ত বিষয় পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করিলাম। সাধনা করিয়া, পরীক্ষান্তে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবে। এক্ষণে—

উপসংহার

কালে দীন গ্রন্থকারের নিবেদন এই যে,—পাঠক! না জানিয়া—মর্ম্ম অবগত না হইয়া তন্ত্রের নামে নাসিকাটী কুঞ্চিত করিও না। তন্ত্রশাস্ত্রের ন্যায় আর কোন শাস্ত্র এরূপ সাধন-পদ্ধতি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তন্ত্রশাস্ত্র সাধনার কল্প-ভাণ্ডার; যে যাহা চাহিবে, তন্ত্রশাস্ত্র তাহাকে তাহাই প্রদান করিবে। তন্ত্রশাস্ত্র সর্ব্বাধিকারী জনগণকে আপন অঙ্কে আশ্রয় দিয়া সমান ভাবে সকলের অভাব পূর্ণ করিতেছেন। রোগী, ভোগী বা যোগীর কাহাকেও হতাশ হইতে হইবে না। তাই তন্ত্রজ্ঞ সাধক বলিতেছেন—

> যেঽভ্যস্যন্তি ইদং শাস্ত্রং পঠন্তি পাঠয়ন্তি বা
> সিদ্ধয়োঽষ্টৌ করে তেষাং ধনধান্যাদিমন্নরাঃ ॥
> আদৃতাঃ সর্ব্বলোকেষু ভোগিনঃ ক্ষোভকারকাঃ।
> আপ্নুবন্তি পরং ব্রহ্ম সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥

—তন্ত্র-সার

—যাহারা এই শাস্ত্র অভ্যাস করে, পাঠ করে অথবা পাঠ করাইয়া থাকে, অষ্টসিদ্ধি তাহাদের হস্তগত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তাহারা ধনধান্যাদিসম্পন্ন, সর্ব্বলোকে সমাদৃত, উত্তম ভোগশালী, শত্রুক্ষোভকারী ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হইয়া পরিশেষে পরম-ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে।

পাঠক! তুমি তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ-অর্জ্জিত রত্নরাজির অনুসন্ধান না পাইয়া, সব বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা বলিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া আছ; আর সুদূর আমেরিকার সমুন্নত স্বাধীন সভ্য প্রদেশে, উদার অনুসন্ধিৎসু শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সেই তন্ত্র-শাস্ত্র কি অদ্ভুত বিশ্বাস, ভক্তি ও ক্রিয়ার নব-যুগের আবির্ভাব করিয়াছে! আর আমরা সেই উচ্চ শিক্ষায় ও আত্মবিশ্বাসে জলাঞ্জলি দিয়া, আজ কি ঘোর পরমুখাপেক্ষী ও ভীষণ আত্মপ্রবঞ্চক হইয়া পড়িয়াছি,—তাহা ভাবিতে কি লজ্জা হয় না? ঐ দেখ আমেরিকার "International Journal of Tantrik Order in America" নামক মাসিক পত্রের পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত, সম্পাদকীয় ("THE FIFTH VEDA"—Theory and Practice of Tantra) প্রবন্ধের মধ্যে একস্থলে Carl Grant Zolliner মহোদয় লিখিত তন্ত্র বিষয়ক কিরূপ গবেষণা উদ্ধৃত হইয়াছে—

Tantriks devote their whole life and energy to the fearless investigation of truth. Under the direction of what are considered to be the greatest teachers in the world, the initiated undergoes a course of training which modifies his organization from a psychological, aswell as a physiological point of view. If the imagina-

tion be diseased, it is with a sudden jerk, restored to its equilibrium.

"The method of the Tantrik is to test everything to its final analysis, and receive a truth nothing of whose entity can be seen with absolute certainty. With this knowledge, Tantrik literature is presented to the public in the sincere belief that it will do good ; in the hope that it will enable all to perceive and to feel more deeply certain things which, neglected, constitute the cause of lasting sorrow amongst those that should be happy. The Tantra itself, is very bold, but its boldness is its beauty ; for it is the boldness of chastity, of a lofty and tender morality, for which we must drop pride and speak of things as they are. Religion in its higher sense, as every man sees it, is to him not only a rule of action by which he lives and progresses, but it formulates the rule by which he must die and pass into the mysterious realms of a future life. It is the study and consideration of the most ancient and profound religions that the attention on reverent and conscientious minds is invited. Those who are at liberty to develop themselves freely will seldom molest themselves about the opinions of the seers. Mystic philosophers do not clash but arrive at like conclusions

by different routes and by the exercise of different faculties of mind." —*Carl Grant Zollner*

সেই প্রবন্ধের পার্শ্বে সম্পাদক স্বয়ং টীকা করিয়াছেন—

"Whosoever loves his own opinions and fears to lose them, who looks with disfavour on new truth, should close this journal; it is useless and dangerous for him; he will understand it badly, and it will vex him." ঠিক কথা!

অন্য স্থলে সম্পাদক স্বয়ং বলিতেছেন—

"This Tantrik Science is the essence of Vedas." "The Tantras are the fifth Vedas."

"Tantra :—From the Sanskrit **tan**, to believe, to have faith in; hence, literally, an instrument or means of faith, is the name of the sacred works of the worshippers of the female energy of the God Siva."

—*International Cyclopœdia, 1894.*

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মোক্ষমূলর (Max Muller,) কোঁৎ (Comte) হার্ব্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের মত উদ্ধৃত করিয়া, সম্পাদক কেমন সুন্দর যুক্তিপূর্ণভাবে তন্ত্রের উপযোগিতা ও তাহার প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা ম্লেচ্ছাচারী হইয়াও যে ভাবে তন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছেন, আমরা চির-সাত্ত্বিকতার ক্রোড়ে পরিপুষ্ট হইয়াও তাহা যেন এখন হৃদয়ঙ্গম করিতেই পারি না। আমরাই সাধনায় তন্ত্রের মধ্যে ব্যভিচার আনয়ন করিয়া তন্ত্রমার্গ বীভৎস করিয়া তুলিয়াছি—ইহা যে যথার্থই কালের বল,

তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে তাঁহারা তন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এ পর্য্যন্ত যতদূর উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই সম্পূর্ণ নহে; বিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দপ্রদ—ব্রহ্মজ্ঞানের পথই তন্ত্রের চরম লক্ষ্য। তবে আমাদের দেশীয় সাধক-সমাজ তন্ত্রের শৃঙ্খলাবদ্ধসাধনা-পথভ্রষ্ট হইয়া যদৃচ্ছা পথে পরিচালিত হইয়াছেন, আমেরিকার "Tantrik Order" (তান্ত্রিক অর্ডার) সেরূপ উচ্ছৃঙ্খল হয় নাই। তাঁহারা প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়াই অগ্রসর হইতেছেন। জ্ঞান ও যোগের গুরু থিয়োসফিষ্ট সম্প্রদায়ের ন্যায় হয়ত একদিন তাঁহারাই আমাদের গুরুরূপে ভারতে আসিয়া আমাদিগকে তন্ত্র-রহস্য বিষয়ে উপদেশ ও সাধন-প্রক্রিয়া শিক্ষা দিবেন। সকলই সেই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মহামায়ার ইচ্ছা !!

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি সমন্বয় করিয়া তন্ত্রের সাধনপ্রণালী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানই তন্ত্রের চরম লক্ষ্য; ভক্তি ও কর্ম্মের সাহায্যে সেই জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। আমরাও এই গ্রন্থে তাহাই প্রকাশ করিলাম। সাধনা করিয়া, পাঠক তাহার মর্ম্মোপলব্ধি করিবে। তন্ত্রের সার কথা এই যে, যে নর কামনাশূন্য হইয়া দেবতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়, ভগবান্ তাহাকে মুক্তি প্রদান করেন। সকাম উপাসকদিগের সাযুজ্যরূপ মুক্তিলাভ হয়, নির্ব্বাণ নহে। আর যাহারা কামনাশূন্য হইয়া দেবারাধনা করে, তাহারা নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হয়; পুনর্ব্বার জন্মাদি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

মূর্দ্ধ্না প্রতীচ্ছতে দৈবস্তৎকামেন দ্বিজোত্তমঃ ॥

—শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী

এই বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, অন্য কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা ভোগনাশ্য বিধায় নিষ্ফল এবং দেবতাপ্রীতি কামনা

করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা শরীরারম্ভক, দুরদৃষ্ট-বিশেষাত্মক, লিঙ্গশরীর-নাশক বিধায় সফল। যে হেতু, লিঙ্গশরীর ধ্বংস না হইলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না। কর্ম্মক্ষয় না হইলে জ্ঞান কদাচ প্রকাশ পায় না; জ্ঞান ব্যতীত লিঙ্গশরীর ধ্বংসের অন্য উপায় নাই। সুতরাং লিঙ্গ-শরীর-নাশক সেই জ্ঞানই তন্ত্রের একমাত্র চরম লক্ষ্য। তাই তন্ত্রকার জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন—

বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥
ন মুক্তির্জ্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥

—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র

—যে ব্যক্তি নামরূপাদি পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারে, সে ব্যক্তি কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। যতকাল পুত্র বা দেহাদিতে আমিত্ব জ্ঞান থাকে, ততদিন শত শত জপ, হোম বা উপবাস করিলেও মুক্তি হয় না। কিন্তু "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ, জ্ঞান জন্মিলে দেহী মুক্ত হয়।

পাঠক! দেখিলে, তন্ত্র-শাস্ত্র কিরূপে মুক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এখনও কি বলিতে চাও—তন্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানে অদূরদর্শী ছিলেন? কখনই না। বরং তন্ত্র সর্ব্বসাধারণকে শনৈঃ শনৈঃ প্রবৃত্তির পথ দিয়া যেরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হইবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা তন্ত্রের কৃতিত্বই অধিক বিকশিত হইয়াছে। অতএব তন্ত্রানভিজ্ঞ পরানুকরণকারী স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির বাক্যবিন্যাসে মুগ্ধ না হইয়া, ধীর ও স্থির চিত্তে তন্ত্রের সাধনায় নিযুক্ত হও,—দেখিবে,

ক্রমশঃ মনে অপার আনন্দ ও শান্তির উদয় হইবে, দিন দিন মুক্তিপথে অগ্রসর হইয়া মর্ত্ত্যেই অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে। আমরাও এখন সংসার-সাগর-নিমগ্ন প্রাণীদিগের মুক্তিপোতস্বরূপা, হরি-হর-বিধি-সেবিতা, জনন-মরণভয়-নিবারিণী ও ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী, সেই শবশিরোধরা, রণ-দিগম্বরা, সুরারিকুলঘাতিনী, সর্ব্বার্থসাধিনী, হর-উরোবিহারিণী ব্রহ্মময়ীকে ব্রহ্মের সহিত অভেদজ্ঞানে তাঁহার শমনলাঞ্ছিত বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত অতুল-রাতুল পদদ্বন্দ্বারবিন্দে প্রণতি পূর্ব্বক পাঠকবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ওঁ নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে।
নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সদ্রূপায় নমো নমঃ॥

ওঁ তৎ সৎ

সম্পূর্ণ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু

শ্রীশ্রীনিগমানন্দের
জীবনী ও বাণী

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ডি, লিট (অন) কবিশেখর মহোদয় লিখিয়াছেন—

বহু গল্প, বহু উপন্যাস, বহু প্রবন্ধ আজকাল সপ্তাহে সপ্তাহে বঙ্গভাষার পাঠাগার অলঙ্কৃত করিতেছে; কিন্তু একখানি নিগমানন্দের "জীবনী ও বাণী" পুস্তকে যে আনন্দ, যে উপদেশ, যে উপন্যাসের ন্যায় ঘটনাবৈচিত্র্য ও সারগর্ভ কথা পাইলাম, তাহা পূর্ব্বোক্ত শত শত রত্নমালার মধ্যে মধ্যমণিস্বরূপ। এই পুস্তকে যে সাধুকে দর্শন করিলাম, তাঁহাকে দেখিয়া সত্যই ঠাকুরদর্শনের পুণ্যলাভ হইল। যে সাধনা দেশ হইতে লুপ্তপ্রায়, এই পুস্তকে সেই সাধনার অমৃত-পথ দেখিতে পাইলাম। নিগমানন্দের বাণী দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের বাণীর মতই সরল, মর্ম্মস্পর্শী ও জীবন-পথ চিনাইবার পক্ষে আলোক-বর্ত্তিকা-স্বরূপ। * * * এই বইখানি বাঙ্গালী গৃহস্থ মাত্রেরই ঘরে সযত্নে রাখার সামগ্রী। ইহা দেবমাল্যের মত পবিত্র, উৎকৃষ্ট কাব্যের মত রসোদ্দীপক এবং মধুচক্রের ন্যায় মধুর। প্রতি সন্ধ্যায় গৃহস্থ যদি পুত্রকন্যাগণ লইয়া সশ্রদ্ধভাবে ইহার দুই এক অধ্যায় পাঠ করেন, তবে তাঁহার গৃহের বায়ু নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইবে।

প্রবর্ত্তক—* * জিজ্ঞাসু মন এবং শ্রদ্ধাবান্ ইহাতে তৃপ্ত হইবে, অপ্রাকৃত সাধন-পথের পথিক যাঁরা, তাঁরা এই পুণ্যগ্রন্থে সন্নিবদ্ধ সদ্‌গুরুর দিব্য দর্শন ও অনুভূতিলব্ধ বাণীর মাঝে আলো ও সঙ্কেত পাইবেন। * *

আনন্দবাজার পত্রিকা—* * * এই সুলিখিত ও সুসম্পাদিত পুস্তকখানি অধ্যাত্মরসপিপাসুদিগকে যথেষ্ট শান্তি দিবে।

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ উপদেশামৃত

ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রীমৎ স্বামী ধনঞ্জয় দাস বাবাজী মহারাজ-পরিচালিত ত্রৈমাসিক পত্র সুদর্শন বলেন—

কালধর্ম্মে মহাপুরুষদের পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইলেও তাঁহাদের সিদ্ধ জীবনের অলৌকিক কাহিনী ও উপদেশামৃত একদিকে যেমন এই নশ্বর জগতে তাঁহাদিগকে অবিনশ্বর করিয়া রাখে, অন্যদিকে আবার ত্রিতাপে তাপিত নরনারীর জন্য অমৃতের সন্ধান দিয়া থাকে। বাংলার জাতীয় জীবন আজ চরম দুর্দ্দশায় উপনীত। মৃতপ্রায় এই অভিশপ্ত জাতিকে বাঁচাইতে হইলে, পাশ্চাত্য রাজনীতির কোন ইজ্‌মের দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে না। ভারতীয় জাতির মূল প্রেরণা আধ্যাত্মিকতা। অতএব আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা লইয়াই জাতিকে বাঁচাইতে হইবে। শ্রীশ্রীনিগমানন্দ উপদেশামৃত এইরূপ একখানা গ্রন্থ, যাহা হইতে আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা আমরা শুধু ব্যষ্টি জীবনে নহে, সমষ্টি জীবনেও পাইতে পারি। মনোরম ভাষায় ও অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে এই সকল উপদেশ বলা হইয়াছে। গ্রন্থপাঠে কর্ম্মী কর্ম্মের প্রেরণায়, জ্ঞানী জ্ঞানের মহিমায় উদ্দীপিত হইবে এবং প্রেমিক ভগবৎপ্রেমের অপূর্ব্ব আস্বাদ লাভ করিবেন। প্রবাসী, গৃহী ও সন্ন্যাসীর আদর্শের কথা যেমন ইহাতে বলা হইয়াছে, আবার সমাজ-সংস্কারক এবং রাষ্ট্রনেতাও তাঁহাদের চলার পথের নির্দ্দেশ ইহাতে দেখিতে পাইবেন। অতএব এইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির নিত্য-পাঠ্য—নিত্য-সঙ্গী হইবার উপযুক্ত বলিয়া বলা যাইতে পারে।

৩ জ্ঞানীগুরু

গ্রন্থকারের চিত্র সম্বলিত
৮ম সংস্করণ
মূল্য ৪।।০ আনা।

ইহাতে জ্ঞান ও যোগের উচ্চাঙ্গসমূহ বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে আংশিক সূচী উদ্ধৃত হইল।

নানাকাণ্ডে—ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা, গুরুর প্রয়োজনীয়তা, শাস্ত্র বিচার, তন্ত্র পুরাণ, সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেবতারহস্য, একেশ্বরবাদ ও কুসংস্কার খণ্ডন, হিন্দুধর্ম্মের গৌরব, হিন্দুদিগের অবনতির কারণ, হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব, দ্বৈতাদ্বৈত বিচার, কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি।

জ্ঞানকাণ্ডে—জ্ঞান কি, জ্ঞানের বিষয়, সাধনচতুষ্টয়, অনন্তরূপের প্রমাণ ও প্রতীতি, সমাধি অভ্যাস, জ্ঞানযোগ, ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ ইত্যাদি।

সাধনকাণ্ডে—সাধনার প্রয়োজন, মায়াবাদ, কুণ্ডলিনীসাধন, অষ্টাঙ্গযোগ ও তৎসাধন, প্রাণায়াম সাধন, প্রকৃতিপুরুষযোগ, যোনিমুদ্রা সাধন, ভূতশুদ্ধি সাধন, জীবন্মুক্তি, যোগবলে দেহত্যাগ ইত্যাদি।

৪ তান্ত্রিকগুরু

ষষ্ঠ সংস্করণ
গ্রন্থকারের হাফ্‌টোন্‌ চিত্রসহ
মূল্য ২৸০ মাত্র।

এতদ্দেশে তন্ত্রমতেই দীক্ষা ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ হইয়া থাকে। সুতরাং এ পুস্তকখানি যে সাধারণের বিশেষ প্রয়োজনীয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে সূচীগুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল।

যুক্তিকল্পে—তন্ত্রশাস্ত্র, তন্ত্রোক্ত সাধনা, মকারতত্ত্ব, সপ্ত আচার, ভাবত্রয়, তন্ত্রের ব্রহ্মবাদ, শক্তি উপাসনা, দেবমূর্ত্তিতত্ত্ব, সাধনার ক্রম ইত্যাদি।

সাধনকল্পে—গুরুকরণ ও দীক্ষাপদ্ধতি, শাক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেক, অন্তর্যাগ বা মানসপূজা, জপরহস্য ও সমর্পণবিধি, পঞ্চমকারে কালী সাধনা, চক্রানুষ্ঠান, তন্ত্রের ব্রহ্মসাধন, তন্ত্রোক্ত যোগ ও মুক্তি ইত্যাদি।

পরিশিষ্টে—যোগিনীসাধন, হনুমদ্দেবের বীরসাধন, সর্ব্বজ্ঞতা লাভ, দিব্যদৃষ্টি লাভ, অদৃশ্য হইবার উপায়, অগ্নি নিবারণ, শূলরোগ প্রতিকার, জ্বরাদি সর্ব্বরোগ শান্তি, কতিপয় মন্ত্রের আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

৫ প্রেমিক গুরু

ষষ্ঠ সংস্করণ
গ্রন্থকারের প্রতিমূর্ত্তি সহ
মূল্য ৩৲ তিন টাকা

ইহাতে জীবনের পূর্ণতম সাধনা প্রেমভক্তি ও মুক্তির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অবগতির জন্য সংক্ষিপ্ত সূচী উদ্ধৃত হইল।

পূর্ব্বস্কন্ধে—ভক্তিতত্ত্ব, সাধনভক্তি, ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি, ভক্তিবিষয়ে অধিকারী, ভক্তিলাভের উপায়, চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্তির সাধনা, চৈতন্যোক্ত সাধনপঞ্চক, পঞ্চভাবের সাধনা, রাধাকৃষ্ণ ও অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব, শাক্ত ও বৈষ্ণব, কিশোরী ভজন, শৃঙ্গার সাধন ইত্যাদি।

উত্তরস্কন্ধে—ভক্তিই মুক্তির কারণ, মুক্তির স্বরূপ লক্ষণ, বেদান্তোক্ত নির্ব্বাণ মুক্তি, মুক্তিলাভের উপায়, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ, অবধূতাদি সন্ন্যাস, সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও তদ্ধর্ম্ম, আচার্য্য শঙ্কর ও গৌরাঙ্গদেব, ভগবান্ রামকৃষ্ণ, জীবন্মুক্ত অবস্থা ইত্যাদি।

৬ মায়ের কৃপা

এই গ্রন্থে মা—কে, এবং কিরূপে মায়ের কৃপা লাভ করা যায়, তাহা অধিকারিভেদে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীগুরুর কৃপাই যে সাধন ও সিদ্ধির মূল, তাহা সত্য ঘটনাবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। **উপদেশগুলি মা স্বয়ং শ্রীমুখে প্রদান করিয়াছেন।** ষষ্ঠ সংস্করণ, মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র। **হিন্দী সংস্করণ** ॥০ আনা।

৭ কুম্ভযোগ ও সাধু মহাসম্মিলনী

এই গ্রন্থে কুম্ভযোগ, তাহার স্থান ও সময়, সাধুসম্মিলনী কি উদ্দেশ্যে কাহার কর্ত্তৃক স্থাপিত, সাধকগণের বিবরণ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। বিগত ১৩২১ সালে চৈত্রমাসে হরিদ্বারে যে কুম্ভমেলা হইয়াছিল, ইহাতে তাহার বিশদ বিবরণ লিখিত আছে। তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ১৲ টাকা।

৮ তত্ত্বমালা প্রথম খণ্ড

এই খণ্ডে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব, গায়ত্রীতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব, মহাবিদ্যাতত্ত্ব, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, শারদীয়া ও কালী প্রভৃতি শাক্তসম্প্রদায়ে প্রচলিত যাবতীয় পূজা-পার্ব্বণ ও উৎসবাদির তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৯ তত্ত্বমালা দ্বিতীয় খণ্ড

এই খণ্ডে—ভগবত্তত্ত্ব, অবতার তত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উৎসবাদির তত্ত্ব-সমূহ বিবৃত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে বৈষ্ণব শাস্ত্রের চরম তত্ত্ব অবগত হইবার একমাত্র শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

১০ তত্ত্বমালা তৃতীয় খণ্ড

এই খণ্ডে আত্মতত্ত্ব, সাংখ্যযোগতত্ত্ব, যোগনিদ্রাতত্ত্ব, নিবৃত্তিতত্ত্ব, সেবাতত্ত্ব, স্বপ্নতত্ত্ব, মৃত্যুতত্ত্ব, অশৌচতত্ত্ব, উৎসবতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব ইত্যাদি হিন্দুর সাধনা সম্পর্কিত বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১৷৹ পাঁচ সিকা মাত্র।

১১ সাধকাষ্টক

এই গ্রন্থে আটজন গৃহস্থ সাধুর পূত জীবন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তক চরিত্রগঠন ও ধর্ম্ম লাভে বিশেষ সহায়তা করিবে। ৩য় সংস্করণ, মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

১২ বেদান্ত-বিবেক

ইহাতে নিত্যানিত্যবিবেক, দ্বৈতাদ্বৈত-বিবেক, পঞ্চকোষ-বিবেক, আত্মানাত্ম-বিবেক ও মহাবাক্য-বিবেক এই কয়েকটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১৲

১৩ শিক্ষা

শিক্ষার আদর্শ, সমস্যা, সমাধান, প্রয়োগ—এই পর্ব্বচতুষ্টয়ে বিভক্ত। শিক্ষাকে অধ্যাত্মদৃষ্টি দিয়া দেখিবার ইহা অভিনব প্রয়াস। শিক্ষাকে কি করিয়া জীবনে ফুটাইয়া তোলা যাইতে পারে, তাহার অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্কেত এই পুস্তকে পাইবেন। ২য় সংস্করণ, মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

১৪ উপদেশ-রত্নমালা

এই পুস্তকখানিতে ঋষি ও সাধু মহাপুরুষদিগের কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিমূলক কতকগুলি আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে। ষষ্ঠ সংস্করণ, ।৶০ ছয় আনা মাত্র।

১৫ স্তোত্রমালা

সারস্বত-মঠে পঠিত নিত্য-নৈমিত্তিক স্তোত্রসমূহের সংগ্রহ। বড় বড় অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা। ষষ্ঠ সংস্করণ, মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র।

১৬ শ্রীশ্রীনিগমানন্দের জীবনী ও বাণী

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত জীবন-কথা আত্মপরিচয়, তত্ত্বোপদেশ ও অভয়বাণীর অপূর্ব্ব সমাবেশ। ইহা গীতাপাঠের ন্যায় স্ত্রী পুত্রাদি পরিজন সমভিব্যাহারে প্রতিটি গৃহে নিত্য পঠিত হইলে সংসারে বিমল আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে। তৃতীয় সংস্করণ, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি ও হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিসহ মূল্য ৩৷৹ তিন টাকা আট আনা মাত্র।

১৭ অভয়বাণী

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পরমহংসদেব কর্তৃক তদীয় শিষ্য-ভক্তবৃন্দ সমীপে লিখিত ও শ্রীমুখ-কথিত আশা ও উদ্দীপনাপূর্ণ বাণীবিশেষের সংগ্রহ। অসংযত চিত্ত মানবের নিরাশ প্রাণের একমাত্র ভরসাস্থল। ইহা পাঠ করিলে আনন্দ প্রচুর পাইবেন। ২য় সংস্করণ, মূল্য ৷৹।

১৮ নিগমবাণী

শ্রীমদাচার্য্য স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব তদীয় শিষ্য-ভক্তগণের নিকট স্বহস্তে যে সমস্ত উপদেশপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই সমস্ত পত্রাবলী হইতে সার্ব্বভৌম বাণী-গুলির সঙ্কলনে এই গ্রন্থের প্রকাশ। মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

১৭ কীর্ত্তনমালা

সারস্বত মঠ, আশ্রম ও তদন্তর্গত সঙ্ঘ সমূহে গীত কীর্ত্তন ও সঙ্গীত সমূহের অপূর্ব্ব সমাবেশ। গীতপ্রিয় মানব মাত্রেই পাঠে আনন্দে মুখরিত হইবেন। মূল্য ১॥০।

২০ শ্রীশ্রীনিগমানন্দ উপদেশামৃত

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব তদীয় শিষ্য-ভক্তগণকে উপলক্ষ করিয়া যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ বাণী দিয়াছিলেন, তাহা গ্রথিত করিয়া পুস্তকাকারে সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে। মূল্য দুই টাকা।

পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের হাফটোন প্রতিমূর্ত্তি

বড় সাইজ ৷৶০, মাঝারী সাইজ ।০, ছোট সাইজ নানা রকমের—প্রত্যেকটী ৵০ আনা। কার্ড সাইজ পকেটে রাখার উপযুক্ত ৵০ আনা।

আর্য্য-দর্পণ

[সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র]

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মচারি-সঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত ধর্ম্ম, নীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র। প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ৪৩শ বর্ষ (১৩৫৭ সাল) চলিতেছে। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—দক্ষিণ বাঙ্গলা সারস্বত আশ্রম,
পোঃ হালিসহর (২৪ পরগণা)।

সারস্বত মঠান্তর্গত শাখাশ্রম ও সঙ্ঘসমূহ হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ঠাকুরের চিঠি—শ্রীমদাচার্য্য স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব কর্ত্তৃক তদীয় শিষ্য-ভক্তগণ সমীপে লিখিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ পত্রাবলী। ১ম খণ্ড ১৷৹, ২য় খণ্ড ১।৹, ৩য় খণ্ড ১।৹ পাঁচ সিকা।

সম্মিলনীর চিঠি—১৩৩৮ হালিসহর ভক্ত-সম্মিলনীর বিস্তৃত বিবরণ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশ। মূল্য ৷৹ আনা।

ঠাকুর হরিদাস—শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ নাম-সাধনার মূর্ত্ত বিগ্রহ ঠাকুর হরিদাসের পূত জীবন-কথা। মূল্য ।৹ আনা।

হিন্দুধর্ম্ম—হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্ত্ব বিশ্লেষণ। মূল্য ৵৹ আনা।

জয়গুরু নাম মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনম্—মূল্য ⁄৹ আনা।

সদ্‌গুরু নিগমানন্দ—শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-বিশ্লেষণ। মূল্য ১৲ টাকা।

সেবকের দিনলিপি—সাধকের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণের বাণী। প্রথম খণ্ড ১৲, দ্বিতীয় খণ্ড ১৲, তৃতীয় খণ্ড ১৲ টাকা।

নিগম-স্মৃতি—পদ্যচ্ছন্দে ঠাকুরের জীবন-কথা। মূল্য ।৵৹ আনা।

শ্রীশ্রীগুরুগীতা—সংস্কৃত মূল ও তাহার প্রাঞ্জল পদ্যানুবাদ। মূল্য ।৵৹ আনা।

আচার্য্য-প্রসঙ্গ—শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেব-সম্পর্কিত। গুরু-শিষ্য বা ভক্ত-ভগবানের মধুর লীলার উজ্জ্বল প্রকাশ। মূল্য ১৲।

আমি কি চাই—শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দদেবের প্রাণের আকূতি। ইহা পাঠে তাঁহার অমিয় মধুর ভাবধারা হৃদয়ঙ্গম হইবে। মূল্য ।৹।

হিন্দু বোধন—ঘুমন্ত জাতির জাগরণের বিদ্যুৎ দণ্ড। মূল্য ৵৹ আনা।

[illegible] ডল্যাণ্ড প্রেস, ২নং গঙ্গারাম পালিত লেন, কলিকাতা—১৩